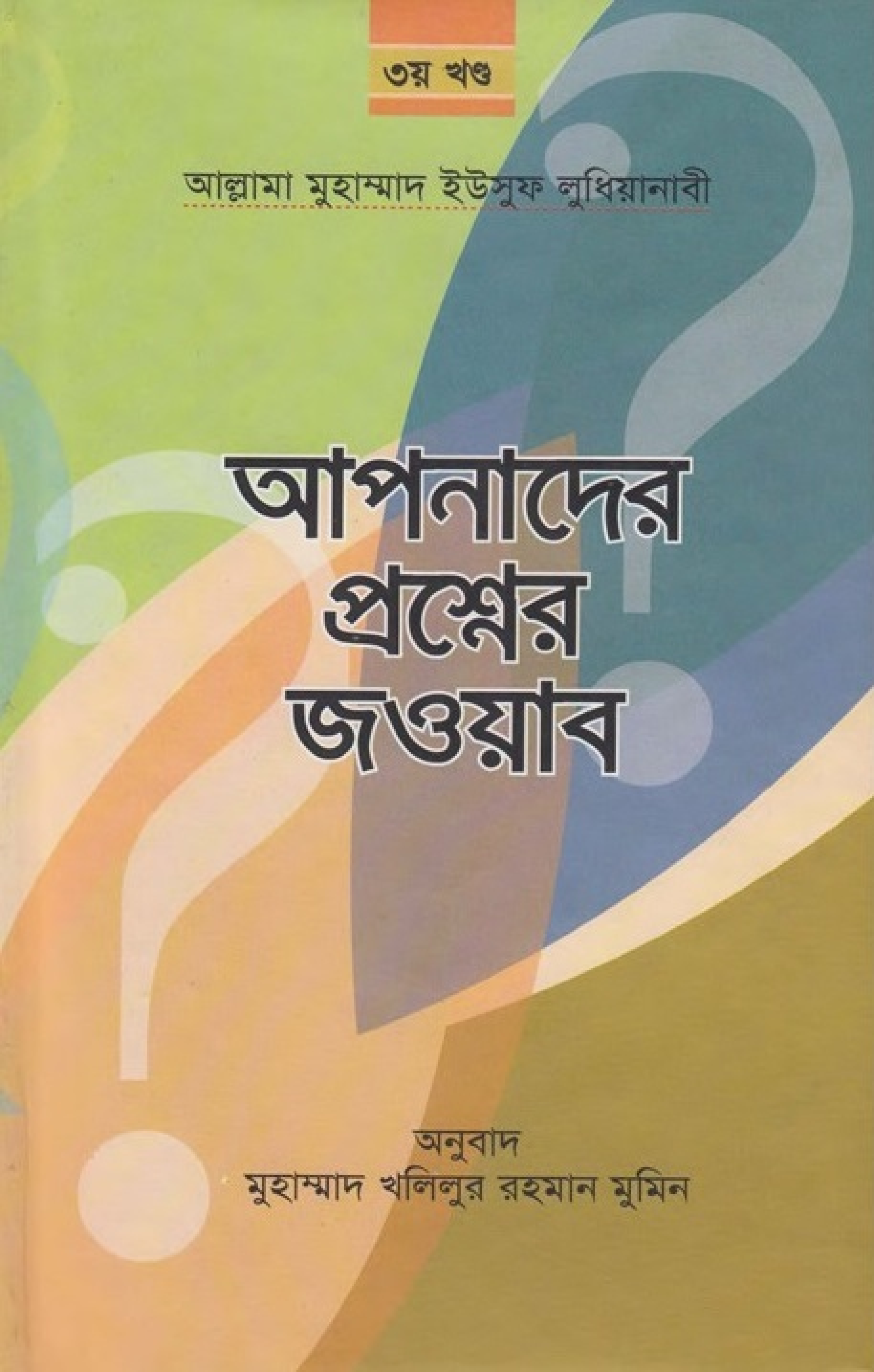

৩য় খণ্ড

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী

আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব

অনুবাদ
মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব
[তৃতীয় খণ্ড]

মূল

আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-001-0 set

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি : ২০১০
মুহাররাম : ১৪৩১
মাঘ : ১৪১৫

প্রচ্ছদ : গোলাম মওলা

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র

Apnader Prosner Jawab Vol. 3

Written by Allama Muhammad Yousuf Ludhianabi Translated by Muhammad Khalilur Rahman Mumin and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition January 2010 PriceTaka 130.00 only.

প্রকাশকের কথা

আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে সরাসরি বিভিন্ন মাছআলার সমাধান যাঁরা বের করতে পারেন না তাঁরা ইসলামের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমল করে থাকেন।

মাছআলার সমাধান পেশ করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে এই উপ-মহাদেশে যাঁরা শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁদের একজন ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ)।

তিনি আনুমানিক খৃস্টীয় ১৯৩২ সনে পূর্ব পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জিলার ইসাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৫ সনে মুলতানের জামিআতুল খাইরুল মাদারিস নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি মামুনকুঞ্জের ইহ্ইয়াউল উলুম মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৭৪ সনে তিনি মুলতান থেকে করাচীতে এসে জামিআ আল-উলুমুল ইসলামিয়াতে অধ্যাপনা শুরু করেন।

১৯৭৮ সন থেকে পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াব দেয়া শুরু করেন। এই জওয়াবগুলো পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

আমরা অনুভব করি যে তাঁর প্রদত্ত জওয়াবগুলো বাংলাভাষী মুসলিমদেরও জানা প্রয়োজন। বহু ইসলামী গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবীর (রহ) জওয়াবগুলো বাছাই ও অনুবাদ করার দায়িত্ব পালন করেছেন। "আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব" নামে ইতিপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর তৃতীয় (সর্বশেষ) খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থটির প্রকাশনা সম্পন্ন হলো।

গ্রন্থটি বাংলাভাষী ভাই-বোনদের বিরাট উপকার করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। উল্লেখ্য, আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানাবী (রহ) ২০০০ সনের ১৮ই মে গাড়িতে পেতে রাখা একটি বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করুন। আমীন!

সূচীপত্র

সংস্কৃতি অধ্যায়

নাম রাখা

সন্তানের নাম রাখার সঠিক পদ্ধতি ১৯
নাম সংক্ষিপ্তকরণ ১৯
‘আসিয়া’ নাম রাখা ২০
‘মুহাম্মাদ আহমাদ’ নাম রাখা ২০
‘আরেশ’ নাম রাখা ২১
‘হারিছ’ নাম রাখা ২১
‘খুযাইমা’ নাম রাখা ২১
জামশেদ হুসাইন নাম রাখা ২১
নিজের নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করা ২১
‘মুহাম্মাদ’ শব্দটি নামের অংশ বানানো ২২
মসীহুল্লাহ্ নাম রাখা ২২
মেয়েদের নাম ‘তাহ্রীম’ রাখা ২২
কোনো মুসলিমের অমুসলিম নাম ধারণ করা ২২
পারভেজ নাম রাখা ২৩
‘আবদুল মুস্তাফা’ এবং ‘গোলামুল্লাহ’ নাম রাখা ২৩
আল্লাহ্ তা‘আলার জাতি ও সিফাতি নামে অন্য কাউকে সম্বোধন করা ২৩
‘নায়েলা’ নাম রাখা ২৪
কোনো সংস্থার নাম ‘আর রাহমান’ রাখা ২৪
ভালো ও মন্দ নামের প্রভাব ২৫
আসহাব ও সাহব এর তাৎপর্য ২৫
‘আবুল কাসেম নাম রাখা ২৫
নামের শেষে সিদ্দিকী, উসমানী, ফারুকী ইত্যাদি যুক্ত করা ২৫
ছদ্মনাম ব্যবহার করা ২৬
জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেলে সেই বাচ্চার নাম রাখা ২৬

সংগীত

সংগীতের শরঈ দৃষ্টিকোণ ২৬
কাওয়ালী ২৭

সংগীত ও প্রকৃতি (ফিতরাত) ২৮
সংগীত কি আত্মার খোরাক ২৮
ক্লাসিক গান ২৯
মিউজিকের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু গানের কথাগুলো শোনা ২৯
গান শোনার বদ অভ্যাস কিভাবে পরিত্যাগ করা যাবে ২৯
গানে গানে দাওয়াতী কাজ করা ২৯

নৃত্য

নাচ-গানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ৩০
জন্মদিনে নাচ-গানের অনুষ্ঠান আয়োজন ৩০
নাচ-গানের আসর বসানো ৩১
সহোদর ভাইবোন ঘরোয়া পরিবেশে নাচ-গান করা ৩১

খেলাধুলা

খেলাধুলার শরঈ হুকুম ৩২
ফল-ফলাদি বাজী রেখে তাস খেলা ৩২
কেরাম বোর্ড, লুডু ও তাস খেলা ৩৩
সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে খেলা ৩৩
শরঈ দৃষ্টিতে ক্রিকেট খেলা ৩৩
হাদীসের দৃষ্টিতে তাস ও পাশা খেলা ৩৪
মেয়েদের খেলাধুলা ইসলাম অনুমোদন করে কি ৩৬
খেলাধুলার পোশাক কেমন হওয়া উচিত ৩৬
কারাতে শেখা ৩৬
কবুতর বাজী ৩৭
ভিডিও গেমস্ ৩৭

নাটক-সিনেমা

ফিল্মে অভিনয় ৩৮
দীনী উদ্দেশ্যে রেডিও, টেলিভিশনের ব্যবহার ৩৮
‘ডন অব ইসলাম’ ছবি দেখা ৩৮
টিভিতে সিনেমা দেখা ৩৯
নবী করীমকে (সা) নিয়ে ফিল্ম ৪০

ছবি বা প্রতিকৃতি

ছবি সামাজিক দুষ্টক্ষত ৪১
আইনগতভাবে ছবি উঠাতে বাধ্য হলে ৪১
ঘরে ছবি ঝুলিয়ে রাখা এবং ছবিযুক্ত কৌটা বা বোতল ব্যবহার করা ৪২
মাসজিদের ভেতর ছবি তোলা ৪২
পিতা কিংবা দাদার ছবি ঝুলিয়ে রাখলে সেজন্য গুনাহ্গার হবেন কে ৪৩
ছবি তোলার ব্যাপারে কারও আমল শরী'আতের দলিল নয় ৪৩
কারেন্সী নোটে (টাকায়) ছবি ছাপানো ৪৩
কাবা শরীফের ছবি ৪৪
সরকারী অফিসে ছবি রাখা ৪৪
ছবি আঁকা পেশা হিসেবে নেয়া ৪৪
ছবি ও প্রতিবিম্ব ৪৫
ছবিযুক্ত সংবাদপত্র রাখা ৪৫
কাপড়ের পুতুল ঘরে রাখা ৪৫
মুসলিম চিত্রশিল্পীর আঁকা প্রাণীর ছবি ৪৬
জড় পদার্থের প্রতিকৃতি ৪৬
মূর্তি তৈরি করা ৪৬
কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আরত ছবি ৪৭
কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি কিংবা মূর্তি খেলনা হিসেবে ব্যবহার করা ৪৭
আইডি কার্ড পকেটে রেখে মাসজিদে যাওয়া ৪৭
গাছের তো প্রাণ আছে তাহলে গাছের ছবি আঁকা বৈধ হয় কি করে ৪৭
প্রাণীর ছবি আঁকা নিষেধ কেন ৪৮
ছবি আঁকতে বাধ্য হলে ৪৮
প্রাণীর ছবি আঁকার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ৪৮
ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি ৫০

চাল-চলন, বেশভূষা ও রূপচর্চা

বিজাতীয় পোশাক ও আচার-আচরণের অনুকরণ ৫৩
ভ্রু উপড়ে ফেলা ৫৪
মেয়েরা মুখমণ্ডল ও বাহুর পশম পরিষ্কার করতে পারে কিনা ৫৫
চোখে নকল পাপড়ি লাগানো ৫৫
মহিলাদের চুলের ডবল খোপা বাঁধা ৫৬

বিউটি পার্লার-এর শরঈ হুকুম ৫৬
মহিলাদের চুল ছোট করা ৫৭
মহিলাদের বাঁকা সিঁথি কাটা ৫৮
রূপচর্চা ও সাজগোজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ৫৮
বড়ো নখ রাখা ৫৯
ব্লীচ করানো ৫৯
হেয়ার রিমোভার ক্রীম ব্যবহার ৫৯
বগল ও নাভির নিচের লোম কতদিন পরপর পরিষ্কার করা উচিত ৫৯
পুরুষের চুল লম্বা করার সীমা ৬০
আতর ও সুরমা ব্যবহারের সুন্নাত পদ্ধতি ৬০
সুরমা ব্যবহার চোখের জন্য ক্ষতিকর? ৬০
নেইল পলিশ ৬১
মহিলাদের নাক-কান ফোঁড়ানো ৬১
পরিণত বয়সে পৌঁছে খাতনা ৬১
নবজাতকের চুল ৬২
শরীরে উল্‌কি আঁকা ৬২
মহিলাদের পুরুষের বেশ ধারণ করা ৬৩
ভ্রু যদি বেশী বড়ো হয়ে যায় ৬৩
চুলের বেনী গাঁথা ৬৩
নও মুসলিমের খাতনা ৬৫
ইবরাহীম (আ)-এর খাতনা ৬৫

দাড়ি

'দাড়ি তো শয়তানেরও আছে'– এ কথা বলা ৬৫
'দাড়ির কথা শুনলেই আমার ঘৃণা হয়' এমন কথা বলা ৬৬
লম্বা দাড়িওয়ালা কার্টুন ৬৭
দাড়ির শরঈ মর্যাদা ৬৭
দাড়ি কামানো হারাম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত ৭২
গোঁফ ছোট করা এবং কামিয়ে ফেলা ৭৬
চুল কাটা এবং সেভ করানো কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ৭৬

কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি

শিশুদের কালো রঙের সূতা বাঁধা এবং কাজলের ফোঁটা দেয়া ৭৭
সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ ও গর্ভবতী মহিলা ৭৭
বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালন ৭৭
বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় পশুর রক্ত কিংবা সোনারূপা দেয়া ৭৭
গ্রেগরিয়ান নববর্ষে আনন্দ ফুর্তি করা ৭৮
নদী বা সাগরে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা ৭৮
বিশেষ বিশেষ রাতে আলোকসজ্জা করা ৭৮
গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান ৭৮
নবজাতককে দেখে টাকা দেয়া ৭৯
১২ই রবিউল আউয়াল এর উৎসব কি জন্মদিনের নাকি মৃত্যুদিনের ৭৯
সিঁথি বাঁকা হলে দীন বাঁকা হয়ে যাওয়া ৮৪
মাযারে টাকা দেওয়া ৮৪

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

পোশাকের শরঈ নির্দেশ ৮৫
পাগড়ির শরঈ মর্যাদা ৮৬
টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার ৮৭
মহিলাদের বিভিন্ন রঙের কাপড় ব্যবহার ৮৭
মহিলারা সালোয়ার পায়ের গোড়ালির গিট পর্যন্ত ঝুলিতে পরতে পারবেন কিনা ৮৭
সালোয়ার, পাজামা, লুঙ্গি পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরা কেন গুনাহ ৮৮
পোশাক ব্যবহারে তিনটি বিষয়ে সতর্কতা ৯৭
জামার পেছন দিকে চাঁদ-তারা আঁকা ৯৭
শাড়ি পরা ৯৮
মহিলাদের পাতলা কাপড় ব্যবহার ৯৮
মহিলাদের সাদা কাপড় পরা ৯৮
মহিলাদের আধুনিক পোশাক ৯৯
সোনার জিনিস পরা কি পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই হারাম ৯৯
পুরুষদের সোনার আংটি ব্যবহার ১০০
আংটিতে পাথর ব্যবহার ১০০
কখনও কাজে আসবে এই নিয়তে আংটি পরা ১০১
পুরুষের রূপার আংটি ও গিলটি করা ঘড়ির চেইন ব্যবহার ১০১

সোনা কিংবা রূপা দিয়ে দাঁত ফিলিং করা ১০১
সোনা রূপা ছাড়া মহিলাদের অন্য কোনো ধাতুর আংটি ব্যবহার ১০১
পুরুষদের গলায় চেইন ও লকেট ব্যবহার ১০২
ভদ্র মেয়েদের নথ ব্যবহার করা ১০২
নেংটি, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি পরে খেলাধুলা ১০২
কালো রঙের জুতা কিংবা চপ্পল পরা ১০২
পারফিউম ব্যবহার ১০৩
মেহেদী ব্যবহারের নিয়ম ১০৩
গরদ জাতীয় কাপড় ব্যবহার ১০৩
আংটিতে আল্লাহর নাম খোদাই করা ১০৪
শিশুদেরকে সোনা-রূপার তাবিজ ব্যবহার করানো ১০৪
শূকরের লোমে তৈরি সেভিং ব্রাশ দিয়ে সেভ করা ১০৪
পুরুষদের মেহেদী ব্যবহার ১০৫
নকল দাঁত লাগানো ১০৫
টুপি পাগড়ি ব্যবহার না করা ১০৫

খাদ্য ও পানীয় অধ্যায়

বাম হাতে খাওয়া ১০৬
টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়া দাওয়া ১০৬
দাঁড়িয়ে খাওয়া ১০৬
পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খানা খাওয়া এবং এলোমেলো হয়ে বসে খানা খাওয়া ১০৭
দাঁড়িয়ে পানি পান করা ১০৮
খাওয়ার সময় চুপ থাকা ১০৮
খাওয়ার সময় দুই হাত ব্যবহার ১০৮
চামচ দিয়ে খাওয়া ১০৯
খাওয়ার সময় সালাম দেয়া ১০৯
তরল জিনিস খেতে চামচ ব্যবহার ১০৯
শুকনো গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে রান্না করা ১০৯
প্লেটে হাত ধোয়া ১১০
খালি প্লেট উল্টা করে রাখা ১১০
অসতর্কতার কারণে কোনো গ্রাসে হারাম কিছু পেটে চলে গেলে ১১০
ইয়াতিমের বাড়িতে খেতে বাধ্য হলে ১১০

চা পানের শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি ১১১
সিগারেট, পান, নস্যি ইত্যাদির শরঈ হুকুম ১১১
যারা হারাম উপার্জনের সাথে জড়িত তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা ১১১
মাদকদ্রব্য সেবন ১১২
রোগীর জন্য মদ কি উপকারি ১১৩
প্রমোদভবনে চৌকিদারি ১১৩
মদের খালি বোতলে পানি রাখা ১১৩
খানা খাওয়ার পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা ১১৪
হারাম প্রাণীর আকৃতিতে রুটি-বিস্কুট তৈরি করা ১১৪
হাড় চিবিয়ে খাওয়া ১১৪
দুধের শিশুকে আফিম খাওয়ানো ১১৪
চুরি করা বিদ্যুৎ দিয়ে রান্না বান্না করা এবং পানি গরম করে সেই পানি দিয়ে ওযু করা ১১৫
বিবাদমান দু'পক্ষের সন্ধিতে দুম্বা যবেহ করে সেই দুম্বার গোশ্ত খাওয়ানো ১১৬
পুরুষ মহিলা একে অপরের এঁটো খেতে পারে কি ১১৬
শিশুদের এঁটো খাওয়া ১১৬
ধোপা বাড়ি খাওয়া ১১৬
লটারীর মাধ্যমে খাওয়ার ব্যবস্থা করা ১১৭
যেসব অনুষ্ঠানে শরীয়াহ বিরোধী কাজ হয় সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ১১৭
অমুসলিমদের সাথে খাওয়া দাওয়া ১১৭
শূকরের চর্বি ব্যবহার করে এমন হোটেলে খাওয়া ১১৮
হিন্দু হোটেলে খাওয়া ১১৮
স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানো ১১৯
ফরয তরক করা হয় কুরআন খানির এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ১১৯
যমযমের পানি পান করা ১১৯

অধিকার অধ্যায়

মা বাবা ও সন্তানের অধিকার ১২০
মা বাপের কথা শুনতে গিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্কত ছিন্ন করা ১২০
মা বাবার নাফরমানির পরিণতি ১২০
বৈধ কাজে বাপ মায়ের অবাধ্য হওয়া ১২৩
ব্যাভিচারী মদ্যপ পিতার মাগফিরাতের জন্য সন্তানের করণীয় ১২৩
বাপ-মায়ের কথায় ইসলামী অনুশাসন ছেড়ে দেয়া ১২৪

দুরাচারী মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ১২৬
বিয়ের পর পিতা স্বামীর বাড়ি যেতে বাধা দিলে ১২৬
আল্লাহর অবাধ্য বাপমায়ের সম্মান করা ১২৬
পিতার অপকর্মের দায় সন্তান কেন বইবে ১২৭
বাপ মা পৃথক হওয়ার পর সন্তানকে একে অপরের সাথে মিশতে বারণ করা ১২৮
খিটখিটে স্বভাবের বুড়ো বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ১২৯
ছোটদের উপর হাত উঠানোর প্রতিকার ১২৯
বাপ মায়ে মতবিরোধ হলে সন্তান কাকে সঙ্গ দেবে ১২৯
সৎ মায়ের প্ররোচনায় পিতার বাড়াবাড়ি ১৩০
গালাগালি দেন এমন পিতার সাথে সম্পর্ক রাখা ১৩১
বুড়ো বাবাকে খেদমত করতে মাকে নিষেধ করা ১৩১
সন্তানকে স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা ১৩১
স্ত্রীর কথায় বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ১৩২
বাপ মায়ের কথা কতক্ষণ পর্যন্ত মেনে চলা জরুরী ১৩২
কার খেদমত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে স্বামীর নাকি বাপ মায়ের ১৩৪
বাপ মায়ের আবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা ১৩৫
না জায়েয কাজে মাপ মায়ের আনুগত্য ১৩৫
বাপ মা পর্দার বিরোধিতা করলে ১৩৬
সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার পরিণতি ১৩৬
মায়ের সেবা করা এবং স্ত্রীর মন রাখা ১৩৬
সাহাবা কিরাম (রা)কে গালি দেন এমন বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ১৩৭
অকারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যান এমন মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন কিভাবে সম্ভব ১৩৭
মুনাফিক বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ১৩৮
মেয়ের কাছে পিতার কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শেখা ১৩৮
স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তানের অধিকার ১৩৮
কন্যা সন্তানের জন্মে অসন্তুষ্ট হওয়া ১৪২
মায়ের অবর্তমানে সন্তানের যিম্মাদারী কি নানীর ১৪৩
বাপ মায়ের কথায় স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা গুনাহ ১৪৪
প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য খরচ করতে পিতা বাধ্য কিনা ১৪৫

আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর অধিকার

আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ১৪৬
এক পক্ষের খারাপ আচরণের কারণে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় ১৪৬
দুষ্ট মহিলাদের পায়ের নিচে কি সন্তানের জান্নাত ১৪৭
যিনি আত্মীয়কে দুশমন মনে করেন তার সাথে সম্পর্ক রাখা ১৪৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে বাপ মা নিষেধ করলে ১৪৮
প্রতিবেশীর অধিকার ১৪৮
কষ্ট দেন এমন প্রতিবেশীর সাথে আচরণ ১৪৯
তালাক দেয়ার পর আবার সেই স্ত্রীকে নিয়ে দাম্পত্য
জীবন যাপনকারী প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ১৪৯

সালাম ও মুসাফাহা

ইসলামে সালামের গুরুত্ব ১৫০
সালাম দেয়ার সময় কপালে হাত ঠেকানো ১৫০
মুসাফাহা এক হাতে নাকি দু'হাতে করা সুন্নাত ১৫০
ফজর ও আসর নামাযের পর মুসল্লিদের মুসাফাহা করা ১৫১
গাইরি মুহাররাম মহিলাদের সালাম দেয়া ১৫১
কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সেই সালামের জবাব দেয়া ১৫২
অমুসলিমকে সালাম দেয়া কিংবা তার সালামের জবাব দেয়া ১৫২
মাসজিদের ভেতর জোরে সালাম দেয়া ১৫২
আল কুরআন তিলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া ১৫৩
সালামের জবাবে কী বলতে হবে ১৫৩
ঝুঁকে পড়ে ইমাম সাহেবের সাথে মুসাফাহা করা ১৫৩
কারও সম্মানে দাঁড়ানো ১৫৩
ঈদের দিনে কোলাকুলি করা ১৫৫
পতাকার উদ্দেশ্যে সালাম দেয়া ১৫৫
সালাম প্রদানকারী মুসলিম কি অমুসলিম সন্দেহ হলে ১৫৬
আগে সালাম দেয়া যদি উত্তম হয় তাহলে মানুষ
আগে সালাম দিতে চায় না কেন ১৫৬

স্বামী স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া, মারপিট করা ১৫৬
স্ত্রীর ভরণ পোষণ ১৫৭
দ্বিতীয় স্ত্রীর চাপে সন্তানদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ১৫৮
সক্ষম স্বামী বসে বসে স্ত্রীর রোজগার খাওয়া ১৫৮
ঋণগ্রস্ত স্বামীকে (স্ত্রীর) দান ১৫৮
শ্বশুর-শ্বাশুড়ির সাথে বউ এর ঝগড়া-বিবাদ ১৫৯
পুরুষ ও মহিলাদের মর্যাদা ১৬০
মহিলাদের উপর পুরুষের মর্যাদা ১৬৫
পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য ১৬৬
নারীদের দিয়াত (রক্তপণ) ১৬৮
পুরুষ এবং মহিলার সাক্ষ্য ১৭০
বাড়ি থেকে মহিলাদের বাইরে বেরুনো ১৭২
একাকী সফর করা ১৭৪
বিচারক পদে মহিলাদের আসীন হওয়া ১৭৪
মহিলাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো ১৭৫
হুর বলত কী বুঝানো হয়েছে ১৭৬

পর্দা অধ্যায়

পর্দার সঠিক তাৎপর্য ১৭৯
বেপর্দা হয়ে খোলা মাথায় নারীদের চলাফেরা ১৮৪
বেগানা পুরুষের সামনে পর্দা ১৮৫
পর্দা করতে হলে মহিলাদের কোন্ কোন্ অঙ্গ ঢেকে রাখা প্রয়োজন ১৮৫
ভগ্নিপতি প্রমুখের সাথে পর্দা ১৮৮
পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করা ১৮৮
পর্দা করা জরুরী নাকি শুধু দৃষ্টি নিচু করে রাখা যথেষ্ট ১৮৮
চেহারা ঢেকে রাখা জরুরী কিনা ১৮৯
মুখ ঢেকে রাখা যদি পর্দা হয় তাহলে হজের সময় কেন তা খোলা রাখা হয় ১৮৯
পর্দার জন্য মোটা চাদর উত্তম নাকি বোরকা ১৯০
অঁজ পাড়া গাঁয়ে পর্দা ১৯০
অমুসলিম মহিলা থেকে পর্দা ১৯০

বাড়িতে মহিলাদের খালি মাথায় থাকা ১৯১
ভাইবোন একে অপরের গলা ধরে হাঁটা ১৯১
মহিলাদের কণ্ঠস্বর ১৯১
গাইরি মুহাররাম মহিলার লাশ দেখা ও লাশের ছবি তোলা ১৯১
মহিলা ডাক্তার দিয়ে খাতনা করানো ১৯১
খালাতো বা চাচাতো ভাইয়ের সাথে হাত মেলানো ১৯২
দুধ-চাচীর সাথে পর্দা ১৯২
শরীরের গোপন অংশ চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসককে দেখানো ১৯২
পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলাকে কি এমন ছেলের কাছ থেকে পর্দা করতে হবে যে তার সামনেই বড়ো হয়েছে ১৯৪
বোরকার রঙ ১৯৪
দেবর-ভাসুর থেকে পর্দা করতে যদি বাপ মা নিষেধ করেন ১৯৪
বিয়ের আগে পাত্রী দেখা এবং তার সাথে কথাবার্তা বলা ১৯৫
স্বামী যদি তার ভাই ও ভগ্নিপতিদের সাথে দেখা করতে বাধ্য করে ১৯৫
সহোদর ভাইয়ের সাথে পর্দা ১৯৬
মুখে ডাকা ভাই বা ছেলে ১৯৬
ছোটবেলা থেকে একই সাথে রয়েছে এখন যুবক হয়েছে এমন গাইরি মুহাররাম ১৯৬
বাগদানের পর পর্দা ১৯৭
মহিলাদের কোন কোন অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক ১৯৭
পুরুষ রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় মহিলা নার্স ১৯৭
মহিলা ডাক্তার কর্তব্যরত অবস্থায় কতটুকু পর্দা করবে ১৯৮
গাইরি মুহাররাম মহিলাকে ইচ্ছেকৃত দেখা ১৯৮
মুহাররাম আত্মীয়ের সামনে মহিলারা কতটুকু খোলা রাখতে পারে ১৯৯
গ্রামে যেখানে পর্দা চালু নেই সেখানে স্ত্রীকে কিভাবে পর্দার গুরুত্ব বুঝানো যাবে ১৯৯
ছেলেদের কলেজে মহিলা শিক্ষক ১৯৯
অফিসে পুরুষের সাথে মহিলাদের চাকুরী ২০০
হজের সময় মহিলাদের পর্দা ২০০
বয়স্ক মহিলাদের পর্দা ২০১
বিয়ের অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য পর্দা কি শিথিল ২০১
বাইরে পর্দা না করে ঘরে পর্দা ২০২

ভাবীর সাথে পর্দা ২০২
ভাই ঝি ও বোন ঝি জামাই থেকে পর্দা ২০৩
ভাসুর-ঝি জামাই থেকে পর্দা ২০৩
'দেবর মৃত্যুতুল্য' একথার তাৎপর্য ২০৩
শরঈ পর্দা পছন্দ করে না এমন ছেলের বিয়ের প্রস্তাব ২০৩
পীরের সাথে পর্দা ছাড়া মহিলা মুরিদের সাক্ষাৎ ২০৪
মেয়ের মৃত্যুর পর জামাইয়ের সাথে পর্দা ২০৪
প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে মহিলাদের নিয়োগ দান ২০৪
মহিলা কলেজে পুরুষ শিক্ষক ২০৫
পর্দা পালন করা যাবে না এমন জায়গায় যেতে স্ত্রীকে নিষেধ করা ২০৫
ঘরের দরোজা জানালা বন্ধ রাখা কি পর্দা ২০৫
দুধ ভাই থেকে পর্দা ২০৬

চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা অধ্যায়

নসীহতের পদ্ধতি ২০৬
কাউকে গালি দেয়া ২০৬
'শূয়োর' বলে গালি দেয়া ২০৭
মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম ২০৭
দুশ্চরিত্র নামাযী ও চরিত্রবান বেনামাযীর মধ্যে কে উত্তম ২০৮
মুনাফিকের পরিচয় ২০৮
সন্দেহ ও কুধারণা ২০৯
গীবত (পরচর্চা)-এর পরিণাম ২০৯
গীবত করা, কাউকে অবজ্ঞা করা, কাউকে উপহাস করা ২১০
কাউকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে গিয়ে গীবত করা ২১০
অনিচ্ছা সত্ত্বেও গীবত করে ফেললে ২১০
অহংকার ২১১
কিবলার দিকে পা দিয়ে শোয়া কিংবা বসা ২১১
ঘুমানোর আগে দু'আ দরূদ পড়া ২১৩
শৈশবে কৃত চুরির অপরাধ থেকে কিভাবে দায়মুক্ত হওয়া যাবে ২১৩
গুনাহগারের সাথে সম্পর্ক রাখা ২১৩

আচার-আচরণ

অফিসের জিনিস বাসায় নিয়ে যাওয়া ২১৪
সরকারী কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে তার মূল্যের টাকা ভোগ করা ২১৪
সরকারী গাড়ী ব্যবহার ২১৫
সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ওষুধ নিয়ে বিক্রি করা ২১৬
গাড়ী আমদানির ফরম বিক্রি করা ২১৬
চুড়ির ব্যবসা ২১৭
পুরুষের জন্য সোনার আংটি তৈরিকারী স্বর্ণকার ২১৭
শরীআহ অনুমোদন করেনা দর্জির এমন পোশাক তৈরি করা ২১৭
অফিসে কাজ ফাঁকি দেয়া ২১৮
মাসজিদের বিদ্যুতে চালিত মোটরের পানি সাধারণ লোকজন ব্যবহার করতে পারে কিনা ২১৯
প্রতিবেশী থেকে লাইন নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার ২১৯
পিতা ও ভাইয়ের উপার্জন থেকে তাদের খোরাকীর টাকা কেটে রাখা ২১৯
ফেরত দেবার নিয়তে চুরি করা ২২০
হারাম কাজে অংশগ্রহণ করতে হয় এমন চাকুরী ২২১
মানুষকে কষ্ট দিয়ে শুধু আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেই কি যথেষ্ট ২২১
হারানো বস্তু প্রাপ্তির পর তা নিজে রাখতে চাইলে ২২২
মুরতাদ কিংবা অমুসলিমের অধীনে চাকুরী করা ২২২
ধার নেয়ার পর তা পরিশোধের জন্য ধার-দাতার সন্ধান না পাওয়া গেলে ২২২
'না দাবী নামা' দলিলে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করা ২২২
নিরুপায় হয়ে চুরি করা ২২৩

জায়েয না জায়েয (বৈধ-অবৈধ)

'মদীনা মুনাওয়ারা' ছাড়া অন্য কোন শহরকে 'মুনাওয়ারা' বলা ২২৩
টেলিফোনে আড়িপাতা ও কারো চিঠি পড়া ২২৩
'নামায ছাড়াতে গিয়ে রোযা গলায় পড়লো'– এ কথাটিকে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করা ২২৪
স্বপ্নের ভিত্তিতে কারও জায়গায় মাযার বসানো ২২৪
জ্যোতিষ বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা ইত্যাদি শেখা ২২৫
অবিবাহিত মেয়েরা অন্যকে স্বামী পরিচয় দিয়ে জাল ভোট দেয়া ২২৫
কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে বাধ্য হলে ২২৬

দাঁড়িয়ে পেশাব করা ২২৭
গাছের নিচে পেশাব করা ২২৭
আয়াতুল কুরসী পড়ে তালি বাজানো ২২৭
হাদীস অথবা ইসলামী বই পুস্তক ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করা ২২৮
মাসজিদে কার্পেট এবং দামী জিনিস ব্যবহার করা ২২৮
উকালতিকে পেশা হিসেবে নেয়া ২২৮
কোম্পানী থেকে সফর খরচ নেয়া ২২৯
সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে হত্যা করা ২২৯
চাবুক মারার শাস্তি ইসলামী শরীয়াতের খেলাপ ২২৯
ট্যাক্সি বা সিএনজি অটোরিক্সার মিটার টেম্পারিং করে
অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা ২৩০
পেনশন ২৩০
জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মৃত্যু কামনা করা ২৩০
এক ইবাদাতের জন্য আরেক ইবাদাত ত্যাগ করা ২৩১
পরীক্ষায় নকলে সাহায্যকারী শিক্ষক ২৩১
একজন অমুসলিমের মৃত্যুতে সমবেদনা ২৩২
কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লটারী করা জায়েয ২৩৪
নাগরিকত্ব লাভের জন্য নিজেকে অমুসলিম পরিচয় দেয়া ২৩৪
বেগানা পুরুষের হাতে চুড়ি পরা ২৩৫
কাউকে কাফির বলা ২৩৫

বিবিধ অধ্যায়

স্বপ্নের তাৎপর্য ২৩৬
স্বপ্নে নবী করীমকে (সা) দেখা ২৩৬
দান সাদাকা মৃত্যুকে কি বিলম্ব করতে পারে ২৩৭
জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে যাওয়া ২৩৭
নবী করীম (সা)-এর জন্য দু'আ ২৩৮
আমাদের দু'আ কুবল হয়না কেন ২৩৮
যেহেতু তাকদীর নির্দিষ্ট তাহলে দু'আ করে লাভ কী ২৪০
পৃথিবীর সকল দেশে একই সময় তো রাত হয় না তাহলে
নির্দিষ্ট কোনো রাতে শবে কদর হয় কি করে ২৪০

খারাপ কাজের উদ্যোক্তার শাস্তি ২৪১
রাসূল (সা) কর্তৃক আবু লাহাবের ছেলেকে বদদু'আ করা ২৪১
সাপ্তাহিক ছুটি কোন দিন হওয়া উচিত ২৪২
কবরে লাশ রাখার পর তিন মুঠো মাটি দেয়া কি বিদআত ২৪৩
গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করা ২৪৩
তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য ২৪৫
বারবার তাওবা ভঙ্গ করা ২৪৫
শহীদ হিসেবে গণ্য হবার শর্তাবলী ২৪৫
মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় কেন স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি ২৪৬
পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দেয়া ২৪৬
জুতা-সেন্ডেল ব্যবহার না করার মানত করা ২৪৬
মৃত ছেলের সরকারী অফিস থেকে প্রাপ্ত-টাকার বণ্টন ২৪৭
কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে ওযু-গোসল ২৪৭
জীবিত থাকাবস্থায় সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া ২৪৭
খৃস্টান মেয়েকে বিয়ের শর্তাবলী ২৪৯
আল কুরআনের অনুবাদ পড়া ২৫০
বিমানের স্টাফদের সাহরী-ইফতার ২৫১
হাদীস অস্বীকার করা ২৫৩
আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও-এর তাৎপর্য ২৫৪
আল কুরআনে উদ্ধৃত অন্যদের বক্তব্য তাও কি কুরআন ২৫৪
সাহাবাগণ প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ-এ কথার তাৎপর্য ২৫৫
মু'জিযা ঃ শাককুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিকরণ) ২৫৬
ইচ্ছেকৃত নামায ছেড়ে দেয়া ২৫৮
বেনামাযীর অন্যান্য ভালো কাজ ২৫৯
মাসজিদে জানাযা নামায ২৬০
নবী করীম (সা)-এর জানাযা নামায কে পড়িয়েছেন ২৬০
যাকাতের টাকা অল্প অল্প করে আদায় করা ২৬১
ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন ২৬১
মান্নত করা নিষেধ কেন ২৬২
মৃত ব্যক্তির কল্যাণের আশায় ভোজের আয়োজন ২৬২
নারীর প্রকৃত অলংকার ২৬৩
গৃহপালিত পশুকে খাসী করানো ২৬৪

সংস্কৃতি অধ্যায়

নাম রাখা

সন্তানের নাম রাখার সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন-১৬৪৮ ঃ নবজাতকের নাম রাখার জন্য প্রথমে কুরআনুল কারীম থেকে অক্ষর নির্বাচন করে, সেই অক্ষর নামের প্রথমে রেখে জন্ম তারিখের সাথে নামের অক্ষর সংখ্যা মিলিয়ে নাম রাখা সঠিক কিনা? যদি না হয় তাহলে নবজাতকের নামকরণের সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর ঃ কোনো 'সংখ্যা' মানুষের জীবনে শুভ কিংবা অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে এরূপ বিশ্বাস করা কুরআন-সুন্নাহ সম্মত নয়। আসমাউল হুসনা বা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সুন্দর নামসমূহের সাথে সম্পর্কিত করে নাম রাখা কিংবা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট নাম রাখা অথবা সাহাবা কিরামের নামে নাম রাখা উচিত। এটিই হচ্ছে ইসলামী পদ্ধতি।

প্রশ্ন-১৬৪৯ ঃ আজকাল অনেকেই সন্তানের নাম ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী রাখেন না। এতে কি কোনো দোষ নেই?

উত্তর ঃ পিতা-মাতার কাছে সন্তানের যেসব অধিকার রয়েছে তার মধ্যে সুন্দর (ইসলামী) নাম রাখাও একটি। অন্য ধর্ম বা জাতির অনুকরণে নাম রাখা ঠিক নয়।

নাম সংক্ষিপ্তকরণ

প্রশ্ন-১৬৫০ ঃ আমার পুরো নাম 'আবদুল কাদির', কিন্তু সার্টিফিকেটে আমার নাম লেখা হয়েছে শুধু 'কাদির'। এতে আমি খুবই বিচলিত। কারণ নাম সংশোধন করে 'কাদির' এর স্থলে 'আবদুল কাদির' করা জটিল ব্যাপার। এজন্য আমি সার্টিফিকেটে 'কাদির' নামটিই রেখে দিতে চাই। আবার ভয় হচ্ছে লোকে আমাকে 'কাদির' বলে ডাকবে যা আল্লাহর এক গুণবাচক নাম। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ 'আল কাদির' মহান আল্লাহর এক গুণবাচক নাম। আর 'আবদুল কাদির' অর্থ 'কাদিরের দাস'। যখন আবদুল কাদির এর পরিবর্তে শুধু কাদির বলা হবে, তার অর্থ দাঁড়াবে মনিবের নামে দাসের নামকরণ, যা মোটেও উচিত নয়। এ সম্পর্কে মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ) তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন ৪র্থ খণ্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আজ মুসলিমদের জন্য আফসোস হয়, তাদের অনেকে এমন ভুলের মধ্যে রয়েছে, তারা নিজেদের সন্তানের নাম রাখতে গিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির ধারই ধারছে না। ফলে নাম শুনে বুঝার কোনো উপায়ই নেই, তারা মুসলিম কিনা! পাশ্চাত্যের স্টাইলে তারা সন্তানের নাম রাখছে। এমনকি সেই বিকৃতি থেকে মেয়েদের নামও বাদ পড়েনি। খাদিজা, আয়িশা, ফাতিমা এসব নামের পরিবর্তে তারা নাসীমা, শামীমা, শাহ্নাজ, নাজমা, পারভীন এ জাতীয় নাম রাখছে। তার চেয়েও পরিতাপের বিষয় যাদের নাম ইসলামী সংস্কৃতির আদলে আবদুর রহমান, আবদুল খালেক, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল গাফফার, আবদুল কুদ্দুস ইত্যাদ রাখা হয়েছে তাদের নামের প্রথম অংশ বাদ দিয়ে শুধু রহমান, খালেক, রাজ্জাক, গাফফার, কুদ্দুস বলে ডাকা হয়।

এখানেই শেষ নয় 'কুদরতুল্লাহ'কে আল্লাহ্ সাহেব এবং 'কুদরত-ই-খুদা'কে খুদা সাহেব বলতেও শোনা যায়। এটি না জায়েয, হারাম ও কবীরা গুনাহ। যতবার এভাবে ডাকা হবে ততবারই গুনাহে কবীরাহ্ হবে।

'আসিয়া' (آسيه) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৫১ ঃ আমার নাম 'আসিয়া খাতুন'। লোক মুখে এ নামের নিন্দা শুনতে শুনতে আমি এখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সবাই বলছে এ নামের অর্থ ভালো নয়– এ ধরনের নাম রাখা ঠিক নয়। মেহেরবানী করে আপনি এ সমস্যার সমাধান জানাবেন।

উত্তর ঃ লোকেরা ভুল বলছে। এ নাম রাখা ঠিক আছে। তবে 'আছি'আ' (عاصيع) রাখা ঠিক নয়। আরবীতে বানান পার্থক্যের কারণে অর্থের মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

'মুহাম্মাদ আহমাদ' নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৫২ ঃ আমার ছেলের নাম 'মুহাম্মাদ আহমাদ' রাখতে চাই। এতে কোনো অসুবিধা আছে কি?

উত্তর ঃ না, কোনো অসুবিধা নেই।

'আরেশ' (عارش) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৫৩ ঃ আমার ছেলের নাম রেখেছি 'আরেশ'। সবাই বলছে এ নাম রাখা ঠিক হয়নি। যদি ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে মেহেরবানী করে একটি নাম ঠিক করে দেবেন।

উত্তর ঃ আরেশ (عارش) নাম রাখা ঠিক নয়। আরেশ অর্থ অপকর্মকারী, নির্লজ্জ। আপনার ছেলের নাম 'মুহাম্মাদ আমির' (محمد عامر) রাখতে পারেন।

'হারিছ' (حارث) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৫৪ ঃ 'হারিছ' নামটি কি ইসলামী? এ নামের অর্থ কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, 'হারিছ' ইসলামী নাম। এর অর্থ- কৃষক, মজুর।

প্রশ্ন-১৬৫৫ ঃ আমার ছেলের নাম 'হারিছ' (حارث)। আমি জানতে পেরেছি শয়তানের এক নাম হারিছ। এখন এ নাম পরিবর্তন করে রাখাবো কি?

উত্তর ঃ না, ঠিক আছে। পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই।

'খুযাইমা' (خزيمة) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৫৬ ঃ আমি একটি কিতাবে 'যয়নাব বিনতু খুযাইমা' পড়েছি। সেই থেকে 'খুযাইমা' নামটি আমার বেশ পছন্দ। খুযাইমা কি কোনো সাহাবীর নাম ছিলো? আমি কি আমার ছেলের নাম খুযাইমা রাখতে পারি?

উত্তর ঃ খুযাইমা একাধিক সাহাবীর নাম ছিলো। তাঁদের মধ্যে 'খুযাইমা ইবনু ছাবিত আনসারী' (রা) প্রসিদ্ধ। তাঁকে 'যুল শাহাদাতাইন' বলা হতো। কারণ তাঁর একার সাক্ষ্য অন্য দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান মনে করা হতো। তাই আপনি স্বাচ্ছন্দে আপনার ছেলের নাম 'খুযাইমা' রাখতে পারেন।

জামশেদ হুসাইন (جمشيد حسين) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৫৭ ঃ আমার নাম 'জামশেদ হুসাইন'। আমি কি আমার নাম পরিবর্তন করে রাখবো?

উত্তর ঃ তার কোনো প্রয়োজন নেই। এ নামই ঠিক আছে।

নিজের নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করা

প্রশ্ন-১৬৫৮ ঃ যদি বিবাহিতা কোন মহিলা নিজের নামের সাথে স্বামীর নাম যুক্ত করে লিখে তাহলে কি গুনাহ হবে?

উত্তর ঃ না, গুনাহ হবে না। তবে এ স্টাইলটি অমুসলিমদের।

'মুহাম্মাদ' শব্দটি নামের অংশ বানানো

প্রশ্ন-১৬৫৯ ঃ 'মুহাম্মাদ' শব্দটি নামের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা কেমন? অনেকে বলেন 'মুহাম্মাদ' শব্দটি নামের সাথে না লাগানো ভালো। আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম নিজের নামের সাথে মিলানো বা মুহাম্মাদ শব্দটি নামের অংশ বানানো দোষের কিছু নয়। তবে সন্তানের নাম 'মুহাম্মাদ' রাখার ব্যাপারে হাদীসে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

মসীহুল্লাহ্ (مسيح الله) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৬০ ঃ আমার ভাইয়ের নাম মসীহুল্লাহ্। অনেকে বলেন, এটি তো খৃস্টান নাম, তোমরা কি খৃস্টান, নামটি বদলে ফেল। মেহেরবানী করে বলবেন মসীহুল্লাহ্ নাম পরিবর্তন করতে হবে কি না?

উত্তর ঃ এই নাম ঠিক আছে। পরিবর্তন করতে হবে না। কেউ যদি 'মুহাম্মাদ ঈসা' নাম রাখে তাহলে সে কি খৃস্টান হয়ে যায়?

মেয়েদের নাম 'তাহ্‌রীম' (تحريم) রাখা

প্রশ্ন-১৬৬১ ঃ আমি আমার মেয়ের নাম রেখেছি তাহ্‌রীম। তাহ্‌রীম শব্দটির পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– ১. সম্মানিতা, ২. নামায শুরুর তাকবীর 'তাকবীর তাহ্‌রীমা', ৩. নিষিদ্ধ। কতিপয় আলিম এবং সাধারণ লোকের বক্তব্য এ নাম রাখা ঠিক হয়নি। দয়া করে আপনি আমাকে সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ তাহ্‌রীম শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'হারাম করা' বা নিষিদ্ধ করা। এবার আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আপনার মেয়ের এ নাম রাখা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

কোনো মুসলিমের অমুসলিম নাম ধারণ করা

প্রশ্ন-১৬৬২ ঃ ভারতের এক প্রখ্যাত চিত্রতারকা দীলিপ কুমার নাকি মুসলিম। কিন্তু তিনি হিন্দু নামেই খ্যাত। কোনো মুসলিম, ছদ্মনাম হিসেবে অমুসলিমদের নাম ধারণ করতে পারেন কি?

উত্তর ঃ না, জায়েয নেই।

পারভেজ (برويز) নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৬৩ ঃ অনেকদিন থেকে শুনে আসছি পারভেজ নাম রাখা ঠিক নয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবের নামও পারভেজ রয়েছে। এ সম্পর্কে সঠিক কথা কী, মেহেরবানী করে বলবেন?

উত্তর ঃ পারস্য সম্রাটের নাম ছিলো পারভেজ। সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাঠানো পত্র ছিড়ে ফেলেছিলো। আবার বর্তমান সময়ে পারভেজ নামের এক ব্যক্তি হাদীস অস্বীকারকারী। মূলত এরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদের নামে নাম রাখা কতটা যুক্তিযুক্ত তা আপনিই ভেবে দেখুন।

'আবদুল মুস্তাফা' এবং 'গোলামুল্লাহ্' নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৬৪ ঃ আবদুল মুস্তাফা (عبد المصطفى) এবং (غلام الله) গোলামুল্লাহ নাম রাখা জায়েয কিনা? কারণ আবদুল বলতে দাস এবং গোলাম বলতে ছেলে বা বালক বুঝায়।

উত্তর ঃ অনেক আকাবিরের মতে আবদুল মুস্তাফা (মুস্তাফার দাস) নাম রাখা জায়েয নয়। আর গোলামুল্লাহ্ নাম রাখা যেতে পারে। যদি গোলাম অর্থ ছেলে বা বালক না নেয়া হয়। আরবীতে গোলাম অর্থ খাদেম বা সেবকও হয়। যদি শেষ অর্থে গোলামুল্লাহ (আল্লাহর সেবক) রাখা হয় তাহলে জায়েয আছে।

আল্লাহ্ তা'আলার জাতি ও সিফাতি নামে অন্য কাউকে সম্বোধন করা

প্রশ্ন-১৬৬৫ ঃ আল্লাহ তা'আলার জাতি (সত্তাগত) ও সিফাতি (গুণগত) নামে অন্য কাউকে ডাকা জায়েয কিনা? যেমন- রহমান, আল্লাহ্ দাদ, আল্লাহ্ ইয়ার ইত্যাদি। আমি এক কিতাবে দেখেছি আল্লাহর জাতি নামে মানুষকে ডাকা উচিত নয়। আল্লাহর সিফাতি নামে ডাকা যেতে পারে। মেহেরবানী করে আপনার অভিমত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ রহমান এবং আল্লাহ এ দুটো আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পবিত্র নাম। তবে আল্লাহ দাদ ও আল্লাহ ইয়ার এ দুটো নাম আল্লাহর নাম নয়, কারণ আল্লাহ দাদ অর্থ আল্লাহ্ প্রদত্ত আর আল্লাহ ইয়ার অর্থ আল্লাহর বন্ধু। তাই আপনার উদাহরণ দুটো প্রশ্নের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতে

‘আল্লাহ’ হচ্ছে জাতি (সত্তাগত) নাম, আর অন্যগুলো সিফাতি (গুণগত) নাম। তবে সিফাতি নামসমূহের মধ্যে ‘রহমান’ নামটি প্রায় জাতি নামের কাছাকাছি তাই অন্য কাউকে এ দুটো নামে কখনও ডাকা যাবে না। জায়েয নয়। এরকম আরও কিছু নামও রয়েছে, যে সমস্ত নামে কোনো মানুষকে ডাকা যাবে না, যেমন- রব্বুল আলামীন। এ নামেও কাউকে ডাকা যাবে না। আবার এমন কিছু সিফাতি নাম রয়েছে যেসব নামে মানুষকেও ডাকা যেতে পারে। যেমন- ‘রাউফ’ এবং ‘রাহীম’ মহান আল্লাহর সিফাতি নাম কিন্তু আল-কুরআনে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘রাউফুর রাহীম’ বলা হয়েছে। আবার ‘শাকূর’ মহান আল্লাহর নাম কিন্তু আল-কুরআনে বান্দাকে ‘আবদুন শাকূর’ বলা হয়েছে। মোটকথা অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে যেসব নাম কেবল মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট (খাস) সেসব নামে কোনো মানুষকে ডাকা যাবে না। আর যেসব নামে মানুষকে ডাকলেও আল্লাহর গুণ ও মহত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য বুঝা যায় না সেসব নামে মানুষকে ডাকা যেতে পারে।

‘নায়েলা’ নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৬৬ ঃ ‘নায়েলা শব্দটি কি আরবী? এর অর্থ কী? শুনেছি লাত, উয্যা, নায়েলা এগুলো জাহেলী যুগের মূর্তির নাম। এখন অনেকেই এ নাম রাখছে। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ নাম রাখা কেমন?

উত্তর ঃ ‘নায়েলা’ নামটি আরবী। অর্থ বদান্য ও দানশীল মহিলা। অনেক মহিলা সাহাবীর এ নাম ছিলো, [হযরত উসমান (রা)-এর এক স্ত্রীর নামও ছিলো]। যদি এ নাম খারাপ হতো তাহলে অবশ্যই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদলে রাখতেন।

কোনো সংস্থার নাম ‘আর রাহমান’ রাখা

প্রশ্ন-১৬৬৭ ঃ আমাদের এখানে ‘আর রাহমান কল্যাণ সোসাইটি’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এরা বিভিন্ন সমাজকল্যাণের কাজ করে থাকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- কোনো সংগঠন বা সংস্থার নাম ‘আর রাহমান’ রাখা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ ‘আর রাহমান’ আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলার খাস নাম। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নাম এই নামে রাখা যাবে না। জায়েয নয়।

ভালো ও মন্দ নামের প্রভাব

প্রশ্ন-১৬৬৮ ঃ ভালো ও মন্দ নামের কোনো প্রভাব ব্যক্তির উপর পড়ে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ভালো কিংবা মন্দ নামের প্রভাব অবশ্যই ব্যক্তির উপর পড়ে থাকে। নইলে মন্দ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কেন?

আসহাব (اصحاب) ও (صحب) সাহব এর তাৎপর্য

প্রশ্ন-১৬৬৯ ঃ অনেকে দরূদ শরীফ পড়ার সময় 'আসহাবিহী' (اصحابه) এর পরিবর্তে (صحبه) সাহবিহী বলে থাকেন, এরূপ বলা সঠিক কিনা? আসহাবিহী বললে সকল সাহাবীর কথাই বলা হয় কিন্তু সাহবিহী বললে সেরূপ বলা হয় কি?

উত্তর ঃ 'সাহবিহী' ও 'আসহাবিহী' উভয় শব্দের ব্যবহারই সঠিক। উভয় শব্দের অর্থ একই রকম। কারণ 'আসহাব' এবং 'সাহব' দুটো শব্দই বহু বচনের।

'আবুল কাসেম নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৭০ ঃ আমি জানি 'আবুল কাসেম' উপনামটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্দিষ্ট, অন্য কারও নাম আবুল কাসেম রাখা যাবে না। কিন্তু সেদিন এক ব্যক্তি বললেন, আবুল কাসেম নাম রাখা যাবে। এতে কোনো দোষ নেই। এখন আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। মেহেরবানী করে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ মিশকাত শরীফের টীকায় মিরকাত এর রেফারেন্সে বলা হয়েছে– আবুল কাসেম নাম রাখার ব্যাপারে হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত থাকা অবস্থা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর আর সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ নেই। সালফে সালেহীনের অধিকাংশ আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত এটি। অবশ্য ইমাম শাফিঈ (রহ) এবং আহলে জাহিররা মনে করেন সেই নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে।

নামের শেষে সিদ্দিকী, উছমানী, ফারুকী ইত্যাদি যুক্ত করা

প্রশ্ন-১৬৭১ ঃ অনেককে দেখা যায় নামের শেষে সিদ্দিকী, উছমানী, ফারুকী ইত্যাদি উপনাম যুক্ত করে নাম রাখতে। অথচ তাদের সাথে এদের কোনো বংশগত সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ নামের শেষে সিদ্দিকী, ফারুকী, উছমানী ইত্যাদি যুক্ত করায় সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি হয়, যা মূলত প্রতারণারই নামান্তর। যিনি শোনেন তিনি মনে করেন সেই ব্যক্তির সাথে অবশ্যই উক্ত বুজর্গের বংশগত সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া মিথ্যে বংশগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হারাম। তাই এ ধরনের উপনাম গ্রহণ করা ঠিক নয়।

ছদ্মনাম ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১৬৭২ ঃ অনেক কবি, সাহিত্যিক, গল্পকার, শিল্পী নিজের প্রকৃত নাম গোপন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। এতে দোষের কিছু আছে কি?

উত্তর ঃ বংশগত সম্পর্ক যদি অন্য কোনো বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট না করা হয়- তাহলে ছদ্মনাম কিংবা উপাধি ব্যবহার করায় দোষের কিছু নেই।

জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেলে সেই বাচ্চার নাম রাখা

প্রশ্ন-১৬৭৩ ঃ কোনো নবজাতক কয়েক ঘণ্টা জীবিত থেকে মারা গেলে তার নাম রাখতে হবে কি? যদি ১০/১৫ বছর আগে এরূপ নবজাতক মারা গিয়ে থাকে আর তার নাম রাখা না হয়ে থাকে তাহলে এখন নাম রাখা যাবে কি?

উত্তর ঃ এরূপ বাচ্চার নাম রাখা উচিত।

সংগীত

সংগীতের শরঈ দৃষ্টিকোণ

প্রশ্ন-১৬৭৪ ঃ সব ধরনের সংগীতই কি হারাম, নাকি এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম রয়েছে? মেহেরবানী করে সংগীতের শরঈ দৃষ্টিকোণ কী জানাবেন।

উত্তর ঃ বাজনা বা মিউজিকসহ যে কোনো সংগীতই হোক না কেন তা হারাম। শিল্পী পুরুষ হোক কিংবা মহিলা হোক, একাকী গাওয়া কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে। তাছাড়া গানের কথাগুলো যদি অশ্লীল বা যৌন আবেদনময়ী হয় তাহলে মিউজিক ছাড়া গাওয়া হলে তাও হারাম। হ্যাঁ, যদি গানের কথাগুলো অশ্লীল ও যৌন আবেদনময়ী না হয় এবং তা হামদ্, না'ত কিংবা এমন কোনো গান হয় যা শির্ক ও অশ্লীলতা মুক্ত তাহলে এরূপ গান মিউজিক ছাড়া গাওয়া জায়েয আছে। যদি কোনো মহিলা শিল্পী একাকী গায় কিংবা শুধু মহিলাদের অনুষ্ঠানে গায় যেখানে কোনো পুরুষ উপস্থিত থাকে না সেটিও জায়েয আছে। নারী-

পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে মহিলা শিল্পীদের গান গাওয়া জায়েয নেই। আজকাল প্রেম-বিচ্ছেদের যেসব গান গাওয়া হচ্ছে সেখানে চিন্তার কোনো খোরাক নেই, আছে শুধু মনের আবেদন। এসব গান সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, এতে মানুষের মনে নিফাক (মুনাফেকী) সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-১৬৭৫ ঃ আমার এক বন্ধু বলেছেন, মিউজিক ছাড়া গান গাওয়া জায়েয আছে। তাতে গুনাহ হয়না। তার বক্তব্য হচ্ছে গান খারাপ হওয়ার শর্ত দুটো। এক. মিউজিক বা বাজনা, দুই. গানের কথা। যদি গানের কথা ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী না হয় এবং মিউজিক ছাড়া গাওয়া হয় তাহলে সেই গান হারাম বা না জায়েয নয়। এ সম্পর্কে আপনার অভিতম কী?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এরূপ হলে চলে। তবু আরও দুটো শর্ত আছে। এক. নারী-পুরুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে কোনো মহিলা শিল্পী তা গাইতে পারবে না। দুই. শরঈ সীমালংঘনকারী কোনো ফাসিক শিল্পী হতে পারবে না।

কাওয়ালী

প্রশ্ন-১৬৭৬ ঃ আজকাল বিভিন্ন জায়গায় কাওয়ালীর যেসব অনুষ্ঠান হয় সেখানে অংশগ্রহণ করা কেমন? সেখানে তো সুরে সুরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। তাছাড়া অনেক বুজুর্গানে দীনও নাকি কাওয়ালী চর্চার সাথে জড়িত ছিলেন? মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ হামদ্ ও না'তের অনুষ্ঠান তো দোষের কিছু নয়। যদি সেখানে শরী'আহ বিরোধী কিছু না থাকে। কিন্তু ঢোল, তবলাসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কাওয়ালীর কোনো অনুষ্ঠান কোথাও হয় কি? তাছাড়া গান-বাজনার সাথে ওলী-আউলিয়াদের জড়িত করে যেসব বক্তব্য দেয়া হয় সেগুলো মিথ্যে অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন-১৬৭৭ ঃ কাওয়ালী গাওয়া ও শোনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? আর রাগ সংগীত শোনা সম্পর্কেই বা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ রাগ সংগীত চর্চা করা কিংবা শোনা জায়েয নেই, গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা কিছু প্রমাণিত সেইটুকু কেবল দীন, তার বাইরে দীনের কথা চিন্তাও করা যায় না। কাওয়ালীর বর্তমান যে অবস্থা তাতে তা শোনা কিংবা গাওয়া শরী'আহ সম্মত নয়। অনেক ওলী-আউলিয়া গান-বাজনা করেছেন বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে তা ডাহা মিথ্যা।

সংগীত ও প্রকৃতি (ফিতরাত)

প্রশ্ন-১৬৭৮ ঃ আপনি বলেছেন সুরে মানুষের আত্মা নয় নফস খুশী হয়ে থাকে। তাহলে মানব প্রকৃতিতে ক্ষুধা-পিপাসা ও কামনা-বাসনার যে চাহিদা রয়েছে সেই একই রকম কিছু চাহিদা মনেরও তো রয়েছে। ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণে খাদ্য ও পানীয়, শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাহলে মনের সাথে যে সুরের টান রয়েছে তার জন্য কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে? মনের সাথে যে সুরের টান রয়েছে তার প্রমাণ মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াতে হৃদয়-মন আন্দোলিত হয়। দাউদ (আ)-এর যে সুরের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কেই বা আপনার অভিমত কী? মেহেরবানী করে জানাবেন কি?

উত্তর ঃ একটি কথা সবসময়ই আপনার মনে রাখা উচিত, মানব-চাহিদা কিছু প্রাকৃতিক এবং কিছু অপ্রাকৃতিক। এই প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক চাহিদার মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য রয়েছে যা অনেকেই বুঝতে পারে না। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তার স্বভাবজাত চাহিদা পূরণের জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তারও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেই সাথে যেগুলো স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূলে নয় তা থেকে বিরত থাকতেও বলা হয়েছে। মনের সাথে সুরের একটি সম্পর্ক রয়েছে। অবশ্যই তা একটি সীমা পর্যন্ত। কোনো ক্রমেই সেই সীমা অতিক্রম করা যাবে না। সুরের সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য মিউজিকের ব্যবহার তা নিঃসন্দেহে স্বভাব প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

সংগীত কি আত্মার খোরাক

প্রশ্ন-১৬৭৯ ঃ একথা বলা কি ঠিক যে, সংগীত আত্মার খোরাক? যদি ঠিক না হয় তাহলে যারা বলে তাদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ সংগীত আত্মার খোরাক একথা ঠিক আছে। তবে সেটি মুমিনের আত্মার নয় শয়তানী আত্মার। মুমিনের আত্মা তথা মানবাত্মা আল্লাহর যিকির (স্মরণ) ছাড়া পরিতৃপ্ত হয়না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে আল্লাহর স্মরণ বা যিকিরেই কেবল মন প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করে।

প্রশ্ন-১৬৮০ ঃ অনেকদিন আগে ইমাম গাযযালীর 'কিমিয়ায়ে সা'আদাৎ' বইটি পড়েছিলাম। সেখানে একটি অধ্যায় ছিলো সামা' (ইসলামী সংগীত) শ্রবণের নিয়ম-কানুন। তা পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি আত্মার তৃপ্তির জন্য মাঝে মধ্যে গান শোনা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ বর্তমানে যেসব গান-বাজনা প্রচলিত আছে তার সাথে সামা' এর কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামী সংগীতের এটি একটি বিশেষ পরিভাষা।

ক্লাসিক গান

প্রশ্ন-১৬৮১ ঃ গান শোনা আমার একটি শখ। কিন্তু আমি অশ্লীল ও অনর্থক গান শুনি না। যা শুনি সবই ক্লাসিক গান। ক্লাসিক গান শোনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ গান ক্লাসিক হোক কিংবা ননক্লাসিক, গান তো গানই। এসব গান সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে– 'যে ব্যক্তি কোনো মহিলা শিল্পীর গাওয়া গান কান লাগিয়ে শুনবে, কিয়ামাতের দিন তার সেই কানে সীসা গরম করে ঢেলে দেয়া হবে।' –কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৫, পৃ-২২০, হাদীস-৪০৬৬৯।

মিউজিকের প্রতি লক্ষ্য না করে শুধু গানের কথাগুলো শোনা

প্রশ্ন-১৬৮২ ঃ যদি কোনো অনুষ্ঠানে মিউজিকসহ এমন গান গাওয়া হয় যা মিউজিক ছাড়া গাইলে না জায়েয এর পর্যায়ে পড়েনা, এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে মিউজিকের প্রতি খেয়াল না করে যদি গানের কথাগুলো শোনা হয় তবে জায়েয হবে কিনা? মেহেরবাণী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ও মিউজিক ব্যবহার করা হয় কিংবা হারাম কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। সেগুলোর প্রতি মনোযোগ না দিলেও নয়।

গান শোনার বদ অভ্যাস কিভাবে পরিত্যাগ করা যাবে

প্রশ্ন-১৬৮৩ ঃ বলতে গেলে গান-বাজনা আমার নেশা, যদিও জানি এটি শয়তানী কাজ তবু এটি ছাড়তে পারছি না। আপনার কাছে সবিনয়ে অনুরোধ, আমাকে এমন একটি পথ বাতলে দিন যাতে এ নেশা থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

উত্তর ঃ যে কাজ ইচ্ছেকৃত করা হয় তা থেকে ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। 'আমি আর এ কাজ করবো না' এরূপ প্রতিজ্ঞা করে তার উপর অটল ও অনড় থাকাটা-ই হচ্ছে এ রোগের সবচেয়ে বড়ো ওষুধ। তবে দুটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিলে আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকা সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। এক. কবর ও হাশরে এ কাজের যে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে সে ব্যাপার সর্বদা স্মরণ রাখা। দুই. অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-

মিনতির সাথে কৃত গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া এবং এ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক কামনা করা। এভাবে প্রচেষ্টা চালালে আশা করি আল্লাহ আপনাকে এ অপকর্ম ছাড়ার তাওফিক দেবেন।

গানে গানে দাওয়াতী কাজ করা

প্রশ্ন-১৬৮৪ ঃ এক মহিলা শিল্পী বলে বেড়ান, তিনি গানে গানে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেন। মেহেরবাণী করে জানাবেন, তাঁর এ দাবী কতটুকু ইসলাম সম্মত?

উত্তর ঃ মহিলাদের এরূপ গানতো আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, তাহলে গানের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ কিভাবে বৈধ হতে পারে? তবে গানে গানে আর কিছু না হোক শয়তানের পয়গাম অবশ্যই পৌঁছানো যাবে।

নৃত্য

নাচ-গানের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৬৮৫ ঃ সেদিন একটি দৈনিকের সাপ্তাহিক 'সংস্কৃতি পাতা'য় দেখলাম সংগীত ও নৃত্যের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। তখনই আমার মনে একটি প্রশ্ন এলো, এরূপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা মুসলিম ছেলে-মেয়েদের জন্য বৈধ কিনা? মেহেরবানী করে এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে আমার মনের পেরেশানী দূর করবেন।

উত্তর ঃ নাচ, গান, বাজনা এগুলো ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয়, জাহেলী সংস্কৃতির অংশ। এজন্য এগুলো ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা মুসলিম নামধারী হয়েও ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে অপসংস্কৃতির পেছনে দৌড়াচ্ছি।

জন্মদিনে নাচ-গানের অনুষ্ঠান আয়োজন

প্রশ্ন-১৬৮৬ ঃ যেসব মুসলিম নিজেদের এবং ছেলে-মেয়েদের জন্মদিন পালন করতে গিয়ে কেক কাটেন এবং যুবক-যুবতীগণ একত্রে বাজনার তালে তালে হিজড়াদের মতো নাচেন, আবার তারাই সওয়াবের নিয়তে বাড়িতে খতমে কুরআনের আয়োজনও করে থাকেন। আখিরাতে এদের অবস্থা কেমন হবে, শরীয়াহর আলোকে জানতে চাই।

উত্তর ঃ আখিরাতে তাদের অবস্থা কেমন হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে যুবক-যুবতীদের নাচ-গান নিঃসন্দেহে কবীরাহ গুনাহর কাজ। জন্মদিন পালন করা অপসংস্কৃতি, ইসলামী সংস্কৃতি নয়।

নাচ-গানের আসর বসানো

প্রশ্ন-১৬৮৭ ঃ আমাদের এলাকায় অনেকে মাঝে মাঝে নাচ-গানের নানা রকম সঙ সেজে লম্ফ-জম্প দিয়ে নাচতে থাকে। এটি নিরেট একটি গ্রাম্য বিনোদন। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সেখানে অংশগ্রহণ করা কেমন?

উত্তর ঃ নাচ এবং গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে আপনার কোনো সন্দেহ আছে কি? যারা হারাম বা না জায়েয অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং যারা সেখানে অংশগ্রহণ করে এবং যারা তা নিষেধ করেনা, সকলেই গুনাহগার। এ ব্যাপারে যারা সচেতন তাদের কর্তব্য নিষেধ করা, আর প্রসাশনের কর্তব্য বাধা দেয়া।

সহোদর ভাইবোন ঘরোয়া পরিবেশে নাচ-গান করা

প্রশ্ন-১৬৮৮ ঃ সহোদর ভাইবোন ঘরোয়া পরিবেশে একত্রে নাচ-গান করায় কোনো দোষ আছে কি? যদি কেউ এরূপ করে সে সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ বর্তমানে আমাদের সমাজটাই এমন হয়ে গেছে যে, খারাপ কাজ সমাজে যা চালু আছে তার মধ্যে অনেক কাজকে অন্যায় বা গুনাহর কাজই মনে করা হয় না। একটি সময় এমন ছিলো, যখন গায়ক-গায়িকাকে খুবই নিকৃষ্ট মনে করা হতো। যদি কেউ গান গাওয়াকে পেশা হিসেবে নিতো তাকে সমাজে খুবই খারাপ ভাবতো। আর আজকালতো এদের শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করা হয়। এদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তাকে সেকেলে, অসামাজিক ইত্যাদি বলে গালমন্দ করা হয়।

আমাদের যিনি পথ প্রদর্শক, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি গান-বাজনা সম্পর্কে কী বলেছেন, দেখুন–

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

اَلْغِنَادُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَ يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ.

"যেভাবে পানি উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তেমনিভাবে গান মনের ভেতর মুনাফিকীর জন্ম দেয়"। –দুররে মানছুর, ৫ম-খণ্ড, পৃ-১৫৯।

২. ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ " إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ "

"আমাদের উম্মতের কিছু লোককে ভূমিকম্পের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে, কিছু লোকের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে। আবার কিছু লোকের উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। এক মুসলিম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এসব কখন ঘটবে? তিনি উত্তর দিলেন– যখন গায়িকা এবং বাদ্যযন্ত্রের আধিক্য হবে এবং মাদক সেবীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। –জামে আত তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভাইবোন কিংবা ঘরোয়া পরিবেশ যা-ই হোক না কেন নাচ-গান কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারে না।

খেলাধুলা

খেলাধুলার শরঈ হুকুম

প্রশ্ন-১৬৮৯ ঃ কিছুদিন আগে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ হয়ে গেল। সেখানে ভারতের পক্ষে একজন উইকেট কিপার ছিলেন মুসলিম। অমুসলিমদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে খেলা জায়েয কিনা? যদি জায়েয হয় তা কিভাবে? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যেসব খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করলে নামায কাযা হয়ে যায়, সেসব খেলায় অংশগ্রহণ করা হারাম। চাই তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে হোক কিংবা অমুসলিমদের।

ফল-ফলাদি বাজী রেখে তাস খেলা

প্রশ্ন-১৬৯০ ঃ টাকা বাজী রেখে তাস খেলা তো হারাম। কিন্তু টাকার পরিবর্তে যদি ফল-ফলাদি বাজী রেখে তাস খেলা হয় তাও কি হারাম হয়ে যাবে? যদি

কেউ তাস খেলে ফল-ফলাদি জিতে নিয়ে সেই ফল দিয়ে ইফতার করে তাহলে জায়েয হবে কি? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ টাকার বাজী ধরে তাস খেলা যেমন হারাম, ঠিক তেমনিভাবে অন্য কিছুর বাজী ধরে তাস খেলাও হারাম। টাকা বাজী রেখে খেলা হোক কিংবা ফল, তা জুয়া হিসেবেই গণ্য হবে। আর জুয়া খেলে ফল জিতে নিয়ে সেই ফল দিয়ে ইফতার করা মূলত সেই রকম, যে রকম কুকুর কিংবা শূকরের গোশত দিয়ে ইফতার করা। অন্য কথায় কুকুর ও শূকুরের গোশত যেমন হারাম ঠিক একই রকম হারাম জুয়ার মাধ্যমে অর্জিত টাকা বা সম্পদ।

কেরাম বোর্ড, লুডু ও তাস খেলা

প্রশ্ন-১৬৯১ ঃ কেরাম বোর্ড, লুডু কিংবা তাস যদি বাজী ধরা ছাড়া এমনিই খেলা হয় তা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কেমন? অনেকে বলেন, আমরা শুধু সময় কাটানোর জন্য খেলে থাকি। আবার অনেকে হেরে গেলে পানীয় (যেমন- কোক, ফানটা ইত্যাদি) বা চা খাওয়ায়, এরূপ করা জায়েয কি? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

উত্তর ঃ তাস অথবা অনুরূপ কোনো খেলা বাজী ধরে খেলা হোক কিংবা সময় কাটানোর জন্য– ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর দৃষ্টিতে না জায়েয এবং মাকরূহ তাহরীমী। আর হেরে গেলে বোতল বা চা খাওয়ানো বা খাওয়া হারাম।

সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে খেলা

প্রশ্ন-১৬৯২ ঃ অনেক খেলা আছে যা হাফ প্যান্ট বা এমন পোশাক পরে খেলা হয় যাতে সতর বেরিয়ে পড়ে এমন পোশাকে খেলা বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ সতরের অন্তর্ভুক্ত। বিনা প্রয়োজনে সতর খোলা হারাম। তাছাড়া খেলাতো ফরয, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত নয় যে, সেজন্য সতর উন্মুক্ত করতে হবে। যদি খেলতেই হয় তবে সতর ঢেকে রাখা যায় এমন পোশাক পরে খেলতে হবে।

শরঈ দৃষ্টিতে ক্রিকেট খেলা

প্রশ্ন-১৬৯৩ ঃ যুবকদের মধ্যে বলতে গেলে ক্রিকেট ব্যাধিটা ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে গেছে। খেলোয়াড়রা এটিকে পেশা হিসেবেও গ্রহণ করেছে। তার প্রভাব শিশু-কিশোরদের মধ্যেও দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি মহল্লার অলিতে-গলিতে তারা

ক্রিকেটের কসরত করে থাকে। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যেসব খেলা হয়, সেসব খেলায় খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়, ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগত ভাবে। তাছাড়া এসব খেলায় বিভিন্ন কোম্পানী টাকা দিয়ে স্পন্সরও করে থাকে, যদিও এ থেকে তাদের নগদ কোনো লাভ হয় না। শরঈ দৃষ্টিতে এ ধরনের খেলা বৈধ কিনা, দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ খেলাধুলা জায়েয হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এক. নিরেট আনন্দ বা বিনোদন, অন্য কোনো উদ্দেশ্য না থাকা। দুই. খেলার ধরনটি বৈধ হতে হবে। খেলার কোনো পর্যায়েই যেন নাজায়েয কিছু না পাওয়া যায়। তিন. খেলার মধ্যে শরঈ কোনো নির্দেশ বা ফরয যেন ছুটে না যায় কিংবা অবহেলিত না হয়। এই মাপকাঠিকে যদি সামনে রেখে চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে অধিকাংশ খেলাধুলাই না জায়েয এর পর্যায়ে পড়ে যায়। খেলাধুলা আমাদের যুব সমাজকে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যার ফলে তাদের না আছে কর্তব্যের প্রতি খেয়াল আর না আছে পড়াশুনা কিংবা অন্যান্য কাজ-কর্মের প্রতি খেয়াল। অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার উপর শুরু করে দিয়েছে খেলা। এতে পথচারীর কষ্ট হয় সে কথা যেন তারা বুঝতেই পারছেনা। মাঝে মাঝে তাদের বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, মনে হয় শুধু খেলার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে। আপনিই বলুন খেলাধুলাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলে তাকে কি আর জায়েয বলা যায়?

হাদীসের দৃষ্টিতে তাস ও পাশা খেলা

প্রশ্ন-১৬৯৪ ঃ আমাদের এখানে কিছু লোক আছে যারা একটু ফুরসৎ পেলেই তাস, দাবা বা পাশা খেলায় বসে যায়। বারণ করলেও শুনেনা। বলে, শরীয়াতে কি এ ব্যাপারে নিষেধ আছে? থাকলে হাদীস দেখাও? এ সম্পর্কে কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ.

"যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলো।" –সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৯।

وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ……

সুলাইমান ইবনু বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– ‘যে পাশা খেললো সে যেন নিজের হাতকে শূকরের গোশত ও রক্ত দিয়ে অপবিত্র করে নিলো। সুনান আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ-৩১৯।

ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম মালিক (রহ) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) বলেছেন, তাস ও দাবা খেলার একই হুকুম। পাশা খেলা কবীরা গুনাহ। তাস ও দাবা সেই পর্যায়েরই খেলা। আল্লাহ এ থেকে মুসলিমদের হিদায়াত করুন।

প্রশ্ন-১৬৯৫ ঃ আমি শুনেছি তাস খেলাটা এমন অপরাধ যেন মা বোনের সাথে ব্যভিচার করা। মেহেরবানী করে জানাবেন এ কথা সঠিক কিনা? কারণ অনেক মুসলিমই এ খেলার সাথে জড়িত।

উত্তর ঃ এ ধরনের কথা অবশ্য আমি কোথাও পাইনি। তবে এমন অনেক হাদীস পেয়েছি যেখানে এ সম্পর্কে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে–

ملعون من لعب بالشطرنج والناظر اليها كأكل لحم الخنزير.

‘যারা পাশা বা দাবা খেলে তারা অভিশপ্ত, আর যারা দেখলো তারা যেন শূকরের গোশত খেলো।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

ان الله تعالى ينظر فى كل يوم ثلاث مائة وستين نظرةً لاينظر فيها الى صاحب الشاه يعنى الشطر نج.

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি প্রত্যেক দিন তিনশ’ ষাট বার রাহমাতের দৃষ্টি ফেরান কিন্তু যারা তাস-পাশা খেলে তারা সেই বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –দাইলামী, কানযুল উম্মাল, হাদীস-৪০৬৫৬।

আরও এক হাসীদে বলা হয়েছে– (বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা রা.)

اذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الازلام والشطرنج والنرد وما كان من هذه فلا تسلموا عليهم وان سلموا عليكم فلا تردوا عليهم.

'তোমরা যখন দাবা ও পাশা খেলারত ব্যক্তিদের কাছ দিয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের সালাম দিবে না, আর যদি তারা তোমাদের সালাম দেয় তার উত্তর দিবে না। –দাইলামী, কানযুল উম্মাল, হাদীস-৪০৬৪৪।

'কিফায়াতুল মুফতী' গ্রন্থে বলা হয়েছে– 'তাস, পাশা ও দাবা খেলা মাকরূহ তাহরীমী। যারা এসব খেলে তারা এতটাই সময়জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে যে, তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পর্যন্ত ভুলে যায়। যেজন্য এসব খেলার নিষেধাজ্ঞা হারামের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।'

মেয়েদের খেলাধুলা ইসলাম অনুমোদন করে কি?

প্রশ্ন-১৬৯৬ ঃ ইসলাম মেয়েদের খেলাধুলার ব্যাপারটি অনুমোদন করে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যেসব খেলা মেয়েদের উপযোগী এবং তাদের বেপর্দা হওয়ার আশংকা নেই, সেসব খেলা মেয়েদের জন্য জায়েয আছে। আপনার প্রশ্নটি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিলো। কারণ আজকাল এমন কিছু খেলাধুলার প্রচলন হয়েছে যা অন্য জাতি থেকে আগত এবং যা আমাদের সংস্কৃতির অংশ নয়। যেসব নীতিমালার ভিত্তিতে সেসব খেলা হয় তা ইসালামী সীমার মধ্যেও পড়ে না। এমন কি মেয়েদের লজ্জা সরম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। এমন খেলা ইসলাম অনুমোদন করে না।

খেলাধুলার পোশাক কেমন হওয়া উচিত

প্রশ্ন-১৬৯৭ ঃ অনেক খেলা আছে যা সাধারণত হাফ প্যান্ট বা জাঙ্গিয়া পরে খেলা হয়। সারা শরীর উদাম থাকে, কিংবা হাফ প্যান্টের সাথে শার্ট' গেঞ্জী পরা হয়। এরূপ পোশাকে খেলা জায়েয কি?

উত্তর ঃ পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ সতরের অন্তর্ভুক্ত। লোকদের সামনে খোলা জায়েয নেই। যেহেতু হাফ প্যান্ট বা জাঙ্গিয়া পরলে সতর প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই এরূপ পোশাকে খেলা ঠিক নয়। এমন পোশাক পরে খেলা উচিত যাতে সতর ঢাকা থাকে।

কারাতে শেখা

প্রশ্ন-১৬৯৮ ঃ অধুনা কারাতের প্রতি যুবকদের বেশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেকেই কারাতে শেখার জন্য ভীড় জমাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের নতজানু হয়ে

বসে হাত মাটিতে রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে সেইসব ব্যক্তিদের ছবির প্রতি কুর্নিশ জানাতে হয় যারা এ খেলার সূত্রপাত করেছিলেন। এভাবে কুর্নিশ জানানো কি ঠিক? শরঈ দৃষ্টিতে এ খেলা কেমন?

উত্তর ঃ মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করা না জায়েয। এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করারই নামান্তর। এ ব্যাপারটি যদি বাদ দেয়া যায় এবং ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে শেখা হয় তাহলে জায়েয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে শরঈ কোনো নির্দেশ যেন লংঘন না হয়।

কবুতর বাজী

প্রশ্ন-১৬৯৯ ঃ আমি শুনেছি কবুতর পোষা ভালো নয়। কারণ কবুতর চায় মনিবের বাড়ি বিরান হয়ে যাক। কথাটি কি ঠিক?

উত্তর ঃ না, মোটেও ঠিক নয়। কবুতর পালা জায়েয। তবে কবুতর উড়িয়ে প্রতিযোগিতা বা কবুতর বাজী না জায়েয।[১]

ভিডিও গেমস্

প্রশ্ন-১৭০০ ঃ আমাদের দেশে ইদানিং ভিডিও গেমস্ শিশুদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি খেলায় রূপ নিচ্ছে। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী, জানতে চাই।

উত্তর ঃ কয়েকটি দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভিডিও গেমস্কে বিবেচনা করা হয় তাহলে একে জায়েয বলা যেতে পারে না।

এক. এ খেলায় শারীরিক কিংবা দীনী কোনো কল্যাণ নেই। শারীরিক কিংবা দীনী কল্যাণ নেই এমন খেলা জায়েয নয়।

দুই. এই খেলায় সময় এবং টাকার অপচয় হয়, সেই সাথে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়।

তিন. যারা এই খেলায় মত্ত হয়ে যায় তারা সহজে এটি ছাড়তে পারে না। ফলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

চার. কিছু গেম এমন ছবি সম্বলিত যা শরঈ দৃষ্টিতে দেখা জায়েয নয়।

---

১. হযরত উসমান (রা)-এর সময় আতশবাজী ও কবুতর উড়ানোর প্রতিযোগিতা রিওয়াজে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি একজনকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন লোকদের এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন- সেইসব কবুতর যেন যবাহ করা হয় অথবা পালক কেটে ফেলা হয় যাতে উড়তে না পারে। -কানযুল উম্মাল, ১৫/১০১; আল মুহালস্নী, ৭/৪০০; এর রেফারেন্সে ফিকহে উসমান (রা), পৃ-২৪১। -অনুবাদক

পাঁচ. এই খেলার দ্বারা সাময়িকভাবে শিশুরা হয়তো আনন্দিত হয় কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় বিনোদনের চেয়ে ক্ষতির ভাগটিই বেশী। এই খেলার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তিতে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়। সময়ের ক্ষতিতো হয়ই। এসব দিকে চিন্তা করলে বলুন, একে জায়েয বলা যায় কি?

নাটক-সিনেমা

ফিল্মে অভিনয়

প্রশ্ন-১৭০১ ঃ সিনেমা কিংবা নাটকে দেখা যায় এক ব্যক্তি কোনো এক মহিলার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন, আবার সেই ব্যক্তি অন্য নাটক অথবা সিনেমায় উক্ত মহিলার ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ করা জায়েয কিনা, জানাবেন।

উত্তর ঃ বর্তমানে যেসব সিনেমা নাটক দেখানো হয় তা জায়েয নয়। যদি প্রচলিত সিনেমা নাটকই জায়েয না হয় তাহলে সেসবে অভিনয় করা জায়েয হওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা।

দীনী উদ্দেশ্যে রেডিও, টেলিভিশনের ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭০২ ঃ জনাব, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিডি, ডিভিডি ইত্যাদি উপকরণগুলো মূলত গান-বাজনা ও নাটক সিনেমার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যদি এগুলোকে দীনী উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয় তা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর ঃ যেসব উপকরণ খেলাধুলা চিত্ত বিনোদনের জন্য তৈরি করা হয়েছে সেগুলো দীনী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা দীনী ভাব মর্যাদার পরিপন্থি। এজন্য অনেক আকাবিরগণ রেডিও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীরের বিপক্ষে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। আমি অবশ্য অতো কঠোর নই, আমি মনে করি দীনী উদ্দেশ্যে এসব উপকরণ ব্যবহার করা জায়েয। সেই সাথে টিভিতে অন্যান্য যেসব অনৈসলামী অনুষ্ঠানাদি দেখানো হয় সেসবকে আমি হারাম মনে করি।

'ডন অব ইসলাম' ছবি দেখা

প্রশ্ন-১৭০৩ ঃ বেশ কিছুদিন আগে 'ডন অব ইসলাম' নামে একটি ইংরেজী ছবি আমাদের দেশে এসেছিল। সেখানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)-এর সময়ের দীনী দাওয়াত, কাফির ও মুসলিমদের অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে। শুনেছি মক্কার এক মুসলিম এই ফিল্মের প্রডিউসার ও ডিরেক্টর। এরূপ ছবি দেখা যাবে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ 'ডন অব ইসলাম' ছবিটি সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম আপত্তি করেছেন। সেখানে ইসলাম ও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে কিছু ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম দেশে এবং মুসলিমদের হাতেই আজ ইসলাম নিরাপদ নয়। অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম।

প্রশ্ন-১৭০৪ ঃ একটি ফিল্ম সম্পর্কে জানতে চাই, যা ইসলামী বিষয়বস্তু, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার উপর নির্মিত। সেখানে হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমার (রা), হযরত আমীর হামযা (রা), হযরত বিলাল (রা)-এর চরিত্রে অভিনয় করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরিত্রে কেউ অভিনয় না করলেও তাঁর উটনীর ভূমিকায় অন্য একটি উটনী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের ছবি ইসলামী ছবির পর্যায়ে পড়ে কিনা? আর এটি দেখাই বা কেমন?

উত্তর ঃ না এ ধরনের ছবি ইসলামী ছবির পর্যায়ে পড়ে না। বরং এ ধরনের ছবি আকাবিরদের নিয়ে তামাশা করারই নামান্তর। এগুলো দেখা কবীরা গুনাহ।

টিভিতে সিনেমা দেখা

প্রশ্ন-১৭০৫ ঃ আমি কাতার প্রবাসী। সারাদিন কাজ করে বিকেলে যখন বাসায় ফিরে আসি তখন আমরা ক' বন্ধু মিলে টিভি দেখতে বসে যাই। আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন হাজীও রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ আবার একাধিক বার হজ্জ করেছেন। কয়েকজন আছেন মাসজিদের ইমাম। আমরা সবাই সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত (প্রায়) প্রতিদিন টিভি দেখে থাকি। মজার ব্যাপার হচ্ছে টিভি প্রোগ্রামগুলো হয় আরবী এবং ইংরেজীতে। যা আমরা কেউ বুঝতে পারি না। আমরা তাদের অঙ্গভঙ্গি ও অভিনয় দেখি। আমার এক বন্ধু সিনেমা দেখে থাকেন। তিনি সিনেমা দেখতে গেলে হাজী সাহেবগণ এবং মাওলানা সাহেবগণ তাকে অনেক গালমন্দ করেন। বলেন, সিনেমা দেখা হারাম। আর যখন টিভিতে সিনেমা দেখানো শুরু হয় তখন সবাই টিভি সেটের সামনে বসে পড়েন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হলে গিয়ে সিনেমা দেখা এবং টিভিতে সিনেমা দেখার মধ্যে কোনো

পার্থক্য আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে তাদের কথামতো গুনাহ্ হবে কিনা? উত্তর দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ হলে গিয়ে সিমেনা দেখা কিংবা টিভি সেটের সামনে বসে দেখায় মূলত কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টিই না জায়েয। পার্থক্য শুধু এতটুকু, কেউ ময়লা আবর্জনা দিয়ে হেঁটে গিয়ে দুশ্চরিত্রা মহিলার সাথে অপকর্ম করে, আর কেউ সেই দুষ্ট মহিলাকে ঘরে এনে অপকর্ম করে, এই যা। আল্লাহ্ যেন এ ধরনের অপরাধ থেকে সকল মুসলিমকে হিফাযত করেন।

নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিয়ে ফিল্ম

প্রশ্ন-১৭০৬ ঃ আমার এক বন্ধু ভিসিআর-এ আমেরিকার এক নির্মাতা কর্তৃক নির্মিত ফিল্ম 'দ্যা ম্যাসেজ' দেখেছেন। দেখে খুব প্রশংসা করছেন। ফিল্মটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী নিয়ে। নবুওয়াত থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে নির্মিত। সেখানে ইসলাম প্রচারের কষ্ট ও নির্যাতনের কথা, মাসজিদে কুবার প্রতিষ্ঠা, হযরত বিলাল (রা)-এর আযান দেয়ার ঘটনাবলীও দেখানো হয়েছে। হযরত হামযা (রা)-এর ভূমিকা পর্যন্ত সেই খৃস্টান পরিচালক তুলে ধরেছেন। সব চেয়ে বড়ো কথা সেই ফিল্মে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছায়াও দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে দেখানো হয়েছে, মাসজিদে কুবার নির্মাণ কাজ চলছে, এক ছায়া মূর্তি তাদের হাতে ইট তুলে দিচ্ছেন। আমার বন্ধুর মতে– দাওয়াতী কাজের জন্য ফিল্মটি খুবই চমৎকার। কিন্তু আমি দেখার পর মনে হলো এই ফিল্ম কোনো মতেই মুসলিমদের দেখা উচিত নয়। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাদের পবিত্র সত্তার ভূমিকায় মদ্যপ খৃস্টানগণ অভিনয় করেছেন এবং তাদেরই এক অর্বাচীনের ছায়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছায়ার সাথে তুলনা নিঃসন্দেহে খুবই গর্হিত ও ন্যাক্কারজনক কাজ। মেহেরবাণী করে জানাবেন এ ধরনের ফিল্ম দেখা মুসলিমদের জন্য বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী নিয়ে ফিল্ম বানানো প্রকারান্তরে ইসলাম ও মুসলিমকে নিয়ে ঘৃণ্য উপহাস করা। আপনি যে ফিল্মের কথা লিখেছেন তা মূলত ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে ইহুদীদের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের ফিল্ম দেখা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ছবি বা প্রতিকৃতি

ছবি সামাজিক দুষ্টক্ষত

প্রশ্ন-১৭০৭ ঃ ছবি নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বর্তমান সময়ে কতটুকু উপযোগী? যদি এর উপযোগিতা থাকে তাহলে কার্যত আমরা মেনে চলছিনা কেন? তাছাড়া আইডি কার্ড এবং পাসপোর্টে যেসব ছবি ব্যবহার করা হয় সে সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে ছবি তোলা আমরা ওজর বলে মনে করি। আশা করি এজন্য আল্লাহ পাকড়াও করবেন না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে যেভাবে ছবি তোলা হয়ে থাকে মনে হয় এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারটি আমাদের মন থেকে উঠে গেছে। টাকার উপর ছবির কথা বলেছেন। শুধু কি তাই, জাতীয় নেতাদের ছবি অফিস আদালতে ঝুলানোর ব্যাপারে তো সরকারী নির্দেশই রয়েছে। তাছাড়া শরঈ আদালতের যে বিচারকগণ ছবি হারামের ব্যাপারে রায় দেবেন, তাদের মাথার উপরই ঝুলানো থাকে জাতীয় নেতাদের ছবি। কয়েক বছর আগে শরঈ আদালতের এক বিচারক তো এই মর্মে রায়ই দিয়েছেন যে, ছবি তোলা বৈধ। নাউযুবিল্লাহ। ফার্সীতে একটি প্রবাদ আছে– ‘বর্তমান অবস্থা থেকেই বুঝা যায় ভবিষ্যতে কী হতে চলেছে।’

আপনি আরও প্রশ্ন করেছেন, গোমরাহীর এ তুফানের শেষ কোথায়? জবাবে বলা যায় এ তুফানের শেষ তখনই হওয়া সম্ভব, যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো– আমরা মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করবো এবং কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করবো। অন্যথায় এ সয়লাব বন্ধ করা সম্ভব নয়।

আইনগতভাবে ছবি উঠাতে বাধ্য হলে

প্রশ্ন-১৭০৮ ঃ আপনি লিখেছেন ছবি তোলা হারাম। তা মানুষের ছবি হোক কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর। কিন্তু আইডি কার্ডের জন্য ছবি তোলা সরকার বাধ্যতামূলক করেছে। তাছাড়া পাসপোর্ট করতে হলেও ছবি ছাড়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে ছবি তোলা ওজর (যুক্তিসংগত কারণ) হিসেবে গণ্য হওয়ায় মাফের আশা করা যায়। তবে ইসলামী হুকুমাতের উচিত, যে ছবির ব্যাপারে ইসলামী শরীআহ্ নিষেধ করেছে এবং খোদ নবী করীম

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন তা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিকল্প চিন্তাভাবনা করা।

ঘরে ছবি ঝুলিয়ে রাখা এবং ছবিযুক্ত কৌটা বা বোতল ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১৭০৯ ঃ ঘরে মানুষ এবং প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা কেমন? মেহেরবানী করে জানাবেন। তাছাড়া যেসব কৌটা বা বোতলে ছবি থাকে সেগুলো ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর ঃ ঘরের ভেতর ছবি ঝুলানো জায়েয নয়। প্রাণ আছে এমন প্রাণীর ছবি উঠানো এবং সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ। যেসব কৌটা বা জিনিসের গায়ে ছবি লাগানো থাকে সেসব ছবি নষ্ট করে ফেলা উচিত।

মাসজিদের ভেতর ছবি তোলা

প্রশ্ন-১৭১০ ঃ এ বছর মাসজিদে খতম তারাবীহ্র সময় এক হাফিয সাহেব যিনি উক্ত মাসজিদের পেশ ইমাম এবং এক মাদ্রাসার শিক্ষক, তাঁর সাথে তাঁরই এক ছাত্র যিনি সহকারী শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, মিম্বারের উপর বসে কুরআন তিলাওয়াতের সময় ছোট বাচ্চাদের ছবি তোলা শুরু করে দিয়েছিলেন। নিষেধ করা হলে বললেন, হাফিয সাহেব রিল ভরে দিয়েছেন এবং তাঁর সম্মতিতে ছবি উঠানো হচ্ছে।

বাদানুবাদের এক পর্যায়ে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, আমি ছবি তুলবো-ই। এমন সময় হাফিয সাহেব মাইকের কাছে এলে তাঁর ছবিও তোলা হয়। পরদিন মুসল্লিদের চাপের মুখে হাফিয সাহেব মাসজিদের ভেতর কুরআন মাজীদ হাতে নিয়ে শপথ করে বললেন, আমি রিল ভরে দেইনি এবং ছবি তোলার অনুমতিও দেইনি। কিন্তু সহকারী শিক্ষককে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- ১. হাফিয সাহেবের শপথ করা কি ঠিক হয়েছে? ২. মাসজিদের ভেতর ছবি তোলা জায়েয কিনা? যিনি নিজের চাকুরী বাঁচানোর জন্য শপথ করেছেন, তাঁর পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ছবি তোলা বিশেষ করে মাসজিদের ভেতর এ নোংরা কাজটি করা আরও শক্ত গুনাহ। যদি তিনি প্রকাশ্যে তাওবা করেন এবং নিজের কৃত অপরাধ স্মরণ করে আল্লাহর কাছে মাফ চান তাহলে ঠিক আছে, নইলে ইমামত এবং শিক্ষকতা থেকে তাকে বাদ দেয়া উচিত।

পিতা কিংবা দাদার ছবি ঝুলিয়ে রাখলে সেজন্য গুনাহ্‌গার হবেন কে?

প্রশ্ন-১৭১১ ঃ অনেকে ঘরের মধ্যে বাপ-মা কিংবা দাদা-দাদীর ছবি ঝুলিয়ে রাখেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ করলে গুনাহ্‌গার হবেন কে? যিনি ছবি ঝুলিয়ে রাখেন তিনি, নাকি যাদের ছবি ঝুলানো হয় তারা?

উত্তর ঃ যদি বাপ-দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সামনেই ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং তারা নিষেধ না করেন তাহলে সবাই গুনাহ্‌গার হবেন। আর যদি তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধররা এ কাজটি করে থাকেন তাহলে যে বা যারা করলেন কেবল তারাই গুনাহ্‌গার হবেন।

ছবি তোলার ব্যাপারে কারও আমল শরী'আতের দলিল নয়

প্রশ্ন-১৭১২ ঃ বর্তমানে পত্র-পত্রিকা পড়া একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সেসব পত্র-পত্রিকায় হরেক রকম ছবি থাকে। ছবি ছাপার ব্যাপারটি তাদের কাছে খবরের মতই সাধারণ ব্যাপার। তাছাড়া পত্রিকার বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপনেও ছবি ছাপানো হয়। পাসপোর্ট এবং আইডি কার্ডে ছবি তো বাধ্যতামূলক। এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ছবি উঠাতে আইনগতভাবে বাধ্য করা হলে আশা করা যায় সেজন্য আল্লাহ্‌ পাকড়াও করবেন না। পত্র-পত্রিকা ঘরে ভালোভাবে ভাঁজ করে রাখা উচিত। যাতে ছবি প্রকাশ হয়ে না পড়ে। আপনি আরও লিখেছেন বড়ো বড়ো অনেক আলিমের ছবিও তো ছাপা ও প্রচার হয়ে থাকে। এ কথার জবাবে বলতে চাই বুজুর্গানে দীন যারা, তাঁরা ইচ্ছেকৃত ছবি উঠান না। তবু যদি কেউ উঠিয়ে থাকেন তা শরঈ দলিল হতে পারে না। শরঈ দলিল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা।

কারেন্সী নোটে (টাকায়) ছবি ছাপানো

প্রশ্ন-১৭১৩ ঃ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কারেন্সী নোটে ছবি ছাপানো হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী? এ ধরনের নোট পকেটে রেখে নামায আদায় হবে কি? যদি হয় তাহলে ছবি হারাম বা গুনাহে কবীরাহ্‌ হয় কিভাবে? মেহেরবানী করে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ ছবি হারাম। নিঃসন্দেহে হারাম। কোনো রকম তাবীল করে কেউ একে জায়েয বলতে পারেন না। তাছাড়া অকাট্য হারামকে কেউ তাবীল করে হালাল

করতে পারেন না। কারেন্সী নোটে ছবি ছাপানোর ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয়। কারেন্সী নোটে ছবি না ছাপানো ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের উপর ফরয। যেহেতু আমাদের সরকার ইসলামী সরকার নয় এবং কারেন্সী নোট আমাদের জন্য একান্তই অপরিহার্য তাই নোট ছবিযুক্ত হলেও তা পকেটে রেখে (ওজরের কারণে) নামায হয়ে যাবে।

কাবা শরীফের ছবি

প্রশ্ন-১৭১৪ ঃ আমি কাবা শরীফের একটি বড়ো ছবি কিনেছি ঘরে টানিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু সেই ছবিতে কাবা শরীফের নিচের দিকে তাওয়াফরত অনেক মানুষের ছবিও রয়েছে। কিন্তু সেসব ছবিতে কারও চেহারা সুস্পষ্ট নয়। নাক, কান, চেহারা এগুলো বুঝার কোনো উপায় নেই। শুধু মানুষের স্রোতের মতো বুঝা যায়। এই ছবিটি আমি ঘরে টানিয়ে রাখতে পারবো কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি সুস্পষ্টভাবে মানুষের চেহারা বুঝা না যায় তাহলে আপনি ঘরে টানিয়ে রাখতে পারবেন।

সরকারী অফিসে ছবি রাখা

প্রশ্ন-১৭১৫ ঃ সরকারী বিভিন্ন অফিসে যেমন– আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, থানা, ইত্যাদি জাতীয় নেতা বা সরকার প্রধানের ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ সরকারী অফিস বা স্থাপনায় এরূপ ছবি ঝুলিয়ে রাখা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অংশ, ইসলামী সংস্কৃতি নয়। ইসলাম এটিকে অনুমোদন করেনা, নিষেধ করে।

ছবি আঁকা পেশা হিসেবে নেয়া

প্রশ্ন-১৭১৬ ঃ আমার এক ভাই খুব সুন্দর ছবি আঁকে। আমরা তাকে আর্ট কলেজে পড়াতে চাই। অনেকে বলছেন ছবি আঁকা পেশা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয নয়। এ সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর ঃ ছবি আঁকার বিষয়টি মূলত নাজায়েয নয়। জায়েয না জায়েযের প্রশ্ন আসে ছবি আঁকার ধরন ও প্রেক্ষাপট থেকে। আপনার ভাই যদি কোনো প্রাণীর ছবি আঁকতে চান জায়েয হবে না। আর যদি এমন ছবি আঁকতে চান যা ইসলাম অনুমোদন করে তাহলে জায়েয আছে।

ছবি ও প্রতিবিম্ব

প্রশ্ন-১৭১৭ ঃ ছবি যদি নাজায়েয হয় তাহলে আয়নায় এবং পানিতেও তো মানুষের ছবি দেখা যায় সেটি জায়েয হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ পানি ও আয়নায় যা দেখা যায় তা মানুষের ছবি নয়, প্রতিবিম্ব। ছবি এবং প্রতিবিম্ব এক জিনিস নয়। প্রতিবিম্ব মানুষ কোনো কাজে লাগাতে পারেনা। প্রতিবিম্ব যদি স্থায়ী না হয় তাহলে তা ছবির পর্যায়ে পড়ে না। কাজেই অস্থায়ী ও ধরা ছোঁয়া যায় না এমন জিনিসকে স্থায়ী ও ধরা ছোঁয়া যায় এমন জিনিসের সাথে তুলনা করা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ছবি তৈরি' শব্দটি যা প্রচলিত, এই শব্দটিই বলে দেয় ছবি তৈরিকৃত জিনিসের নাম।

ছবিযুক্ত সংবাদপত্র রাখা

প্রশ্ন-১৭১৮ ঃ দেশের ও বিদেশের খোঁজখবর জানার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। কিন্তু সেই সংবাদ পত্রের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায়ই ছবি থাকে। হাদীসে ছবি ঘরে রাখার ব্যাপারে খুব শক্ত কথা বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা কি করবো? মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ অনেক আলিম এমন ছিলেন যারা পত্রিকা পড়ার আগেই ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলতেন। সংবাদপত্র পড়ে তা এমনভাবে ভাঁজ করে রাখাকে আমি সঠিক কাজ বলে মনে করি যাতে ছবিগুলো ভাঁজের ভেতর থাকে।

কাপড়ের পুতুল ঘরে রাখা

প্রশ্ন-১৭১৯ ঃ শিশুরা কাপড়ের তৈরি পুতুল দিয়ে খেলে থাকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কাপড় দিয়ে পুতুল তৈরি করা এবং খেলা জায়েয কিনা? মেহেরবাণী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি সেই পুতুলের আকার আকৃতি থাকে অর্থাৎ চোখ, কান, নাক ইত্যাদি থাকে তা মূর্তির পর্যায়ে পড়বে। এরূপ পুতুল দিয়ে বাচ্চাদের খেলা জায়েয নয়। আর যদি সেই পুতুলের আকৃতি বা অবয়ব না থাকে তাহলে সেই পুতুল দিয়ে খেলার অনুমতি আছে।

প্রশ্ন-১৭২০ ঃ যে রিওয়ায়েতে পুতুল খেলা বা রাখার ব্যাপারে বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ যে পুতুল মানুষের আকার আকৃতি দিয়ে তৈরি করা সেই পুতুল দিয়ে খেলা এবং তা ঘরে রাখা জায়েয নয়। বাচ্চা মেয়েরা সাধারণত কাপড় দিয়ে আকার আকৃতি বিহীন যেসব পুতুল তৈরি করে থাকে সেসব দিয়ে খেলা এবং ঘরে রাখা জায়েয। আয়িশা (রা) পুতুল খেলেছেন বলে যে রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় প্রকার পুতুলের কথাই বলা হয়েছে। আবার অনেক মুহাদ্দীসের মতে আয়িশা (রা)-এর পুতুল খেলার বয়স পার হওয়ার পর ছবি এবং মূর্তি সংক্রান্ত আইন কার্যকর হয়েছে।

মুসলিম চিত্রশিল্পীর আঁকা প্রাণীর ছবি

প্রশ্ন-১৭২১ ঃ ইসলাম প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম করেছে। তবু অনেক মুসলিম চিত্রশিল্পী প্রাণীর ছবি আঁকেন, এতে গুনাহ হয় কিনা?

উত্তর ঃ কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা নিঃসন্দেহে গুনাহ। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শাস্তি তাদের দেয়া হবে যারা প্রাণীর ছবি আঁকেন। –সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

জড় পদার্থের প্রতিকৃতি

প্রশ্ন-১৭২২ ঃ আমি মোতি ও মোম দিয়ে বিভিন্ন মাসজিদের প্রতিকৃতি বানিয়ে থাকি। কাবা শরীফ কিংবা মাসজিদে নববীর প্রতিকৃতি বানাতে পারবো কি? এতে আইনগত কোনো বাধা আছে কি?

উত্তর ঃ জড় পদার্থের প্রতিকৃতি বানানো জায়েয আছে।

মূর্তি তৈরি করা

প্রশ্ন-১৭২৩ ঃ সিমেন্ট, পাথর কিংবা মাটি দিয়ে মহান ব্যক্তিদের মূর্তি তৈরি করা জায়েয কি?

উত্তর ঃ এ তো মূর্তি পূজার-ই নামান্তর। ইসলামে এ ধরনের মূর্তি তৈরির অনুমোদন নেই।

কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ-রত ছবি

প্রশ্ন-১৭২৪ ঃ অনেকে কুরআন তিলাওয়াতরত শিশু কিংবা দু'আ-রত মহিলাদের ছবি ঘরে টানিয়ে রাখেন। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ ঘরে ছবি রাখা গুমরা উম্মাতের কাজ। মুসলিমদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, যে বাড়ীতে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে সেই বাড়িতে রাহমাতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি কিংবা মূর্তি খেলনা হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১৭২৫ ঃ বিভিন্ন পশু-পাখির প্রতিকৃতি বা মূর্তি খেলনা হিসেবে ব্যবহার করার রেওয়াজ প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই চালু হয়েছে। অনেক সময় ওযু করার পর কিংবা নামাযে দাঁড়ানোর পর সেগুলোর উপর নজর পড়ে যায়। আবার দেখা যায় নামাযরত অবস্থায় শিশুরা এসব মূর্তি নামাযীর সামনে রেখে চলে যায়। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ ছোট মেয়েরা কাপড় দিয়ে আকার আকৃতি ছাড়া যেসব পুতুল বানিয়ে খেলা করে, সেসব পুতুল বানানো ও সেগুলো দিয়ে খেলা করা জায়েয। প্লাস্টিকের যেসব পুতুল বাজারে পাওয়া যায় তা বলতে গেলে মূর্তির পর্যায়ে পড়ে। সেগুলো কেনা-বেচা করা কিংবা ঘরে রাখা জায়েয নয়। আফসোস! আজকাল এসব মূর্তি মুসলিমদের ঘরেও প্রবেশ করছে।

আইডি কার্ড পকেটে রেখে মাসজিদে যাওয়া

প্রশ্ন-১৭২৬ ঃ আমি শুনেছি মানুষের ছবি নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করা গুনাহ। আমি নামাযের জন্য মাসজিদে গেলে আমার পকেটে আইডি কার্ড থাকে। উপরিউক্ত কথা অনুযায়ী মনে হয় আমি গুনাহ করে চলছি। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আইডি কার্ড পকেটের ভেতর লুকিয়ে রেখে মাসজিদে যাওয়া যাবে।

গাছের তো প্রাণ আছে তাহলে গাছের ছবি আঁকা বৈধ হয় কি করে?

প্রশ্ন-১৭২৭ ঃ প্রাণ আছে এমন জিনিসের ছবি আঁকা ইসলাম নিষেধ করেছে। কিন্তু প্রাণ থাকার পরও গাছ-গাছালির ছবি আঁকার অনুমোদন ইসলাম দিয়েছে কেন?

উত্তর ঃ প্রাণের স্পন্দন বুঝা যায় এবং চলাচল করতে পারে এমন কিছুর ছবি আঁকতে নিষেধ করা হয়েছে। গাছের প্রাণ থাকলেও তা সচল প্রাণীর মতো নয় বিধায় গাছ-গাছালির বা বন-বনানী কিংবা প্রকৃতির ছবি আঁকার অনুমতি রয়েছে।

প্রাণীর ছবি আঁকা নিষেধ কেন

প্রশ্ন-১৭২৮ ঃ প্রাণীর ছবি আঁকতে ইসলাম নিষেধ করেছে কেন?

উত্তর ঃ জড় পদার্থের ছবি আঁকার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে কিন্তু জীব বা প্রাণীর ছবি আঁকার অনুমতি ইসলাম দেয়নি, কারণ এটি মূর্তিপূজা বা মূর্তি প্রীতিরই নামান্তর। তাছাড়া হাদীসে বলা হয়েছে–

'যে সব শিল্পী প্রাণীর ছবি আঁকবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন সেসব ছবিতে প্রাণ সৃষ্টি করতে বলা হবে' (কিন্তু তারা তা পারবে না। কারণ প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করা সেতো আল্লাহর কাজ)।

ছবি আঁকতে বাধ্য হলে

প্রশ্ন-১৭২৯ ঃ আমি একজন লেখক এবং শিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীকে শেখানোর সময় কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা ছবির সাহায্যে বুঝাতে হয় এবং সেই বিষয়ে কিছু লিখতে হলেও ছবি দেয়া একান্ত প্রয়োজন। তা আমি নিজে আঁকি কিংবা কাউকে দিয়ে আঁকাই একই কথা। এরূপ নিরূপায় অবস্থায় আমি কি করতে পারি?

উত্তর ঃ কোনো প্রাণী বা জীবের ছবি আঁকা হারাম। আপনি যদি একান্তই বাধ্য হন, তাহলে আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া উচিত। তাই বলে হারামকে হালাল বানানোর বাহানা খোঁজা ঠিক নয়।

প্রাণীর ছবি আঁকার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

প্রশ্ন-১৭৩০ ঃ আমার দুই মেয়ে মা-শা-আল্লাহ নিয়মিত নামায-রোযা করে। ভদ্র ও নম্রও বটে। আপনি ছবি আঁকা হারাম বলেছেন। কিন্তু আমার দুই মেয়ে ছবি আঁকার চার বছর মেয়াদী এক কোর্সে ভর্তি হয়েছে। সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালো চাকুরী পাবে। তারা কোর্সের মাঝামাঝি এসে কেউই ছাড়তে চাচ্ছে না। আপনি মেহেরবানী করে কুরআন ও হাদীস দিয়ে বুঝাবেন যে, এ ধরনের ছবি আঁকা হারাম। আমার বিশ্বাস আপনার আলোচনা দেখলে অবশ্যই তারা এ কোর্স ছেড়ে দেবে। কারণ মানসিকভাবে তারা কেউ শরঈ সীমা লংঘন করতে চায় না।

উত্তর ঃ ছবি সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনেক হাদীস রয়েছে। 'ছবির শরঈ নির্দেশ' (তাসবীর কে শরঈ আহকাম) নামে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ) সাহেবের একটি পুস্তিকাও রয়েছে। আশা করি পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে আপনার মেয়েদের পড়াতে পারলে তাদের সংশয় দূর হয়ে যাবে।

নিচে কয়েকটি হাদীস আমি তুলে ধরলাম, এ হাদীস কটি নিয়েও আপনি চিন্তাভাবনা করতে পারেন।

১. আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে বাড়িতে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা সেই বাড়িতে প্রবেশ করে না। –সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

২. আয়িশা (রা) বলেন, প্রাণীর ছবি থাকতো এমন কোনো জিনিসকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অক্ষত রাখতেন না। ছবি কেটে ফেলতেন। –সহীহ আল বুখারী।

৩. আয়িশা (রা) আরও বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি গদি বা বালিশ কিনেছিলাম যার উপর ছবি ছিলো। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সেটি দেখলেন, দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি তাঁর চেহারায় বিরক্তিভাব লক্ষ্য করে বললাম, আমি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, আমার অপরাধ জানতে পারি কি? তিনি বিরক্তিভাব নিয়েই বললেন, এ গদি বা বালিশ কোত্থেকে এলো? বললাম, আমি আপনার জন্য কিনেছি, যেন আপনি বসতে পারেন কিংবা পিঠে ঠেক লাগাতে পারেন। তিনি বললেন, যারা (প্রাণীর) ছবি বানাবে কিয়ামাতের দিন তাদের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। বলা হবে ছবি তো বানিয়েছো এবার এর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করো। তিনি আরও বলেছেন, যে বাড়িতে ছবি থাকে সেই বাড়িতে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। –সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

৪. আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তাদের হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চায়। –সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমি নিজ কানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন– তার চেয়ে বড়ো

অত্যাচারী আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করতে চায়? পারলে খুব সামান্য বা নগণ্য কিছুই সৃষ্টি করে দেখাক না কেন। –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি নিজে আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তাদেরকে যারা ছবি (বা মূর্তি) বানায়। –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

৭. আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইন্তিকালের আগে শয্যাশায়ী ছিলেন তখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে একজন 'মারিয়া' নামক এক গীর্জার কথা উল্লেখ করলেন। উম্মু সালমা (রা) ও উম্মু হাবিবা (রা)– হাবশায় হিজরত করেছিলেন- গীর্জার সৌন্দর্য ও অভ্যন্তর ভাগের কারুকাজ সম্পর্কে বললেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা উঠালেন এবং বললেন, এরা তো সেই লোক যারা নিজেদের ভালো লোকদের মৃত্যুর পর তাদের কবরকে আরাধনার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে এবং তাদের মূর্তি বানিয়ে সংরক্ষণ করে নিকৃষ্ট কাজ করেছে। –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

৮. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের, যারা কোনো নবীকে হত্যা করেছে কিংবা কোনো নবীর হাতে তারা নিহত হয়েছে অথবা বাপ মায়ের কোনো একজনকে হত্যা করেছে। সেই সাথে কঠিন শাস্তি তাদেরও হবে, যারা ছবি বা মূর্তি বানাবে এবং সেইসব আলিমদের যারা নিজেদের ইলম থেকে উপকৃত হতে পারে না। –বাইহাকী-শু'আবুল ঈমান।

ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি

প্রশ্ন-১৭৩১ ঃ আমি আপনার 'আপ কে মাসায়েল ঔর উন কা হল্' (আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব) কলামটি নিয়মিত পড়ি। অনেক দিন ধরে আমার মনে একটি খটকা সৃষ্টি হয়েছে। আজ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছি।

১. 'ছবি বানানো বা তৈরি করা।' এর সাথে তিনটি শব্দ সংশ্লিষ্ট- تصور (তাসাওউর-কল্পনা), مصور (মুসাওবির-কল্পনাকে বাস্তব রূপদানকারী অর্থাৎ শিল্পী) এবং تصوير (তাসবীর-ছবি, চিত্র, চিত্রকর্ম)। ছবি কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র এ তিনটি শব্দ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মূলত এ তিনটি ধাপ পার হয়েই একটি ছবি পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রথমে শিল্পীর কল্পনার একটি ছবি উদ্ভাসিত

হয় তারপর কলম কিংবা রঙতুলির মাধ্যমে কাগজে কিংবা ক্যানভাসে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর যদি সেই শিল্পী ভাস্কর হয় তাহলে পাথরে বা অন্য কোনো ধাতুতে খোদাই করে তা রূপায়িত করে তোলে। অন্য কথায় শিল্পী বা ভাস্করের কল্পনার রূপায়নই হচ্ছে ছবি বা ভাস্কর্য। যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু ফটো ওঠানো তো ভিন্ন জিনিস। একে 'ছবি ওঠানো' বলাটাই ভুল। এটি মূলত প্রতিচ্ছায়া যা প্রতিবিম্বকে ধারণ করে। অর্থাৎ ক্যামেরার লেন্সে যে প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব পড়ে তা প্লেটে বা রিলে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয়। ক্যামেরার ভেতর কোনো ক্ষুদে মানুষ বসে থাকে না, যে রঙতুলি দিয়ে ছবি বানিয়ে থাকে। এ প্রতিচ্ছায়া তো সেইভাবে কাঁচের উপর পড়ে যেভাবে আয়নায় দেখা যায়, আয়না দেখাকে কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন? আয়না দেখার সাথে কল্পনা ও শিল্পীর কোনটিরই সংশ্লিষ্টতা নেই। সাধারণ একটি প্রতিবিম্ব যা একাকী আয়নার উপর প্রতিফলিত হয়।

২. আপনি খেলাধুলা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, খেলাধুলা অযথা জিনিস, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এসব খেলাধূলা সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। তাহলে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলা কি অযথা? আপনি কি জানেন খেলাধুলা শরীর চর্চারই অংশ?

৩. একবার কেউ প্রশ্ন করেছিলেন 'সংগীত তো আত্মার খোরাক' জবাবে আপনি বলেছিলেন– 'সংগীত আত্মার খোরাক ঠিকই আছে, তবে তা 'শয়তানী আত্মার'। তাহলে বিভিন্ন জায়গায় যেসব কাওয়ালী হয় সেগুলো কি শয়তানী আত্মার জন্য? ছোটকালে শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁয় একটি গল্প পড়েছিলাম। আপনার মতো এক মাওলানা সা'দীর সাথে সংগীত নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিয়েছিলেন। উভয়ে বিতর্ক করতে করতে লোকালয়ের বাইরে চলে গেলেন। দেখলেন এক রাখাল টিলার উপর বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাঁশীর সুরে এক উটনী নাচছে। সা'দী মাওলানাকে বললেন, মনে হয় আপনার চেয়ে উটনী বেশী সমঝদার। যাহোক আমার এসব কথার প্রেক্ষিতে আপনার অভিমত কী, জানাবেন।

উত্তর ঃ ১. ক্যামেরার ভেতর যে ক্ষুদে মানুষটি বসে আছে তার নাম মেশিন। সেই মেশিন-ই ছবিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। শিল্পী রঙতুলির সাহায্যে

যে কাজ করে থাকে ছোট্ট এই মেশিনটি সেই কাজটিই স্বল্প সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করে দেয়। আবার সেই মেশিনটিকে মানুষই ব্যবহার করে থাকে। ব্যাপারটি আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনা, যে কাজ মানুষ হাতে কিংবা রঙতুলির মাধ্যমে করে থাকে তা হারাম হয়ে যায়– আর সেই কাজটিই যদি মেশিনে করা হয় তাহলে তা বৈধ হয়ে যায় কিভাবে। তাছাড়া আপনি ফটোকে ছবি বলতে নারাজ কিন্তু প্রচলিত বাকরীতিতে ফটোকে ছবি বলা হয়ে থাকে। মূল ফটোর বাংলা প্রতিশব্দই হচ্ছে ছবি। মোটকথা আপনি হাতে বানানো এবং মেশিনে বানানো ছবি সম্পর্কে যে পার্থক্য করেছেন তা শুধু উপায় উপকরণের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পরিণতির দিক বিবেচনা করলে হাদীসের বক্তব্য– 'ছবি তৈরিকারীর শাস্তি কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশী হবে'– থেকে বুঝা যায় ছবি হাতে বানানো হোক কিংবা মেশিনে, উভয় কাজের শাস্তি একই অর্থাৎ 'আশাদ্দু আযাবান' (কঠিন শাস্তি)। অপরাধের মাত্রা কিরূপ? গুনাহে কবীরাহ নাকি গুনাহে সাগীরাহ? সেকথা আপনি নিজেই বলেছেন, আমার বলার প্রয়োজন নেই।

২. খেলাধুলার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'লাহভুন ওয়া লা'আবুন'। এমন খেলাধুলাকে লাহভুন বলা হয় যা অযথা কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে করা হয়। আপনি এখানে শরীর চর্চার দর্শন নিয়ে এসেছেন। শরীর চর্চামূলক খেলাধুলাকে আমি নিজেও নাজায়েয মনে করি না। তবে শর্ত হচ্ছে সতর খোলা যাবে না এবং শরী'আহ নির্ধারিত কোনো ফরযকে অবজ্ঞা করা যাবে না এবং মানবিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে যেসব খেলাধূলা চর্চা হয়, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যন্ত হয়। ফলে এর গুরুত্ব এত বেড়ে গিয়েছে যে, শহরের রাস্তাঘাট পর্যন্ত খেলার মাঠ হয়ে গেছে। এবার আপনিই বলুন এর নামই কি শারীরিক কসরত? আমার চেয়ে আপনিই তো ভালো জানেন বর্তমানে খেলাধুলা আর শরীর চর্চার পর্যায়ে নেই এটি একটি সম্মানজনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন একে শরীর চর্চা বলা নিজের বিবেকের সাথে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আচ্ছা তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম এটি নিছক শরীর চর্চা। তবু বলুন তো শরীর চর্চার বিষয়েও কি কোনো বিধিনিষেধ থাকতে নেই? যখন সেই বিধি নিষেধ ত্যাগ করা হয় তখন আর তা জায়েয থাকে না।

৩. 'সংগীত শয়তানী আত্মার খোরাক' একথা শুধু আমি বলিনি, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও বলেছেন, 'কবিতা-গীত এগুঁলো শয়তানের উপকরণ।' গানের শিল্পী ও অনুষঙ্গের প্রাচুর্য কিয়ামাতের আলামতও বটে। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ (ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ) ও সূফীগণ একমত। মানুষ সর্বাবস্থায়ই মানুষ, সে সা'দীর উটনী নয়। কারণ সা'দীর উটনী শরী'আর ধার ধারে না। কিন্তু মানুষকে শরী'আর সীমার মধ্যেই অবস্থান করতে হয়। বাদ্যযন্ত্রের প্রভাব নিয়ে বিতর্ক নেই। বিতর্ক হচ্ছে সেই প্রভাবে আশরাফুল মাখলুকাতের প্রভাবিত হওয়া ঠিক কিনা? মানবতার চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই প্রভাবকে উত্তম বলেছেন, নাকি ঘৃণিত বলেছেন?

চাল-চলন, বেশভূষা ও রূপচর্চা

বিজাতীয় পোশাক ও আচার-আচরণের অনুকরণ

প্রশ্ন-১৭৩২ ঃ রূপচর্চা, পোশাক-আশাক, চাল-চলন ও রীতি-নীতির ইসলামী কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আছে কিনা? থাকলে সেটি কী? বর্তমানে মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের আচার-আচরণ কিংবা পোশাক পরিচ্ছদে কোনো স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায় না। সেজন্যই কি আল্লামা ইকবাল বলেছেন–
বেশভূষায় তুমি খৃস্টান, সংস্কৃতিতে হিন্দু
দেখে তোমায় লাজে মরে ইহুদী, লাজ নেই তব এক বিন্দু ॥

প্যান্ট, টাই এগুলো কি মুসলমানি পোশাক? যদি না হয় তাহলে বিজাতীয় অনুকরণ সম্পর্কে হাদীসে কি ভীতি প্রদর্শন করা হয়নি?

উত্তর ঃ চাল-চলন, বেশ-ভূষা, ও রীতি-নীতির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবা কিরামের অনুসরণ করা, ফাসিক, দুশ্চরিত্র ও অমুসলিমদের রীতি-নীতি পরিহার করা।

টাই ও কালার ওয়ালা জামা মূলত খৃস্টানদের জাতীয় পোশাকই ছিলো কিন্তু বর্তমানে তা আর কোনো জাতির জাতীয় পোশাক হিসেবে নির্দিষ্ট নেই। প্যান্ট শার্টের ব্যাপারও তাই। এখন সকলেই ব্যবহার করে। তবু এসব পোশাক মুসলমানদের ব্যবহার না করাই ভালো। অমুসলিমদের অনুসরণ করার ব্যাপারে হাদীসে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

ভ্রু উপড়ে ফেলা

প্রশ্ন-১৭৩৩ ঃ আমার এক বান্ধবী বলেন, মহিলাদের ভ্রু উপড়ে ফেলে নকল ভ্রু বানানো দোষের নয়। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হাদীসে তো এ রকম মহিলাকে লা'নত করা হয়েছে, তাহলে এ কাজ জায়েয হয় কিভাবে?

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেছেন–

لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

'পরচুলা লাগানো পেশা অবলম্বনকারী মহিলা, 'পরচুলা ব্যবহারকারী মহিলা, উল্‌কি উৎকীর্ণকারী মহিলা এবং যে মহিলা নিজের শরীরে উল্‌কি উৎকীর্ণ করায়, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। –সহীহ আল বুখারী, হাদীস-৫৫১৫ (ই. ফা)।

প্রশ্ন-১৭৩৪ ঃ মেয়েদের ভ্রু উপড়ে ফেলে সেখানে সুরমা কিংবা কালি (লাইনার) দিয়ে ইচ্ছে মতো ভ্রু বানিয়ে অন্য মেয়েদের দেখানো জায়েয কিনা?

আজ দেশে প্রায় ৭৫% ভাগ শিক্ষিতা মেয়ে মাথার চুল কেটে ছেঁটে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না। কেউ যদি ওড়না ব্যবহার করে তবে সেটি গলায় রশির মতে পেচিয়ে রাখে। তাদেরকে কিছু বলতে গেলেই শুনতে হয়, তোমাদের জন্যই দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে। তোমাদের সেকেলে চিন্তার জন্য দেশ আগাতে পারছে না। আপনি-ই বলুন এদেরকে কী বলা যায়?

উত্তর ঃ সত্যি কথা বলতে কি এরূপ মহিলাদের আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন তো তারা প্রগতির স্বপ্নে বিভোর। মৃত্যুর পরই প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি যিনি আস্থা রাখেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ ছাড়া তার একটি কদমও ফেলা উচিত নয়।

মেয়েরা মুখমণ্ডল ও বাহুর পশম পরিষ্কার করতে পারে কিনা

প্রশ্ন-১৭৩৫ ঃ আমার মুখমণ্ডল ও বাহুতে খুব ঘনো পশম হয়েছে। আমি কি সেগুলো পরিষ্কার করতে পারবো? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, পরিষ্কার করতে পারবেন।

প্রশ্ন-১৭৩৬ ঃ আমার দু'চোখের ভ্রু এতো ঘনো যে কোনো ফাঁক নেই, মিলানো। আমি কি মাঝখান থেকে কিছু ভ্রু তুলে ফেলে দু'ভ্রুর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করতে পারবো?

উত্তর ঃ না, এরূপ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন-১৭৩৭ ঃ মাথার চুল যখন বেশী লম্বা হয়ে যায় তখন চুলের মাথা সরু হয়ে ফেটে দু'ভাগ হয়ে যায়। ফলে চুল আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায় এবং ঝরে যায়। এমতাবস্থায় আমি চুলের সরু মাথা কেটে দিতে পারবো কি?

উত্তর ঃ অবস্থা এরূপ হলে চুলের সরু এবং ফাটা মাথা কেটে ফেলায় কোনো দোষ নেই। অনুমতি আছে।

চোখে নকল পাপড়ি (Eye Lash) লাগানো

প্রশ্ন-১৭৩৮ ঃ অধুনা মেয়েরা চোখের পাপড়ি এর জায়গায় নকল পাপড়ি লাগিয়ে থাকে। এটি জায়েয কিনা জানতে চাই।

উত্তর ঃ না, এটি জায়েয নয়। কারণ এটি পরচুলা লাগানোর মতই অপরাধ। আবু রায়হানা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ...

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশটি ব্যাপারে নিষেধ করেছেন, পরচুলা ব্যবহার, শরীরে উল্‌কি আঁকা এবং চুল উপড়ানো...। –সুনানু আবী দাউদ, সুনান নাসাঈ।

মহিলাদের চুলের ডবল খোপা বাঁধা

প্রশ্ন–১৭৩৯ ঃ আমি কলেজ পড়ুয়া একজন ছাত্রী। অধিকাংশ সময় চুলের দুটো খোপা বেঁধে কলেজে গিয়ে থাকি। একদিন আমার এক বান্ধবী বললেন, এরূপ ডবল খোপা বাঁধা শক্ত গুনাহ। কবরে মাথার চুলের আগা দিয়ে পায়ের আঙ্গুল গিঁট দিয়ে রাখা হবে। আমি সত্যতা যাচাই করার জন্য আমার খালাকে জিজ্ঞেস করি, তিনিও আমাকে একই কথা বললেন। আরও বললেন, মেকআপ করা, আট সাঁট পোশাক পরাও শক্ত গুনাহ। সেদিন থেকে আমি আর এরূপ করি না। কিন্তু আমার আরেক বান্ধবী বলেন, এগুলো কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। মেহেরবানী করে আমাকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে মনের অস্থিরতা দূর করবেন।

উত্তর ঃ এ মাসয়ালা সংক্রান্ত একটি মূলনীতি মেনে চলা উচিত। তা হচ্ছে– আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, রূপচর্চা বা ফ্যাশন ইত্যাদি সকল বিষয়ে অমুসলিমদের রীতিনীতি পরিহার করা। কেউ যদি তাদের রীতিনীতিকে পছন্দ করেন তাহলে তিনি আল্লাহর অসন্তুষ্টিকেই ডেকে আনবেন। দুটো খোপা বাঁধার স্টাইল অমুসলিমদের। তাই এটি পরিহার করাই উচিত।

বিউটি পার্লার-এর শরঈ হুকুম

প্রশ্ন–১৭৪০ ঃ বিভিন্ন শহরে এখন বিউটি পার্লার-এর ছড়াছড়ি। আমি জানতে চাচ্ছি বিউটি পার্লার-এর ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কী? ১. বিউটি পার্লার-এ কাজ শেখা এবং একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয কিনা? ২. বিউটি পার্লার-এ গিয়ে মহিলারা যে (উগ্র) রূপচর্চা করে থাকে তা ইসলাম অনুমোদন করে কিনা? অনেক মহিলা এমনভাবে চুল ছোট করেন, চুল দেখে তাদের চেনাই মুশকিল তারা পুরুষ না মহিলা।

৩. অনেক বিউটি পার্লার-এর আড়ালে দেহ ব্যবসা এবং নারী পাচারও হয়ে থাকে।

উত্তর ঃ মহিলাদের রূপচর্চা ও সাজসজ্জার অনুমতি ইসলামে রয়েছে, তবে তা সীমার মধ্যে। বর্তমানে বিউটি পার্লার-এ যে ধরনের রূপচর্চা করা হয় তা কয়েকটি কারণে পেশা হিসেবে গর্হিত।

১. অনেক বিউটি পার্লার-এ মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ কর্মীও থাকে। যা একান্ত নির্লজ্জের-ই প্রতীক।

২. বিউটি পার্লার থেকে সেজেগুজে মহিলারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিপনীকেন্দ্র ও রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় যা নির্লজ্জতার চূড়ান্ত প্রদর্শনী।

৩. আপনি লিখেছেন, অনেক মহিলা এমনভাবে চুল ছোট করেন, চুল দেখে তাদের চেনা-ই মুশকিল তারা পুরুষ না মহিলা। অথচ পুরুষদের মহিলার বেশ ধরা এবং মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম।

৪. আপনি লিখেছেন বিউটি পার্লার এর আড়ালে দেহ ব্যবসাও হয়ে থাকে।

৫. মোট কথা এরূপ কাজ যারা করেন তারা পুরুষ মহিলা যে ই হোন না কেন ঈমানের সাথে কোনো সম্পর্ক তাদের থাকে না। এসব কারণে বিউটি পার্লার'কে সমর্থন করা যায় না।

মহিলাদের চুল ছোট করা

প্রশ্ন-১৭৪১ ঃ ছোট করে ছাঁটা চুল এবং পাতলা ওড়না পরে নামায হবে কি? অনেক মেয়েরা চুলও ছোট রাখেন আবার নামাযও পড়েন।

উত্তর ঃ মহিলাদের মাথার চুল কেটে ছোট করা জায়েয নয়। এজন্য অবশ্যই গুনাহ হবে। কিন্তু নামায হয়ে যাবে। মাথার ওড়না যদি এরূপ পাতলা হয় যাতে চুল ও শরীর দেখা যায় তাহলে নামায হবে না।

প্রশ্ন-১৭৪২ ঃ আমার চুলের মাথা ফেটে সব দু'ভাগ হয়ে গেছে, ফলে চুল আর বাড়তে পারছে না। এমতাবস্থায় চুলের ফাটা মাথাগুলো ছেঁটে ফেলে দেয়া যাবে কি?

উত্তর ঃ বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের মাথার চুল কাটা ঠিক নয়। প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা।

প্রশ্ন-১৭৪৩ ঃ অনেকেই বলেন, মুসলিম মহিলাদের মাথার চুল কাটা জায়েয নয়। যদি মহিলা নাপিত দিয়ে কাটানো হয় তাহলে বৈধ হবে কিনা?

উত্তর ঃ মহিলাদের মাথার চুল কাটা মূলত জায়েয নয়। মহিলা নাপিত দিয়ে কাটা হোক কিংবা মুহাররাম পুরুষ দিয়ে কাটানো হোক। আর যদি গাইর মুহাররাম পুরুষ দিয়ে কাটানো হয় তাহলে তো গুনাহ দ্বিগুণ হবে।

প্রশ্ন-১৭৪৪ ঃ ইদানিং যেসব মহিলা ফ্যাশনের জন্য চুল ছেটে রাখে কিংবা পুরুষের মতো ছোট করে রাখে তাদের ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ এরূপ যারা করবে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। হাদীসে বলা হয়েছে–

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الله الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যেসব পুরুষ মহিলাদের মতো এবং যেসব মহিলা পুরুষের মতো বেশভূষা গ্রহণ করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত। –সহীহ্ আল বুখারী।

মহিলাদের বাঁকা সিঁথি কাটা

প্রশ্ন-১৭৪৫ ঃ অধিকাংশ মুরুব্বীদের মুখে শুনে আসছি মহিলাদের মাথায় বাঁকা সিঁথি কাটা ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। কারণ মহিলাদের মৃত্যুর পর মাথার মাঝামাঝি সিঁথি কেটে চুল দু'ভাগ করে দুই কাধের দিকে নামিয়ে দেয়া হয়। যারা জীবিত অবস্থায় বাঁকা সিঁথি কাটেন তাদের চুল দু'ভাগ করা যায় না। আমি আপনার কাছে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ বাঁকা সিঁথি কাটা ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী। অমুসলিম মহিলাদের (সংস্কৃতি) থেকে মুসলিম মহিলারা এটি গ্রহণ করেছে। অবশ্যই এটি পরিহার করা উচিত।

রূপচর্চা ও সাজগোজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

প্রশ্ন-১৭৪৬ ঃ আজকাল মহিলারা রূপচর্চা ও সাজগোজের ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি ও অপচয় করছেন। প্রতিবছর আমাদের মতো গরীব দেশের বাজেটে অনেক টাকার প্রসাধনী ও বিলাস-সামগ্রী আমদানীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি কেমন?

উত্তর ঃ আপনার মানসিকতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। মহিলাদের রূপচর্চার অনুমতি ইসলামে রয়েছে, তবে অপচয় ও বাড়াবাড়ি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্যই এর সংশোধন হওয়া উচিত। তাছাড়া আমাদের মতো একটি গরীব দেশে বিলাসিতার সামগ্রী আমদানী করা এবং এই খাতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করাও সমীচীন নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মুসলমানগণ দীন এবং ঈমানের দিকে যেমন দূর্বল ঠিক তেমনিভাবে বুদ্ধির মারপ্যাচেও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে না। চিন্তার ঐক্য তো মুসলিম সমাজ থেকে পুরোপুরি হারিয়েই গেছে। ফলে মুসলমানরা অমুসলিমদের হাতে প্রত্যেক জায়গায়ই মার খাচ্ছে।

বড়ো নখ রাখা

প্রশ্ন-১৭৪৭ ঃ অনেক মেয়েরা বড়ো নখ রাখে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কেমন?

উত্তর ঃ শরঈ নির্দেশ হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে না পারলে পনের দিন পর হাত পায়ের নখ কাটা। এ সুযোগ সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন পর্যন্ত। চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরও নখ না কাটা গুনাহ। একই নির্দেশ শরীরের সেসব অবাঞ্চিত লোমের ব্যাপারেও যা পরিষ্কার করে রাখতে বলা হয়েছে। এসব নির্দেশ পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

ব্লীচ করানো

প্রশ্ন-১৭৪৮ ঃ অনেক মহিলার মুখে কালো পশম হয়ে থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় মুখে গোঁফ গজিয়েছে। এ অবস্থা দূর করার জন্য এক প্রকার ক্রীম পাওয়া যায়। সেই ক্রীম ব্যবহার করলে লোমের কালার পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন মনে হয় মুখে কোনো পশম নেই। একে ব্লীচ করানো বলে। এরূপ অবস্থায় মহিলারা ব্লীচ করাতে পারে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের মুখের অবাঞ্চিত লোম পরিষ্কার করা কিংবা তার কালার পরিবর্তন করা জায়েয আছে।

হেয়ার রিমোভার ক্রীম ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭৪৯ ঃ অবাঞ্চিত লোম পরিষ্কার করার জন্য এক ধরনের ক্রীম পাওয়া যায় যা হেয়ার রিমোভার ক্রীম নামে পরিচিত। বিশেষ করে মহিলারা এই ক্রীম ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে অনেক পুরুষও এই ক্রীম ব্যবহার শুরু করেছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পুরুষের জন্য এটি ব্যবহার করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ পুরুষদের জন্য হেয়ার রিমোভার ক্রীম ব্যবহার করা মাকরুহ।

বগল ও নাভির নিচের লোম কতদিন পরপর পরিষ্কার করা উচিত?

প্রশ্ন-১৭৫০ ঃ বগল ও নাভির নিচের লোম কতদিন পরপর পরিষ্কার করা উচিত? এ কাজে পুরুষরা যদি হেয়ার রিমোভার এবং মহিলারা ব্লেড ব্যবহার করে তাহলে কেমন?

উত্তর ঃ অবাঞ্চিত লোম সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা সুন্নাত। পরিষ্কার না করে

সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাখা জায়েয। চল্লিশ দিনের বেশী হলে গুনাহ। পুরুষরা হেয়ার রিমোভার এবং মহিলারা ব্লেড ব্যবহার করতে পারবেন। (কিন্তু মাকরুহ)

পুরুষের চুল লম্বা করার সীমা

প্রশ্ন-১৭৫১ ঃ পুরুষের চুল কতটুকু লম্বা রাখা উচিত? মহিলাদের মতো লম্বা চুল রাখা পুরুষের জন্য জায়েয কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণত কানের লতি পর্যন্ত লম্বা চুল রাখতেন। কাটতে বিলম্ব হলে লতির নিচেও নেমে যেত। এতটুকু পর্যন্ত লম্বা করা পুরুষদের জন্য সুন্নাত। লম্বায় মেয়েদের চুলের সমান হয়ে গেলে জায়েয নেই।

আতর ও সুরমা ব্যবহারের সুন্নাত পদ্ধতি

প্রশ্ন-১৭৫২ ঃ আতর ও সুরমা ব্যবহারের সুন্নাত পদ্ধতি কী জানতে চাই। রুটি খাওয়ার সময় চার টুকরো করে নিয়ে তারপর খাওয়া উচিত নাকি টুকরো না করে খাওয়া উচিত? আচ্ছা এমন কোনো পুস্তক আছে কিনা যা পড়লে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যাবতীয় সুন্নাত সম্পর্কে জানা যাবে?

উত্তর ঃ আতর ব্যবহারের সুন্নাত কোনো নিয়ম নেই। তবে ডানদিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুরমা ব্যবহার করলে প্রথমে ডান চোখে এক শলাকা তারপর বাম চোখে এক শলাকা তারপর আবার ডান চোখে এক শলাকা এভাবে ডান চোখ থেকে শুরু করে আবার ডান চোখে এনে শেষ করতেন।

রুটি চার টুকরো করে খাওয়া সুন্নাত এটি আমার জানা নেই। সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানতে হলে ড. আব্দুল হাই (রহ) রচিত 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' পুস্তকটি পড়া প্রয়োজন। সেই সাথে মাওলানা যাকারিয়া (রহ) এর 'খাসায়েলে নববী শরহে শামায়িলে তিরমিযি' গ্রন্থটিও দেখা যেতে পারে।

সুরমা ব্যবহার চোখের জন্য ক্ষতিকর (?)

প্রশ্ন-১৭৫৩ ঃ আলিম ওলামার কাছে শুনে আসছি চোখে সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত। কিন্তু সেদিন টিভি প্রোগ্রামে এক ডাক্তারকে বলতে শুনলাম চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সুরমা চোখের জন্য ক্ষতিকর। ডাক্তারের কথা ঠিক হলে

আমার প্রশ্ন হচ্ছে সুরমা ব্যবহার যদি সুন্নাত হয় তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় কিভাবে?

উত্তর ঃ সুরমা ব্যবহার নিঃসন্দেহে সুন্নাত। ডাক্তার সাহেবের গবেষণা বা দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই ঠিক নয়। বরং যদি ডাক্তার সাহেব বলতেন, টিভি দেখলে টিভি থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মি চোখের ক্ষতি করে তাহলে তিনি ঠিক বলতেন।

নেইল পলিশ

প্রশ্ন-১৭৫৪ ঃ আজকাল মহিলারা ফ্যাশনের নামে অনেক কিছুই করেন। তার মধ্যে নেইলপলিশ ব্যবহারও একটি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– ওযু, নামায ও গোসলে নেইল পলিশ ব্যবহারের কোনো প্রভাব পড়ে কিনা? শুনেছি নেইল পলিশ ব্যবহারে ওযু হয় না। যদি ওযু না হয় তাহলে মানুষ পবিত্রতা লাভ করবে কিভাবে? আর নামায-ই বা পড়বে কিভাবে? মেহেরবাণী করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ ওযুর সময় শরীরের যেসব অংশ ধোয়া প্রয়োজন, সেসব জায়গায় যদি এমন কিছু লেগে যায় যাতে পানি ত্বক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না তাহলে ওযু হবে না। গোসলের বেলায় একই শর্ত। নেইল পলিশ ব্যবহার করলে পানি নেইল পলিশ ভেদ করে নখ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। তাই ওযু-গোসল হয় না। মহিলারা ফ্যাশনের নামে নেইল পলিশ বা আলতা ব্যবহার করে ঠিকই কিন্তু এতে তাদের রূপ সৌন্দর্য মোটেই বৃদ্ধি পায় না। বরং যারা রুচীশীল তাদের কাছে এটি রুচীবহির্ভূত বলেই মনে হয়। তাছাড়া যখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যাদেরকে তাঁর নাম নেয়ার তাওফিক দিয়েছেন তাদের আর আল্লাহর মর্জির বাইরে চলার চেষ্টা কেন? মহিলাদের সাজসজ্জা ও রূপচর্চার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে তবে তা অবশ্যই রুচীসম্মত হতে হবে। ফ্যাশনের নামে যা কিছু দেখবে তারই পিছু ছুটবে, এটি অবশ্য কাম্য নয়।

মহিলাদের নাক-কান ফোঁড়ানো

প্রশ্ন-১৭৫৫ ঃ মেয়েদের নাক-কান ফোঁড়ানোর রেওয়াজ কবে থেকে চলে আসছে মেহেরবাণী করে বলবেন কি? এর কোনো শরঈ ভিত্তি আছে, নাকি সামাজিক প্রথা হিসেবে চলে আসছে?

উত্তর ঃ মহিলাদের গহনা পরা রূপচর্চার মধ্যেই পড়ে, আর গহনা পরার জন্যই নাক-কান ফোঁড়িয়ে গহনা পরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয আছে।

পরিণত বয়সে পৌঁছে খাতনা

প্রশ্ন-১৭৫৬ ঃ মুসলিম বাচ্চাকে যদি তার পিতা-মাতা খাতনা না করায় সেজন্য

কে দায়ী হবে? বড়ো হওয়ার পর খাতনা করার জন্য কী করা উচিত? খাতনা ছাড়া মুসলিম হওয়া যায় কিনা? মেহেরবাণী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ খাতনা করা সুন্নাত এবং ইসলামের নিদর্শন। বাপ-মা যদি ছোটবেলায় খাতনা না করিয়ে থাকেন, সেজন্য তারা তিরস্কারের যোগ্য। কিন্তু যাকে খাতনা করানো হয়নি তার কোনো দোষ নেই। পরিণত বয়সে পৌঁছার পর যদি তিনি খাতনা করিয়ে নেয়ার অবকাশ পান তাহলে করিয়ে নেয়া ভালো। না পারলে কোনো দোষ নেই। তবে বর্তমানে উন্নত ব্যবস্থাপনায় খাতনা করানো হয়। কাজেই ইচ্ছে করলে তা অসম্ভব নয়। আর যদি খাতনা না করেও কেউ মনে প্রাণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলে তাহলে তার মুসলমানিত্বে কোনো সমস্যা হবে না।

নবজাতকের চুল

প্রশ্ন-১৭৫৭ ঃ শুনেছি নবজাতককে পবিত্র করতে হলে তার মাথার চুল ফেলে দিতে হবে। নইলে সেই চুলে হাত লাগলে হাত নাপাক হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ জন্মের পর নবজাতককে গোসল করানো হয়। গোসলের সাথে সাথে তার চুলও পাক হয়ে যায়। অবশ্য নবজাতকের চুল ফেলে দেয়া সুন্নাত।

শরীরে উল্‌কি আঁকা

প্রশ্ন-১৭৫৮ ঃ বর্তমানে এক ধরনের যন্ত্র এসেছে, যা দিয়ে শরীরের চামড়ায় ছিদ্র করে নাম লিখা হয় কিংবা পশু-পাখির ছবি আঁকা হয়। এতে কোনো দোষ আছে কি? তাছাড়া এরূপ করলে ওযু হবে কি?

উত্তর ঃ শরীরের চামড়া ছিদ্র করে কোনো কিছু অংকন করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে–

لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

যে মহিলা পরচুলা ব্যবহার করে এবং যে তা লাগিয়ে দেয় এবং যে মহিলা শরীরে উলকি উৎকীর্ণ করে, যে করায় আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। –সহীহ আল বুখারী, হাদীস-৫৫১৫।

মহিলাদের পুরুষের বেশ ধারণ করা

প্রশ্ন-১৭৫৯ ঃ আমাদের বংশে এক মহিলা আছেন, ছোটবেলা থেকেই পুরুষের মতো বেশভূষা ও চালচলন। পুরুষের মতো পোশাক, পুরুষের মতো চুল, এক কথায় যে তাকে দেখবে সে পুরুষ ভেবে ভুল করবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কেউ তাকে মহিলা বললে সে তার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়। তবে সেই মহিলা নিয়মিত রোযা নামায করে। জানতে চাচ্ছি এরূপ করা জায়েয কিনা।

উত্তর ঃ পুরুষ মহিলা এবং মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। হাদীসে এসেছে–

لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

'মেয়েদের বেশ ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন।' –সহীহ আল বুখারী।

ভ্রু যদি বেশী বড়ো হয়ে যায়

প্রশ্ন-১৭৬০ ঃ ভ্রু যদি বেশী বড়ো হয়ে যায় তাহলে কেটে ছোট করা উচিত, নাকি উপড়ে ফেলা উচিত?

উত্তর ঃ ভ্রুর পশম যদি বেশী বড়ো হয়ে যায় তাহলে কেটে ছোট করা যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই উপড়ে ফেলা যাবে না।

চুলের বেনী গাঁথা

প্রশ্ন-১৭৬১ ঃ এক সাপ্তাহিকীতে দেখলাম মহিলাদের চুল খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইসলামে। বিষয়টি পড়ে আমি ভীষণ অস্বস্তিতে আছি। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি চুল বেঁধে রাখতে হবে। জনৈকা আলিয়া আমির-এর এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছেন দুটো খোঁপা বাঁধা ঠিক নয়। অপসংস্কৃতির অংশ। আপনি অবশ্য বলেননি খোঁপা বাঁধা খারাপ। কিন্তু উল্লিখিত সাপ্তাহিকী পড়ে আমার মনে হয়েছে লেখক বলতে চেয়েছেন খোঁপা বাঁধাটাই অন্যায়। যদি তাই হয় তাহলে মহিলাদের চুল ছেড়ে রাখলে কারও পিঠ পর্যন্ত আবার কারও কোমর পর্যন্ত ঝুলে থাকবে, যা আরও বেশী দৃষ্টিকটু লাগবে। আপনি সঠিক মতামত জানিয়ে আমাদের পেরেশানী দূর করবেন বলে আশা রাখি।

উত্তর ঃ মহিলাদের চুল বেঁধে রাখা শুধু জায়েযই নয় বরং আল্লাহর রাসূলের বেগমগণ এবং মহিলা সাহাবীদের সুন্নাত। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ " لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ " .

উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মাথার চুলে বেণী গেঁথে থাকি। নাপাকী থেকে পবিত্রতার গোসলের সময় আমি কি তা খুলবো? তিনি বললেন, না, তার দরকার নেই। তুমি মাথায় তিন আজলা পানি ঢেলে দেবে, এটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। তারপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে।’ –সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৫০।

সহীহ আল বুখারীসহ অন্যান্য হাদীসে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মাথার চুল আলগা করে চিরুনী করার জন্য।

উবাইদা ইবনু উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত।

بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍ هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ

আয়িশা (রা) জানতে পারলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) গোসলের সময় মহিলাদের মাথার চুল (বেনী) খোলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। একথা জানার পর আয়িশা (রা) বললেন, আশ্চর্য লাগে ইবনু উমার-এর মতো লোক মহিলাদের গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন। তাহলে তো তিনি তাদেরকে মাথার চুল মুড়ে ফেলার আদেশ দিতে পারেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস নাম্বার-৬৫৩।

উপরি উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং মহিলা

সাহাবীদের চুল বেঁধে রাখার কারণে দূর্গন্ধ হয়ে যেত, সেজন্য তাঁরা চুল খুলে গোসল করতেন। সাপ্তাহিকীতে যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তা এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

নও মুসলিমের খাতনা

প্রশ্ন-১৭৬২ ঃ পঞ্চাশ বছর বয়সী এক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আগে তিনি খৃস্টান ছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে অমুসলিম থাকাবস্থায় তাকে খাতনা করানো হয়নি, এখন খাতনা করানো প্রয়োজন কিনা?

উত্তর ঃ খাতনা করার নির্দেশ তো বেশী বয়সী লোকের জন্যও। শর্ত হচ্ছে যদি সম্ভব হয় তাহলে খাতনা করিয়ে নেবেন, আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে খাতনা না করালেও চলবে।

ইবরাহীম (আ)-এর খাতনা

প্রশ্ন-১৭৬৩ ঃ কদিন আগে মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের একটি বইয়ে দেখলাম নিরানব্বই বছর বয়সের সময় ইবরাহীম (আ) খাতনা করেছেন, তারপর নিজের সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে কি খাতনার নির্দেশ ছিলোনা? মেহেরবাণী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ প্রথমে ইবরাহীম (আ) খাতনা করে তারপর সন্তানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এতেই বুঝা যায় ইবরাহীম (আ)-এর আগে খাতনা করার নির্দেশ ছিলো না। এতে আপনার আপত্তিটা কোথায় বুঝলাম না।

দাড়ি

'দাড়ি তো শয়তানেরও আছে'– এ কথা বলা

প্রশ্ন-১৭৬৪ ঃ আমাদের ইমাম সাহেব বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে গেছেন বিধায় সব ওয়াক্তে তিনি মাসজিদে আসতে পারেন না। বিশেষ করে ফজর এবং ইশার সময়। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তাঁর ইচ্ছেমতো কাউকে বলেন নামায পড়িয়ে দিতে। এমন ব্যক্তিকেও নামাযে ইমামত করতে বলেন, যিনি দাড়ি কামান। অথচ মুসল্লীদের মধ্যে দাড়িওয়ালা লোকও থাকেন, সুন্নাত অনুযায়ী যারা নামায পড়াতে অগ্রগণ্য। কিন্তু তাদের বলা হয় না। দাড়ির ব্যাপারে কিছু বললে বলা হয় 'দাড়ি তো শয়তানেরও আছে'? এই ব্যক্তি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ দাড়ি কামানো কবীরাগুনাহ। দাড়ি সম্পর্কে যিনি কটূক্তি করেন তিনি

মারাত্মক ভুল করেন। শয়তানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই তিনি এমন বলে থাকেন। শয়তান মুসলমানকে শুধু গুনাহর কাজ করিয়ে ক্ষান্ত হয় না। মনে করে একজন মুসলমান গুনাহ করার পর যদি সে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে, তাওবা করে আল্লাহ অবশ্যই তাকে মাফ করে দেবেন। তাই সে চেষ্টা করে শুধু গুনাহ নয় কুফরীর পর্যায়ে তাকে পৌঁছে দিতে।

একটু চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন– 'তোমরা দাড়ি লম্বা কর এবং গোফ ছোট রাখ', একথা শুনে কেউ যদি বলে – 'দাড়িকে আমি ঘৃণা করি' কিংবা বলে– 'দাড়ি তো শয়তানেরও আছে' তাহলে আপনি কি তাকে মুসলিম মনে করতে পারবেন? আজকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আমাদের মধ্যে থাকতেন আমরা কি কেউ তার সামনা সামনি এমন কথা বলতে পারতাম? প্রায় একলাখ বিশ হাজারের মতো নবী-রাসূল, তাদেরও দাড়ি ছিলো। সাহাবা কিরাম ছিলেন, তাদেরও দাড়ি ছিলো। তাঁদের সবার দাড়িকে অবজ্ঞা করা একজন মুসলমানের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত, ভেবে দেখেছেন কি?

আমার মনে হয় উনি কোনো কারণে রেগে গিয়ে কথাটি বলেছেন। আর রাগের মুহূর্তে শয়তান তাকে উস্কে দিয়ে এমন বেফাস কথা তার মুখ দিয়ে বের করে দিয়েছে। আমার পরামর্শ হচ্ছে এজন্য তাকে তাওবা করে নেয়া উচিত।

আপনার প্রশ্ন থেকে আরও বুঝা যায় আপনিও হয়তো তার সাথে একটু রাগ করে ফেলেছেন। দাওয়াতী কাজ করতে হলে আরও বেশী হিকমাত অবলম্বন করা উচিত। আপনার চাপাচাপির কারণেই যদি তিনি এমন বলে থাকেন তাহলে আপনিও সেজন্য কম দায়ী নন। আপনারও তাওবা করা উচিত এবং আপনার সেই ভাইয়ের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া উচিত।

'দাড়ির কথা শুনলেই আমার ঘৃণা হয়' এমন কথা বলা

প্রশ্ন-১৭৬৫ ঃ আমি এক জায়গায় বিয়ের কথাবার্তা বলতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তার এক পর্যায়ে মেয়ের আম্মা বললেন, এ বিয়েতে আমার আগ্রহ নেই। জিজ্ঞেস করা হলো– কেন নেই? তিনি বললেন ছেলের মুখে দাড়ি সেজন্য। বললাম ছেলে অফিসার গ্রেডের চাকুরীজীবী, উচ্চশিক্ষিত এবং দীনদার। তিনি উত্তর দিলেন– 'দাড়ির কথা শুনলেই আমার ঘৃণা হয়।' মেহেরবাণী করে বলবেন দাড়ি সম্পর্কে এমন বিদ্বেষ পোষণকারী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ দাড়ি রাখা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত। তিনি দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা দাড়ি কামায় তাদের জন্য বদ দু'আ করেছেন। এজন্য দাড়ি রাখা ওয়াজিব। ইমামদের মতে দাড়ি কামানো হারাম।

যদি কোনো মুসলমান বলে, শরী'আতের অমুক নির্দেশকে আমি ঘৃণা করি তাহলে সে আর মুসলমান থাকে না। কাফির মুরতাদ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারক ঘৃণা করে সে আর মুসলমান থাকে কি করে? সেই মহিলা দাড়িওয়ালা ছেলের সাথে তার মেয়ে বিয়ে দিক আর না-ই দিক, তাকে অবশ্যই তাওবা করতে হবে।

লম্বা দাড়িওয়ালা কার্টুন

প্রশ্ন-১৭৬৬ ঃ আমি এ চিঠির সাথে আপনার কাছে একটি কার্টুন পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে দেখানো হয়েছে লম্বা দাড়িওয়ালা দু'ব্যক্তি, তাদের একজনের দাড়ি ধরে একটি শিশু ঝুলছে। উভয়ের দাড়িই পায়ের কাছাকাছি পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। এক টফি কোম্পানী টফির প্যাকেটে এই কার্টুন এঁকে দিয়েছে। এ কার্টুন দেখে যে কোনো মুসলমানের গা শিহরে উঠবে। দাড়ির মতো এক ইসলামী নিদর্শন নিয়ে এমন তামাশা বরদাশত করা যায় কি?

উত্তর ঃ এ তো ইসলামী নিদর্শন নিয়ে সুস্পষ্ট তামাশা। এসব দুষ্ট লম্পটদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য মুসলিমদের সোচ্চার হওয়া এবং জনমত গড়ে তোলা ফরয। ইসলামের কোনো নিদর্শনকে উপহাস কিংবা অবজ্ঞা করা কুফরী।

দাড়ির শরঈ মর্যাদা

প্রশ্ন-১৭৬৭ ঃ দাড়ির শরঈ মর্যাদা কী? ওয়াজিব নাকি সুন্নাত? দাড়ি কামান হারাম নাকি মাকরূহ? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ দাড়ি কামানো হারাম এবং কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো–

১.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ.... الحديث

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দশটি জিনিস ফিতরাত (প্রকৃতি) এর অন্তর্ভুক্ত। এক. গোঁফ ছোট করা দুই. দাড়ি বড়ো করা।.... এরপর অবশিষ্ট হাদীস। –সহীহ্ মুসলিম।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.

২.

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি লম্বা কর। অন্য বর্ণনায় আছে-

وَفى رواية أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

তিনি গোঁফ ছোট করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। –সহীহ্ মুসলিম।

৩.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ".

ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি লম্বা কর আর গোঁফ ছোট রাখ। –সহীহ্ আল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।

৪.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা গোঁফ কেটে রাখ আর দাড়ি বড়ো কর। অগ্নিপূজকদের বিপরীত কর। –সহীহ্ মুসলিম।

৫.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "

যায়িদ ইবনু আকরাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে গোঁফ ছোট রাখে না সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। –মুসনাদ আহমাদ; জামে আত তিরমিযি; সুনান আন নাসাঈ

৬.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষ হয়ে মেয়েদের মতো এবং যারা মেয়ে হয়ে পুরুষের মতো চলাফেরা করে। –সহীহ আল বুখারী।

প্রথম হাদীস থেকে বুঝা যায় গোঁফ ছোট রাখা এবং দাড়ি বড়ো করা স্বভাবগত প্রকৃতি (ফিতরাত) এর দাবী। এর বিপরীত করা মানে স্বভাবগত প্রকৃতিকে বিকৃত করা। আল কুরআনে বলা হয়েছে, অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহকে বলেছিল, আমি আদম সন্তানকে গুমরাহ করে দেবো এবং আমি তাদের দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করাবো। তাফসীরে হাক্কানী এবং বয়ানুল কুরআনে বলা হয়েছে– দাড়ি কামানো আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করারই নামান্তর। কেননা আল্লাহ পুরুষদের চেহারাকে দাড়ি দিয়ে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন, কাজেই যারা দাড়ি কামায় তারা শয়তানের প্ররোচনায় শুধু নিজের চেহারা নয় বরং প্রকৃতিকে নিয়েই তামাশা করে।

নবী-রাসূলগণের জীবন যাপন পদ্ধতিই মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতির মাপকাঠি। ফিতরাত বা স্বভাবগত প্রকৃতি বলতে এখানে নবী-রাসূলদের সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে বলা যায়, গোঁফ ছোট করে দাড়ি বড়ো করা একলাখ চব্বিশ হাজার (প্রায়) নবী-রাসূলদের সম্মিলিত বা ঐক্যমত্যের সুন্নাত। তাঁদের পবিত্র জামায়াতের অনুসরণ করতে আল কুরআনেও নির্দেশ দেয়া

হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

'আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা সকলেই হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলো, কাজেই তাদের পথেই তোমরা চলো।' –সূরা আল আনআম-৯০

কাজেই দেখা যায়, যারা দাড়ি কামায় তারা মূলত নবীদের পদ্ধতির বিপরীত কাজটিই করে থাকে। হাদীস থেকে ঝুঝা যায় যারা দাড়ি কামায় তারা এক সাথে তিনটি গুনাহ্ করে।

১. মানুষের স্বভাবগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ।
২. শয়তানের প্ররোচনায় সৃষ্টি-বিকৃতি করা। এবং
৩. সমস্ত নবী রাসূলদের বিপরীত কাজ করা।

এই তিনটি কারণেই দাড়ি কামানো হারাম।

দ্বিতীয় হাদীসে গোঁফ কাটা এবং দাড়ি বড়ো করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। তার বিপরীত করা হারাম। এই হাদীসের দৃষ্টিতেই বুঝা যায় দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং কাটা হারাম।

তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীস থেকে বুঝা যায় গোঁফ ছোট রাখা এবং দাড়ি লম্বা রাখা ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। তার বিপরীত করলে তা আর ইসলামের নিদর্শন থাকে না। তা হয় মুশরিক বা অগ্নিপূজকদের সাদৃশ। দাড়ি কেটে গোঁফ বড়ো রাখা মুশরিক ও অগ্নিপূজকদের নিদর্শন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিপরীত করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামের নিদর্শন (চিহ্ন) পরিত্যাগ করে অমুসলিমদের নির্দশন (চিহ্ন) অবলম্বন করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেছেন–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি যাদের অনুকরণ-অনুসরণ করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

পঞ্চম হাদীসে বলা হয়েছে– 'যে গোঁফ না কাটবে সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।' এ কথা থেকে এবং অন্যান্য হাদীস থেকে বুঝা যায়– 'এবং দাড়ি বড়ো না করবে' এ কথাটি উহ্য রয়েছে। এ হাদীসে গোঁফ না কেটে দাড়ি কাটলে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামায়াত থেকে বহিস্কৃত ঘোষণা করেছেন। জেনে শুনে কোনো মুসলিম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামায়াত থেকে বহিস্কৃত হতে চাবে কি?

যারা দাড়ি কামায় তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতটুকু ঘৃণা পোষণ করতেন নিচের ঘটনাটি তার প্রমাণ।

একবার পারস্যের এক রাষ্ট্রদূত এলেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দেখা করার জন্য। তার দাড়ি কামানো ছিলো এবং গোঁফ বড়ো ছিলো-

فكره النظر اليهما- وقال ويلكما من امر كما هٰذا؟ قال امرنا ربنا يعنيان كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربى امرنى باعفاء لحيتى وقص شاربى.

তরজমাঃ- তিনি তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে অপছন্দ করলেন। বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক। তোমার এ চেহারা বিকৃতি কার নির্দেশে করেছো? তিনি বললেন, এটি আমার রবের (অর্থাৎ পারস্যের বাদশাহর) নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কিন্তু আমার রব (প্রতিপালক) নির্দেশ দিয়েছেন গোঁফ কেটে দাড়ি বড়ো করতে। –আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/২৭০; হায়াতুস সাহাবা ১/১১৫

৬ষ্ঠ হাদীস থেকে বুঝা যায় নারী পুরুষের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে হবে। দাড়ি কামালে মুখাবয়ব মহিলাদের সদৃশ হয়ে যায় কেননা মহিলা এবং পুরুষের চেহারার মূল পার্থক্য হচ্ছে দাড়ি গোঁফ। যারা এ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে না তাদেরকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে।

এসব নস্ (অকাট্য প্রমাণাদি) সামনে রেখে উম্মাতের ফকীহ্গণ (ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ) একমত হয়েছেন, দাড়ি বড়ো করা ওয়াজিব। ইসলামের অন্যতম আলামত। দাড়ি কামানো কবীরা গুনাহ। আল্লাহ যেন সকল মুসলমানকে এ হারাম কাজটি থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেন।

দাড়ি কামানো হারাম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত

প্রশ্ন-১৭৬৮ ঃ 'মুসলমানের পার্থক্যকারী চিহ্ন' এই শিরোনামে কয়েকদিন আগে দাড়ি সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন আমার চিন্তায় এসেছে। আশাকরি উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। প্রশ্নগুলো হচ্ছে–

আল কুরআনে সুস্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, হালাল হারামের নির্দেশ দেয়ার ইয়াখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। অন্য কেউ যদি হালাল হারামের নির্দেশ দেয় সে যেন আল্লাহর নামে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করলো। (সূরা আন নাহল-১১৬; সূরা আল মায়িদা–৮৭) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসেও একথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা কিছু হালাল করেছেন তা হালাল আর যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম। যেসব ব্যাপারে তিনি চুপ রয়েছেন সেসব ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ মনে কর। মনে করো না তিনি সেসব ব্যাপারে বলতে ভুলে গেছেন। আল্লাহ তা'আলার কখনও ভুল হয় না। তারপর তিনি সূরা মারইয়াম-এর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন– (অর্থ) 'তোমার প্রতিপালক কিছুই ভুলে যান না।'

কোনো জিনিসকে হালাল হারাম ঘোষণা করাতে এ উম্মাতের ফকীহগণ এই দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফিঈ (রহ) 'কিতাবুল উম্ম'-এ কাযী আবু ইউসুফ (রহ) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন–

আমি অনেক বিজ্ঞ আলিমকে দেখেছি তারা ফাতওয়া দেয়া পছন্দ করতেন না। কোনো জিনিসকে হালাল হারাম বলার পরিবর্তে তারা আল্লাহর কুরআনে যা আছে তা ব্যাখ্যা ছাড়া বলে দিতেন। প্রখ্যাত তাবিঈ ইবনু সায়েব বলেছেন, 'আল্লাহ অমুক জিনিস হালাল করেছেন, এমন বলবে না, আল্লাহ যেন কিয়ামাতের দিন বলতে না পারেন– আমি একে হালাল করিনি এবং এটি আমার পছন্দও ছিলোনা। তেমনিভাবে বলবে না, আল্লাহ একে হারাম করেছেন। কিয়ামাতের দিন যেন তিনি বলতে না পারেন তুমি মিথ্যেবাদী আমি এটি হারাম করিনি বা এ থেকে আমি বিরত থাকতে বলিনি।'

প্রখ্যাত তাবিঈ ইবরাহীম নখঈ (রহ) যিনি কুফার সবচেয়ে বড়ো ফকীহ ছিলেন। তিনি এবং তাঁর সাথীরা ফাতওয়া দিলে এভাবে বলতেন, এটি অপছন্দনীয় (মাকরূহ), এতে কোনো দোষ নেই ইত্যাদি। কারণ কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম বলার মতো দায়িত্বহীন কাজ আর কী হতে পারে? –'ইসলামে হালাল হারামের বিধান' -ইউসুফ আল কারযাভী।

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া থেকে বর্ণিত আছে, ‘সালফে সালেহীগণ এমন বস্তুর উপর হারাম শব্দটি প্রয়োগ করতেন যা হারাম হবার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।’ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ) প্রশ্নের জবাবে বলতেন– ‘আমি এটি অপছন্দ করি, ভালো মনে করিনা কিংবা বলতেন– এটি আমার পছন্দ নয়।’–প্রাগুক্ত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় আগের ফকীহদের অভ্যাস ছিলো– তাঁরা যতক্ষণ অকাট্য প্রমাণ না পেতেন ততোক্ষণ কোনো কিছুকে হারাম কিংবা হালাল বলতেন না। কেননা হালাল কিংবা হারাম বলার ইয়াখতিয়ার শুধুমাত্র আল্লাহর। তাহলে একজন ফকীহ কি করে কোনো জিনিসকে হালাল কিংবা হারাম বলতে পারেন? তারা বড়োজোর মাকরূহ (অপছন্দীয়) বলতে পারেন বা তাদের অপছন্দের কথা প্রকাশ করতে পারেন কিংবা না জায়েয বলতে পারেন, তাই বলে হালাল বা হারাম বলে ফাতওয়া দিতে পারেন না।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। ‘খাওয়া শেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের আঙ্গুল এবং প্লেট ভালোভাবে পরিষ্কার করে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন তোমরা জানো না খাদ্যের বরকত কোন আঙ্গুলে বা কোন গ্রাসে।’ এখন কেউ যদি খাওয়ার পর হাতের আঙ্গুল বা প্লেট ভালোভাবে পরিষ্কার করে না খায় তা কি হারাম হয়ে যাবে? কারণ এখানেও তো সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। এ রকম আরও অনেক হাদীস উল্লেখ করা যায়– যার ভিত্তিতে হারাম ফাতওয়া দেয়া যায় না। যেভাবে দাড়ি এক মুঠোর কম হলে হারাম ফাতওয়া দেয়া হয়। অথচ এটি আল্লাহ তা‘আলা কিংবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দিষ্ট করে দেননি।

উত্তর ঃ উম্মাতের ফকীহদের মতে এক মুঠো পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং তার চেয়ে কম রাখা কিংবা কামানো হারাম। শাইখ ইবনু হামাম বলেছেন–

واما الاخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال
فلم يبحه احد.

‘পাশ্চাত্য ও হিজড়াদের মতো দাড়ি কামানো কেউ-ই বৈধ বা মুবাহ বলেন নি।’

আরেকটু অগ্রসর হয়ে তিনি লিখেছেন–

يحمل الاعفا على اعفائها من ان ياخذ غالبها او كلها كما هو فعل المجوس الاعاجم من حلق لحا هم كما يشاهد فى للهنود.

'ক্লীন সেব করা হিন্দুস্তানের, ইহুদী এবং অনারব অগ্নিপূজকদের কাজ।'

একই বিষয়বস্তুর বক্তব্য শামী ২/৪১৮, আল বাহরুর রায়িক ২/৩০২ এবং শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভীর মিশকাত শরীফের ফার্সী ভাষ্যেও রয়েছে। ফকীহদের ঐক্যমত্যের বক্তব্য থেকে একথা বুঝা কষ্টকর নয় যে, দাড়ি রাখার ব্যাপারটি কোন্ পর্যায়ের এবং তা কামানো কিংবা একেবারে ছোট করা কোন্ পর্যায়ের অপরাধ। কোনো কিছুকে হারাম করতে হলে অত্যন্ত সতর্কতার প্রয়োজন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো হালাল জিনিসকে হারাম বলা যেমন অপরাধ তেমনিভাবে ইজমার ভিত্তিতে কোনো হারামকে হালাল করার চেষ্টা করাও ভালো কথা নয়।

অবশ্য একথা আপনি ঠিকই বলেছেন যে, হালাল এবং হারাম করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ কর্তৃক হালাল করা কোনো জিনিসকে হারাম এবং আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোনো জিনিসকে হালাল করার কোনো অধিকার কারও নেই। আপনি আরও বলেছেন সালফে সালেহীনগণ ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এটিও ঠিক আছে। আপনি আরও একটি কথা ঠিক বলেছেন, সব নির্দেশের মর্যাদা একই রকম নয়। কিছু নির্দেশের মান মুস্তাহাব আবার কিছু নির্দেশের মর্যাদা বৈধতার পর্যায়ের। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে– وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 'তোমরা যখন ইহরাম মুক্ত হবে, শিকার করবে'। এ আয়াতে শিকার করার ব্যাপারটি জায়েয বুঝানোর জন্য নির্দেশ জ্ঞাপন ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। তেমনিভাবে কোনো জিনিসের নিষেধাজ্ঞা হারাম বুঝানোর জন্য আবার অনেকসময় তা মাকরূহ তাহরীমী আবার মাকরূহ তানযিহি বুঝানোর জন্যও হয়ে থাকে।

এটি অবশ্যই বুঝতে হবে কোন্ নির্দেশ কোন্ পর্যায়ের এবং কোন্ নিষেধাজ্ঞা কোন্ পর্যায়ের এসব ব্যাপারে গবেষণা করা ফকীহদের কাজ। আপনার আমার কাজ নয়। যেহেতু ব্যাপারটি ইজতিহাদ বা গবেষণার তাই গবেষকদের মধ্যে মতোবিরোধ থাকতেই পারে। এক ইমাম জায়েয বললে আরেকজন না জায়েয বলতে পারেন। একজন কোনো বিষয়ে ওয়াজিব বললে আরেকজন সুন্নাতও

বলতে পারেন। কিন্তু দাড়ির ব্যাপারে ফকীহ্দের মধ্যে কোনো ইখতিলাফ বা মতোবিরোধ নেই।

[মাসিক পৃথিবীতে অনুবাদ ধারাবাহিক ছাপানোর সময় জনৈকি পৃথিবী পাঠকের প্রশ্ন এবং আমাদের জওয়াব।

প্রশ্ন ঃ মাসিক পৃথিবী জুলাই ২০০৬ সংখ্যায় "আপনাদের প্রশ্নের জবাব" অধ্যায়ের প্রশ্ন নং ১৭৬৮ এর জবাবে বলা হয়েছে "উম্মাতের ফকীহ্দের মতে এক মুঠো পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং তার চেয়ে কম রাখা বা কামানো হারাম"। এখন প্রশ্ন হলো দাড়ি এক মুঠো পরিমাণ রাখতে হবে এ মর্মে কোন হাদিস আছে কিনা? আর এটা যদি হারাম হয়ে থাকে তবে এদেশ সহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতারা এক মুঠোর চেয়ে কম পরিমাণ দাড়ি রেখে কি কবিরা গুনাহ্ করেন না? দয়া করে উত্তর দিয়ে আমার সংশয় দূর করবেন।

মোঃ আঃ জলিল
১৭৪/বি/২, আর কে মিশন
রোড, ময়মনসিংহ।

উত্তর ঃ জনাব আঃ জলিল সাহেব আপনি মাসিক পৃথিবী জুলাই ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আপনাদের প্রশ্নের জবাব' শিরোনামে প্রকাশিত ১৭৬৮ নাম্বার প্রশ্নোত্তরের ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। আপনার আপত্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য-

১. কোনো কিছু অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদকের সততা হচ্ছে লেখকের বক্তব্য ও ভাব দুটো বিষয় ঠিক রেখে শুধু ভাষান্তর করা। লেখকের বক্তব্য ও ভাবকে পরিবর্তন করার কোনো অধিকার অনুবাদকের নেই।

২. অনুবাদক কোনো বিষয়ে একমত হতে না পারলে বড়োজোড় ফুটনোট বা টীকার সাহায্যে তার বক্তব্য পেশ করতে পারেন।

৩. আমরা প্রশ্ন এবং উত্তরটি যথাযথভাবে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি যাতে দুপক্ষের বক্তব্যই পাঠকগণ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন।

৪. আপনি প্রশ্নটি আরেকবার ভালোভাবে পড়ুন। হারাম হালাল নির্ধারণের মূলনীতি সম্পর্কে প্রশ্নেই সুন্দর ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। তার

উত্তরে যা কিছু বলা হয়েছে তা শুধু ফকীহদের বক্তব্য বলে দাবী করা হয়েছে কিন্তু সেই বক্তব্যের ভিত্তি কি তা বিস্তারিত বলা হয়নি।

৫. আমরা শুধু এজন্যই প্রশ্নোত্তরটির অনুবাদ করেছি, যাতে পক্ষে কিংবা বিপক্ষে যারা মত পোষণ করেন তাদের মতামতের ভিত্তিসমূহ কী তা যেন পাঠকগণ বুঝতে পারেন।

প্রশ্ন এবং উত্তরের মাধ্যমে উভয় পক্ষের বক্তব্য যেহেতু সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাই আলাদাভাবে কোনো ফুটনোটের প্রয়োজন মনে করিনি।

চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। -অনুবাদক]

গোঁফ ছোট করা এবং কামিয়ে ফেলা

প্রশ্ন-১৭৬৯ ঃ কেউ কেউ গোঁফ কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট করে রাখেন আবার কেউ ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে কামিয়ে ফেলেন। কোনটি ঠিক, বলবেন কি?

উত্তর ঃ কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট করা সুন্নাত। ক্ষুর বা ব্লেড দিয়ে কামানোও জায়েয। অনেকে অবশ্য মাকরূহ বলেছেন। আবার কেউ যদি শুধু ঠোঁটের উপরের দিকে ছেঁটে ঠোঁট পরিষ্কার করে রাখেন তাও জায়েয আছে। শিখদের মতো গোঁফ বড়ো রাখা হারাম। ছেঁটে রাখা জরুরী। অবশ্য ছেঁটে রাখার দুটো পদ্ধতি রয়েছে। এক. পুরো গোঁফ কাঁচি দিয়ে ছোট করে রাখা। দুই. গোঁফের নিচের দিক এমনভাবে ছেঁটে রাখা যাতে ঠোঁটের লাল অংশ দেখা যায়।

চুল কাটা এবং সেভ করানো কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৭৭০ ঃ আমি পাঁচ ওয়াকত নামায পড়ি। একদিন যোহর নামাযের পর শুয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম কে যেন আমাকে বলছেন– 'জালিম তোমাকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। কারণ তুমি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতকে কেটে ফেলছো।' আমি সেলুনে কাজ করি। মেহেরবাণী করে বলবেন, আমি কি এ পেশা ছেড়ে দেবো?

উত্তর ঃ আপনি ভালো স্বপ্ন দেখেছেন। দাড়ি কামানো হারাম। হারামকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করাও হারাম। অবশ্য আপনি চুল কাটতে পারেন। আপনি বলে দেবেন আমি কাউকে সেভ করাবো না, শুধু চুল কেটে দেবো।

কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি

শিশুদের কালো রঙের সূতা বাঁধা এবং কাজলের ফোঁটা দেয়া

প্রশ্ন-১৭৭১ ঃ সাধারণত মায়েরা ছোট বাচ্চাদের বদ নজর থেকে বাঁচানোর জন্য কালো রঙের সূতা (কিংবা কাইতান) কোমরে বা গলায় বেঁধে দেন। কপালে কাজল দিয়ে একটি ফোঁটাও দেন। শরঈ দৃষ্টিতে এটি কেমন?

উত্তর ঃ যদি আকীদা বিশ্বাসে ত্রুটি না থাকে (অর্থাৎ ভালো কিংবা মন্দ করার অধিকার কোনো মানুষের নেই, শুধু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই পারেন কারও কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ করতে, এ বিশ্বাসে সুদৃঢ় থেকে) শুধু সৌন্দর্য চর্চার জন্য এরূপ করে থাকে তাহলে জায়েয আছে। নইলে জায়েয নেই।

সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণ ও গর্ভবতী মহিলা

প্রশ্ন-১৭৭২ ঃ সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলা এবং তার স্বামী কোনো কাজকর্ম করেন না। তাদের ধারণা তারা কাজকর্ম করলে কিংবা কিছু কাটাকাটি করলে তাদের সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। জানতে চাচ্ছি এ ধারণার শরঈ কোনো ভিত্তি আছে কি না?

উত্তর ঃ হাদীসে এসেছে গ্রহণের সময় নামায, তাওবা ইসতিগফার এবং দান সাদাকার কথা। কিন্তু আপনি যা লিখেছেন তার কোনো শরঈ ভিত্তি নেই।

বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালন

প্রশ্ন-১৭৭৩ ঃ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে সন্তানের বার্থ-ডে বা জন্মদিন পালনের যে কালচার শুরু হয়েছে তার শরঈ কোনো ভিত্তি আছে কি?

উত্তর ঃ না, নেই। এটি পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত অপসংস্কৃতি।

বিল্ডিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় পশুর রক্ত কিংবা সোনারূপা দেয়া

প্রশ্ন-১৭৭৪ ঃ আমি একটি প্লট কিনেছি। সেখানে বিল্ডিং করতে চাচ্ছি। অনেক আত্মীয় আমাকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় খাশি যবাহ করে রক্ত দেয়ার কথা বলেছেন, আর গোশত গরীবের মধ্যে বিলিয়ে দিতে বলেছেন। আবার অনেকে বলেন, ভিত্তির নিচে কিছু সোনা-রূপা রেখে দিতে। যেন বাড়ীর লোকজন অসুখ-বিসুখ থেকে নিরাপদ থাকে। আমার এক শিক্ষকের কাছে এসব কথা বলায়

তিনি বলেছেন, রক্ত ও সোনা-রূপা দেয়া এটি হিন্দুদের সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : আপনার শিক্ষক সঠিক কথা বলেছেন। বাড়ি ঘর তৈরির সময় সোনা-রূপা কিংবা রক্ত দেয়ার শরঈ কোনো ভিত্তি নেই।

গ্রেগরিয়ান নববর্ষে আনন্দ ফুর্তি করা

প্রশ্ন-১৭৭৫ : আমাদের দেশে ইংরেজী সন হিসেবে প্রচলিত যা মূলত ঈসায়ী বা গ্রেগরিয়ান সন হিসেবে পরিচিত। এই সনের নববর্ষ (থার্টি ফার্স্ট নাইট)-এ যে উচ্ছৃংখলতা ও উন্মাদনা প্রদর্শন করা হয় তা কতটুকু বৈধ?

উত্তর : এটি খৃস্টানদের সংস্কৃতি। মুসলিমদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

নদী বা সাগরে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা

প্রশ্ন-১৭৭৬ : নদী বা সাগর অতিক্রমের সময় অনেকে নদী-সমুদ্রের বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য সাদকা স্বরূপ পানিতে টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করে থাকেন। শরঈ দৃষ্টিতে এ কাজ কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : একে কোনো মতেই সাদকা বলা যায় না, এতো সম্পদের সুস্পষ্ট অপচয়। এতে সওয়াব নয় বরং তিরস্কার প্রাপ্য।

বিশেষ বিশেষ রাতে আলোকসজ্জা করা

প্রশ্ন-১৭৭৭ : সাতাশে রমযান, ১২ রবিউল আউয়ালসহ বিশেষ বিশেষ রাতে আলোকসজ্জা করা, রঙবেরঙের পতাকা দিয়ে রাস্তাঘাট সাজানোর সাওয়াব হবে কি না?

উত্তর : বিশেষ কোনো রাতে সাধারণ আলোর চেয়ে বেশী আলোকসজ্জা করা ফকীহদের দৃষ্টিতে বিদআত এবং অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান

প্রশ্ন-১৭৭৮ : বিয়ের সাথে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানকে অপরিহার্য করে নেয়া হয়েছে। একদিন ছেলেপক্ষ হলুদ নিয়ে কনের বাড়িতে যাবে, আরেক দিন কনেপক্ষ হলুদ নিয়ে বরের বাড়িতে যাবে। এসব অনুষ্ঠানে অবাধে পুরুষ মহিলার মেলামেশা হয়। পর্দার তো প্রশ্নই ওঠে না। যারা নিজেদেরকে দীনদার

মনে করেন তাদের অনেকের বাড়ির বিয়েতেও এ ধরনের অনুষ্ঠান মিস্ যায় না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ যেভাবে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় তা অতীত-জাহিলিয়াতের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ইসলামে এর কোনো ভিত্তি নেই। আমাদের প্রত্যেককেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। হলুদ কিংবা মেহেদী লাগানো দোষের কথা নয়। কিন্তু সেজন্য যে আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং বেলেল্লাপনার যে প্রদর্শনী হয় তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

নবজাতককে দেখে টাকা দেয়া

প্রশ্ন-১৭৭৯ ঃ নবজাতককে দেখে টাকা দেয়া কিরূপ? টাকার সর্বমোট পরিমাণ দেখে বাচ্চাকে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগা আখ্যায়িত করা-ই বা কেমন? ইসলামে এরূপ করার কোন অবকাশ আছে কি?

উত্তর ঃ নবজাতককে দেখে আদর করে কিছু উপহার উপঢৌকন দেয়া তো অন্যায় নয়। কিন্তু দিতেই হবে এরূপ মনে করা কিংবা একে নিয়মে পরিণত করা ঠিক নয়। তাছাড়া টাকার পরিমাণ দেখে শিশুর ভাগ্য সম্পর্কে মন্তব্য করা, তাও ঠিক নয়।

১২ই রবিউল আউয়াল এর উৎসব কি জন্মদিনের নাকি মৃত্যুদিনের

প্রশ্ন-১৭৮০ ঃ আমাদের দেশে ১২ই রবিউল আউয়াল খুব ধুমধামের সাথে পালন করা হয়। এর শরঈ মর্যাদা কী? এটি কি আসলে জন্মদিবস নাকি ওফাত (মৃত্যু) দিবস?

উত্তর ঃ আমাদের দেশে রবিউল আউয়াল মাসকে খুব ঘটা করে পালন করা হয়। কেউ 'সীরাতুন্নবী' আবার কেউ 'ঈদে মিলাদুন্নবী' নামে বেশ ধুমধাম করে থাকেন। রাস্তাঘাট পতাকাশোভিত করা, মিছিল বা র‍্যালি বের করা, সভা-সমাবেশ করা, আলোচনা ও ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা এ সব কিছুই মূলত নবী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি কথা গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। প্রচলিত ভাষ্যমতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মদিবস ১২ রবিউল আউয়াল কিন্তু গবেষকদের মতে ৮ রবিউল আউয়াল। মোটকথা রবিউল আউয়াল মাস এবং তার ১২ তারিখ শুধু জন্মদিবসই নয় মৃত্যু দিবসও। কাজেই এ মাসে যারা এ দিনকে

উৎসবের দিন মনে করেন তাদের কমপক্ষে একশো বার ভেবে দেখা উচিত, সেই আনন্দ প্রিয়জনের মৃত্যুদিবস কিংবা মৃত্যুমাসে কিনা? মুসলিমগণ খুব আত্মভোলা জাতি। ইসলামের দুশমনরা খুব সহজেই তাদের চটকদার কথায় ভুলিয়ে দেয়। সফর মাসের শেষ বুধবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু-পূর্ব অসুস্থতা শুরু হয়। দুশমনরা এতে পুলকিত হয়। এমনকি আনন্দে মিষ্টিও বিতরণ করে। মুসলিমের কানে তারা গোপনে একথাও তুলে দেয়, সেদিন তিনি স্ত্রী থেকে আনন্দ লাভ করেছেন এবং গোসল করেছেন। দুশমনদের এ উড়ন্ত কথা তারা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যেন কুরআনী নির্দেশ। এই দিনে তারাও মিষ্টি বিতরণ করে থাকেন। যেমনিভাবে অসুস্থতার দিনকে সুস্থতার দিন হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে মিষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তেমনিভাবে ইসলামের দুশমনরা ওফাত দিবসকে জন্মদিবস বানিয়ে মুসলিমদেরকে ঈদ উৎসব পালন করাচ্ছে। ভেবে দেখুন তো অসুস্থতার দিনে মিষ্টি বিতরণ এবং মৃত্যু দিবসে উৎসব পালন করায় শয়তান কতটুকু খুশী হয়? আত্মমর্যাদাশীল কোনো জাতি পৃথিবীতে এমন হাস্যকর কাজ করে কি? যদি না করে তাহলে প্রশ্ন করা যায় মুসলিমরা ১২ তারিখের ওফাত দিবসকে জন্মদিন মনে করে কার নির্দেশে উৎসব করে? আল্লাহ কি তাদের নির্দেশ দিয়েছেন? না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু সময় বলে গেছেন, আমার মৃত্যু দিবসকে তোমরা উৎসব দিবস বানিয়ে নিও? না খুলাফায়ে রাশেদীন (রা), সাহাবা কিরাম (রা), তাবিঈন (রহ) এবং আইম্মায়ি মুজতাহিদীন এর মধ্যে কেউ এরূপ করেছেন? হাদীস কিংবা ফিকহের কোনো কিতাবে কি এরূপ লিখা হয়েছে যে ১২ তারিখ ওফাতের দিনকে ঈদ বা আনন্দের দিন হিসেবে পালন করতে হবে? সেই সাথে সরকারীভাবে ছুটি ঘোষণা করতে হবে এই উৎসবের জন্য?

ঈদে মিলাদুন্নবী রাফেজীদের উদ্ভাবিত মুহাররমের মাতমেরই অনুকরণ মাত্র। কারও জন্ম বার্ষিকী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিরও পরিপন্থী। শাহ্ আবদুল আযীয (রহ) 'তুহ্ফায়ে ইছ্না আশারিয়্যা' গ্রন্থে লিখেছেন- 'নূতন নূতন উদাহরণকে একই রকম মনে করা এবং একইবস্তু কল্পনা করা জ্ঞান বুদ্ধির দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাগরের পানি এবং ফোয়ারার পানি, আগুনের স্ফুলিঙ্গ এবং বাতিকে অনেকে একই পানি এবং একই আগুন মনে করে থাকেন। অধিকাংশ শীআরা এরকম ধারণায় ডুবে আছেন। যেমন- প্রতি বছরই ১০ মুহাররম আসে। তাদের ধারণা সেই বছর ১০

মুহাররমেই বুঝি ইমাম হুসাইন শাহাদাৎ বরণ করেছেন। তাই তারা মাতম করে, বুক চাপড়ায়, তাজিয়া বের করে। অথচ সাধারণ বুদ্ধি-বিবেক রয়েছে এমন প্রতিটি ব্যক্তিই জানেন সময় কখনও স্থির থাকেনা। কোনো মাসে বা বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনা সেই মাস বা বছরের প্রত্যাবর্তনে নতুন করে ঘটেনা কিংবা প্রতি বছর একই দিনে ঘটতে থাকে না। ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের দিনটি ছিল আজ থেকে প্রায় বারো শত বছর আগে। কাজেই বারো শত বছর পর সেই দিনের প্রত্যাগমন কী করে সম্ভব?

ঈদুল ফিতর যা ঈদুল আযহাকে এর সাথে মিলিয়ে ফেললে হবে না। কারণ ঈদতো প্রতিটি বছরের আগমনে নতুন করে খুশী নিয়ে আসে। প্রতিটি বছর রমযানের শেষে কিংবা খানায়ে কা'বায় হজের শেষে নতুন করে ঈদ উদযাপিত হয়ে থাকে। মোটকথা জিনিস একই কিন্তু প্রতি বছর নতুন করে প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। ...

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল অনুমান কল্পনার উপর কোনো কিছুর ভিত্তি রাখা ঠিক নয়। এমনকি সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি, একে সমর্থন করে না। (পৃ-৭২৬)

অন্যদিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে সময় অপচয় হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে যায়। রিয়া বা প্রদর্শনীতো হয়ই। নারী পুরুষের মেলামেশাও কম হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পর্দা পুশিদার বালাইও থাকে না। একটু ভাবুন তো এসব কিছুই কি পবিত্র সীরাতের অংশ? সবই কি উসওয়ায়ে হাসানা (উত্তম নমুনা)? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র নামের দোহাই দিয়ে কত যুলমই না করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জন্ম এবং পবিত্র শরীর আপাদমস্তক রহমত। কিন্তু সেই রহমত থেকে ফায়দা লাভকারী তো সেই ব্যক্তি, যিনি তাঁর সুন্নাত ও জীবনকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। তাঁকে আদর্শ নেতা মেনে নিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও তাই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনাদর্শ উম্মাতের জন্য আলোর মিনার। পার্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ। তাঁর শিক্ষা, চরিত্র, আচার-আচরণ ও নির্দেশাবলী সবকিছুই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁর অনুকরণে কেবল নামায পড়া আর রোযা রাখাই যথেষ্ট নয়। বরং চিন্তা-চেতনা, ইবাদাত-বন্দেগী, আচার-আচরণ, লেনদেন, স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস ইত্যাদি সবকিছুই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কয়েকটি কারণেই রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসওয়ায়ে হাসানা (আদর্শ নমুনা) মানা প্রয়োজন।

১. আল্লাহ তা'আলা বারবার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য। সেই সাথে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, রাসূলের আনুগত্য প্রকারান্তরে আল্লাহরই আনুগত্য। ইরশাদ হচ্ছে- 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো।' –সূরা আন নিসা : ৮০।

২. আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে তাঁর উপর ঈমান এনেছি। আমাদের সেই ঈমানের দাবী হচ্ছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিটি নির্দেশকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা এবং বাস্তব জীবনে তা মেনে চলা। কোনো সুন্নাতকে অবজ্ঞা না করা।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরাশাদ করেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

'আপনার প্রতিপালকের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিনই হতে পারবেনা যতক্ষণ নিজেদের পরস্পর মতবিরোধের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত অকুণ্ঠচিত্তে ও সসম্মানে মেনে নিতে না পারবে। –সূরা আন নিসা : ৬৫।

৩. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছেই প্রিয়, ভালোবাসার পাত্র। আর এ ভালোবাসার শর্ত হচ্ছে ঈমান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার কাছে তার পিতামাতা ও সকল মানুষের চেয়ে আমি অধিকতর প্রিয় না হবো।" -সহীহ আল বুখারী।

সত্যিকার ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালোবাসার দাবীদার তার ভালোবাসার মানুষটির জন্য সবকিছু করবে। প্রিয় সেই মানুষটির যা যা প্রিয় সেইসব তার কাছেও প্রিয় হবে। যদি এমনটি না হয় বুঝতে হবে ভালোবাসার দাবীই অসার। তদ্রূপ আমাদের ঈমানী ভালোবাসার দাবী হচ্ছে আমরা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাঁচে নিজেদেরকে ঢেলে সাজাবো। তাঁর প্রতিটি প্রিয় আমল আমাদের কাছেও প্রিয় হবে। তাঁর প্রত্যেকটি সুন্নাত আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবো। এরূপ করতে না পারলে আল্লাহর দরবারে নবী-প্রেমের দাবী প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

৪. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্তা মানবতার পরিপূর্ণ রূপ। তাঁর সকল আচরণ ও কাজকর্ম আমাদের জন্য সুন্নাত। উত্তম নমুনা বা আদর্শ। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর যতটুকু অনুসরণ অনুকরণ করবে উক্ত নমুনা সে ততটুকু আয়ত্ব করবে। যতটুকু তার বাদ যাবে মানবতার পূর্ণতায় তার ততটুকু ঘাটতি রয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সত্তা মানবতার পূর্ণতার মাপকাঠি বা আদর্শ নমুনার মর্যাদা রাখে। শুধু ঈমানদারদের জন্য নয় বরং গোটা মানব সমাজের জন্য।

এ উম্মাতের উপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বড়ো অনুগ্রহ হচ্ছে উসওয়ায়ে হাসানা (উত্তম আদর্শ) যাঁকে করা হয়েছে তাঁর প্রতিটি তৎপরতার চিত্র এমন নিখুঁতভাবে আমাদের সামনে রয়েছে মনে হয় তিনি স্বয়ং আমাদের সাথেই রয়েছেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শামাইল (চারিত্রিক গুণাবলী) ও হাদীসমূহের এমন ভাণ্ডার সংরক্ষিত হয়েছে যা উম্মাতের আকাবিরগণ এবং মুহাদ্দিসগণ তাদের ইচ্ছে ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন যাতে যে কোনো যুগের উম্মাত তা থেকে উপকৃত হতে পারেন।

বর্তমানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বেড়ে গিয়েছে। মুসলিমগণ তাদের দীনী শিক্ষা ভুলতে বসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবনাদর্শকে আর আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। শুধু কিছু আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবী প্রেমের দাবী করা হচ্ছে। অবশ্যই এর পরিবর্তন ঘটাতে হবে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃত শিক্ষা ও সুন্নাতের দাওয়াত দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুরো জীবনচিত্র তুলে ধরতে হবে। কারণ মুসলিমের ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ কেবলমাত্র সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে। অন্য কোথাও নয়।

সিঁথি বাঁকা হলে দীন বাঁকা হয়ে যাওয়া

প্রশ্ন-১৭৮১ ঃ বলা হয়ে থাকে যাদের মাথার সিঁথি বাঁকা হয় তাদের দীনও (জীবন ব্যবস্থা) নাকি বদলে যায়। আর চিরুনী দিয়ে উল্টাভাবে মাথা আঁচড়ানো নাকি কবীরা গুনাহ। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ এসব কথা ও চিন্তা কেবল কাফির, ফাসিক ও ফাজিরদের মুখেই শোভা পায়। এসব কথা বিশ্বাস করা সত্যিকার দীন থেকে মন বাঁকা হয়ে যাওয়ারই আলামত। এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত।

মাযারে টাকা দেওয়া

প্রশ্ন-১৭৮২ ঃ আমি যে রুটে গাড়ী চালাই সেই রুটে একটি মাযার আছে। লোকজন (যাত্রারী) আমাকে টাকা দেয় মাযারের বাক্সে ফেলে দেয়ার জন্য। শরঈ দৃষ্টিতে এটি কেমন?

উত্তর ঃ মাযারে অবস্থানকারী ফকীর-মিসকীনদের যদি টাকা দেয়া হয় সাদাকা হিসেবে জায়েয আছে। আর যদি মাযারে নজরানা বা উপহার হিসেবে দেয়া হয় তাহলে জায়েয নেই, হারাম। এই হচ্ছে মূলনীতি। আজকাল মাযারে টাকা দেয়া হয় বিভিন্ন মানত পুরা হওয়ার জন্য কিংবা তাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য যাতে হাসিল হয় সেজন্য। এটি নিষিদ্ধ।

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

পোশাকের শরঈ নির্দেশ

প্রশ্ন-১৭৮৩ ঃ পুরুষ ও মহিলাদের চুলের নির্দিষ্ট কোনো ধরন আছে কি? তেমনিভাবে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ইসলামী শরী'আহ্ নির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা দিয়েছে কিনা? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ মাথার চুলের ব্যাপারে বিশেষ কোনো ধরন বা স্টাইল শরী'আহ্ নির্দিষ্ট করে দেয়নি। অবশ্য কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা লংঘন করা নিষেধ। সেই সীমার মধ্যে অবস্থান করে যে কোনো স্টাইল গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. মাথা মুণ্ডন করলে পুরো মাথাই মুণ্ডন করতে হবে। আংশিক মুণ্ডন করে অবশিষ্ট মাথার চুল রেখে দেয়া জায়েয নয়।

২. চুলের স্টাইল নির্বাচন করতে গিয়ে অমুসলিমদের কোনো স্টাইলকে গ্রহণ করা যাবে না।

৩. পুরুষ মহিলাদের মতো এবং মহিলারা পুরুষের মতো করে চুল রাখতে পারবে না।

৪. চুল বড়ো রাখলে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। তেল সাবান ব্যবহার করতে হবে। চিরুনী করতে হবে।

৫. সাদা চুলে কালো রঙের কলপ ব্যবহার না করে অন্য যে কোনো রঙের কলপ ব্যবহার করা।

৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কানের লতি পর্যন্ত, লতির একটু নিচে এবং কাধ পর্যন্ত চুল লম্বা করে রাখতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও শরী'আহ্ বিশেষ কোনো কাটিং বা স্টাইল নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তবে কিছু শর্ত দিয়েছে সেই শর্তের মধ্যে থেকে পোশাক নির্বাচন করতে হবে।

১. পুরুষরা লুঙ্গি, পাজামা, সালোয়ার ইত্যাদি যা-ই ব্যবহার করুন না কেন নিচের অংশ যেন পায়ের গোড়ালির গিঁট অতিক্রম না করে।

২. পোশাক এমন পাতলা বা টাইট যেন না হয় যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় বা বুঝা যায়।

৩. অমুসলিমদের নিজস্ব পোশাক হিসেবে চিহ্নিত, এরূপ পোশাক পরা যাবে না।

৪. পুরুষ মহিলাদের এবং মহিলারা পুরুষদের পোশাক পরতে পারবে না।

৫. সামর্থের চেয়ে বেশি মূল্যের পোশাক না পরা।

৬. ধনী ব্যক্তিরা এতো কমদামের পোশাক না পরা যাতে অপরিচিত কেউ তাকে অভাবী মনে করে।

৭. অহংকার ও বাড়াবাড়ি প্রকাশ পায় এমন পোশাক না পরা।

৮. পোশাক অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। পুরুষদের জন্য সাদা পোশাক উত্তম।

৯. টানা পড়েন উভয় দিক রেশম এমন পোশাক পরা পুরুষের জন্য বৈধ নয়।

১০. গেরুয়া রঙের পোশাক পুরুষদের জন্য মাকরূহ (অপছন্দনীয়)। সাথে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ হলে পরা যাবে।

এ শর্তগুলোর ভেতরে থেকে পোশাক ও চুলের স্টাইল নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পাগড়ির শরঈ মর্যাদা

প্রশ্ন-১৭৮৪ ঃ এক ব্যক্তি সুন্নাত মনে করে পাগড়ি ব্যবহার করেন। কিন্তু বাড়ির লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধব একে খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন, এটি ঠিক কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ পাগড়ি ব্যবহার করা সুন্নাত। একে খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা খুব অন্যায়। কেউ পাগড়ি ব্যবহার করলে সওয়াব হবে আর ব্যবহার না করলে গুনাহ হবে না। বলা হয়ে থাকে তিনি দুই ধরনের পাগড়ি ব্যবহার করতেন। ছোট এবং বড়ো। ছোট পাগড়ি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ গজ আর বড়ো পাগড়ির দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ৫ গজ। কিন্তু কোনো হাদীসে পাগড়ির দীর্ঘতা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদা পোশাক পছন্দ করতেন, তাই তিনি

পাগড়িও সাদা পছন্দ করতেন। অবশ্য অনেক সময় তিনি সফরে কালো পাগড়ি পরতেন।

টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭৮৫ ঃ টুপি এবং পাগড়ি দুটো ব্যবহার করাই কি সুন্নাত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ টুপি এবং পাগড়ি দুটো ব্যবহার করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন-১৭৮৬ ঃ মহিলারা মাথায় ওড়না ব্যবহার করেন, এজন্য গুরুত্বও দেয়া হয়েছে। কিন্তু নামাযের বাইরে পুরুষের জন্য টুপি ব্যবহার করা জরুরী কিনা, জানাবেন।

উত্তর ঃ বাড়িতে পুরুষরা খালি মাথায় থাকলে কোনো দোষ নেই কিন্তু বাইরে বের হলে খালি মাথায় থাকা আদবের খেলাপ। ফকীহদের মধ্যে কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছেন– যারা খালি মাথায় থাকেন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে অফিস আদালতসহ বিভিন্ন জায়গায় পুরুষদের খালি মাথায় চলাফেরা করার যে রেওয়াজ সৃষ্টি হয়েছে তা ফিরিঙ্গিদের অনুসরণেরই ফল।

মহিলাদের বিভিন্ন রঙের কাপড় ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭৮৭ ঃ অনেকে কতিপয় রঙের কাপড় ও চুড়ি (যেমন- কালো, নীল) ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তাদের বক্তব্য অমুক রঙের কাপড় ব্যবহার করলে বালা মুসিবত আসে। তাদের বক্তব্য কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ যে কোনো রঙের কাপড় ও চুড়ি ব্যবহার করা জায়েয। নির্দিষ্ট কোনো রঙের কাপড় বা চুড়ি ব্যবহার করলে মুসিবত আসে এরূপ ধারণা করা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। রঙের কোনো প্রভাব নেই। মানুষ তার কাজের দ্বারা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কিংবা বিতাড়িত হয়ে থাকে। খারাপ কাজের পরিণতিতেই তার উপর মুসিবত এসে থাকে।

মহিলারা সালোয়ার পায়ের গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারবেন কিনা

প্রশ্ন-১৭৮৮ ঃ আপনি বলেছেন, পায়ের গোড়ালির গিঁট (টাখনু) এর নিচে পাজামা, সালোয়ার ঝুলিয়ে পরা হারাম। এ নির্দেশ কি শুধু পুরুষের জন্য, নাকি মহিলাদের জন্যও? শুধু নামাযের সময়, নাকি সারাক্ষণের জন্য এ নির্দেশ?

উত্তর ঃ এ নির্দেশ শুধু পুরুষের জন্য। মহিলাদের কাপড় পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা উচিত। এ নির্দেশ সারাক্ষণের জন্য।

সালোয়ার, পাজামা, লুঙ্গি পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরা কেন গুনাহ?

প্রশ্ন-১৭৮৯ ঃ পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরাকে এক মাওলানা সাহেব কবীরা গুনাহ বলেছেন। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর সপক্ষে বেশ কিছু হাদীস প্রমাণ হিসেবে রয়েছে। এসব হাদীস ছাড়াও সহীহ আল বুখারীতে ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে বুঝা যায় অহংকার বা দাম্ভিকতা হারাম আর কাপড় ঝুলিয়ে পরা হয় মূলত অহংকার বা দাম্ভিকতা প্রদর্শনের জন্যই। দাম্ভিকতা প্রদর্শনের ইচ্ছে না থাকলে মাকরূহ। আর যদি অনিচ্ছাকৃত এরূপ হয় তাহলে মাফ। ফাতওয়া-ই-আযিযিয়া-এ বলা হয়েছে, পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা মাকরূহ। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সালোয়ার, পাজামা, লুঙ্গি ইত্যাদি পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরা কবীরা গুনাহ কিনা? এ প্রশ্নের দুটো দিক রয়েছে– ১. কবীরা গুনাহ কাকে বলে? ২. এভাবে কাপড় ঝুলিয়ে পরা কবীরা গুনাহর পর্যায়ে পড়ে কিনা?

প্রথম প্রশ্নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে হায়দ্রাবাদ থেকে প্রকাশিত মাজমা'উল বিহার গ্রন্থে- 'নিহায়া' গ্রন্থ থেকে সংজ্ঞার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে–'কবীরা গুনাহ বলতে সেই কাজকে বুঝায় যার কারণে হাদ্ (শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তি) অপরিহার্য হয়ে যায়। অথবা যে কাজের জন্য আইন প্রণেতা নির্দিষ্ট শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মারাত্মকতার দিক থেকে শিরকের পরই কবীরা গুনাহ। যে জন্য হাদ্ নির্দিষ্ট করা হয়েছে কিংবা (শরীয়াতের) আইন প্রণেতা শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। অবশ্য শাস্তির ব্যাপারে অপরাধ ভেদে গুরুদণ্ড ও লঘুদণ্ড রয়েছে।' –মাজমা'উল বিহার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ-৩৫৮

উপরুল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে জানা যায়, যেসব কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম উল্লেখ করে পার্থিব শাস্তি (বা হাদ্) কিংবা আখিরাতে শাস্তির কথা বলেছেন, যেমন– অমুক ব্যক্তি অভিশপ্ত, অমুক ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, অমুক ব্যক্তি জাহান্নামের

উপযোগী ইত্যাদি, এ সবগুলো কাজই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে একথা ঠিক, নেকীর কাজে যেমন বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদা রয়েছে, তেমনিভাবে কবীরা গুনাহরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিছু কিছু কবীরা গুনাহ খুবই মারাত্মক আবার কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক।

এবার আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে নজর দেবো। কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জানার পর আমরা দেখবো সালোয়ার, পাজামা, লুঙ্গি ইত্যাদি টাখনু (পায়ের গোড়ালির গিঁট) এর নিচে ঝুলিয়ে পড়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী বলেছেন। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো।

১.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে অহংকার বশে পাজামা বা লুঙ্গি (ইযার) ঝুলিয়ে পরে। –সহীহ আল বুখারী, হাদীস–৫৩৭২ (ই, ফা)।

একই বিষয়বস্তুর হাদীস মাজমা'উল যাওয়ায়িদ গ্রন্থে (৫ম খণ্ড, পৃ : ১২২-১২৬) নিম্নোক্ত সাহাবা কিরাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়িশা (রা), জাবির (রা), হুসাইন ইবনু আলী (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) প্রমুখ।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ–

عَنْ اَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اَلاِزَارُ اِلى نِصْفِ السَّاقِ اَوْ اِلى الْكَعْبَيْنَ لاَ خَيْرَ فِىْ اَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ.

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লুঙ্গি-পাজামার দৈর্ঘ্য পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া উচিত। বেশি হলে পায়ের গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত। তার চেয়ে বেশি হলে কোনো কল্যাণ নেই। –মুসনাদে আহমাদ এর রেফারেন্সে মাজমা'উল যাওয়ায়িদ ৫/১২২।

আবদুল্লাহ্ ইবনু মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِزَارَةُ الْمُؤْمِنِ اِلى نِسْفِ السَّاقِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِى النَّارِ.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনের লুঙ্গি লম্বায় পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হয়ে থাকে। পায়ের গোড়ালির গিঁট পর্যন্তও যদি লম্বা হয় তাতেও দোষের কিছু নেই। তার চেয়ে লম্বা হলে সেই অংশ জাহান্নামের। –মাজমা'উল যাওয়ায়িদ, ৫/১২৬।

২.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশে কাপড় (পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে) ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। –সহীহ মুসলিম, সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস–৩৫৬৯ (ই, ফা)।

৩.

عَنْ أَبِي سَعِيدِالْخُدْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ " . يَقُولُ ثَلاَثًا " لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا " .

আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি। মুমিনের লুঙ্গির সীমা হলো নলার অর্ধেক পর্যন্ত। সেখান থেকে গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত অংশে কোনো গুনাহ নেই। তার নিচে নামলে সেই অংশ জাহান্নামে যাবে। এটি তিনি তিন বার বলেছেন। সেই ব্যক্তির দিকে আল্লাহ ফিরে তাকাবেন না যে অহংকারে লুঙ্গি

ঝুলিয়ে পরে। –মুওয়াত্তা মালিক, আবু দাউদ, সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস–৩৫৭৩ (ই. ফা. বা)।

৪.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ

ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে অহংকার করে পরিধেয় কাপড় (লুঙ্গি, জামা, পাজামা, প্যান্ট গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত) ঝুলিয়ে রাখে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। না হালাল কোনো ব্যাপারে আর না হারাম কোনো ব্যাপার। –সুনান আবী দাউদ, হাদীস–৬৩৫ ই. ফা. বা)।

৫.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّيْ وَهُوَ مُسْبَلَ اِزَارَهُ قَالَ لَه رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ قَالَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَه رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم اِذْهَبْ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ قِيْلَ يَاَ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم مَالَكَ اَمَرْتَه يَتَوَضَّأُ ثُمَّ سَكَتْ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَسْبَلَ اِزَاره وَاِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يَقْبُلُ صَلوةَ عَبْدٌ مَسْبَلَ اِزَارَهَ.

আতা ইবনু ইয়াসার (রহ) কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছিলেন। তার চাদর পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচ পর্যন্ত ঝুলে ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, যাও ওযু করে এসো। সে ওযু করে এলো। তিনি আবার বললেন, যাও ওযু করে এসো। সে আবার ওযু করে এলো। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাকে ওযু করতে নির্দেশ দিলেন কেন? কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এই লোক

চাদর গোড়ালির গিঁটের নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নামায পড়ছিলো। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যে পরিধেয় কাপড় গোছার গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে। –মাজমা'উল যাওয়ায়িদ, ৫ম খণ্ড, পৃ-১২৪।

৬.

عَــنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الاِزَارِ فِى النَّارِ.

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সকল পরিধেয় কাপড় যা গোড়ালির গিঁটকে অতিক্রম করে যায় তা জাহান্নামে যাবে। –মাজমা'উল যাওয়ায়িদ, ৫ম খণ্ড, পৃ-১২৪।

৭.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ . قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ " .

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আবুযার (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, তিন প্রকার লোকের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না, রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এমনকি তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। আবুযার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কারা? তিনি বললেন, যারা পরিধেয় কাপড় গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে এবং যারা কাউকে উপকার করে পরে আবার সেই কথা স্মরণ করিয়ে কষ্ট দেয় এবং তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে মিথ্যে শপথ করে কারও কিছু আত্মসাৎ করে।

–সহীহ্ মুসলিম।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়– যারা পাজামা, লুঙ্গি, সালোয়ার, প্যান্ট ইত্যাদি গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরে তাদের জন্য নিম্নোক্ত ভীতিকর সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

১. তারা জাহান্নামের উপযোগী।

২. আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদেরকে মাফ করবেন না, এমন কি তাদেরকে পবিত্রও করবেন না।

৩. তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির উপযুক্ত।

৪. তাদের অবস্থান মিথ্যেবাদী ও উপকার করে খোটাদানকারীদের কাতারে।

৫. তাদের হালাল-হারামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

৬. তাদের নামায কবুল হয় না।

এতে প্রমাণিত হয় গোড়ালির গিঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৃষ্টিতে সাধারণ গুনাহ নয়। বরং এটি কবীরা গুনাহরই শামিল। এখন শুধু একটি ব্যাপার রইলো, তা হচ্ছে– যারা অহংকার বা দাম্ভিকতা প্রদর্শনের ইচ্ছে ছাড়া এমনিই টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে। হাদীসে এসেছে আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাঝে মাঝে তো আমারও এরূপ হয়ে যায়। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আপনি তাদের দলে নন।

এর অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত চাদর, লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলে পড়লে এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ না পেলে সেজন্য সে দায়ী হবে না। ভীতিকর সংবাদ তার জন্য প্রযোজ্য হবে না। এতে মনে হতে পারে পরিধেয় কাপড় ঝুলিয়ে পরা মামুলি ব্যাপার, তাহলে এর জন্য এতো ভীতিকর কথা কেন বলা হয়েছে? জবাব হচ্ছে, শরী'আহ প্রণেতার দৃষ্টি বাহ্যিক কাজের উপর নয়, তাঁর দৃষ্টি মনের ইচ্ছের উপর। যে ইচ্ছের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে অহংকার, যার কারণে বাহ্যিক এ কাজটি সংঘটিত হয়। অহংকার মূলত ইবলিসের স্বভাব, সেজন্য একে গুনাহে কবীরার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

আমাদের সমাজে যারা পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গি গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরতে অভ্যস্ত তারা একে গৌরবের বিষয় মনে করেন। টাখনুর উপরে পরাকে অসম্মান জনক এবং কম মর্যাদার কাজ মনে করেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেখানে পায়ের নলার মাঝামাঝি ঝুলিয়ে কাপড় পরার

নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশকে অবজ্ঞা করা কিংবা কম মর্যাদার কাজ মনে করা শুধু কি কবীরা গুনাহ? বরং ঈমানই ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে যায়। তাই আমার অভিমত হচ্ছে– কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরা, একে গৌরবের বা সম্মানের বিষয় মনে করা এবং টাখনুর উপরে পরা অপমানজনক মনে করা নি:সন্দেহে কবীরা গুনাহ। তবে অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ কারও কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলে পড়লে তাতে কোনো দোষ নেই। ফকীহগণ অনেক সময় হারামকেও মাকরূহ পরিভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন। যেমন আল্লামা শামী (রহ) ফাতওয়া শামী ১ম খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন। এজন্য ফাতওয়া আযীযীতে যদিও একে মাকরূহ বলা হয়েছে তবু তা হারামেরই স্থলাভিষিক্ত।

যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় একে সগীরা গুনাহ মনে করা হয়েছে তবু যে কোনো সগীরা গুনাহর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে তা কবীরা গুনাহয় রূপ নেয়। প্রসিদ্ধ একটি আরবী প্রবাদও রয়েছে–

لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار

'গুনাহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে সগীরা গুনাহও কবীরা হয়ে যায় এবং তাওবা করতে পারলে কবীরা গুনাহও সগীরা হয়ে যায়।

অব্যাহতভাবে যারা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, জামা ইত্যাদি গোড়ালির গিঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরছেন তারা মূলত এ ব্যাপারে গোয়ার্তুমি করেই চলেছেন, ফলে এটি যদি সগীরা গুনাহও হয়ে থাকে তাহলে গোয়ার্তুমির কারণে নি:সন্দেহে তা কবীরা গুনাহ হিসেবে পরিগণিত হবে।

এ পর্যন্ত আমি যা কিছু আলোচনা করলাম তা শাইখ ইবনু হাজার মাককী (রহ) রচিত 'আয যাওয়াজির 'আনিকতারাফাল কাবা-য়িরু' (কবীরা গুনাহয় লিপ্ত হওয়ার ভয়ানক পরিণতি) গ্রন্থের আলোকে। কিছু ব্যাপারে আমি আমার নিজস্ব চিন্তার আলোকেও বলেছি। আমি চাচ্ছি পাঠকদের ধারণা আরও পরিপূর্ণ হোক। সেজন্য আমি শাইখের লেখাটির অনুবাদ হুবহু তুলে ধরলাম।

"একশ নয় নাম্বার কবীরা গুনাহ : চাদর, পরিধেয় অন্যান্য বস্ত্র, জামার হাতা, পাগড়ির শামলা অহংকার বশে বেশি লম্বা করা।

একশ দশ নাম্বার কবীরা গুনাহ : দাম্ভিকতার সাথে চলা।

১. ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন– 'পরিধেয় কাপড় যে অংশটুকু টাখনুর নিচে থাকবে সেটুকু জাহান্নামে যাবে।'

২. ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, 'মুমিনের কাপড় পায়ের নলার মোটা অংশ পর্যন্ত হওয়া উচিত। তার চেয়ে বেশি হলে নলার অর্ধেক পর্যন্ত। তার চেয়েও বেশি হলে টাখনু পর্যন্ত। টাখনুর নিচে যতটুকু নামবে সেই অংশ জাহান্নামে যাবে।'

৩. সহীহ্ আল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না, যে অহংকার বশে কাপড় মাটিতে হেঁচড়ে চলে।'

৪. একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। অনেক সময় আমার কাপড় তো টাখনুর নিচে নেমে যায়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আপনি তো তাদের দলে নন যারা অহংকার বশে কাপড় ঝুলিয়ে পরে।

৫. সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নিজের কানে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার চাদর মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরবে এর পেছনে অহংকার প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

৬. ইমাম আবু দাউদ ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লুঙ্গি পাজামা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা জামার ব্যাপারেও প্রযোজ্য।

৭. ইমাম মালিক, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বান প্রমুখ আলা ইবনু আবদুর রহমান কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। (পিতা) আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি আবু সাঈদ আল খুদরীকে (রা) লুঙ্গি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম (তা লম্বায় কতটুকু পর্যন্ত হবে), তিনি বললেন, তুমি এমন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেছো যিনি ব্যাপারটি জানেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিনের লুঙ্গি নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া চাই। কিংবা অর্ধেক নলা থেকে পায়ের গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত যে কোনো দৈর্ঘ্যের হতে পারে। এতে কোনো গুনাহ নেই। গিঁটের নিচে নামলে তা জাহান্নামে যাবে। যারা চাদর মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন না।

৮. ইমাম আহমদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবনু উমার (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

কাছে এমনভাবে একদিন এসেছিলাম, আমার গায়ের চাদর মলের মতো গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে ছিলো (নতুন কাপড় সাধারণত যেমন ঝুলে থাকে)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম আবদুল্লাহ ইবনু উমার। তিনি বললেন, তুমি যদি আবদুল্লাহ'ই (আল্লাহর দাস) হয়ে থাকো তাহলে কাপড় উপরে তোল। তখন আমি পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু করে নিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আজীবন এরূপ সতর্কতার সাথেই লুঙ্গি পরে থাকি।

৯. ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন– 'তিন ব্যক্তির দিকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকাবেন না এবং কথাও বলবেন না, এমনকি তাদের পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। আবুযার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এসব লোক তো তাহলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। হে আল্লাহর রাসূল! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, গোড়ালির গিঁটের নিচে যারা কাপড় ঝুলিয়ে পরে, যারা কাউকে উপকার করলে আবার খোটা দেয় এবং যারা মিথ্যে কথা বলে পণ্য বিক্রি করে।'

১০. ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ এমন রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন অধিকাংশ মুহাদ্দিস যাদের নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বলা হয়েছে, শুধু লুঙ্গি পাজামা ঝুলানোর ব্যাপারে বলা হয়নি। জামা, পাগড়ি ইত্যাদির বেলায়ও একই নির্দেশ প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি অহংকার বশে এগুলো ঝুলিয়ে পরবে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

১১. আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, চাদর টাখনুর নিচে পড়া থেকে সতর্ক থাকো। এ কাজ অহংকারের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ একে পছন্দ করেন না।

১২. তাবারানী তাঁর 'মু'জাম আল আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন...... হাজার বছর দূর থেকেও জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে কিন্তু আল্লাহর কসম! বাপ-মায়ের নাফরমানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী এবং অহংকার বশে যারা কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে তারা পাবে না (এমনকি জান্নাতেও যেতে পারবে না)। অহংকার কেবল রব্বুল আলামীনের জন্য।

১৩. তাবারানীর অন্য বর্ণনায় আছে– যে ব্যক্তি মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে কাপড় পরবে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার দিকে চেয়েও দেখবেন না।

১৪. ইমাম বাযযার বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। কুরাইশের এক ব্যক্তি দম্ভভরে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পর উঠে চলে গেলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে বুরাইদা। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা এই ব্যক্তির পাপ-পুণ্যের কোনো পরিমাপই করবেন না। (অর্থাৎ বিনা হিসেবে জাহান্নাম)। অহংকার বা দাম্ভিকতার বর্ণনা আমি কিতাবের প্রথম দিকেই করেছি। দাম্ভিকতা ও পায়ের গোড়ালির গিঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে বুঝা যায় এ দুটো কবীরা গুনাহর পর্যায়েই পড়ে। কারণ এ দুটো বিষয়ে হাদীসে খুব ভীতিমূলক বক্তব্যই রাখা হয়েছে।

শাইখ ইবনু হাজার (রহ)-এর আলোচনা থেকে আরও জানা যায় দম্ভ অহংকার সগীরা গুনাহ না কবীরা গুনাহ এ সম্পর্কে ফকীহদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে কিন্তু পায়ের গোড়ালির গিঁট-এর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরা যে কবীরা গুনাহ এ সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ নেই। (আল্লাহই ভালো জানেন)।

পোশাক ব্যবহারে তিনটি বিষয়ে সতর্কতা

প্রশ্ন-১৭৯০ ঃ পুরুষ মহিলাদের পোশাক নির্বাচনে কি কি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত?

উত্তর ঃ পোশাক নির্বাচনে তিনটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

১. পুরুষ মহিলাদের এবং মহিলারা পুরুষের পোশাক ব্যবহার না করা।

২. বিজাতীয় সংস্কৃতি ও ফাসিক ফাজিরদের পোশাকের অনুকরণ না করা।

৩. অহংকার বা দাম্ভিকতা প্রদর্শনের জন্য যেন পোশাক ব্যবহার করা না হয়।

এ তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে আপনি যে কোনো ধরনের পোশাক নির্বাচন করতে পারেন।

জামার পেছন দিকে চাঁদ-তারা আঁকা

প্রশ্ন-১৭৯১ ঃ গত সপ্তাহে এক টেইলারিং শপে গিয়েছিলাম কাপড় বানানোর জন্য। দেখলাম এক মাওলানা সাহেব এসেছেন জামা বানাতে। মাপ নেয়ার পর দর্জিকে বললেন, জামা বানানোর পর সূতা দিয়ে জামার পেছন দিকে চাঁদ-তারা এঁকে দিতে। তিনি চলে যাওয়ার পর দর্জিকে জিজ্ঞেস করলাম, এর রহস্য কী?

দরজি উত্তর দিলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জামার পেছন দিকে নাকি চাঁদ-তারা বানাতেন সেজন্য তিনিও সেই কাজ করছেন। এটি কতটুকু সত্যি, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আমি এখনও এমন কোনো হাদীস পাইনি, যেখানে বলা হয়েছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামার পেছন দিকে চাঁদ-তারা বানাতেন। তাই এ কাহিনী ঠিক নয়।

শাড়ি পরা

প্রশ্ন-১৭৯২ ঃ শাড়ি পরা জায়েয কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ শাড়ি যদি এমনভাবে পরা হয় যাতে সারা শরীর ঢেকে যায় তাহলে জায়েয আছে। বর্তমানে যেভাবে শাড়ি পরা হয় তাতে শরীরের অনেক জায়গাই খোলা থাকে। এভাবে শাড়ি পরা জায়েয নেই। তাছাড়া শাড়ি পরলে যেহেতু পুরোপুরি পর্দা হয় না। তাই শাড়ি পরে বাইরে বের হওয়াও উচিত নয়।

মহিলাদের পাতলা কাপড় ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭৯৩ ঃ বর্তমানে মহিলাদের অনেককেই দেখা যায় পাতলা কাপড় দিয়ে তৈরি করা জামা পরতে। এরূপ পাতলা কাপড় পরা জায়েয আছে কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ শরীরের ভেতরের অংশ দেখা যায় এরূপ পাতলা কাপড় পরা মহিলাদের জন্য জায়েয নয়। হাদীসে এমন মহিলাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে– তারা জান্নাতে যাওয়াতো দূরের কথা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। তাছাড়া যে কাপড়ে শরীর বা মাথার চুল দেখা যায় সেই কাপড় পরে নামাযও হবে না।

মহিলাদের সাদা কাপড় পরা

প্রশ্ন-১৭৯৪ ঃ শোনা যায় মহিলাদের সাদা কাপড় পরা উচিত নয়। যদি পরতে হয় তাহলে রঙিন সূতা দিয়ে পাড় বানিয়ে কিংবা কারুকাজ করে পরা উচিত। আমি জানতে চাই মহিলারা সাদা কাপড় পরতে পারবে কিনা?

উত্তর ঃ মহিলারা পুরুষের মত কিংবা পুরুষেরা মহিলাদের মত করে কাপড় বানিয়ে পরার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। কিন্তু সাদা রং পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সাদা কাপড় পুরুষ মহিলা সবাই পরতে পারবে। যদি সাদা কাপড়ে রঙিন সূতায় কারুকাজ করা হয় সেতো

আরও ভালো। মোট কথা মহিলাদের এমন পোশাক পরা উচিত যাতে পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য না থাকে।

মহিলাদের আধুনিক পোশাক

প্রশ্ন-১৭৯৫ ঃ আজকাল মহিলাদের পোশাকের নিত্য নতুন ডিজাইন বের হচ্ছে। প্রবীণ মহিলারা একে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। তাঁরা শুধু সালোয়ার কামিস ও ঘাঘরা পরার অনুমতি দেন। আধুনিক ফ্যাশনের কাপড় পরা কি বৈধ নয়? আমি বলতে চাচ্ছি এমন পোশাকের কথা যা আধুনিক ডিজাইনের হবে আবার ইসলাম সম্মতও হবে। যেমন ম্যাক্সি, স্লিপিং গাউন ইত্যাদি। ইসলামতো শুধু শরীর ঢেকে রাখার কথা বলেছে কিন্তু পোশাকের কোনও ধরনতো নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তাই সময়ের সাথে সাথে যদি পোশাকের স্টাইল ও ডিজাইন পরিবর্তন করা হয় তাতে দোষের কী?

উত্তর ঃ নিচের শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে যে কোনো স্টাইলের পোশাক পরা জায়েয। শর্তগুলো হচ্ছে–

১. পোশাক তৈরিতে যেন অপব্যয় ও অপচয় করা না হয়।

২. অহংকার বা দাম্ভিকতা প্রদর্শনের জন্য যেন পোশাক নির্বাচন করা না হয়।

৩. কোনো অমুসলিম ও ফাসিকদের পোশাকের সাদৃশ্য যেন না থাকে।

৪. মহিলারা পুরুষের পোশাক এবং পুরুষরা মহিলাদের পোশাক যেন না পরে।

৫. সেই পোশাক যেন এমন আঁটসাট কিংবা পাতলা ফিনফিনে না হয় যাতে শরীরের উঁচু নিচু জায়গাগুলো সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

সোনার জিনিস পরা কি পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই হারাম

প্রশ্ন-১৭৯৬ ঃ সোনার জিনিস পরা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই কি হারাম? যেমন– সোনার আংটি, চেইন ইত্যাদি।

উত্তর ঃ প্রসিদ্ধ চার ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য সোনার জিনিস পরা হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল বা বৈধ। আকাবিরগণও এ বিষয়ে বলতে গেলে একমত। যেসব হাদীসে মহিলাদের জন্যও সোনার গয়না ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে সেসব হাদীস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যাগুলো নিম্নরূপ -

১. নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীসসমূহ মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে।

২. সেইসব মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ যারা সাজসজ্জা করে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়।

৩. সেইসব মহিলাদের ভয় দেখানো হয়েছে যারা সোনার গয়না পরে ঠিকই কিন্তু সেসবের যাকাত দেয় না।

৪. যেসব অলংকার পরলে অহংকার বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় সেসব ব্যবহার করা নিষেধ করা হয়েছে মূলত অহংকার বা দাম্ভিকতার কারণে। সোনার অলংকার হওয়ার কারণে নয়।

মোটকথা ফকীহ্গণ (ইসলামী আইন বিশারদগণ) এবং মুহাদ্দিসগণ (হাদীস বিশারদগণ) যারা এসব হাদীস রিওয়ায়েত করেছেন এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা সকলেই একমত যে, সোনার গয়না এবং রেশমী কাপড় মহিলাদের ব্যবহার করা জায়েয। এসব হাদীসে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা উপরিউক্ত ব্যাখ্যার আলোকে।

পুরুষদের সোনার আংটি ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭৯৭ ঃ পুরুষদের জন্য সোনার আংটি ব্যবহার হারাম এবং কবীরা গুনাহ্ এটি কিসের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে? মুসলিম পরিবারে বিয়ের সময় বা এনগেজমেন্টের সময় বরকে আংটি পরানো হয়ে থাকে এরই বা ভিত্তি কী? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের জন্য সোনা এবং রেশমী পোশাক ব্যবহার হারাম ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে যুক্তিস্বরূপ উলামাগণ অনেক কথা বলেছেন কিন্তু আমার আপনার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুক জিনিস অমুকের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, ব্যস্। তাঁর সকল নির্দেশই হিকমাতে (যৌক্তিকতায়) পরিপূর্ণ। যারা বিয়ে-শাদীতে বরকে আংটি পরায় তারা হারাম কাজেই লিপ্ত হয়, আর সবাই যদি হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় সেজন্য মাসয়ালার পরিবর্তন হয় না।

আংটিতে পাথর ব্যবহার

প্রশ্ন-১৭৯৮ ঃ আংটিতে পাথর ব্যবহার করা বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে।

কখনও কাজে আসবে এই নিয়তে আংটি পরা

প্রশ্ন-১৭৯৯ ঃ আমাদের এখানে এক ব্যক্তি বলেন, প্রয়োজনের সময় কাজে আসতে পারে এ নিয়তে সোনার আংটি পরা জায়েয। সেই ব্যক্তি কোথাও গিয়ে লা ওয়ারিশ হিসেবে মৃত্যুবরণ করলে সোনার আংটি বিক্রি করে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা হতে পারে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষের জন্য সোনা ব্যবহার হারাম করে দিয়েছেন। সেই ভদ্রলোক সোনার আংটি ব্যবহারের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন সেই সমস্যার কথা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জানা ছিলো না? নাউযু বিল্লাহ। তাছাড়া আপনি এমন কোনো বেওয়ারিশ লাশ দেখেছেন কি। সোনার আংটি ছাড়া যার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা হয়নি?

পুরুষের রূপার আংটি ও গিলটি করা ঘড়ির চেইন ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮০০ ঃ ইসলাম তো পুরুষদের জন্য সোনা ব্যবহার হারাম করেছে। রূপা ব্যবহার করা কি সুন্নাত? যদি রূপা ব্যবহার করা যায় তবে তা কতটুকু পরিমাণ? ঘড়ির চেইন যদি গিলটি করা হয় তা ব্যবহার করা কি হারাম হবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ পুরুষদের জন্য সাড়ে তিন মাশা (চার আনা সাড়ে তিন রতি) পর্যন্ত রূপার আংটি ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। গিলটি করা ঘড়ির চেইন পরাও জায়েয।

সোনা কিংবা রূপা দিয়ে দাঁত ফিলিং করা

প্রশ্ন-১৮০১ ঃ যদি অর্ধেক দাঁত ভেঙ্গে যায় তাহলে সোনা কিংবা রূপা দিয়ে ফিলিং করা যাবে কি না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, সোনা কিংবা রূপা দিয়ে দাঁত ফিলিং করা (কিংবা বাঁধানো) জায়েয।

সোনা রূপা ছাড়া মহিলাদের অন্য কোনো ধাতুর আংটি ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮০২ ঃ মহিলাদের আংটির ব্যাপারে বিশেষ কোনো নির্দেশ আছে কি?

উত্তর ঃ সোনা-রূপা ছাড়া মহিলাদের অন্য কোন ধাতুর আংটি ব্যবহার করা জায়েয নয়।

পুরুষদের গলায় চেইন ও লকেট ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮০৩ ঃ পুরুষরা কি গলায় রূপার তৈরি চেইন পরতে পারে? যদি পারে তবে কতটুকু ওজনের? বাজারে অনেক ধাতুতে আয়াতুল কুরসী খুদাই করা থাকে সেগুলো কিনে চেইনের সাথে লকেটের মত ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর ঃ পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ সাড়ে তিন মাশা (চার আনা সাড়ে তিন রতি) ওজনের আংটি ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে। আংটি ছাড়া সোনা-রূপার আর কোনো অলংকার পরা পুরুষের জন্য জায়েয নয়।

ভদ্র মেয়েদের নথ ব্যবহার করা

প্রশ্ন-১৮০৪ ঃ ভদ্র ঘরের মেয়েদের নথ পরা কি উচিত? আমি শুনেছি নর্তকী ও বেশ্যা মেয়েরা এগুলো পরে থাকে।

উত্তর ঃ মহিলাদের নাকে গয়না পরার অনুমতি আছে। তবে ভদ্র ও বাজারে মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয় এমন গয়না পরা উচিত।

নেংটি, জাঙ্গিয়া ইত্যাদি পরে খেলাধুলা

প্রশ্ন-১৮০৫ ঃ টেনিস, হকি, ফুটবল, সাঁতার, স্কোয়াশ, বক্সিং, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলোয়াড়গণ জাঙ্গিয়া বা এমন পোশাক পরে থাকেন যাতে সতর অনাবৃত থেকে যায়। এ ধরনের পোশাক পরে খেলাধুলা জায়েয কিনা জানতে চাই।

উত্তর ঃ সতর খোলা থাকে এমন পোশাক পরে খেলাধুলা মারাত্মক গুনাহ। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

لَعَنَ النَّاظِرُ وَالْمَنْظُوْرُ اِلَيْهِ.

সতর যে খোলা রাখে এবং যে অপরের সতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উভয়ের প্রতি লানত।

কালো রঙের জুতা কিংবা চপ্পল পরা

প্রশ্ন-১৮০৬ ঃ শুনেছি কালো রঙের জুতা কিংবা চপ্পল পরা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। খানায়ে কা'বার গিলাফের রঙ কালো, তাই কালো রঙের জুতা-চপ্পল পরা গুনাহ। কথাটি কতটুকু সত্যি?

উত্তর ঃ কালো রঙের জুতা পরা জায়েয। একে হারাম বলার কোনো ভিত্তি নেই।

পারফিউম ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮০৭ ঃ পারফিউম ব্যবহার করা জায়েয কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ পারফিউম তৈরিতে যদি কোনো নাপাক জিনিস উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। আর যদি কোনো নাপাক উপাদান ব্যবহার করা না হয়ে থাকে তাহলে জায়েয আছে।

মেহেদী ব্যবহারের নিয়ম

প্রশ্ন-১৮০৮ ঃ আমার এক বন্ধু বলেছেন, মেহেদী শুধু হাতের তালুতে লাগাতে হবে। তালুর উল্টা পিঠে কিংবা কব্জির উপরে লাগানো ঠিক নয়। কারণ এভাবে হিন্দু মহিলারা লাগিয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর ঃ এমনভাবে মেহেদী ব্যবহার করা উচিত যাতে হিন্দু মহিলাদের সাদৃশ বা অনুকরণ না হয়।

গরদ জাতীয় কাপড় ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮০৯ ঃ হাদীসে দেখেছি রেশম বা সিল্ক জাতীয় কাপড় পুরুষের জন্য ব্যবহার করা হারাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাজারে গরদ জাতীয় কিছু কাপড় বিক্রি হয় যা আমরা মনে করি রেশম বা সিল্ক জাতীয়, কিন্তু দোকানদারগণ বলেন এগুলো সূতা এবং রেশম মিশ্রিত কাপড়। এ ধরনের কাপড় ব্যবহার করা জায়েয হবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ গরদ জাতীয় যেসব কাপড় তা পুরোপুরি রেশমের তৈরি নয় বলে তা ব্যবহার করা জায়েয। তবে যে কাপড়ের টানা ও পড়েন দুদিকেই রেশম বা সিল্কের তৈরি সেই ধরনের কাপড় ব্যবহার করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন-১৮১০ ঃ টাই ব্যবহার করা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন? জানতে চাই।

উত্তর ঃ আমি একটি বইয়ে দেখেছি 'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র প্রথম সংস্করণে টাই এর ব্যাপারে লেখা হয়েছিলো– 'ঈসা মসীহ্ এর পবিত্র শূলের স্মৃতিস্বরূপ খৃস্টানগণ গলায় পরে থাকেন।' কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে এ বক্তব্য পরিবর্তন করা হয়। যদি তাদের এ কথা সঠিক হয় তাহলে এটি খৃস্টানদের ধর্মীয় একটি নিদর্শন। কাজেই অন্যদের ধর্মীয় কিংবা জাতীয় নিদর্শন গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয় নয়। আত্মমর্যাদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থি।

আংটিতে আল্লাহর নাম খোদাই করা

প্রশ্ন-১৮১১ ঃ আংটির উপরে আল্লাহর কোনো সিফাতি (গুণগত) নাম খোদাই করে ব্যবহার করা জায়েয কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ জায়েয আছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহর নামের সাথে যেন কোনো বেয়াদবী না হয়। আল্লাহর নাম খচিত আংটি ব্যবহার করে টয়লেটে যাওয়া উচিত নয়।

শিশুদেরকে সোনা-রূপার তাবিজ ব্যবহার করানো

প্রশ্ন-১৮১২ ঃ শিশুদেরকে সোনা-রূপার তাবিজ ব্যবহার করানো ঠিক কিনা, জানতে চাই।

উত্তর ঃ এখানে দুটো মাসয়ালা রয়েছে, ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার।

এক. সোনা-রূপা অলংকার হিসেবে ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য জায়েয। পুরুষের জন্য হারাম (অবশ্য তিন মাশার চেয়ে কম ওজনের রূপার আংটি পুরুষের জন্য ব্যবহার জায়েয) কিন্তু সোনা রূপার থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ব্যবহার করা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই হারাম। কাজেই শিশুদের জন্য তাবিজ হিসেবে সোনা-রূপার যে ব্যবহার, তা অলংকার হিসেবে নয় থালা, গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে। এজন্য এটি ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশু কারও জন্যই বৈধ নয়।

দুই. যে জিনিসের ব্যবহার বড়োদের জন্য জায়েয নেই তা শিশুদের জন্যও জায়েয নয়। কাজেই শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, সোনা-রূপা নির্মিত তাবিজ ব্যবহার করানো যাবে না। হারাম।

শূকরের লোমে তৈরি সেভিং ব্রাশ দিয়ে সেভ করা

প্রশ্ন-১৮১৩ ঃ আমি অনেক দিন যাবৎ চীনে তৈরি দাড়িতে সাবান লাগানোর ব্রাশ ব্যবহার করে আসছি। সেদিন এক পত্রিকায় দেখলাম শূকরের লোম দিয়ে সেই ব্রাশ তৈরি করা হয়। সেলুনেও একই ধরনের ব্রাশ দিয়ে সেভ করা হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ জাতীয় ব্রাশ ব্যবহার করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ দাড়ি কামান এবং শূকরের লোমে তৈরি ব্রাশ ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য কী

তা আমার বুঝে আসে না। দাড়ি কামানো কবীরা গুনাহ বা হারাম। ঠিক তেমনিভাবে শূকরের লোমে তৈরি সেভিং ব্রাশ ব্যবহার করাও হারাম।

পুরুষদের মেহেদী ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮১৪ ঃ ইসলাম কি পুরুষদের মেহেদী ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং সেই মেহেদী ব্যবহার করে নামায হবে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ পুরুষরা চুলে এবং দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করতে পারে। হাতের তালুতে মেহেদী ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য জায়েয। পুরুষদের জন্য নয়। নামায হয়ে যাবে।

নকল দাঁত লাগানো

প্রশ্ন-১৮১৫ ঃ নকল দাঁত সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ জানতে চাই। নকল দাঁত লাগানো জায়েয না নাজায়েয? যদি জায়েয হয় তাহলে নামাযের সময় কি তা খুলে নিতে হবে? জানাবেন।

উত্তর ঃ নকল দাঁত লাগানো জায়েয। দাঁত লাগানো অবস্থায় নামায হবে। খুলে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

টুপি পাগড়ি ব্যবহার না করা

প্রশ্ন-১৮১৬ ঃ টুপি পাগড়ি ব্যবহার না করা কি গুনাহ? সেই গুনাহ কি দাড়ি কামানোর মতই নাকি একটু কম?

উত্তর ঃ মাথা খোলা রাখা আদবের খেলাপ। আর দাড়ি কামানো হারাম।

খাদ্য ও পানীয় অধ্যায়

বাম হাতে খাওয়া

প্রশ্ন-১৮১৭ ঃ আমি সব কাজ বাম হাত দিয়ে করে থাকি। যেমন বাম হাতে লিখি, বাম হাতে খাই ইত্যাদি। এখন যদি বাম হাত দিয়ে ইস্‌তিন্‌জা করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তাহ্‌লে আমি কেমন করবো? বাম হাতে খাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, ডান হাতে খেতে পারি না। মেহেরবানী করে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনার এ অভ্যাস ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। কারণ শয়তান বাম হাতে খাওয়া-দাওয়া করে। আপনি বাম হাতে খাবেন না, ডান হাতে খাওয়ার চেষ্টা করুন। আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে। আমি আপনাকে বলবো না আপনি যখন বাম হাতে খাওয়া দাওয়া করেন তাহ্‌লে ডান হাতে ইস্‌তিন্‌জা করে পবিত্রতা অর্জন করুন বরং বলবো, আপনি বাম হাতে খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন।

টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়া দাওয়া

প্রশ্ন-১৮১৮ ঃ টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কী? আজকালতো টেবিল চেয়ারে বসেই খাওয়া দাওয়ার নিয়ম চালু হয়ে গেছে। এমনকি আমার বাসাতেও। এ কাজটি কি ঠিক হচ্ছে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটিতে দস্তরখান বিছিয়ে খানা খেতেন। এটিই সুন্নাত। তিনি কখনও টেবিল চেয়ারে বসে খানা খাননি। টেবিল চেয়ারে বসে খানা খাওয়ার নিয়ম চালু করেছে ইংরেজরা। ইয়াহুদী খৃস্টানদের অনুসরন মুসলিমদের না করা-ই উচিত।

দাঁড়িয়ে খাওয়া

প্রশ্ন-১৮১৯ ঃ আজকাল অনেক জায়গায় দাওয়াতে গেলে বসার ব্যবস্থা না করে দাঁড়ানো অবস্থায় খানা পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন নামে এসব পার্টি করা হয়। যেমন- 'বুফে'। যদি কেউ দাঁড়িয়ে খেতে অপছন্দ করেন তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। এরূপ অনুষ্ঠানে গেলে দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়া করা যাবে কি?

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে খাওয়া শরঈ দৃষ্টিতে মাকরূহ। অপছন্দনীয় কাজ। যেসব ভদ্রলোক বসে খাওয়াকে অপছন্দ করেন তার কারণ তারা যেসব শিক্ষিত ও বিত্তশালীদের অনুকরণ করেন সেই ভদ্রলোকেরাও দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়া করে থাকেন। আল্লাহ না করুন, তাদের কেউ যদি হাত বাদ দিয়ে পশুর মত খাদ্যে মুখ লাগিয়ে খাওয়া শুরু করে তখন এরাও খাদ্যে মুখ লাগিয়ে না খাওয়াকে ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করবে। আপনি আরও বলেছেন, বসার কোনো ব্যবস্থাই করা হয় না। যেখানে বসার ব্যবস্থা করা হয় না সেখানে দাওয়াত খেতে যাওয়ার প্রয়োজনটা কী? নিমন্ত্রণকারী যদি বসার ব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে আপনার উচিত বাড়িতে এসে খানা খাওয়া।

প্রশ্ন-১৮২০ ঃ আমার এক বন্ধু বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অনেক জোর দিয়ে থাকেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেখানে অন্যান্য আদবের কোনো পরওয়াই করা হয় না সেখানে বসে খাওয়ার জিদ ধরার প্রয়োজনটা কী? অনেক অনুষ্ঠানে আলিমদের তো দাঁড়িয়ে খেতে দেখা যায়। ওনার বক্তব্য হচ্ছে- কুরআন সুন্নাহ থেকে দাঁড়িয়ে পানাহার করার বৈধতা প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবো না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর ঃ খাওয়ার সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে- দস্তরখান বিছিয়ে বসে পানাহার করা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে খাওয়ার যে প্রচলন শুরু হয়েছে তা পাশ্চাত্য সভ্যতারই ফসল। আপনি বলেছেন, আরও অনেক আদব এর প্রতি খেয়াল করা হয় না, এর মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের দীনী ঐতিহ্য ও নিদর্শনসমূহ পরিত্যাগ করতে থাকবো। বরং চেষ্টা করা উচিত ইসলামী ঐতিহ্যসমূহের পুন:প্রতিষ্ঠা করা। কতিপয় আলিমের উদাহরণ দিয়েছেন তাতে একথা প্রমাণিত হয় না তাঁরা স্বেচ্ছায় এরূপ দাঁড়িয়ে খেয়েছেন। হতে পারে তারা পরিস্থিতির শিকার। নিরূপায় হয়েই এরূপ করেছেন। একে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা ঠিক নয়।

পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খানা খাওয়া এবং এলোমেলো হয়ে বসে খানা খাওয়া

প্রশ্ন-১৮২১ ঃ জোড় আসন দিয়ে বসা, রাতে ঘরদোর ঝাড়ু দেয়া, উঁচু জায়গায় বসে পা দুলানো, পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খানা খাওয়া, এলোমেলো হয়ে বসে খাওয়া, আঙ্গুল তুড়ি দেয়া এগুলো কি দূষণীয়? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ এলোমোলো হয়ে বসে খাওয়া এবং আঙ্গুল তুড়ি দেয়া মাকরূহ (অপছন্দনীয় কাজ)। বাকীগুলো মুবাহ্ তথা জায়েয।

দাঁড়িয়ে পানি পান করা

প্রশ্ন-১৮২২ ঃ এক ভদ্রলোক বলেছেন কোনো অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে পানি পান করা যাবে না। যদি কেউ করেন তাহলে সেই পানি বমি করে ফেলে দেয়া উচিত। এ কথা শুনে আমার এক বন্ধু ঘোর আপত্তি করেছেন। তার বক্তব্য– একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযান মাসে সফরে ছিলেন। খুব গরম থাকার কারণে তেষ্টা পেয়েছিল। তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিলেন এবং তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। সাথীদেরও পান করালেন। এ ঘটনা কি ঠিক? যদি ঠিক হয় তাহলে দাঁড়িয়ে পানি পান করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ (অপছন্দীয় কাজ)। তবে কেউ দাঁড়িয়ে পান করলে সেই পানি বমি করে ফেলে দেয়ার দরকার নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন এই মর্মে যদি কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় বুঝতে হবে সেখানে সমস্যা এবং প্রয়োজনের তাকিদেই তা করেছেন। যেমন জিহাদের সফরে তিনি সাহাবাদের রমযানের রোযা না রাখতে উৎসাহিত করতেন।

খাওয়ার সময় চুপ থাকা

প্রশ্ন-১৮২৩ ঃ হাদীসে আছে খাওয়ার সময় চুপ থাকা উচিত। কিছু আলিমের বক্তব্য– খাওয়ার সময় ভালো কথা কিংবা দীনী কথা বলা যাবে। আবার একদল আলিম বলেন, খাওয়ার সময় চুপচাপ খেতে হবে। এমনকি কেউ সালাম দিলে উত্তরও দেয়া যাবে না। কোনটি ঠিক?

উত্তর ঃ এমন কোনো হাদীস আমি পাইনি যেখানে খাওয়ার সময় কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। ইমাম গাযালী (রহ) 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে লিখেছেন– খানা খাওয়ার সময় চুপ থাকা উচিত নয়। কারণ চুপচাপ খাওয়া অনারবদের কাজ। কাজেই খাওয়ার সময় ভালো এবং দীনী কথাবার্তা বলা উচিত।

খাওয়ার সময় দুই হাত ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮২৪ ঃ আমার দুই বন্ধু একটি বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। একজন বলছেন গোশ্‌ত খেতে দুই হাত ব্যবহার করা যাবে। আরেক জন বলছেন- না, খানা খেতে এক হাতই ব্যবহার করতে হবে। দুই হাত ব্যবহার করা যাবে না। তাদের মধ্যে কার বক্তব্য সঠিক? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ প্রয়োজন হলে দুই হাত ব্যবহার করাও জায়েয।

চামচ দিয়ে খাওয়া

প্রশ্ন-১৮২৫ ঃ বড়ো লোকেরা চামচ দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে থাকেন। এটি তারা নিয়মে পরিণত করে নিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ হাত দিয়ে খাওয়া সুন্নাত। চামচ দিয়ে খাওয়া জায়েয।

খাওয়ার সময় সালাম দেয়া

প্রশ্ন-১৮২৬ ঃ আমার এক বন্ধু বলেছেন, খাওয়ার সময় সালাম দেয়া কিংবা সালামের উত্তর দেয়া জায়েয নেই। একথা কতটুকু ঠিক?

উত্তর ঃ যিনি খাওয়ায় অংশগ্রহণ করতে চান, খাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের তিনি সালাম দিতে পারেন। অন্যদের দেয়া ঠিক হবে না। যদি কেউ সালাম দেয় তবে খেতে থাকা ব্যক্তি তার উত্তর দিতে বাধ্য নন। (ইচ্ছে হলে দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন)।

তরল জিনিস খেতে চামচ ব্যবহার

প্রশ্ন-১৮২৭ ঃ ফিন্নি, হালুয়া, পায়েশ ইত্যাদি হাত দিয়ে খেতে একদিকে যেমন কষ্ট হয় অন্যদিকে নখের নিচে লেগে থাকে। এমতাবস্থায় এ রকম খাদ্য চামচ দিয়ে খেলে সুন্নাতের পরিপন্থী হবে কি?

উত্তর ঃ হাতে লেগে যাওয়ার যে দর্শন আপনি পেশ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়াতের নির্দেশ হচ্ছে খাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নেবেন এবং খাওয়ার পরও হাত ধুয়ে ফেলবেন। তারপরও হাতে লেগে থাকে এই যুক্তিতেই চামচ ব্যবহারকে প্রাধান্য দেবেন তা ঠিক নয়। তবে চামচ দিয়ে খাওয়া জায়েয আছে। আপনি খাওয়ার সময় চামচ ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারেন। সেজন্য ঠুনকো যুক্তির অবতারণা করা ঠিক নয়। তবে সুন্নাত হচ্ছে হাত দিয়ে খাওয়া।

শুকনো গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে রান্না করা

প্রশ্ন-১৮২৮ ঃ অনেকে শুকনো গোবর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে রান্না করে থাকেন। আমি জানতে চাচ্ছি গোবর দিয়ে রান্না করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ হ্যাঁ জায়েয আছে। (তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে খাদ্যের মধ্যে কোনো ক্রমেই যেন শুকনো গোবরের কণা গিয়ে না পড়ে। –অনুবাদক)

প্লেটে হাত ধোয়া

প্রশ্ন-১৮২৯ ঃ অনেকে খানা খেয়ে প্লেটেই হাত ধুয়ে থাকেন। এরূপ করা ঠিক কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ এরূপ করা ইসলামী ঐতিহ্যের খেলাফ। কোনো কারণে বাধ্য হয়ে এরূপ করলে ভিন্ন কথা।

খালি প্লেট উল্টা করে রাখা

প্রশ্ন-১৮৩০ ঃ অনেকে বলে থাকেন রাতে কিচেনে কোনো কিছু রেখে দিলে শয়তান তা এঁটে করে ফেলে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে চিৎ করা প্লেটে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু লেগে যেতে পারে এজন্য তা ব্যবহারের আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এ ব্যাপারে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর ঃ হাদীসে বলা হয়েছে রাতে থালা বাটি ঢেকে রাখা উচিত এবং খালি প্লেট বাটি উল্টা করে রাখা উচিত। এর কারণ বলতে গিয়ে অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঢেকে রাখা পাত্রে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে বছরে এমন রাতও আসে যে রাতে কোনো মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে যায়, থালা বাটি খোলা অবস্থায় পড়ে থাকলে সেখানে তা লেগে যায়।

অসতর্কতার কারণে কোনো গ্রাসে হারাম কিছু পেটে চলে গেলে

প্রশ্ন-১৮৩১ ঃ আমি একবার অসতর্কভাবে এক টুকরো শূকরের গোশ্‌ত খেয়ে ফেলি। যখন বুঝতে পারলাম তখন মুখের গ্রাস তাড়াতাড়ি ফেলে দেই এবং কুলি করে নেই। এখন আমার কি করা উচিত?

উত্তর ঃ আপনি জানামাত্র মুখের খাবার ফেলে দিয়েছেন তাই আপনি গুনাহ থেকে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হওয়া বা যাচাই বাছাই ছাড়া খেয়ে ফেলা অবশ্যই দোষণীয়। এজন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

ইয়াতিমের বাড়িতে খেতে বাধ্য হলে

প্রশ্ন-১৮৩২ ঃ ইয়াতিমের মাল সম্পদ খাওয়া হারাম। কিন্তু আমার এক আত্মীয়ের পীড়াপীড়িতে আমি এক ইয়াতিমের বাড়ি খেতে বাধ্য হই। এরূপ করা উচিত হয়েছে কি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ইয়াতিমের সম্পদ ভোগ করা খুবই গুনাহর কাজ। এ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এখন কেউ যদি আত্মীয়তার প্যাঁচে পড়ে ইয়াতিমের বাড়িতে তার সম্পদ থেকে খেতে বাধ্য হয় তাহলে খেয়ে পরবর্তীতে তার চেয়ে বেশি হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দেয়া উচিত।

চা পানের শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন-১৮৩৩ ঃ এক ব্যক্তি ফাতওয়া দিয়েছেন। চা পান করা জায়েয নয়। কারণ তিনটি। এক. তা গরম গরম পান করা হয় অথচ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গরম জিনিস খেতে বা পান করতে নিষেধ করেছেন। দুই. অধিকাংশ লোক তা বাম হাতে পান করে থাকে। তিন. ফুঁ দিয়ে পান করা হয়। এ ফাতওয়া কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ চা না জায়েয হওয়ার ফাতওয়া আজ পর্যন্ত কোনো আলিম বা মুফতি সাহেব দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। তবে বাম হাত দিয়ে খাওয়া এবং খাদ্যদ্রব্যে ফুঁ দিয়ে খাওয়া মাকরূহ।

সিগারেট, পান, নস্যি ইত্যাদির শরঈ হুকুম

প্রশ্ন-১৮৩৪ ঃ সিগারেট, পান, নস্যি ইত্যাদির নেশা শরঈ দৃষ্টিতে কেমন? মাকরূহ না হারাম? চা পান করাও কি সিগারেটের মত?

উত্তর ঃ সিগারেট, তামাক, জর্দা, নস্যি ইত্যাদি বিনা প্রয়োজনে গ্রহণ করা মাকরূহ। প্রয়োজনে গ্রহণ করা মুবাহ। চা এবং পান নেশা দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ যদি চা পান না করেন ভালো। করলেও দোষের কিছু নেই।

যারা হারাম উপার্জনের সাথে জড়িত তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৩৫ ঃ যাদের উপার্জন হারাম তারা যদি তাদের বন্ধু বান্ধবকে খাবার জন্য দাওয়াত করেন তাহলে সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা উচিত কিনা?

উত্তর ঃ যাদের উপার্জনের বেশীরভাগ অংশ হারাম তাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়।

মাদকদ্রব্য সেবন

প্রশ্ন-১৮৩৬ ঃ আমি জানতে চাচ্ছি- নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় (মদ, হুইস্কি, ভোদকা ইত্যাদি) হারাম কিনা? যদি হারাম হয়ে থাকে এবং কেউ যদি তা হারাম মনে না করে তাকে কি বলা যাবে?

উত্তর ঃ নেশা সৃষ্টিকারী যে কোনো জিনিস (তরল হোক কিংবা কঠিন) অকাট্যভাবেই হারাম। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্‌হ হিদায়া গ্রন্থে মাদক দ্রব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে-

১. প্রকৃতিগতভাবেই মাদকদ্রব্য হারাম। নেশার কারণে তা হারাম নয়। অবশ্য অনেকে মনে করেন প্রকৃতিগতভাবে তা হারাম নয়, তা থেকে যে নেশার সৃষ্টি হয় সেই নেশা হারাম। যদি কেউ তা গ্রহণ করে সে কুফরীতে লিপ্ত হয়। কারণ সে প্রকারন্তরে আল্লাহ্‌র কিতাবকেই অস্বীকার করে। আল্লাহর কিতাবে একে 'রিজসুন' বলা হয়েছে। 'রিজসুন' বলা হয় এমন অপবিত্র বস্তুকে যা মৌলগতভাবে অপবিত্র হওয়ার কারণে হারাম। মুতাওয়াতির সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত- মাদকদ্রব্য হারাম। এ কথার উপরই সমস্ত উম্মাহ ঐকমত্য।

২. মদ সেই রকম হারাম যে রকম হারাম মানুষের পেশাব। অকাট্য দলিল থেকেই প্রমাণিত।

৩. কেউ যদি মাদকদ্রব্য হালাল মনে করে সে কাফির। কারণ সে অকাট্য প্রমাণকেই অস্বীকার করলো।

৪. মুসলিমদের কাছে এগুলো মূল্যহীন। তাই কারও কাছে রক্ষিত মাদকদ্রব্য কেউ যদি নষ্ট করে দেয় সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

৫. কেউ যদি এক ফোঁটা মদ পান করে সেজন্য তার উপর হাদ্ (শরঈ নির্দিষ্ট শাস্তি) কার্যকরী হবে।

৬. মাদকদ্রব্য সেবন ছাড়া অন্য কোনো কাজেও লাগানো যাবে না।

৭. মাদকদ্রব্য বেচাকেনার মাধ্যমে অর্জিত আয় তাও হারাম।

'হিদায়া'র উদ্ধৃতি থেকে বুঝা গেল মাদকদ্রব্য হারাম। কেউ যদি একে হারাম হিসেবে স্বীকার না করে উম্মাতের ঐকমত্যে সে কাফির। কারণ সে কুরআনুলকারীম, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং গোটা উম্মাহকেই মিথ্যেবাদী মনে করলো।

রোগীর জন্য মদ কি উপকারি

প্রশ্ন-১৮৩৭ ঃ মদ (অ্যালকোহল) এর মধ্যে রোগের উপশমকারী কিছু আছে কি? মদ ছাড়া বাঁচানো যাবে না এমন রোগীর চিকিৎসায় মদ ব্যবহার করা জায়েয কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ মদ নিজেই তো একটি রোগ। কাজেই তা রোগের উপশম হয় কি করে? মদ ছাড়া যদি কোনো রোগীর চিকিৎসা না হয়– সে সম্পর্কে একটি মূলনীতি আছে, শুধু তা মদ নয় সকল অপবিত্র জিনিসের বেলায়ই প্রযোজ্য। যদি এমন কোনো রোগ হয় যার চিকিৎসা নির্দিষ্ট কোনো নাপাক বস্তু ছাড়া সম্ভব নয় বলে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকগণ অভিমত প্রকাশ করেন তাহলে সেই নাপাক বস্তু ব্যবহার করা যাবে।

প্রমোদভবনে চৌকিদারি

প্রশ্ন-১৮৩৮ ঃ আমি এক প্রমোদভবনে চৌকিদারির চাকুরী করি। অনেক সময় আমাকে আমার কাজের বাইরেও জোর করে আমাকে দিয়ে মদের বোতল কেনানো হয়। অনিচ্ছায় হলেও আনতে বাধ্য হই। আমি নিয়মিত নামায পড়ি। আল্লাহকে ভয় করে চলতে চাই। কিন্তু আমার এ চাকুরী এবং ডিউটি নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি। মেহেরবানী করে জানাবেন আমার কী করা উচিত।

উত্তর ঃ একথা তো সত্যি, আপনি নিজেও সেই অপকর্মের সাহায্যকারী, অবশ্য আপনি সাহায্য করতে বাধ্য। আপনার উচিত অন্য একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করা কিংবা অন্য কোনোভাবে জীবিকার ব্যবস্থা করা। যখন ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন এ চাকুরী ছেড়ে দেবেন। বিকল্প ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত চাকুরী করতে থাকুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুন।

মদের খালি বোতলে পানি রাখা

প্রশ্ন-১৮৩৯ ঃ অনেক বাড়িতে ফ্রিজে মদের খালি বোতলে পানি রাখা হয় ঠাণ্ডা করে পান করার জন্য। এরূপ বোতলে পানি রেখে পান করা যাবে কি?

উত্তর ঃ যদি বোতল ভালোভাবে ধুয়ে পবিত্র করা হয় তাহলে তার মধ্যে পানি রেখে ব্যবহার করা জায়েয। তবে কোনো বোতলে পেশাব রাখার পর সেই বোতল ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি রাখলে যেমন তা ব্যবহার করতে ঘিন ঘিন লাগে, মদের খালি বোতলের ব্যাপারটিও তেমন।

খানা খাওয়ার পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা

প্রশ্ন-১৮৪০ ঃ খানা খাওয়ার পর সবাই মিলে হাত উঠিতে দু'আ করার কোনো প্রমাণ আছে কি? জানাবেন।

উত্তর ঃ খাওয়ার পর দু'আ করার প্রমাণ আছে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করার কোনো প্রমাণ নেই। তবে মেহমান যদি খাওয়ার পর বাড়িওয়ালার জন্য দু'আ করে তাতে কোনো দোষ নেই।

হারাম প্রাণীর আকৃতিতে রুটি-বিস্কুট তৈরি করা

প্রশ্ন-১৮৪১ ঃ একটি বিষয়ে আমি খুবই মর্মাহত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে রুটি বিস্কুটের মাধ্যমে হারাম জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি। এতে হয়তো কচি বাচ্চাদের মন থেকে সেগুলো হারাম হবার ধারণাটাই গায়েব হয়ে যাবে। এগুলোর কি কোনো প্রতিকার নেই?

উত্তর ঃ আপনার চিন্তাধারা ঠিকই আছে। প্রথমত ইসলামে প্রতিকৃতি বানানো জায়েয নেই। দ্বিতীয়ত খাবার জিনিসে এসব অপবিত্র জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি তৈরি করা আরও জঘন্য মানসিকতা। এদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

হাড় চিবিয়ে খাওয়া

প্রশ্ন-১৮৪২ ঃ হাড় চিবিয়ে খাওয়া যাবে কিনা? শুনেছি গোশত খেয়ে খালি হাড় চিবিয়ে খাওয়া ঠিক নয়। এটি জিনদের খাদ্য।

উত্তর ঃ হাড় চিবিয়ে খাওয়া জায়েয আছে। অবশ্য একথাও ঠিক আল্লাহ তা'আলা হাড়কে জিনদের খাদ্য বানিয়েছেন। তাই বলে হাড় চিবিয়ে খাওয়া যাবেনা এমন কথা বলা ঠিক হবে না।

দুধের শিশুকে আফিম খাওয়ানো

প্রশ্ন-১৮৪৩ ঃ আমাদের এখানে অনেক মা তার দুধের শিশুকে রাতের বেলা আফিম খাইয়ে থাকেন। যেন বাচ্চা সারা রাত আরামে ঘুমুতে পারে। এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ আফিম খাওয়া বড়োদের জন্য যেমন হারাম ঠিক তেমনি শিশুদের জন্যও হারাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এটি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

যেসব মায়েরা এমন করেন তারা নিজ হাতেই যেন তাদের সন্তানকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ যেন তাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন।

চুরি করা বিদ্যুৎ দিয়ে রান্না বান্না করা এবং পানি গরম করে সেই পানি দিয়ে ওযু করা

প্রশ্ন-১৮৪৪ ঃ চুরি তো অনেক প্রকার আছে। তার মধ্যে বিদ্যুৎ চুরি একটি। অবশ্য অনেকে একে চুরিই মনে করেন না। চুরি করা বিদ্যুতের আলোতে ইবাদাত করলে সেই ইবাদাত কবুল হবে কি? যদি চুরির বিদ্যুৎ দিয়ে হিটার জ্বালিয়ে সেই হিটারে রান্না বান্না করা হয়, তা খাওয়া জায়েয হবে কি? আমাদের মহল্লার এক মাসজিদে মিটার ছাড়া ডাইরেক্ট লাইনে হিটার লাগিয়ে মুসল্লিদের জন্য পানি গরম করে রাখা হয়, সেই পানি দিয়ে ওযু করা যাবে কিনা? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ সরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক দেশের সকল জনগণ। তাই এ ধরনের চুরি সাধারণ চুরির মত নয়। এই চুরি দেশের সকল মানুষের সম্পদ চুরির পর্যায়ের। একজনের সম্পদ চুরি করলে এক ব্যক্তির কাছে মাফ চেয়ে নেয়া সহজ কিন্তু দেশের সকল মানুষের মালিকানাভুক্ত সম্পদ চুরি করলে পৃথক পৃথকভাবে সবার কাছে মাফ চেয়ে নেয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মিটার ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবহার করে সে গোটা জাতির সম্পদ চুরি করে। মাসজিদে বিদ্যুতের হিটার সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, সে সম্পর্কে কথা হচ্ছে– যদি সরকার মাসজিদের বিদ্যুৎ ফ্রি করে দিয়ে থাকেন তাহলে ঠিক আছে। নইলে হিটারের গরম করা পানিতে ওযু করা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন-১৯৪৫ ঃ যদি কেউ এরূপ করে থাকেন এবং এখন তাওবা করতে চান তার কী করতে হবে?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ বিদ্যুৎ চুরি করা হয়েছে সেই পরিমাণ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। তারপর আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে। একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যদি কেউ বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ করেন এবং পরে অনুতপ্ত হন তাহলে তাকে ভ্রমণের দূরত্বের ভাড়ার সমপরিমাণ টাকার টিকেট কিনে ছিড়ে ফেলতে হবে।

বিবাদমান দু'পক্ষের সন্ধিতে দুম্বা যবেহ্ করে সেই দুম্বার গোশ্‌ত খাওয়ানো

প্রশ্ন-১৮৪৬ ঃ ধরুন যায়িদ আমরকে হত্যা করলো। তারপর নিহতের আত্মীয় স্বজনের সাথে আপোষ করার জন্য ২০/৩০ ব্যক্তিকে এবং একটি বা দুটো দুম্বা সাথে নিয়ে গেলো। এক পর্যায়ে আপোষ হওয়ার পর দুম্বা যবেহ করে দু'পক্ষের লোকজনকে খাওয়ালো। প্রশ্ন হচ্ছে সেই দুম্বার গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর ঃ বুঝতে পারলামনা না জায়েয হওয়ার সন্দেহ আপনার মধ্যে কেন ঢুকলো?

পুরুষ মহিলা একে অপরের এঁটো খেতে পারে কি?

প্রশ্ন-১৮৪৭ ঃ অনেক দিন ধরে শুনে আসছি সহোদর ভাইবোন একে অন্যের এঁটো দুধ পান করতে পারেন। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীসহ আর কেউ একজনের এঁটো আরেকজন খেতে পারেন না। এ কথা কতটুকু সত্যি, জানাবেন।

উত্তর ঃ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের এঁটো-ঝুটা খেতে বা পান করতে পারেন। পরস্পরের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিয়ে হারাম এমন (মুহাররাম) পুরুষ মহিলা একে অপরের এঁটো খেতে পারবেন, জায়েয আছে। অপরিচিত কিংবা বেগানা পুরুষ মহিলা একে অপরের ঝুটা পানাহারে ফিতনার আশংকা রয়েছে বিধায় তা মাকরূহ।

শিশুদের এঁটো খাওয়া

প্রশ্ন-১৮৪৮ ঃ দুধ পান করে এমন শিশুর এঁটো তার পিতা খেতে পারবে কি? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর ঃ শরঈ দৃষ্টিতে না জায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ধোপা বাড়ি খাওয়া

প্রশ্ন-১৮৪৯ ঃ আমার কিছু বন্ধু আছেন, পেশায় ধোপা। লোকে বলে ধোপা বাড়ি খাওয়া জায়েয নয়। মেহেরবানী করে জানাবেন ধোপা বাড়ি খাওয়া জায়েয আছে কিনা।

উত্তর ঃ কেন থাকবেনা। অবশ্যই জায়েয।

লটারীর মাধ্যমে খাওয়ার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন-১৮৫০ ঃ অনেক সময় আমরা ক'বন্ধু মিলে লটারী করি। লটারীতে যার নাম ওঠে সেদিন সে সবাইকে খাওয়ায়। এভাবে খাওয়া জায়েয কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ না, জায়েয নয়। একটি এক ধরনের জুয়া।

প্রশ্ন-১৮৫১ ঃ কুরআন মাজীদের দুটো তরজমা নিয়ে দু বন্ধু বাজী ধরেছিলেন। একজন বললেন দুটো তরজমার মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। আরেকজন বললেন, কোনো পার্থক্য নেই। যে হেরে যাবে সে ১০০ রিয়াল দেবে। যাচাই করার পর যিনি হেরে গেলেন তিনি ১০০ রিয়াল দিলেন। পরে আমরা সেই রিয়াল দিয়ে সবাই খানা এনে খেলাম। এটি ঠিক হয়েছে কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ উভয়েই হেরে গেলে যদি ১০০ রিয়াল দেয়ার শর্ত করে থাকেন তাহলে হারাম। আর একজন যদি রিয়াল দেয়ার ঘোষণা দিয়ে থাকেন এবং আরেকজন চুপ থেকে থাকেন তাহলে জায়েয আছে।

যেসব অনুষ্ঠানে শরীয়াহ্ বিরোধী কাজ হয় সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৮৫২ ঃ আমার বন্ধুর বক্তব্য হচ্ছে বিয়ে বা ওয়ালিমার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। যদি সেখানে ভিডিও করা হয় কিংবা দাঁড়িয়ে খেতে হয় তবু। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ যেসব অনুষ্ঠানে শরীআহ্ বিরোধী কাজ হয় জেনে শুনে- সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হারাম। যদি দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার আগে জানতে না পারে তাহলে জানা মাত্র সেখান থেকে ওঠে চলে আসা উচিত। সম্ভব না হলে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। ওয়ালিমার (বিবাহোত্তর ভোজ) দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত। কিন্তু সেই সুন্নাত অনুষ্ঠানকে যদি হারামের মিশ্রন ঘটিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয় তখন আর সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সুন্নাত থাকে না। বরং সেখানে অংশগ্রহণ করা হারাম হয়ে যায়।

অমুসলিমদের সাথে খাওয়া দাওয়া

প্রশ্ন-১৮৫৩ ঃ আমি এক বড়ো প্রজেক্টে কাজ করি। মুসলিম ওয়ারকারই বেশি; কিছু খৃস্টান ওয়ারকারও আছে। তারা এখানকার সব হোটেলেই খাওয়া দাওয়া

করে। কোনো থালা গ্লাসই তাদের ব্যবহারের বাইরে থাকে না। আমরাও সেগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হই। এমতাবস্থায় আমাদের ঈমানে কোনো ক্রটি আসবে কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ স্পর্শ লাগলেই জাত যাবে ইসলাম এটি মনে করে না। অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা, তাদের বেশ ভূষা, আচার আচরণ অনুকরণ করা হারাম। তাদের হাতে যদি অপবিত্র কিছু না থাকে তাহলে তাদের সাথে একত্রে খাওয়া দাওয়াও জায়েয। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে কাফিররাও খানা খেয়েছে। কারও খুঁতখুতে স্বভাব থাকলে ভিন্ন কথা। অমুসলিমদের সাথে বেশি বেশি মেলামেশা করলে একত্রে খাওয়া দাওয়া করলে বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয় এবং মন থেকে কুফরের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায়। তাই ফকীহগণ অমুসলিমদের সাথে একত্রে খাওয়া দাওয়া করতে নিষেধ করেছেন। তবে প্রয়োজনে তাদের সাথে মিলেমিশে খাওয়া দাওয়া করা জায়েয।

শূকরের চর্বি ব্যবহার করে এমন হোটেলে খাওয়া

প্রশ্ন-১৮৫৪ ঃ আমি দুবাই আসার পর একটি বিষয়ে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছি। যখন হোটেলে খেতে গিয়েছি, তখন-Two Cow ব্র্যান্ডের ঘি দিয়ে পাকানো খাবার আমাদের দিয়েছে। শুনেছি সেই ঘিতে নাকি শূকরের চর্বি মেশানো থাকে। বলতে গেলে সব হোটেলে একই ব্রান্ডের ঘি ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনি আরও ভালোভাবে ব্যাপারটি জেনে নিন। যদি সত্যিই শূকরের চর্বি ব্যবহার করে থাকে তাহলে সেখানে খাওয়া দাওয়া করা জায়েয হবে না।

হিন্দু হোটেলে খাওয়া

প্রশ্ন-১৮৫৫ ঃ হিন্দু হোটেলে হিন্দু বাবুর্চিদের হাতে পাকানো রুটি এবং সবজি খাওয়া জায়েয কিনা? কারণ ঘি ছাড়া পাকানো খাদ্য একমাত্র হিন্দু হোটেলেই পাওয়া যায়।

উত্তর ঃ যদি হিন্দুদের থালা বাটি পবিত্র হয় এবং এই বিশ্বাস হয় যে, খাদ্যে তারা আপত্তিকর কোনো জিনিস ব্যবহার করেনি তাহলে তাদের হোটেল, দোকান এবং বাড়িতে খাওয়া জায়েয।

স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানো

প্রশ্ন-১৮৫৬ ঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ থেকে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ানো জায়েয কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে পরিমাণ জিনিস খাওয়ানো প্রচলিত রীতিতে দোষের নয় সেই পরিমাণ কিংবা তার চেয়ে কম খাওয়ানো জায়েয। স্ত্রী যদি মনে করেন স্বামী এটি পছন্দ করবেন না, তাহলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া এরূপ করা ঠিক নয়।

ফরয তরক করা হয় কুরআন-খানির এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন-১৮৫৭ ঃ নামায পড়েন না এমন মহিলা যদি কুরআন খানির দাওয়াত দেন এবং সেই দাওয়াতে এমন মহিলারাও অংশ গ্রহণ করেন যারা ফ্যাশনের নামে বেলেল্লাপনা করে বেড়ান। এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ এমন অনুষ্ঠান যেখানে ফরযের কোনো গুরুত্বই থাকে না সেখানে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়।

যমযমের পানি পান করা

প্রশ্ন-১৮৫৮ ঃ যমযমের পানি পান করার সুন্নাত নিয়ম কী? জানতে চাই।

উত্তর ঃ যমযমের পানি পান করার আগে দু'আ করা এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব।

অধিকার অধ্যায়

মা বাবা ও সন্তানের অধিকার

প্রশ্ন-১৮৫৯ ঃ বাপ মায়ের সাথে অসদাচরণকারী সন্তানের ফরয এবং নফল ইবাদাত কবুল হয় না। (ইবনু আসেম)

আমার প্রশ্ন হচ্ছে এমন সন্তানের নামায পড়া না পড়া, সৎকাজ করা না করা সবই কি সমান?

উত্তর ঃ আপনি হাদীসের ব্যাখ্যা উল্টা বুঝেছেন। হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে বাপ মায়ের নাফরমানি ছেড়ে দিতে হবে, তাহলে ইবাদাত কবুল হবে। বাপ মায়ের সাথে অসদাচরণ অব্যাহত রাখবে এবং ইবাদাত বন্দেগী ছেড়ে দেবে এমনটি বুঝানো হয়নি।

মা বাপের কথা শুনতে গিয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৮৬০ ঃ রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীস থেকে জানা যায়– আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে বাপ মায়ের সন্তুষ্টির উপর। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে- 'তারা তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।'

আসলে বাপ মা তো তখনই সন্তুষ্ট হবেন যখন তারা যা পছন্দ করেন সেই কাজ সন্তান করে। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন 'আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করোনা' অথচ তাঁরা নির্দেশ দিলেন অমুক আত্মীয়ের সাথে কথা বলবেনা, সম্পর্ক রাখবেনা। আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে প্রত্যেক মা বাবা-ই চান তাদের সন্তান তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করুক। কিন্তু সন্তানের আয় যদি এত কম হয় যে, স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে নিজেদেরই খুব কষ্ট হয় চলতে, এমতাবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর ঃ বাপ মায়ের খেদমত ও আনুগত্য করা ফরয। কিন্তু জায়েয কাজে বাপ মা যদি বাধা দেন, তখন তাদের সেই কথা মানা যাবে না।

মা বাবার নাফরমানির পরিণতি

প্রশ্ন-১৮৬১ ঃ বৃদ্ধ বয়সে বাপ মা কার আশ্রয়ে থাকবে সন্তান নাকি সম্পদের। শেষ বয়সে বুড়ো বাপ মাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে এজন্য কি মা বাবা

তাদের শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে থাকেন? সন্তান একটু বড়ো হলেই আর মা বাবার ধার ধারে না। বিয়ে করার পর তো কথাই নেই। বুড়ো বুড়ির মনে কষ্ট দিয়ে হলেও কিভাবে স্ত্রীকে খুশি রাখা যায় সারাক্ষণ এটিই যেন তাদের ধান্ধা। তারা একবারও ভেবে দেখেনা তাদের বাপ মা কী কষ্টটাই না করেছে তাদের জন্য। তাদের ভাবখানা এমন পারলে আজই সবকিছু কেড়ে নিয়ে কবরে পাঠিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আল কুরআন ও হাদীসে একদিকে যেমন বাপ মায়ের খেদমতের ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তেমনি তাদের সাথে বেয়াদপি করলে কিংবা তাদের কষ্ট দিলে কঠিন শাস্তির হুমকিও দেয়া হয়েছে। অনেক আলিম বাপ মায়ের অধিকারের বিষয়ে আলাদা বই ও লিখেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা সূরা বানী ইসরাঈলে ঘোষণা করেছেন–

وَقَــضٰى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَــدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٢٣) وَاخْفِــضْ لَهُمَــا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٢٤)

“তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ তাঁর ইবাদাত ছাড়া আর কারও ইবাদাত করো না এবং বাপ মায়ের সাথে সদাচরণ করো। যদি তাদের একজন কিংবা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পাও, তাহলে এমন আচরণ করো যাতে তারা কষ্ট পেয়ে 'উহ' বলতেও না পারে। তাদেরকে ধমক দিয়ে কথা বলো না, নরম ও মিষ্টি সুরে কথা বলবে। সারাক্ষণ বিনয় ও নম্রতার সাথে ঝুকে থাক এবং এই দু'আ করতে থাক– হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন যেমন তারা আমার প্রতি ছোট বেলায় করেছিলেন। –সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪

হাদীসে বলা হয়েছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ " هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ "

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সন্তানের উপর বাপ মায়ের অধিকার কতটুকু? তিনি বললেন, তাঁরা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সুনান ইবনু মাজা, পৃ-২৬০।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَصْبَحَ مطيعا لله
فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحدًا فَوَاحدًا وَمَنْ
اَصْبح عَاصيًا لله فِى والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان
واحدًا فواحدًا قَالَ رَجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان
ظلماه.

ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে বাপ মায়ের অনুগত হবে তার জন্য জান্নাতের দুটো দরোজা খুলে যাবে। একজন হলে একটি দরোজা। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, যদি বাপ মা তার উপর যুলম করে? তিনি উত্তরে বললেন, যদি যুলম করে তবু (একথা তিনবার বলবেন)। মিশকাত।

اَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَال مَا من ولد بار ينظر الى والديه
نظرة رحمد الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر كل يوم
مائة مرة قال نعم الله الكبر واطيب.

ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পিতামাতার অনুগত সন্তান যদি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাদের দিকে তাকায় তাহলে একটি গ্রহণযোগ্য হজের সওয়াব তার আমলনামায় লিখা হয়। জিজ্ঞেস করা হলো– যদি একশ বার কেউ তাকায়? জবাবে বললেন, আল্লাহ্ অনুগ্রহে ও পবিত্রতায় অনেক বড়ো (কাজেই একশ’ হজের সওয়াব দেয়া তাঁর জন্য কোনো ব্যাপার নয়)। মিশকাত

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে–

عَنْ اَبِی بَکرۃ قَال قَال رسُولُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم کل الذنب یغفر اللہ منہا ماشاء الاحقوق الوالدین فانہ یعجل لصاحبہ فی الحیوۃ قبل الممات.

আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ চাইলে সব গুনাহ্ মাফ করতে পারেন কিন্তু বাপমায়ের অবাধ্যতার গুনাহ্ মাফ করেন না। মৃত্যুর আগেই তার শাস্তি দিয়ে দেন। মিশকাত

কাজেই যে সন্তান বাপ মায়ের খেদমত থেকে পাশ কাটিয়ে যায় সে বড়োই হতভাগা। সেই সাথে বাপ মাও নির্দোষ নন। কারণ তারা সন্তানকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলেন, দীনি শিক্ষার ধার ধারেন না। সন্তানই বা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও খেদমতের কথা শিখবে কোথা থেকে? পাশ্চাত্যে বাপ মায়ের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাভক্তি ও দায় দায়িত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সন্তান যদি এরূপ আচরণ করে এককভাবে তাকে তো আর দোষ দেয়া যায় না।

বৈধ কাজে বাপ মায়ের অবাধ্য হওয়া

প্রশ্ন-১৮৬২ ঃ একটি সংগঠন তার নতুন সদস্য থেকে এই মর্মে যদি শপথ গ্রহণ করে, যে কোনো মূল্যে সংগঠন এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করতে হবে। এজন্য যদি বাপ মা কিংবা কোনো বুজুর্গের অবাধ্য হতে হয় তবুও এরূপ শর্তে শপথ করা জায়েয কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ বৈধ কাজে বাপ মায়ের অবাধ্য হওয়া হারাম। আর হারাম কাজের জন্য শপথ করাও হারাম।

ব্যাভিচারী মদ্যপ পিতার মাগফিরাতের জন্য সন্তানের করণীয়

প্রশ্ন-১৮৬৩ ঃ যায়িদ (আসল নাম নয়) একজন ধার্মিক লোক ছিলেন পাঁচ ওয়াকত নামায, রোযা, হজ এবং যাকাত কোনোটির প্রতিই অমনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু বেগানা মহিলাদের প্রতি তিনি আসক্ত ছিলেন। শুধু এতটুকু বুঝুন–'মহিলা' শব্দটি শোনামাত্র তিনি দূর্বল হয়ে পড়তেন। যায়িদ মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তার সন্তান হিসেবে আমরা দুভাই ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছি। কারণ তিনি একদিন মদ্যপ অবস্থায় এক মহিলার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলেন, তখন

হার্ট এটাক করে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আমরা তাঁর জন্য কুরআন খানি, কাঙালি ভোজ সহ সব কিছুই করেছি। এতে তাঁর মাফ হবে কি? তাঁর মাফের জন্য আমরা আর কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনাদের পিতার দুঃখজনক ঘটনা থেকে আমাদের সবার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আল্লাহর কাছে ভালো মৃত্যুর জন্য দু'আ করা উচিত। হে আল্লাহ ঈমানের সাথে মৃত্যু দেবেন, নাফরমানিতে লিপ্ত করবেন না এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু দেবেন না। হাদীসে এসেছে মানুষ যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে কিয়ামাতের দিন ঠিক সেই অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।

আপনারা আপনাদের পিতার মাগফিরাত চান। মাগফিরাত বা মাফের দুটো অর্থ আছে। এক. বিনা শাস্তিতে আল্লাহ তাঁর রহমতে মাফ করে দেবেন। এ সম্পর্কে কিছু বলার উপায় নেই, তিনি কাকে মাফ করে দেবেন। এজন্য সব সময় আল্লাহর রহমতের আশা করা উচিত এবং এই বলে দু'আ করা উচিত– 'হে আল্লাহ! আমাকে শাস্তি না দিয়ে বিনা হিসাবে মাফ করে দিন।'

দুই. নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করার পর শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া। এ সুযোগ প্রত্যেক গুনাহগার মুসলিমের জন্যই রয়েছে। বিশেষ করে যাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়েছে। তাছাড়া এমন গুনাহগারও রয়েছে কোনো না কোনো এক সময় যাদের মুক্তি মিলবে। তবে যাদের মৃত্যু ঈমানহীন অবস্থায় হবে, (নাউযু বিল্লাহ) তাদের মুক্তির আশা থাকবেনা। তারা জাহান্নামী হিসেবেই থাকবে। আপনারা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকুন এবং যতটুকু সম্ভব সওয়াব পাঠাতে থাকুন। সবচেয়ে ভালো হয় সাদকায়ে জারিয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে।

বাপমায়ের কথায় ইসলামী অনুশাসন ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-১৮৬৪ ঃ এক বছর আগে আমি স্বাধীনচেতা এক মেয়ে ছিলাম। এখন আল্লাহ আমাকে তাওফিক দিয়েছেন ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার। যারা আমাকে আগে খুব পছন্দ করতেন তারা এখন আমাকে অপছন্দ করা শুরু করে দিয়েছেন। আমি এ বছর এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছি। বয়স ষোল। রেডিও ও টিভির প্রোগ্রাম শোনা বাদ দিয়ে দিয়েছি। পর্দা মেনে চলছি, যদিও আমার বাড়িতে পর্দা মেনে চলার প্রবণতা কারও নেই। বাড়িতে আমি চাদর বা ওড়না পড়ে থাকি। সেজন্য আমাকে তিরস্কারও করা হয়। অনেক বান্ধবী আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অবশ্য দুএকজন আমায় দেখে তারাও বোরকা পরা শুরু

করেছে। অবশ্য কদিন হয় আমার বিয়ের এনগেজমেন্ট হয়েছে। শুনেছি সেখানেও কেউ পর্দার ধার ধারে না। বাড়ির মুরুব্বী ও আব্বা আম্মা বলেন, চাদর বোরকা ছেড়ে দাও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলো। আমি তাদের একথা মানতে পারছিনা। আমাকে তারা বাধ্য করতে চাচ্ছেন। এজন্য ভীষণ মানসিক দুশ্চিন্তায় আছি। বোরকা ও নামায আমাকে অনেক বার অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাছাড়া লোকজনও আমাকে ভালো বলছে। এখন আমি কি করবো? আব্বা আম্মার কথা শুনবো, নাকি তাদের বিরোধিতা করবো? আমি বিয়েতেও অমত করছিনা এবং তাদের অবাধ্যও হতে চাচ্ছিনা। আপনার উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম।

উত্তর ঃ আপনার চিঠির কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখার মত।

এক. আপনার চিঠি থেকে বুঝা গেল লোকেরা আপনাকে ভালো বলছে আপনি সেজন্যই ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে চান। আপনি বড়ো ভুল করছেন। আপনিতো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করবেন। তাতে কে খুশী হলো, কে অখুশী হলো সেটি আপনার দেখার বিষয় নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আপনার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কাফির মুশরিকরা পাগল পর্যন্ত বলেছে, আপনার আমার মর্যাদা নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেয়ে বেশি নয়।

দুই. হাদীসে এসেছে, এমন একটি সময় আসবে যখন দীনের উপর চলা হাতের মুঠোতে আগুনের টুকরা নিয়ে চলার চেয়েও বেশি কঠিন হয়ে যাবে। এখন তো সেই সময়। যারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাবেন তাদের দুনিয়ার আগুন বরাদাশ্‌ত করতে হবে। যারা দুনিয়ার এ আগুন (অর্থাৎ তিরস্কার, ভর্ৎসনা, গঞ্জনা) থেকে বাঁচতে চায় তাদের অবশ্যই জাহান্নামের আগুনের মুখোমুখি হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে।

তিন. অবশ্যই আব্বা আম্মার কথা শুনতে হবে। তবে শর্ত হচ্ছে যতক্ষণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত কোনো নির্দেশ না দেবেন, ততক্ষণ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিপরীত নির্দেশ দিলে স্বামী কিংবা আব্বা আম্মার কথা শোনা জায়েয নয়।

তাই আপনাকে আমি ইসলামী অনুশাসন না মানার পরামর্শ দিতে পারলাম না।

দুরাচারী মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৮৬৫ ঃ যদি কারও মা কিংবা বোন দুরাচারী হয় তাহলে শরঈ দৃষ্টিতে ছেলের কী করা উচিত? বারবার নসীহত করার পরও যদি সংশোধন না হয় তাহলে ছেলে পৃথক থাকতে পারবে কি?

উত্তর ঃ পরিবারের নোংরামী যারা পছন্দ করে তাদের দাইয়ুস বলা হয়েছে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। সফল না হলে তখন সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে।

বিয়ের পর পিতা স্বামীর বাড়ি যেতে বাধা দিলে

প্রশ্ন-১৮৬৬ ঃ বিবাহিত মেয়ের উপর পিতার অধিকার কতটুকু? মেয়ের দাম্পত্য জীবনে অযথা নাক গলানোর অধিকার পিতার রয়েছে কি? এক্ষেত্রে পিতার নির্দেশ মানতে কন্যা বাধ্য কি না? পিতা চান মেয়ে সব সময় তার বাড়িতে থাকবে। জামাইকে ঘর জামাই হিসেবে থাকতে হবে। জামাই রাজী না হলে মেয়েকে জামাই বাড়ী যেতে দেবেন না। অথচ মেয়ে জামাইর সাথে তার শ্বশুর বাড়িতে থাকতে ইচ্ছুক। এ সম্পর্কে ইসলামের ফায়সালা কী? জানতে চাই।

উত্তর ঃ বিনা কারণে বিবাহিত মেয়েকে বাড়িতে রাখা এবং স্বামীর কাছে যেতে না দেয়া গুনাহের কাজ। গুনাহর কাজে পিতার কথা শোনা জায়েয নয়। মেয়ের উচিত পিতার বাধা না মেনে স্বামীর বাড়ি চলে যাওয়া।

আল্লাহর অবাধ্য বাপমায়ের সম্মান করা

প্রশ্ন-১৮৬৭ ঃ বশীর সাহেব (আসল নাম নয়) সারা জীবন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য জীবন যাপন করে চলছেন। এখন তিনি এমন এক বয়সে এসে পৌঁছেছেন যে বয়সে মানুষ তাওবা করে আল্লাহমুখী হয়ে যায়। তিনি স্বেচ্ছায় না হলেও অন্যদের পীড়াপীড়িতে হজ পর্যন্ত করে এসেছেন। কিন্তু পরিবর্তন কিছুই হয়নি। ক্রমশ হালাল থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন এবং হারামের কাছাকাছি হচ্ছেন। হজ থেকে ফিরে এসে মানুষের পরিবর্তন হয় কিন্তু তিনি আগের মতই অন্যায় ও শয়তানী কাজ করে চলছেন। লোকের অধিকার নষ্ট করা, মানুষকে কষ্ট দেয়া, অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ ভোগ দখল করা এগুলোই তার বর্তমান কাজ। ছেলেদেরকেও তিনি তার মত চলতে নির্দেশ দেন। মেহেরবানী করে জানাবেন ছেলেরা তার নির্দেশ মত চলতে বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ বাপ মা যদি কাফির হন তবু তাদের সাথে বেয়াদপি, তাচ্ছিল্য এবং বালখিলতার সাথে কথাবার্তা বলা জায়েয নয়। সর্বাবস্থায় আদব-সম্মানের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। তবে তাঁরা যদি কোনো অন্যায় কাজের নির্দেশ দেন সেই নির্দেশ মানা যাবে না। হারাম। হাদীসে বলা হয়েছে– 'স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির কোনো নির্দেশ মানা যাবে না।' এই দুটো নির্দেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। বাপ মা অন্যায় করলেও তাদের সাথে বেয়াদপি করা যাবে না। আবার অন্যায় কাজে নির্দেশ দিলে তাও শোনা যাবে না। অবশ্য এটি খুবই ধৈর্য ও পরীক্ষার বিষয়।

পিতার অপকর্মের দায় সন্তান কেন বইবে

প্রশ্ন-১৮৬৮ ঃ আমি এইচ.এস.সি পাস করেছি। আমার বয়স ২৩ বছর। ৭/৮ মাস আগে আমি নিয়মিত নামায ও অন্যান্য ইবাদাত করতাম। এখন কেবল নামাযটাই পড়ি। তাও অনেক সময় মনের বিরুদ্ধে। কিছুই করতে মন চায়না। পারিবারিক অবস্থা হচ্ছে অনেকদিন থেকে আব্বার সাথে এক মহিলার সম্পর্ক চলছিলো। আমরা বাধা দেয়ায় সেই মহিলাকে নিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। প্রায় পাঁচ মাস আগে এ ঘটনা ঘটেছে। আমি বেকার। আমার ছোট আরও পাঁচ ভাইবোন নিয়ে আমার আম্মা খুবই কষ্ট করে সংসার নামক ঘানি টেনে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর কেউ উপার্জনক্ষম নেই। সামনে বি.এ পরীক্ষাটা দেয়ার বড়ো ইচ্ছে ছিলো, এখন সেই ইচ্ছে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। মাঝে মাঝে মনে হয় আমিও আমার আব্বার মত নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। পাড়া প্রতিবেশীরা আমাকে লজ্জা দিচ্ছে। বলছে– পঞ্চাশ বছর বয়সে তোমার বাবা এক মহিলাকে নিয়ে ঘর ছেড়েছে তোমাদের লজ্জা করে না। বাইরের তিরস্কার ভর্ৎসনা শুনে যখন বাড়িতে যাই, দেখি আমার আম্মা তাঁর ছোট সন্তানদের নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন মনটা আরও ছোট হয়ে যায়। কুরআন তিলাওয়াত করা আমার খুব শখ ছিলো, এখন আর তা মন চায়না। রোযা রাখি, মনে হয় আমার এ রোযা কবুল করবেন কোন্ আল্লাহ যিনি আমাদের কষ্টের সাগরে ভাসিয়েছেন তিনি? আপনার শরণাপন্ন হলাম মেহেরবানী করে বলবেন কি আমি এখন কী করবো?

উত্তর ঃ যারা আপনার আব্বার অপকর্মের জন্য আপনাকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করছেন তারা কাজটি ঠিক করছেন না। আপনি মানুষের কথায় কান দেবেন না। আব্বার প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা করাটাও ঠিক হবেনা। বরং ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে

পরিস্থিতির মুকাবিলা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আয়-রোজগারের চেষ্টা করুন। বেকার জীবনে পেরেশানী শুধু বাড়ে। আপনার আম্মার বেদনা বিধুর মনটাও ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আপনি সাধ্যমত তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুন। ছোট ভাইবোনকে স্নেহ-ভালোবাসা দিন। মোটকথা সাহসিকতা ও কৌশলের সাথে বাড়ির পরিবেশটাকে বদলে দেবার চেষ্টা করুন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ালু। তাঁর অসীম দয়ায় অবশ্যই একসময় এ সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাবে। ইবাদাতে মনযোগী হোন। তাতে আপনার মনের প্রশান্তি আসবে। নেকলোকদের সাহচর্য ধরুন সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। আমিও আপনাদের জন্য দু'আ করছি।

বাপ মা পৃথক হওয়ার পর সন্তানকে একে অপরের সাথে মিশতে বারণ করা

প্রশ্ন-১৮৬৯ ঃ আমার বাপ মায়ের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে। বর্তমানে আমার বয়স ৩৫ বছর। আমার বোনের ৩৬। আমি আমার মায়ের সাথে থেকে যাই। বোন বাবার সাথে থেকে যায়। কুদরতীভাবেই এ সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। পরে মা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সেখানেও তাঁর সন্তান হয়। বাবা কোনো বিয়ে করেননি। এখন তাঁর বয়স প্রায় ৭০ বছর। মা আমাকে লালন-পালন করেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাবা আমার খবরও রাখেননি। আমরা দু'ভাইবোন এখনও অবিবাহিত। তিন বছর যাবৎ দুজনের মধ্যে কথাবার্তা ও যোগাযোগ বন্ধ। মনোমালিন্য বেড়ে যাচ্ছে। বাবা বোনকে মহব্বত করেন আর মা আমাকে। বর্তমানে বাবা এবং বোন আমাকে ত্যাজ্য করার হুমকি দিয়ে পত্র দিচ্ছে। আমি জীবন গেলেও মাকে ছাড়া থাকার কথা কল্পনা করতে পারি না। এমন কাজও করতে পারবো না যাতে মা কষ্ট পান। সবকিছুর জন্য অবশ্য মা বাবা দুজনেই দায়ী। আমাদের দু'ভাইবোনের কারও দোষ নেই। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

উত্তর ঃ ছেলে কিংবা মেয়ে যার কাছে লালিত পালিত হয় তার প্রতি মহব্বত বেশি থাকবে এটিই প্রকৃতির দাবী। কিন্তু ছেলে বাবার সাথে এবং মেয়ে মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এটি জায়েয নয়। তেমনিভাবে বাপ ছেলেকে ত্যাজ্য করার হুমকি দেবে এটিও গুনাহর কাজ। আপনাদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে, তার মানে তারা আপনাদের জীবনটাকে বরবাদ করে দিচ্ছে। এবার আখিরাতও বরবাদ করতে চাচ্ছে। আপনারা দুজন আপনাদের বাপ মাকে

বুঝান। মাকে বুঝান– ছেলেকে বাপের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা ঠিক নয়। আবার বোনের বুঝানো উচিত মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য পিতার বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে এটি তাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু মা মেয়ে ও বাপ বেটার সম্পর্ক তো নষ্ট হয়নি। এতো নষ্ট হবার সম্পর্ক নয়। একে নষ্ট করা যায় না। সম্পর্ক যেহেতু বলবৎ রয়েছে তাই আপনাদের অধিকারও বহাল আছে।

খিটখিটে স্বভাবের বুড়ো বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৮৭০ ঃ বুড়ো বাপ মা যদি সারাক্ষণ বকবক করতে থাকেন এবং তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে থাকে, বয়স্ক ছেলে-মেয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে কি না? কিয়ামতের দিন তাদের ক্ষমার সম্ভাবনা থাকবে কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ যেসব সন্তান বুড়ো বয়সে তাদের বাপ মাকে ত্যাগ করে তারা গুনাহগার। জান্নাতে যেতে পারবেনা বলে যাদের তালিকা বলা হয়েছে সেই তালিকার মধ্যে হাদীসে সেইসব সন্তানের কথাও বলা হয়েছে যারা বাপ মায়ের অবাধ্য। এ ধরনের অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া উচিত। সেই সাথে বাপ মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

ছোটদের উপর হাত উঠানোর প্রতিকার

প্রশ্ন-১৮৭১ ঃ অনেক সময় রাগ করে ছোটদের উপর হাত উঠিয়ে ফেলি। পরে ভীষণ অনুতপ্ত হই। কিন্তু ওদের সামনে গিয়ে মাফ চাইতে পারিনা। এ ধরনের অপরাধের প্রতিকার কী?

উত্তর ঃ ছোটদের কাছে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন নেই। পরে তাদের আদর করে কিছু উপহার দিলেই হয়ে যাবে।

বাপ মায়ে মতবিরোধ হলে সন্তান কাকে সঙ্গ দেবে?

প্রশ্ন-১৮৭২ ঃ কোনো এক কারণে আব্বা আম্মার মধ্যে ভীষণ মতবিরোধ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে উভয়ে পৃথক হয়ে যান। আমরা যদি আম্মাকে সঙ্গ দেই আব্বা অসন্তুষ্ট হোন। আবার আব্বাকে সঙ্গ দিলে আম্মা নারাজ হোন। এমতাবস্থায় আমরা কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনার আব্বা আম্মার মতবিরোধের ব্যাপারটি খুবই বেদনাদায়ক।

আল্লাহ্ যেন তাদের সঠিক বুঝ দান করেন। আপনাদের উচিত আব্বা আম্মা উভয়ের সাথে সু-সম্পর্ক রাখা। একজনের সাথে শুধু সম্পর্ক রাখবেন আর অন্যজন অসন্তুষ্ট হবেন এমন যেন না হয়। টাকা পয়সা কিংবা শারীরিক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হলে সহযোগিতা করবেন। দুজনকেই সম্মান করবেন। এতে কেউ যদি রাগ করেন আপনি কিছু মনে করবেন না। আর তারা কেউ রাগ করলে আপনি মুখে মুখে তর্ক জুড়ে দেবেন না। যেহেতু আপনার আম্মা বৃদ্ধা তার আর রুজির ব্যবস্থা নেই, তাই তাকে বেশি বেশি আর্থিক সহযোগিতা করার চেষ্টা করবেন।

সৎ মায়ের প্ররোচনায় পিতার বাড়াবাড়ি

প্রশ্ন-১৮৭৩ ঃ আমরা চার ভাই। আমাদের আম্মা অনেক দিন আগে ইন্তিকাল করেছেন। আব্বা দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। সেই মা-ও মারা গেছেন। পরে আব্বা তৃতীয় বিয়ে করেছেন, এক তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে। আব্বা তৃতীয় বিয়ের আগে আমাদের চার ভাইকে চারটি প্লট দান করেন। বড়ো দু'ভাইয়ের প্লটে বাড়ি করা ছিলো। আমাদের ছোট দু'ভাইয়ের প্লট খালি জমি। প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক দলিল রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়েছে। এখনও আব্বা অনেক সম্পত্তির মালিক। আমাদের সৎ মা আব্বাকে আমাদের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। একবার আব্বা সৎ মায়ের দু আত্মীয়ের সাথে তুমুল ঝগড়া করেন। সেখানে আব্বার সাথে আমি ও আমার এক ভাই ছিলাম। অন্য দু'ভাই সেখানে ছিলেন না। পরে সৎ মা প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আব্বাকে আমাদের বিরুদ্ধে বলে কয়ে তার কান ভারী করে দিয়েছেন। আব্বা এখন আমাদের প্রতিপক্ষ। তিনি এখন আমাদের ও আমাদের স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। গালাগালিও করেন। অবশ্য আমরা তার কথার কোনো প্রতিউত্তর দেই না। এখন বলছেন আমাদের কাছ থেকে বাড়ি ফেরত নিয়ে নেবেন। শরঈ দৃষ্টিতে তিনি ফেরত নিতে পারেন কিনা? তাছাড়া আমরা আব্বার সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে চাই। সৎ মা এটি পছন্দ করেন না। আমাদের থেকে তাঁকে দূরে রেখে দিয়েছেন। এতে আমরা গুনাহগার হবো কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনি যে অবস্থার কথা লিখেছেন তা খুবই দুঃখজনক। যে বাড়ি বা প্লট আপনাদেরকে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন তা ফেরত নিতে পারবেন না। আইনগত ভাবেও না এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও না।

আপনার আব্বার যে আচরণ, আপনারা তার কোনো প্রতিবাদ করবেন না। তার সাথে বেয়াদপী হয় এমন কোনো আচরণ আপনারা করবেন না। তিনি যদি

আপনাদের খেদমত নিতে না চান সেজন্য আপনারা গুনাহ্গার হবেন না। আপনারা সৎ মাকেও নিজের মায়ের মত সম্মান দেবেন। তাঁর অসৎ আচরণে আপনারা ধৈর্য ধারণ করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনারা দুনিয়াতেও এর কল্যাণ পাবেন এবং আখিরাতেও।

গালাগালি দেন এমন পিতার সাথে সম্পর্ক রাখা

প্রশ্ন-১৮৭৪ ঃ আমার আব্বা শিক্ষিত। কিন্তু তিনি সব সময় আমাকে গালি-গালাজ করে থাকেন। অনেক সময় তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন তাঁর সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ক্রমাগত এ আচরণের দরুণ এখন আমি তাঁর সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। এজন্য আম্মা কখনও কখনও আমার উপর রেগে যান। অবশ্য আমি কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চাইনা। কিন্তু আমি অপারগ। আব্বা যে গালাগালি করেন সেজন্য গুনাহ্ হবে কিনা? আমারও কি গুনাহ হবে? আমি আমার আম্মাকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারি না।

উত্তর ঃ আপনার আব্বা গালি-গালাজ করেন, এটি গুনাহ্র কাজ। আর আপনি তাঁর সাথে কথা বলেন না এটি আরও গুনাহ। তিনি ভুল করেন বলে আপনিও ভুল করবেন তা ঠিক নয়। আপনি আপনার আম্মাকে ভালোবাসেন ভালো কথা। ভালোবাসার নিদর্শন হচ্ছে তাঁকে কষ্ট না দেয়া। কাজেই আপনার যে আচরণে তিনি কষ্ট পান (অর্থাৎ আপনার আব্বার সাথে কথা না বলা) সেই আচরণ পরিহার করুন।

বুড়ো বাবাকে খেদমত করতে মাকে নিষেধ করা

প্রশ্ন-১৮৭৫ ঃ বাবা যদি বুড়ো হন এবং তিনি যদি স্ত্রীর খেদমতের মুখাপেক্ষী হন। আর কোনো ছেলে যদি তার মাকে নিষেধ করেন বাবার খেদমত করতে। তাহলে কে গুনাহ্গার হবেন?

উত্তর ঃ শুধু ছেলের মা কেন ছেলেরও উচিত তার বাবার খেদমত করা। এতো তার দুনিয়া ও আখিরাতে নেকী অর্জনের সৌভাগ্য। কেউ যদি নিজেও খেদমত না করে এবং মাকেও বারণ করে তার চেয়ে গুনাহ্গার হতভাগা আর কে আছে?

সন্তানকে স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন-১৮৭৬ ঃ ১৮ই অকটোবর জুমাবার সংস্করণে আপনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, সন্তানকে ত্যাজ্য করা যায় না। সকল অবস্থায় সন্তান তার পিতার

ওয়ারিশ হয়। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে– এক ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে কয়েকজন কন্যা সন্তান রয়েছে। তিনি তাদের সম্পত্তি দেয়া তো দূরের কথা, খোঁজ খবরটুকু রাখেন না। স্ত্রীকে তালাক দিলে তার সন্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অনুমতি কি ইসলাম দেয়? ছোট ছোট মেয়েদের ফেলে দিয়ে গেলেন, তারা খালার কাছে আশ্রয় পেল নাকি নানী বা ফুফুর কাছে আশ্রয় পেল, ঠিকমত লেখাপড়া করলো কিনা সে খবরটুকু রাখলেন না। ঈদ-তেহারে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি পর্যন্ত দিলেন না। এটি কি ঠিক হলো? মাকে তালাক দিলে সন্তানের উপর তার প্রভাব পড়বে কেন?

উত্তর ঃ সন্তানকে স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। যিনি এমন করবেন তিনি গুনাহগার হবেন। হাদীসে এসেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। মোট কথা আপনাদের আব্বার আচরণ খুবই দুঃখজনক। তাঁর সংশোধন হওয়া উচিত।

স্ত্রীর কথায় বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৮৭৭ ঃ এক মহিলা তার স্বামীকে বলেছেন, আমি যদি তোমার ঘরে থাকি তাহলে তুমি তোমার বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেনা। এরূপ কথা বলা কেমন?

উত্তর ঃ বাপ মায়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ না করা, তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা মারাত্মক অপরাধ। কবীরাহ গুনাহ। কবীরাহ গুনাহ হয় এমন কাজ করা হারাম এবং নাজায়েয। বাপ মায়ের চেয়ে স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়া, তার কথা শুনে বাপ মাকে দূরে ঠেলে দেয়া যেমন গুনাহর কাজ, তেমনিভাবে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে এরূপ বললে তিনিও গুনাহগার হবেন।

বাপ মায়ের কথা কতক্ষণ পর্যন্ত মেনে চলা জরুরী

প্রশ্ন-১৮৭৮ ঃ জনাব এক স্পর্শকাতর মাসয়ালা নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হলাম। অনেক আলিম এর সঠিক জবাব দেননি। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি সঠিক জবাব দিয়ে আমার পেরেশানী দূর করবেন। আল্লাহ তাআলা বাপ মায়ের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন। যে কোনো অবস্থায় তা পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম এমন একটি দীন যেখানে প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমি কিতাবে পড়েছি এবং আলিমদের কাছে শুনেছি, আল্লাহর সাথে শরীক করার নির্দেশ ছাড়া বাপ মায়ের যাবতীয় নির্দেশ মানতে হবে, মানা

ফরয। সন্তান যত নেকীর কাজই করুক না কেন বাপ মা যদি সন্তুষ্ট না থাকেন তাহলে সবই বিফল। কোনোভাবেই সে জান্নাতে যেতে পারবে না। কিতাবে এটিও দেখেছি বাপ মা যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন কিংবা সন্তানকে হত্যা করতে বলেন, তাই করতে হবে। আপনি তো জানেন অনেক বাপ মা তো এমনও আছেন যারা নিকৃষ্ট আচরণ করে থাকেন। ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে বিপরীত পথে চলেন। তাঁরা চান, সন্তানও যেন তাদের মতে চলে। এখন সন্তান যদি তাঁদের কথা না শুনে তাহলে তো তাঁদের সাথে খারাপ আচরণ করা হলো। বাপ মা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর বাপ মা অসন্তুষ্ট হয়ে গেলে জান্নাতও হারাম হয়ে গেল। এমতাবস্থায় সন্তান কী করবে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ বাপ মায়ের আনুগত্য ও খেদমত করার ব্যাপারে খুব কঠিন কথা বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই বলে একথাও ঠিক নয় যে, বৈধ অবৈধ, জায়েয নাজায়েয সব কথাই তাঁদের মানতে হবে। বাপ মায়ের আনুগত্যেরও একটি সীমা রয়েছে। নিচে পর্যায়ক্রমে তা আলোচনা করা হলো।

১. বাপ মা যতই খারাপ হোক তাঁদের সাথে বেয়াদপি করা যাবেনা। ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে তাঁদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করাটা জরুরী। চেষ্টা করার পর যদি তাঁরা সংশোধিত না হন তাহলে তাঁদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

২. তাঁরা বৈধ কোনো কাজের নির্দেশ দিলে তা পালন করা আবশ্যক। অবশ্য যদি সেই কাজ করার সামর্থ তার থাকে এবং তাতে অন্যের অধিকার নষ্ট না হয়। যদি অন্যের অধিকার খর্ব হয় সেই নির্দেশ পালন করা জরুরী নয়। অনেক ক্ষেত্রে তা জায়েযই নয়।

৩. যদি বাপ মা এমন কাজের নির্দেশ দেন যা শরঈ দৃষ্টিতে জায়েয নয়, যে কাজ করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন– তাহলে সেই নির্দেশ মানা জায়েয নয়। এরূপ নির্দেশ দিলে বাপ মা যেমন গুনাহগার হবেন, তেমনিভাবে নির্দেশ পালনকারীও গুনাহগার হবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রসিদ্ধ এক হাদীসে বলা হয়েছে।

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'সৃষ্টি কর্তার অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'

যেমন ধরুন বাপ মা বললেন, নামায পড়বেনা, দীনী ইল্‌ম শেখার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি তাহলে এরূপ নির্দেশ শোনা জায়েয নয়।

যদি বাপ মা বলেন, স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে দেখতে হবে স্ত্রী দোষী কিনা। যদি স্ত্রী নিরাপরাধ হয় তাহলে বাপ মায়ের কথায় স্ত্রী তালাক দেয়া জায়েয নয়। তারা যদি বলেন স্ত্রীকে পৃথক বাসায় রাখার দরকার নেই, একথাও শোনা ঠিক হবে না। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় শ্বশুর শ্বাশুড়ির সাথে থাকতে রাজী হয় সেটি ভিন্ন কথা। নইলে তার মর্যাদা অনুযায়ী আলাদা বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়া স্বামীর দায়িত্ব। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ রয়েছে। শরঈ নির্দেশ লংঘন করার অধিকার কারও নেই।

৪. বাপ মা যদি মারপিট করে, গালাগালি দেয়, অভিশাপ দেয় তবু তা মুখ বুঝে সহ্য করা উচিত। তাঁদের এসব আচরণের প্রতিবাদ করা উচিত নয়।

৫. আপনি লিখেছেন 'বাপ মা চাইলে সন্তানকেও হত্যা করতে হবে' আপনি এমন কথা কোথায় পেয়েছেন? সন্তান হত্যা করা হারাম। কবীরাহ্ গুনাহ্। আমি তো বলেছি, অন্যায় কাজে তাঁদের কথা শোনা যাবে না। আপনার এ কথাটি নেহায়েত অন্যায় কথা।

কার খেদমত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে স্বামীর নাকি বাপ মায়ের

প্রশ্ন-১৮৭৯ ঃ স্বামীর সাথে আমার বড়ো ধরনের কোনো মতবিরোধ নেই। তবে আমার বাপ মায়ের ব্যাপারে তার যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। অবশ্য আমি জানি, আমার বাপ মা বিশেষ করে আব্বা আমার সাথে এবং আমার স্বামীর সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করেন নি। উভয়েই আমার সম্মানিত ব্যক্তি তবু আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রে বাপ মায়ের অধিকারই বেশি। কারণ তাঁরা অনেক কষ্ট করে সন্তান লালন পালন করেন এবং তাদেরকে মানুষ করেন। বাপ মায়ের সাথে নাফরমানি সন্তানকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মেহেরবানী করে আমাকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরামর্শ দেবেন, আমি কাকে অগ্রাধিকার দেবো, বাপ মাকে না স্বামীকে?

উত্তর ঃ স্বামী এবং বাপ মা উভয়ের অধিকারের ব্যাপারে আপনাকে সজাগ থাকতে হবে। যদি কখনও এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, স্বামী অথবা বাপ মা দু'পক্ষের যে কোনো এক পক্ষের নির্দেশ মানতে হবে। উভয় পক্ষের নির্দেশ

একসাথে মানা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্বামীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আপনার উচিত স্বামীকে রাজী করে যে কাজ ভালো হয় সেই কাজ করা। যদি তিনি তাঁর কথা শোনার ব্যাপারে জিদ ধরে বসেন তাহলে স্বামীর কথাই শুনতে হবে। যে মহিলা স্বামীর কথার চেয়ে বাপ মায়ের কথাকে প্রাধান্য দেয় তার দাম্পত্য জীবন কখনও সুখের হতে পারে না।

বাপ মায়ের আবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা

প্রশ্ন-১৮৮০ ঃ আমরা সবাই জানি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আল কুরআনে (সূরা আন নিসা) নিকটাত্মীয়দের প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। সেই অংশ রদবদল করার অধিকার কারও নেই। এখন কেউ যদি তার কোনো সন্তানকে অবাধ্য আচরণের জন্য ত্যাজ্য ঘোষণা করে এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায় তা করতে পারেন কিনা? কুরআন হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বললে বাধিত হবো।

উত্তর ঃ যে অধম সন্তান বাপ মাকে কষ্ট দেয়, তাদের অবাধ্য হয় তারা দুনিয়াতে যেমন কষ্ট পায় আখিরাতেও কঠিন শাস্তি পাবে। সেজন্য তাকে ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা জায়েয নয়। যদি কেউ এরূপ করেন তিনি শরীআহ লংঘন করার দায়ে গুনাহগার হবেন। কারও মৌখিক কথায় কিংবা লিখিত ফরমানে কেউ ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয় না। কাউকে ত্যাজ্য ঘোষণা করা বেআইনী। করলেও যথা নিয়মে সে তার অংশ পেয়ে যাবে।

না জায়েয কাজে মাপ মায়ের আনুগত্য

প্রশ্ন-১৮৮১ ঃ অমুসলিম কাদিয়ানী ছেলের সাথে মুসলিম মেয়ের বিয়ে হতে পারে কি? মেয়ে রাজী নয়। তবু বাপ মা সেই অমুসলিম ছেলের সাথে বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের বক্তব্য ছেলে আমাদের চেনা জানা, দূর সম্পর্কের আত্মীয় ইত্যাদি।

উত্তর ঃ মুসলিম ছেলে মেয়ের বিয়ে কোনো অমুসলিমের সাথে হতে পারে না। জায়েয নেই। কেউ এরূপ করলে সারা জীবন ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার গুনাহগার হবে। সেই দায় বাপ মায়ের উপরও বর্তাবে। বাপ মা চাপাচাপি করলে মেয়ের উচিত পরিষ্কার ভাবে তা অস্বীকার করা। এক্ষেত্রে বাপ মায়ের নির্দেশ মানা জায়েয নয়।

বাপ মা পর্দার বিরোধিতা করলে

প্রশ্ন-১৮৮২ ঃ আমার বাপ মা পর্দার বিরোধিতা করেন, এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্দার পক্ষে। আর আপনার বাপ মা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিপক্ষে। আপনার উচিত এ অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ অবলম্বন করা। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরোধিতা করে আপনার বাপ মা জাহান্নামে যেতে চাইলে আপনার কর্তব্য তাদের সাথে আপনার জাহান্নামে না যাওয়া।

সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার পরিণতি

প্রশ্ন-১৮৮৩ ঃ আমাদের পিতা আমাদের সৎমায়ের কথায় তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। সমস্ত সম্পত্তি সৎমা এবং তার সন্তানদের নামে লিখে দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজটি কেমন হয়েছে?

উত্তর ঃ এ ধরনের কাজকে হাদীসে যুলম বলা হয়েছে। এই যুলমের শাস্তি আপনার পিতাকে কবর ও হাশরে ভোগ করতে হবে।

মায়ের সেবা করা এবং স্ত্রীর মন রাখা

প্রশ্ন-১৮৮৪ ঃ স্ত্রীকে পৃথক বাড়িতে কেন রাখা হয় না। এ নিয়ে আজকাল প্রায়ই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। স্বামী বলেন, আমার বুড়ো মাকে একা রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। আমরা চলে গেলে মাকে দেখাশুনা করবে কে? এই বয়সে তাঁকে ফেলে গিয়ে জাহান্নামে যেতে পারবো না। দেখা গেলো স্ত্রী তার জিদ বহাল রাখলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে- স্ত্রীকে পৃথক রাখতে হলে কোথায় রাখতে হবে নিজ বাড়িতে পৃথক কামরায় নাকি আলাদা বাড়িতে? যদি একজনকে ছাড়তেই হয় তবে কাকে ছাড়বে, স্ত্রীকে না মাকে?

উত্তর ঃ অবস্থা এরূপ হলে স্ত্রীর উচিত মাকে খেদমত করার জন্য স্বামীকে সুযোগ দেয়া। আলাদা বাড়িতে যাবার জন্য জিদ না করা। হাঁ, স্ত্রীকে থাকার জন্য যদি পৃথক ঘর দেয়া হয় এবং স্বামীর মাকে খেদমত করার দায়িত্ব তার উপর না চাপানো হয়, তাহলে স্ত্রীর জিদ করা ঠিক নয়।

সাহাবা কিরাম (রা)কে গালি দেন এমন বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক

প্রশ্ন-১৮৮৫ ঃ বাপ মা যদি সাহাবা কিরাম (রা) বিশেষ করে প্রথম তিন খলিফা সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেন এবং তাদের গালাগালি দেন, তবু কি তাঁদের অবাধ্য হওয়া যাবে না?

উত্তর ঃ তাঁদের বলে দিতে হবে তাঁরা যেন এরূপ আচরণ না করেন। বলবেন– এরূপ আচরণ করলে আমরা মনে কষ্ট পাই। যদি তাঁরা বিরত না হন তাহলে পৃথক হয়ে যাওয়া উচিত। তবু তাঁদের বিরত রাখার জন্য মন্দ বলা যাবে না।

অকারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যান এমন মায়ের সন্তুষ্টি অর্জন কিভাবে সম্ভব

প্রশ্ন-১৮৮৬ ঃ আমার আম্মার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো ছিলো না। তিনি প্রায় সময় তাঁর হাত খরচের টাকা থেকে এমনকি স্বামীর বাড়ি থেকে টাকা পয়সা চুরি করে ভাইবোনকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। এ নিয়ে আব্বার সাথে মাঝে মাঝে ঝগড়া হতো। একবার আব্বা তাঁকে তালাকের হুমকিও দিয়েছিলেন। যাহোক ড. আবদুল হাই আরেফী সাহেবের প্রভাবে কিছুটা সংশোধিত হয়েছেন। আমি বলেছি, আম্মা যা কিছু হয়েছে সেজন্য আসুন আল্লাহর কাছে মাফ চাই। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের মাফ করে দেবেন। ভবিষ্যতে যাতে এরূপ না হয় সেজন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তারপর থেকে তিনি আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট। কিছু হাদিয়া দিলে ফিরিয়ে দেন। কথাবার্তা বলেন না। আমি ভীষণ মনোকষ্টে আছি। আমার জন্য দু'আ করবেন এবং পরামর্শ দেবেন।

উত্তর ঃ আপনার পত্রটি মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। আন্তরিকভাবে দুআ করি আল্লাহ যেন আপনার মনে প্রশান্তি এনে দেন। কয়েকটি কথা লক্ষ্য রাখা উচিত,

১. মহব্বত ও সন্তুষ্টি কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি হওয়া উচিত। বাকী সমস্ত মহব্বত তাঁর নির্দেশ মত হওয়া উচিত।

২. প্রতিটি স্ত্রীর উচিত স্বামী ও সন্তানকে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা আল্লাহর জন্য হওয়া।

৩. সর্বদা মাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাঁর সুখে-দুখে অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করা। তাঁর অনর্থক রাগকে পরওয়া না করা। তারপরও যদি

তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন সেজন্য আল্লাহর কাছে তিনিই গুনাহগার হবেন। আপনার পক্ষ থেকে যেন সম্পর্ক নষ্ট না হয়। তাঁর কল্যাণ কামনা করে সব সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন।

৪. একজন মুসলিম কখনও বিচলিত হন না। সব সময় ধৈর্য ধারণ করে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন। আপনাকেও সেই নীতি অনুসরণ করতে হবে। মনে করবেন এসব বালা-মুসিবতের মধ্যেও নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো হিকমাত রয়েছে।

মুনাফিক বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৮৮৭ ঃ মুনাফিক বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কিংবা তাঁদের ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়া বৈধ কিনা? যদি তাঁরা চান তাহলে?

উত্তর ঃ তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। তাঁদের খেদমত করা উচিত। তাঁদের খেদমতকে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য বলে মনে করুন।

মেয়ের কাছে পিতার কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শেখা

প্রশ্ন-১৮৮৮ ঃ মেয়ের কাছে পিতার কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শেখা যাবে কিনা? আমি আমার মেয়ের কাছে ২৫ পারা পর্যন্ত তিলাওয়াত শিখেছি। কিন্তু আমার বড়ো ভাই বলেছেন, এতে মেয়ে উস্তাদ হয়ে যাবে এবং উস্তাদের মর্যাদা দিতে হবে। মেয়ের মর্যাদা দেয়া যাবে না। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ মেয়ে যদি শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন, তার কাছে বাবা-মা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শিখতে পারেন। এতে দোষের কিছু নেই। মেয়েকে আর মেয়ের মর্যাদা দেয়া যাবে না, উস্তাদের মর্যাদা দিতে হবে এ ধারণা ঠিক নয়। তাছাড়া আপনি তার কাছে ২৫ পারা তিলাওয়াত শিখেছেন, এতে কি সে উস্তাদ হয়নি?

স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তানের অধিকার

প্রশ্ন-১৮৮৯ ঃ স্ত্রী আমার প্রতিটি কথার বিপরীত চলে। স্বামীর অধিকারের ব্যাপারে তার কোনো পরওয়া নেই। একদিন বড়ো মেয়েকে বললাম, তোমার মাকে একটু বুঝানোর চেষ্টা কর। স্ত্রী উত্তর দিলো, এখন একসাথে থাকাও দেখছি মুশকিল। আমার এক না লায়েক পুত্র মাঝখানে এসে বললো, ঠিক আছে আমি আমার মাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার স্ত্রীকে ফেরানোর চেষ্টা করলাম।

কিন্তু সে ছেলের সাথে চলে গেলো। কোথায় গেলো তাও জানিনা। আমি আপনার কাছে পরামর্শ চাচ্ছি, ছেলেকে ত্যাজ্য করতে চাই, স্ত্রীকে কী করবো?

উত্তর ঃ আপনার বেদনা বিধুর চিঠিখানি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়লাম। পড়ে আমিও ব্যথিত হয়েছি। আল্লাহ্ যেন আপনার সমস্যার সমাধান করে দেন। আমি আপনাকে কয়েকটি মৌলিক দিকের প্রতি খেয়াল করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। আশা করি এ দিকগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলেই আপনি বুঝতে পারবেন, এ মুহূর্তে আপনার করণীয় কী।

১. সন্তান যখন বড়ো হয়ে যায় তখন তার আবেগ অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক ও তাদের প্রতিটি কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে সন্তান পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলে। সন্তানের সামনে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করাও মারাত্মক ভুল।

২. স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলে অনেক জোর দেয়া হয়েছে। অবশ্য স্বামীকে লক্ষ্য রাখতে হবে স্ত্রী কতটুকু অধিকারের বোঝা বইতে সক্ষম। এজন্য শরীআহ্ চারটি পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। যেন একজন স্ত্রীর উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি না হয়। সেই সাথে স্বামীকেও এই বেড়ি পরানো হয়েছে, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের সাথে সমান আচরণ করতে হবে। কারও অধিকার যেন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়। কোনো এক স্ত্রীর দিকে বেশি ঝুঁকে না পড়া হয়।

৩. কিয়ামতের দিন শুধু স্ত্রীর নাফরমানির বিচার করা হবে না, সেই সাথে স্বামীর আচার-আচরণের দিকটিও বিবেচনায় আনা হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে কষ্ট দেন কিংবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করেন কিংবা তার কোনো অধিকার নষ্ট করেন সেই বিচারও করা হবে।

৪. আপনি চিঠিতে যা কিছু লিখেছেন তা থেকে বুঝা যায় পরিস্থিতি জটিল হওয়ার পেছনে আপনার নিয়ন্ত্রণহীন কথাবার্তাও কম দায়ী নয়। (মনে হয় অসুস্থতার কারণে কিংবা মেজাজের ভারসাম্যহীনতার কারণে এরূপ ঘটে থাকতে পারে)। আপনার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে যে আচরণ করেছেন তা ঠিক হয়নি। আপনি যদি আপনার আচার-আচরণ পরিবর্তন করতে পারেন এবং নিজেকে সংশোধন করতে পারেন তাহলে তাদের আচরণও পরিবর্তন হয়ে যাবে।

৫. আপনি যদি পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী আপনার আচরণে পরিবর্তন আনতে না পারেন তাহলে স্ত্রীকে পৃথক করে দিন। তার পরিণতি এই হবে যে, আপনার ছেলে মেয়েও আপনাকে ত্যাগ করে চলে যাবে। কারণ আপনার ছেলে আপনাকে অত্যাচারী এবং তার মাকে অত্যাচারিত মনে করে। সেজন্য আপনার কাছ থেকে তার মাকে নিয়ে সে চলে গেছে। এতে আপনারা উভয় পক্ষই দুনিয়ায় ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

৬. সম্ভবত আমি এর আগেও লিখেছিলাম, স্ত্রীর দেয়া কষ্ট সহ্য করা জিহাদের সমপর্যায়ের। আল্লাহ এজন্য অনেক বড়ো মর্যাদা দেবেন। তাই আপনি যদি সেই মর্যাদার প্রত্যাশী হন তাহলে আপনাকে অবশ্যই সবর করতে হবে। এমতাবস্থায় আপনাকে তাদের সাথে আপোষ করতে হলে তারা অত্যাচারী আর আপনি অত্যাচারিত এই মনোভাব নিয়ে নয় বরং আপনি মনে করবেন আমার কারণেই তারা আজ আমাকে ভুল বুঝেছে।

৭. আপনি যদি নিজেকে সংশোধন করতে চান, আগে আমিত্বকে ধ্বংস করে দিন এবং এই কাজগুলো করুন। এক. আপনি ভালো কথা ছাড়া আর কোনো কথা বলবেন না। ভুলেও যেন কোনো অবাঞ্ছিত কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। দুই. কারও উপর নিজের অধিকার রয়েছে একথা মনে করবেন না। দেখবেন কারও বিরুদ্ধেই অভিযোগ থাকবেনা। এরপর যদি কেউ আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার মনে করুন। আর কেউ খারাপ ব্যবহার করলে মনে করুন আমি এর চেয়েও বেশি খারাপ ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত। কাজেই যেটুকু খারাপ ব্যবহার পেয়েছি তা আল্লাহর মেহেরবানীর কারণে কম পেয়েছি। তিন. আপনার সকল আচরণে যেন স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও সন্তানের প্রতি দরদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। স্ত্রীর কাছে প্রিয় স্বামী এবং সন্তানের কাছে দরদী পিতা হিসেবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

৮. সন্তানকে ত্যাজ্য করা কিংবা তাদেরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হারাম। তারপরও কেউ যদি সন্তানকে ত্যাজ্য ঘোষণা করে তবু শরঈ দৃষ্টিতে সেই সন্তান ত্যাজ্য হয় না। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি এ খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসুন। দুনিয়ার জীবন তো আপনি জাহান্নাম

বানিয়েই ফেলেছেন, এখন আখিরাত যেন বরবাদ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। যাকে ত্যাজ্য করার হুমকি দিয়েছেন তাকে ডেকে এনে উত্তম ব্যবহারের দ্বারা সংশোধনের চেষ্টা করুন।

৯. কতিপয় আকাবির (বরেণ্য আলিম) বলেছেন, মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তখন আল্লাহ প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে তার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে তার বিরোধ বাধিয়ে দেন। তাই আপনি স্ত্রী ও সন্তানের সংশোধন চাইলে আগে ভেবে দেখতে হবে আপনার যিনি মালিক, প্রতিপালক আপনি তাঁর কথা মেনে চলছেন কিনা? নিজের সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে আপনি ঠিক হয়ে যান। আল্লাহ আপনার স্ত্রী সন্তানকে ঠিক করে দেবেন। হযরত আলী (রা) বলেছেন, পাঁচটি জিনিস মানুষের সৌভাগ্যের নিদর্শন। ১. স্ত্রী তার অনুগত হবে। ২. সন্তান নেককার ও অনুগত হবে। ৩. মুত্তাকী ও আল্লাহ ওয়ালা লোকজন তার বন্ধু বান্ধব হবে। ৪. প্রতিবেশী ভালো লোক হবে। ৫. তার জীবিকার ব্যবস্থা নিজ শহরেই হবে।

১০. আমি আশা করি আমার এ লেখা আপনার স্ত্রী ও সন্তানের নজরে পড়বে। আমি তাদেরকেও অনুরোধ করছি তারা যেন সম্পর্ক ছিন্ন না করে। এক মনীষী বলেছেন, নেক স্ত্রীর আলামত ছয়টি– ১. নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। ২. স্বামীর অনুগত হবে। ৩. নিজের প্রতিপালক আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হবে। ৪. নিজের মুখের হিফাযত করবে। ৫. দুনিয়ার প্রতি তার আকর্ষণ কম থাকবে। ৬. দুঃখে-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে।

বাপ মায়ের সম্মান ও আনুগত্যের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে–

‘এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর আমার বাপ মায়ের কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, তারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।’ –মিশকাতুল মাসাবিহ।

আবু দারদা থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে– ‘এক ব্যক্তি আবু দারদা (রা) এর কাছে এলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি– পিতা জান্নাতের সর্বোত্তম দরোজা, তুমি চাইলে তা সংরক্ষণ করতে পার কিংবা তা নষ্টও করে ফেলতে পার।” –মিশকাতুল মাসাবিহ।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে এভাবে– 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বাপ মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট আর বাপ মায়ের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহও অসন্তুষ্ট।' –মিশকাতুল মাসাবিহ।

ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত আরেক হাদীসে বলা হয়েছে- 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বাপ মায়ের বাধ্যগত সন্তানের জন্য জান্নাতের দুটো দরোজা খুলে যায়। বাপ কিংবা মা একজন হলে একটি দরোজা। আর বাপ মায়ের অবাধ্য সন্তানের জন্য জাহান্নামের দুটো দরোজা খুলে যায়, একজন হলে একটি দরোজা। একজন প্রশ্ন করলেন, বাপ মা যদি তার প্রতি যুলম করে? তিনি উত্তর দিলেন, যদি যুলম করে তবু, যদি যুলম করে তবু, যদি যুলম করে তবু।' –মিশকাতুল মাসাবিহ।

ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বাপ মায়ের বাধ্য সন্তান যতবার তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাবে ততবার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামায় একটি মাবরুর হজের সওয়াব লিখে দেবেন।' –মিশকাতুল মাসাবিহ।

কন্যা সন্তানের জন্মে অসন্তুষ্ট হওয়া

প্রশ্ন-১৮৯০ ঃ শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ ফ্যামিলিতে দেখা যায় বিয়ের পর প্রথম সন্তান ছেলে হোক এটিই কাম্য। প্রথম সন্তান মেয়ে হলে তাদের দুঃখের শেষ থাকে না। এমনও দেখা যায় স্বামী মারপিট করে স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়। আপনি মেহেরবানী করে কুরআন সুন্নাহর আলোকে বলবেন, সত্যিই কন্যা সন্তান অপয়া কিনা?

উত্তর ঃ কন্যা সন্তানের জন্ম হলে অসন্তুষ্ট হওয়া জাহেলি চেতনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কন্যা সন্তানের জন্ম ইসলাম বরকতের কারণ বলে মনে করে। কন্যা সন্তান প্রতিপালনের বরকত সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। সেসব হাদীসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীস হচ্ছে–

عَنِ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا

فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ "

হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার কাছে দুটো মেয়ে নিয়ে এক মহিলা এলো। তাদের দেয়ার মত কিছু আমার ছিলোনা শুধু একটি খেজুর ছাড়া। সেটি দিলাম। সেই মহিলা নিজে না খেয়ে তা দু'ভাগ করে তার দু'মেয়েকে দিলো। তারপর উঠে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলে আমি তাঁর কাছে পুরো ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করেন সে যদি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাহলে তারাই তার জন্য জাহান্নামের বাধা হয়ে দাঁড়াবে। –সহীহ মুসলিম।

মায়ের অবর্তমানে সন্তানের যিম্মাদারী কি নানীর?

প্রশ্ন-১৮৯১ ঃ মায়ের ইনতিকালের পর সন্তানের যিম্মাদারী কি নানী নিতে পারেন? যদি সেই সন্তানের দাদী, ফুফু এবং চাচা বর্তমান থাকে? ইসলাম কি একথাই বলে যে, পিতার কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে নানীর কাছে দাও? যদি সেই নানী বদমেজাজী এবং লোভী হয় তবু? প্রকাশ থাকে যে, আমার স্ত্রীর গহনা এবং তার নামে কৃত বীমা সে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। ফেরত দিচ্ছেনা।

উত্তর ঃ সাধারণ আইন হচ্ছে ছেলে সন্তানের বয়স সাত এবং মেয়ে সন্তানের বয়স নয় বছর হওয়া পর্যন্ত মায়ের অবর্তমানে নানী তাদের প্রতিপালনের অধিকতর হকদার। যথাক্রমে সাত এবং নয় বছর পর পিতা তাদেরকে তার দায়িত্বে নিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু নানীর সেই অধিকার পাওয়ার শর্ত হচ্ছে তাঁকে অবশ্যই আমানতদার ও আস্থাভাজন হতে হবে। ফতোয়া-ই আলমগিরীতে বলা হয়েছে-

الا ان تكون مرتدة او فاجرة غير مأمونة.

'সে যেন মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী), দুষ্ট (বা দুশ্চরিত্র) এবং অনাস্থাভাজন না হয়।'

আপনি যে কথা লিখেছেন, যদি তা সঠিক হয় তাহলে নানীর অধিকার রহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সন্তানের কল্যাণের জন্যই তাকে তার নানীর যিম্মাদারীতে না দেয়া উচিত।

বাপ মায়ের কথায় স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা গুনাহ্

প্রশ্ন-১৮৯২ ঃ আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে চাইনা। পৃথক থাকতে চাই। আমি আমার স্বামীকে কয়েকবার বলেছি। কিন্তু তিনি আমার কথার কোনো গুরুত্বই দেন না। উল্টো বলেন, প্রয়োজনে তোমাকে ছেড়ে দেবো, কিন্তু আমার বাপ মাকে ছেড়ে যেতে পারবো না। আমার শ্বশুর বাড়ির সবাই শিক্ষিত ও দীনদার। তাঁরা ভালো করেই জানেন স্ত্রী পৃথক ঘর পাবার অধিকারী। আমি পৃথক ঘরের দাবী করলেই আমার স্বামী আমার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করে দেন। আমাকে নানাভাবে অপমান করেন। এদিকে আমার দেবরও যুবক। অনেক সময় আমাকে একা বাড়িতে থাকতে হয়। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। আমি নিজেও একজন যুবতি। আমার স্বামী এসব কিছু দেখেও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ আমি অনেকবার পত্রিকার মাধ্যমে জবাব দিয়েছি, স্ত্রীকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। এমনকি বাড়ির একটি পৃথক কামরা হলেও তাকে দিতে হবে। যেখানে তার অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় স্বামীর বাপ মায়ের সাথে থাকতে চান, তাঁদের খেদমত করাকে সৌভাগ্য মনে করেন, তাও করতে পারেন। স্ত্রী পৃথক থাকতে চাইলে তাকে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে বাধ্য করা ঠিক নয়। শরীআহ্ তাকে পৃথক থাকার অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। আপনি লিখেছেন এক যুবক দেবরও আপনাদের সাথে থাকে। এমতাবস্থায় খালি বাড়িতে তার সাথে অবস্থান করা শরঈ এবং নৈতিকতার দিক থেকেও ঠিক নয়। বাপ মাকে খুশী করার জন্য স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা জায়েয নয়। কিয়ামতের দিন এমন প্রত্যেককেই জিজ্ঞেস করা হবে যার উপর কারো না কারো কোনো অধিকার ছিলো। যদি সামান্য পরিমাণও সেই অধিকার নষ্ট করা হয় তাকে যালিম হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে এবং তার কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করা হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও যদি কেউ কারো অধিকার নষ্ট করেন সেজন্যও ধরা হবে। নিজের ইচ্ছে এবং মর্জি মত চলাকে দীনদারী বলে না। দীনদারী হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছে মত চলার নাম।

প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য খরচ করতে পিতা বাধ্য কিনা

প্রশ্ন-১৮৯৩ ঃ এক ব্যক্তি যার তিন ছেলের বয়স ১৮ বছরের চেয়ে বেশি। এক মেয়ে, বয়স ১৬ বছর। ছোট দু'ছেলে, একজনের বয়স পনেরো, আরেক জনের নয়। স্ত্রী আছেন। সেই ব্যক্তি তিন বছর আগে এক ব্যবসা শুরু করেছেন। যা লাভ হয় তা তিনি পুঁজির সাথে যোগ করে পুঁজিকে বাড়িয়ে তুলতে চাচ্ছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে আমি যে অবস্থায় আছি তাতে কুরআনের দৃষ্টিতে বউ বাচ্চার জন্য খরচ করা আমার উপর ফরয নয়। অথচ তার সব ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। তার স্ত্রীও কোনো চাকুরী করেন না। কিন্তু ভদ্রলোকের বক্তব্য হচ্ছে আমি যতদিন তাদের খাওয়াতে পরাতে পেরেছি, করেছি। এখন আমি পারছিনা। কারণ আমার ব্যবসাকে বড় করতে হবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী আমার উপর আর ফরয নেই। আঠারো বছর হওয়ার পর আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। এখন রুজি-রোজগারের দায়িত্ব তাদের। ছেলেদের সাথে তিনি এমন ব্যবহার করেন, যার দরুন তারা দিনের পর দিন পিতার সাথে দেখাও করে না। এড়িয়ে চলে। এ সমস্যার সমাধান কী? আপনি মেহেরবানী করে কুরআন হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর ঃ ভদ্রলোকের কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভুল এবং অনুতাপের বিষয়। তিনি বলেন – 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী আমার উপর আর ফরয নেই' এটি মূর্খতাসুলভ বক্তব্য। স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। স্বামী যদি গরীব হয়ে যান, সহায়-সম্পত্তি না থাকে তবু। মানুষের কাছে চেয়ে হোক কিংবা ভিক্ষা করে হোক স্ত্রীর ব্যয়ভার নির্বাহ করা স্বামীর জন্য ফরয। সন্তানের ব্যাপারে নির্দেশ হচ্ছে, তাদের সম্পত্তি থাকলেও সেখান থেকে তাদের জন্য খরচ করা যাবে। আর সম্পত্তি না থাকলে কিংবা তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে, তাদের খরচের দায়িত্ব পিতার। এখানে পিতার সামর্থ আছে। যদি না থাকতো তবে বলা যেত ভিক্ষে করে হলেও তাদের জন্য খরচ করতে হবে। যদি না করেন তাহলে কিয়ামতের দিন তিনি আটকে যাবেন।

সন্তান যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং উপার্জনক্ষম হয় তার দায় আর পিতার উপর থাকে না। সে উপার্জন করে খাবে। কিন্তু কন্যা সন্তানের যতদিন বিয়ে-শাদী না হবে ততদিন তার ব্যয়ভার নির্বাহ করার দায়িত্ব পিতার। পিতা মেয়েকে উপার্জনের জন্য বাধ্য করবে, এ অধিকার তাঁর নেই।

এতক্ষণ আমি যা কিছু বললাম, ভরণ পোষণের আইনের দৃষ্টিতেই বললাম। আইনের বাইরেও কিছু নৈতিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। সন্তান যখন লেখা পড়া

করে, উপার্জন করতে পারে না, তখন তার ব্যয়ভার পিতাকেই বহন করতে হয়। যে পিতা তাঁর সন্তানের সাথে খারাপ আচরণ করেন, আল্লাহ্ না করুন তিনি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে সন্তানের কাছে ভালো আচরণ আশা করবেন কিভাবে? ভদ্রলোকের উচিত স্ত্রী ও সন্তানের জন্য কৃপণতা পরিহার করা। স্ত্রী ও সন্তানের পেছনে খরচ করা সাদাকার তুল্য সওয়াব। তবু যদি তিনি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন, তাহলে আইনের আশ্রয় নেয়া উচিত।

আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর অধিকার

আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন-১৮৯৪ ঃ আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক না রাখা গুনাহ কিনা? যদি মা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন, তাহলে কী করা যাবে?

উত্তর ঃ নিকটাত্মীয় বলে যারা পরিচিত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নয়। গভীর সম্পর্ক রাখা সম্ভব না হলে অন্তত সালাম এবং কথাবার্তা চালু রাখা উচিত। এতটুকু সম্পর্ক বহাল রাখতে যদি বাপ মা নিষেধ করেন তবু। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কথা মানা যাবে না।

প্রশ্ন-১৮৯৫ ঃ আজকাল ছোট কথাবার্তা নিয়ে আত্মীয় স্বজনের সাথে ঝগড়া বিবাদ লেগে যায়। তখন পরস্পর কথা বার্তা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। শরঈ দৃষ্টিতে এরূপ ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ আত্মীয় স্বজনের সাথে ভুল বুঝাবুঝি, তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে। এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এর জের ধরে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এটি ঠিক নয়। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয নয়। কবীরা গুনাহ।

এক পক্ষের খারাপ আচরণের কারণে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়

প্রশ্ন-১৮৯৬ ঃ এক পক্ষ যদি এমন অশোভন আচরণ করে, যাতে তার আত্মীয় স্বজন তার সাথে সম্পর্ক রাখতে উৎসাহ বোধ করেন না। কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইলে সে আগ্রহী হয় না। অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। এরূপ অবস্থায় কোনো আত্মীয় যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনিও কি গুনাহগার হবেন?

উত্তর ঃ আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে মূলত দুটো কারণে। এক. দীনী কারণে কিংবা দুই. পার্থিব কারণে। যদি দীনী কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হয়, এ ক্ষেত্রে তিনিই গুনাহগার হবেন যিনি দীনের অনুসারী না হওয়ার কারণে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন তাকে বর্জন করতে বাধ্য হন। তবু শর্ত হচ্ছে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তার প্রাপ্য অধিকারসমূহ তাকে বুঝিয়ে দেবেন। আর যদি পার্থিব কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হয় তাহলে যে পক্ষ অপরের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দিতে গড়িমসি করবেন, তিনিই গুনাহগার হবে। আর যদি দু'পক্ষই বাড়াবাড়ি করেন তাহলে উভয়পক্ষই গুনাহগার হবেন। আমাদের দীনের শিক্ষা এটা নয় যে, একজন ভালো আচরণ করলে শুধু তার সাথেই সম্পর্ক বহাল রাখতে হবে। আমাদের দীনের শিক্ষা হচ্ছে– যিনি সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান তার সাথে সম্পর্ক বহাল রাখার চেষ্টা করা। একজন অধিকার বঞ্চিত করতে চাইলে যাকে বঞ্চিত করতে চাইলেন তিনি যেন বঞ্চিতকারীর অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হন। অন্তত এতটুকু সৌজন্য প্রদর্শন করতে না পারলে উভয়েই গুনাহগার হবেন।

দুষ্ট মহিলাদের পায়ের নিচে কি সন্তানের জান্নাত?

প্রশ্ন–১৮৯৭ ঃ সাধারণত বলা হয়ে থাকে মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। কিন্তু যে মহিলা তার মাসুম বাচ্চাদের রেখে ঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় তার সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ কী? এমন মহিলাদের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত একথা কল্পনা করা যায়?

উত্তর ঃ এরূপ মহিলাদের তো মানুষ বলাই উচিত নয়। মা শব্দটির পবিত্রতার মর্যাদা তারা কী করে বুঝবে। যে মহিলা নিজেই জাহান্নামের ইন্ধন হতে চায় তার পায়ের নিচে জান্নাত হয় কি করে? হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান যেন তার মাকে কষ্ট না দেয়। তার সাথে বেয়াদপি না করে।

যিনি আত্মীয়কে দুশমন মনে করেন তার সাথে সম্পর্ক রাখা

প্রশ্ন-১৮৯৮ ঃ আমাদের এক নিকটাত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চান না। অথচ আমাদের এখানে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন। তিনি সে ব্যপারে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা উল্টো তিনি আমাদের শত্রু মনে করেন। আমাদের হিংসা করে অনেক অপবাদ রটিয়ে বেড়ান। এমতাবস্থায় আমরা যদি সম্পর্ক ছিন্ন করি তাহলে কি গুনাহগার হবো?

উত্তর ঃ একেবারে ছিন্ন করা ঠিক হবে না। দেখা সাক্ষাৎ হলে সালাম ও কুশল বিনিময় করা উচিত। অসুস্থ হলে সেবা করা উচিত। মারা গেলে জানাযায় অংশগ্রহণ করা উচিত। এতটুকু করলে অন্তত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত অপরাধ হবে না। সালাম ও কুশল বিনিময়টুকুও যদি বন্ধ করে দেন তাহলে আপনারাও গুনাহগার হবেন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে বাপ মা নিষেধ করলে

প্রশ্ন-১৮৯৯ ঃ বাপ মা যদি কোনো আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন, এরূপ অবস্থায় কী করবো? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম। হাদীসে আছে–

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

যুবাইর ইবনু মুতইম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।' মিশকাত, পৃ-৪১৯।

নাজায়েয কোনো কাজে বাপ মায়ের আনুগত্য করা যাবে না। তবে বাপ মা যদি কোনো কল্যাণের দিক বিবেচনা করে অত্যধিক মেলামেশা করতে বারণ করেন, তাহলে ঠিক আছে।

প্রতিবেশীর অধিকার

প্রশ্ন-১৯০০ ঃ আমার বাড়ি বিদ্যুৎ আছে। প্রতিবেশীর বাড়ি নেই। এমতাবস্থায় তাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা কি আমার কর্তব্য? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি পেট ভরে খেল আর তার প্রতিবেশী ভুখা রইলো সে মুমিন নয়।' এ হাদীসের শিক্ষা-ই বা কী?

উত্তর ঃ আপনার চিন্তা-চেতনা ঠিক আছে। আল্লাহ কাউকে তাওফিক দিলে, তার উচিত প্রতিবেশীকেও সেই কল্যাণে অংশীদার করা। আপনার প্রতিবেশীর বাড়ি বিদ্যুৎ না থাকলে আপনি তাকে বিদ্যুতের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। যাতে তিনিও বিদ্যুতের কানেকশন নিতে পারেন। যতদিন তিনি কানেকশন না পান ততদিন আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই।

কষ্ট দেন এমন প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

প্রশ্ন-১৯০১ ঃ প্রায় দশ বছর থেকে সাইয়্যিদ বংশের এক লোক আমার প্রতিবেশী হিসেবে আছেন। ইসলাম ও সংবিধান অনুযায়ী আমাদের দু'জনের মর্যাদা সমান কিন্তু ভদ্রলোক সারাক্ষণ তার প্রতিবেশীদের সাথে লেগেই থাকেন। কাউকে একদণ্ড মানসিক প্রশান্তিতে থাকতে দেন না। বৈধ-অবৈধের তোয়াক্কা না করে অনেক বিত্তবেসাতেরও মালিক হয়েছেন। সেই অহংকারে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরাও কম যায় না। এবার আপনিই বলুন, এরূপ প্রতিবেশীর সাথে কিভাবে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা যায়?

উত্তর ঃ আপনি তাদের সাথে অসদাচরণ করবেন না। ধৈর্য ধারণ করুন। আপনি ভদ্রলোককে সাইয়্যিদ বলেছেন। আমার মনে হয় না তিনি সাইয়্যিদ। তিনি সাইয়্যিদ হলে তার আচরণ নবী করীম (সা)-এর মত হতো। যারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে মুমিনের কাতার থেকে বের করে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ
وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ " الَّذِي لاَ يُؤْمِنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল। সে কে? বললেন, যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় সে মুমিন নয়। –সহীহ মুসলিম।

তালাক দেয়ার পর আবার সেই স্ত্রীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন যাপনকারী প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক

প্রশ্ন-১৯০২ ঃ আমাদের গ্রামে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক, দশ তালাক, একশ তালাক এভাবে দিয়েছেন। সকল উলামা কিরাম এবং মুফতিগণ ফাতওয়া দিয়েছেন হিলা বিয়ের পর পুনরায় বিয়ে না করে তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। কিছুদিন পর তারা এক পীর সাহেবের কাছে গিয়ে সম্ভবত ভাষ্য পরিবর্তন করে পুনর্বিবাহের ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। পীর সাহেব পুনরায় তাদের বিয়ে পড়িয়ে দেন। ফলে আমরা সবাই তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করেছি। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ আপনার বক্তব্য থেকে বুঝা যায় সেটি তালাক মুগাল্লাযা হয়েছে। যে তালাকের পর স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করলে সেই স্বামী তাকে তালাক দিলে কিংবা মরে গেলে ইদ্দত পালনের পর আগের স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। নইলে আর তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। পীর সাহেবের কাছে ভুল বক্তব্য দিয়ে বিয়ে করে এলে সেজন্য পীর সাহেব দায়ী থাকবেন না। আর পীর সাহেব বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন বলেও হারাম হালাল হয়ে যাবে না। সেই দম্পতি অপরাধী। তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বৈধ। যারা সেই অপরাধে সহযোগিতা করবে তাদেরকেও বয়কট করা যাবে।

সালাম ও মুসাফাহা

ইসলামে সালামের গুরুত্ব

প্রশ্ন-১৯০৩ ঃ ইসলামে সালামের গুরুত্ব কতটুকু? সালাম কি শুধু মুসলিমকেই দিতে হবে? নাকি অমুসলিমকেও দেয়া যাবে?

উত্তর ঃ সালাম দেয়া সুন্নাত। সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব। যিনি সালাম দেবেন তার জন্য বিশ নেকী। আর যিনি সালামের জবাব দেবেন তার জন্য দশ নেকী। অমুসলিমকে সালাম দেয়া যাবে না। যদি তারা দেয়, জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে।

সালাম দেয়ার সময় কপালে হাত ঠেকানো

প্রশ্ন-১৯০৪ ঃ সালাম দেয়ার সময় কপালে হাত ঠেকানো কিংবা একটু ঝুঁকে যাওয়া কিরূপ? অনেক সময় দেখা যায় গলাগলির সময় মুখে চুমো দেয়া হয়, এর বৈধতা কতটুকু?

উত্তর ঃ সালাম দেয়ার সময় কপালে হাত ঠেকানো কিংবা ঝুঁকে যাওয়া ঠিক নয়, বিদ'আত। মুসাফাহা এর অনুমতি রয়েছে। শ্রদ্ধা ও নম্রতা প্রকাশার্থে চুমো দেয়ার অনুমতিও রয়েছে।

মুসাফাহা এক হাতে নাকি দু'হাতে করা সুন্নাত

প্রশ্ন-১৯০৫ ঃ এক হাত দিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত, নাকি দু'হাতে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ সহীহ আল বুখারীর ২য় খণ্ডের ৯২৬ পৃষ্ঠায় ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন-

عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ.

'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে 'আত্তাহিয়্যাতু' শিখিয়েছেন। তখন আমার হাত তাঁর দু'হাতের মধ্যে ছিলো।'

ইমাম বুখারী (রহ) এ হাদীসটি 'মুসাফাহা' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। তার পরের অনুচ্ছেদ 'দু'হাত দিয়ে ধরা' শিরোনামে এ হাদীসটি দিয়েই শিরোনাম বানিয়েছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয় দু'হাত দিয়ে মুসাফাহা করা সুন্নাত। তাছাড়া 'মুসাফাহা এর প্রাণ' এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী (রহ) বলেছেন– 'এটি হচ্ছে মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মহব্বত বা ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।' হুজ্জাতুল্লাহি বালিগাহ্, পৃষ্ঠা-১৯৮।

এক মুসলিম ভাই তার আরেক মুসলিম ভাইয়ের হাত দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ভালোবাসা ও মহব্বতের উষ্ণতা প্রকাশ করবে, এটি স্বভাবজাত প্রকৃতিরও দাবী। দু'হাতে মুসাফাহা করলে ভালোবাসার যে গভীরতা ও উষ্ণতা পাওয়া যায়, তা এক হাতে মুসাফাহা করলে পাওয়া যায় না।

ফজর ও আসর নামাযের পর মুসল্লিদের মুসাফাহা করা

প্রশ্ন-১৯০৬ ঃ ফজর ও আসর নামাযের পর মুসল্লিরা ইমাম সাহেবের সাথে মুসাফাহা করে থাকেন এটি সুন্নাত এবং সওয়াবের কাজ এ নিয়তে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর ঃ সালাম ও মুসাফাহা তাদের জন্য সুন্নাত, যারা বাইরে থেকে এসে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ফজর ও আসরের পর সালাম ও মুসাফাহার যে রেওয়াজের কথা আপনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা সাহাবা কিরাম এরূপ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই এটি বিদ'আত।

গাইরি মুহাররাম মহিলাদের সালাম দেয়া

প্রশ্ন-১৯০৭ ঃ গাইরি মুহাররাম কোনো মহিলাকে সালাম দেয়া জায়েয কিনা? যদি কেউ সালাম দেন, তার জবাব দেয়া জরুরী কিনা?

উত্তর ঃ অন্তরে কু-ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে জায়েয নয়। নইলে জায়েয। যুবক যদি কোনো যুবতিকে সালাম দেয় তাহলে কু-ধারণা সৃষ্টির আশংকা বেশি থাকে। সেজন্য এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বয়স্কা মহিলাদের সালাম দেয়াতে কোনো দোষ নেই।

কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সেই সালামের জবাব দেয়া

প্রশ্ন-১৯০৮ ঃ আমি এক কোম্পানীতে চাকুরী করি। আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবও সেখানে চাকুরী করেন। দেখা গেল কোনো ভদ্রলোক এসে কাউকে উদ্দেশ্য করে সালাম দিলেন। তিনি ব্যস্ততার কারণে সালামের উত্তর দিচ্ছেন না। আমরা যারা সেখানে থাকি, আমরা কি তার উত্তর দিতে পারবো?

উত্তর ঃ যেখানে অনেক লোকজন থাকেন সেখানে কাউকে উদ্দেশ্য করে সালাম দেয়া ঠিক নয়। যদি কেউ এরূপ করেন আর তার কাছের ব্যক্তিবর্গ সেই সালামের জবাব দিয়ে দেন তাহলে জবাব দেয়ার হক আদায় হয়ে যায়। আপনারাও এক্ষেত্রে জবাব দিতে পারেন।

অমুসলিমকে সালাম দেয়া কিংবা তার সালামের জবাব দেয়া

প্রশ্ন-১৯০৯ ঃ অনেক সময় সামাজিকতা ও লৌকিকতার কারণে অমুসলিমকে সালাম দিতে হয় কিংবা তাদের দেয়া সালামের জবাব দিতে হয়। এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ সালাম একদিকে দু'আ। আরেক দিকে ইসলামের নিদর্শন। এজন্য কোনো অমুসলিমকে 'আস সালামু আলাইকুম' বলা যাবে না। যদি তিনি সালাম দেন, জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে–

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ.

"আহলুকিতাব কেউ তোমাদের সালাম দিলে জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলবে।" –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

মাসজিদের ভেতর জোরে সালাম দেয়া

প্রশ্ন-১৯১০ ঃ মাসজিদে প্রবেশ করে জোরে সালাম দেয়া যাবে কিনা? এতে নামাযরত ব্যক্তির অসুবিধা হয়। নামাযে মনযোগ নষ্ট হয়। যদি কেউ জোরে সালাম দেন, তার জবাবও কি জোরে দিতে হবে?

উত্তর ঃ এতো জোরে সালাম দেয়া যাবেনা যাতে নামাযরত ব্যক্তির নামাযে মনযোগ নষ্ট হয়। যদি কেউ পৃথকভাবে বসা থাকেন তার কাছাকাছি গিয়ে আস্তে সালাম দেয়া যেতে পারে।

আল কুরআন তিলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া

প্রশ্ন–১৯১১ ঃ কেউ যদি আল কুরআন তিলাওয়াতরত থাকেন তাকে সালাম দেয়া যাবে কিনা? যদি কেউ দেন, তার জবাব দিতে তিনি বাধ্য কিনা?

উত্তর ঃ আল কুরআন তিলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম না দেয়া উচিত। যদি কেউ দেন, তার জবাব দেয়া তার জন্য জরুরী নয়।

সালামের জবাবে কী বলতে হবে

প্রশ্ন-১৯১২ ঃ কেউ সালাম দিলে তার জবাবে কী বলতে হবে। আজকাল দু'জন দেখা সাক্ষাৎ হলে দু'জনই দু'জনকে আস সালামু আলাইকুম বলেন। এরূপ করা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ 'আস সালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিতে হবে। জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতে হবে। এরূপ বলা ওয়াজিব। যদি দু'জন দু'জনকে 'আস সালামু আলাইকুম' বলেন, জবাবে উভয়কেই 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলতে হবে।

ঝুঁকে পড়ে ইমাম সাহেবের সাথে মুসাফাহা করা

প্রশ্ন-১৯১৩ ঃ জুমু'আর নামাযের পর অনেক মুসুল্লীকে দেখা যায় ঝুঁকে পড়ে ইমাম সাহেবের সাথে মুসাফাহা করতে। ইমাম সাহেবও তাদের সামনে হাত বাড়িয়ে দেন। কোনো আপত্তি করেন না। এরূপ করা জায়েয কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ মুসাফাহা করার সময় ঝুঁকে পড়া কিংবা মাথা নিচু করা যাবেনা।

কারও সম্মানে দাঁড়ানো

প্রশ্ন-১৯১৪ ঃ দৈনিক জং-এ প্রকাশিত এক হাদীস দেখলাম। সেখানে বলা হয়েছে, একদিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাদের মজলিশে তাশরিফ আনলেন। সাহাবাগণ তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি পছন্দ করলেন না। এরূপ করতে সবাইকে নিষেধ করলেন।

এখন দেখা যায় শিক্ষক, কোনো বুজুর্গ কিংবা উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তার আগমন ঘটলে তার জন্য সবাই দাঁড়িয়ে যায়। মেহেরবানী করে উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে বলবেন, এরূপ করা বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ এখানে দুটো বিষয় ভিন্ন। কেউ যদি মনে করেন লোকজন আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাক। এর পেছনে মূলতঃ অহংকার কাজ করে। এই মনোভাব পোষণকারীকে হাদীসে কঠিন শাস্তির হুমকী দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'লোকজন তাকে দেখে দাঁড়িয়ে সম্মান করে, এই ভেবে যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, জাহান্নামে যেন সে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল।' –জামে আত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ।

কতিপয় অহংকারী কর্মকর্তা তার অফিসে এই নিয়ম চালু করে নিয়েছেন, তাদের দেখে অধস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণ দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কেউ এরূপ না করতে চাইলে তার প্রমোশন হেল্ডআপ করে রাখা হয়। মনে হয় তাদের ব্যাপারেই হাদীসের এ বক্তব্য– 'তারা যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিল।'

পক্ষান্তরে বন্ধু-বান্ধব, প্রিয় ব্যক্তি, কোন বুজুর্গ কিংবা বয়োজৈষ্ঠ্য কারও জন্য আবেগে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয/মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে– ফাতিমা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগতম জানাতেন। তাঁর হাত ধরে চুমো দিতেন। নিজের জায়গায় তাঁকে বসাতেন। আবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তাঁর কাছে যেতেন তিনি দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। তাঁর হাতে চুমো খেতেন। নিজের জায়গায় তাঁকে বসাতেন। (মিশকাত, পৃ-৪০২)

এই দাঁড়ানোটা ছিলো ভালোবাসার। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ ইবনু মু'য়াজের ব্যাপারে আনসার সাহাবাদের বলেছিলেন- قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ 'তোমাদের নেতার দিকে দাঁড়িয়ে যাও।' –মিশকাত, পৃ-৪০৩।

এই দাঁড়ানোটা ছিলো সম্মানার্থে। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। যখন তিনি দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম। যতক্ষণ তিনি কোনো বেগমের মহলে প্রবেশ না করতেন ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। (মিশকাত, পৃ-৪০৩)

এই দাঁড়ানোটা ছিলো সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনার্থে। ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের দেখে দাঁড়িয়ে যে সম্মান প্রদর্শন করে তাও এই পর্যায়ের। যাদেরকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়ানো হয় তারা অবশ্য চান না যে, তাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো হোক।

ঈদের দিনে কোলাকুলি

প্রশ্ন-১৯১৫ ঃ ঈদের দিনে মানুষ কোলাকুলির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কী সুন্নাত, মুস্তাহাব নাকি বিদআত?

উত্তর ঃ ঈদের দিনে এ কোলাকুলির শরঈ ভিত্তি নেই। একে সুন্নাত মনে করার কোনো কারণ নেই। কেউ যদি মনে করে এরূপ করলে ছাওয়াব হবে, নিঃসন্দেহে তা বিদআত। একে যদি ছাওয়াবের কারণ কিংবা ইসলামী নিদর্শন মনে না করা হয়, শুধু আনন্দ প্রকাশের জন্য এরূপ করা হয় তাহলে আশা করা যায় গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন-১৯১৬ ঃ মুসাফাহা ও মু'আনাকা (কোলাকুলি) এর শরঈ মর্যাদা সম্পর্কে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি ঈদের দিন জরুরী মনে করে ছাওয়াবের নিয়তে মুসাফাহা ও কোলাকুলি করে তাহলে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি ঈদের দিন এরূপ করেছেন?

উত্তর ঃ ঈদের দিন মুসাফাহা ও মু'আনাকা (কোলাকুলি) করার শরঈ কোনো ভিত্তি নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাগণ কোনো ঈদের দিনই এরূপ করেননি।

ছাওয়াবের নিয়তে এরূপ করা বিদআত। কেউ এরূপ না করলে লোকে তাকে খারাপ মনে করে থাকে। এজন্যই এই প্রথা বাদ দেয়া উচিত।

পতাকার উদ্দেশ্যে সালাম দেয়া

প্রশ্ন-১৯১৭ ঃ স্কুলে এসেম্বলির সময় পতাকার উদ্দেশ্যে সালাম দেয়া হয়। শরঈ দৃষ্টিতে এরূপ করা বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ পতাকা সালাম করা শরীআহ বিরুদ্ধ কাজ। এর পরিবর্তন হওয়া উচিত। দেশকে ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন, কিন্তু ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের প্রথাটি অমুসলিমদের তৈরি।

সালাম প্রদানকারী মুসলিম কি অমুসলিম সন্দেহ হলে

প্রশ্ন-১৯১৮ ঃ আমরা এক জায়গায় বসা ছিলাম। সেখানে এক ভদ্রলোক এলেন। অমুসলিম দেশের অধিবাসী। আমাদের সালাম দিলেন। আমি সন্দেহে পড়ে গেলাম, তিনি মুসলিম নাকি অমুসলিম। এমতাবস্থায় তার সালামের জবাব কিভাবে দেবো ভেবে পেলাম না। মেহেরবানী করে জানাবেন। এরূপ অবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর ঃ তিনি যদি 'আস সালামু আলাইকুম' বলেন, তাতেই মুসলিম হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তবু যদি সন্দেহ প্রবল হয় যে, তিনি একজন অমুসলিম তাহলে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলে তার সালামের জবাব দিতে হবে।

আগে সালাম দেয়া যদি উত্তম হয় তাহলে মানুষ আগে সালাম দিতে চায় না কেন

প্রশ্ন-১৯১৯ ঃ আগে সালাম দেয়া যদি উত্তম হয় তাহলে মানুষ আগে সালাম দিতে গড়িমসি করে কেন? অনেক আলিমকেও দেখা যায় তারা আগে সালাম দিতে অলসতা করেন। এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ প্রথমে সালাম দেয়া উত্তম। আলিমের জন্যও উত্তম এবং সাধারণ মানুষের জন্যও।

স্বামী স্ত্রীর অধিকার

স্ত্রীকে অপবাদ দেয়া, মারপিট করা

প্রশ্ন-১৯২০ ঃ শিক্ষিত এক ভদ্রলোক। ইসলামী স্টাডিতে এম.এ। স্ত্রীকে মর্যাদা দেন না। বিভিন্ন অপবাদ দেন। কথায় কথায় মারপিট করেন। বাপের বাড়ি যেতে চাইলে রাগে ফেটে পড়তে চান। সেজন্য স্ত্রীও তাকে কিছু বলতে সাহস পান না। স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন কেউ এলে তার সাথেও জঘণ্য আচরণ করে থাকেন।

ইসলাম কি মেয়েদের এতই অধম মনে করে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে তাদেরকে হালাল করা হয় শুধু কি এজন্য? আমি যে সবর করে যাচ্ছি সেজন্য কি কিছুই পাবো না? কুরআন হাদীসের আলোকে মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনি যা লিখেছেন তাতে মনে হয় ভদ্রলোক 'জ্ঞানপাপী' বা পণ্ডিতমূর্খ। গালিগালাজ করা, অপবাদ দেয়া, মারপিট করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, শপথ করে তা পুরা না করা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়। যে ব্যক্তি কোনো মহিলার নামে

অপবাদ দেবে, তাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যদি না পারে আল্লাহর কুরআন তার শাস্তি নির্ধারণ করেছে ৮০ ঘা বেত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেউ তার স্ত্রীর উপর অপবাদ দিলে স্ত্রী আদালতে লি'আন[১] ও বিবাহ বিচ্ছেদের দাবীতে মামলা করতে পারেন। আর আপনি যদি সবর করেন এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ন্যায় বিচারের আশা রাখেন, তাহলে অবশ্যই আপনি সেদিন ন্যায়বিচার পাবেন। যদি দুনিয়ার আদালতে যেতে চান সেই অধিকারও আপনার রয়েছে। তাছাড়া আপনি চাইলে দু'চারজন লোক ডেকে তাদের মধ্যস্থতায় তালাক নিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে বসে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করতে পারেন। ঐ জ্ঞানপাপীর আচরণের দায় ইসলামের উপর চাপানো কিংবা 'ইসলাম কি মেয়েদের এতই অধম মনে করে' বলে 'ইসলাম'কে অভিযুক্ত করা মোটেই ঠিক নয়।

এসব জ্ঞানপাপীদের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে তাই, যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। তিনি বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرٌ لأَهْلِه وَأَنَا خَيْرٌ لأَهْلِه

'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।' মিশকাতুল মাসাবিহ্, পৃ-২৮১।

স্ত্রীর ভরণ পোষণ

প্রশ্ন-১৯২১ ঃ অফিস আদালতে পুরুষ-মহিলা মিলেমিশে চাকুরী করবে এটি ইসলাম অনুমোদন করে কিনা? স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব কার, স্বামীর নাকি স্ত্রীর? মেহেরবানী করে জানাবেন।

---

[১] লি'আন একটি শরঈ পরিভাষা। কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করেন তিনি ইসলামী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারেন। বিচারক স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আদালতে হাজির করে প্রত্যেকের দাবীর ব্যাপারে শপথ নেবেন। স্বামী চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেন, তাঁর স্ত্রী চরিত্রহীনা, অসতী। পঞ্চমবার বলবেন যদি তিনি মিথ্যে অভিযোগ এনে থাকেন তাঁর উপর আল্লাহর গজব পড়বে। স্ত্রীও আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার বলবেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যে। পঞ্চমবার বলবেন তিনি মিথ্যে শপথ করে থাকলে তার উপর যেন আল্লাহর গজব পড়ে। এভাবে শপথ করার পর বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন। কোনো দিনই তারা আর পুনর্বিবাহের মাধ্যমে একত্রিত হতে পারবে না। –অনুবাদক

উত্তর ঃ স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। আয় রোজগারের দায়িত্বটাও স্বামীর। মহিলারা এ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিজেরাই বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। তাছাড়া বেপর্দা হয়ে মহিলাদের আয়-রোজগার করার অনুমোদন ইসলামে নেই।

দ্বিতীয় স্ত্রীর চাপে সন্তানদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন-১৯২২ ঃ আমি প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। সেই ঘরে তিনজন মেয়ে আছে। তাদের বিয়ে দিয়েছি। আমি চাচ্ছি তারা আমার সম্পত্তিতে অংশীদার না হোক। তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাক। আমার স্ত্রীর ইচ্ছেও তাই। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে ঠিক হবে কিনা জানতে চাই।

উত্তর ঃ মেয়েদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা? কী সাংঘাতিক কথা! এজন্য আপনার তাওবা করা উচিত। তাদেরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাওয়া সেটিও মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, স্ত্রীর কথায় তাকে বঞ্চিত করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে স্ত্রীর মহব্বত আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সক্ষম স্বামী বসে বসে স্ত্রীর রোজগার খাওয়া

প্রশ্ন-১৯২৩ ঃ স্ত্রীর উপার্জনের টাকা স্বামী কি খরচ করতে পারেন? স্বামী যদি সক্ষম হন, তার যদি কোনো সমস্যা না থাকে তবু? অথচ তিনি উপার্জনের কোনো চেষ্টাই করছেন না।

উত্তর ঃ স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর। এখন স্ত্রী যদি সেই দায়িত্ব নিজেই পালন করেন তাহলে তো কোন কথা নেই। অলস স্বামীর ব্যবস্থা তো হয়েই গেল। স্ত্রী যদি উপার্জন করে তাকে খরচ করতে দেন তা তার জন্য জায়েয হবে না কেন?

ঋণগ্রস্ত স্বামীকে (স্ত্রীর) দান

প্রশ্ন-১৯২৪ ঃ এক ব্যক্তি পাঁচ হাজার টাকা ঋণগ্রস্ত। স্ত্রীর কাছে যে অলংকার রয়েছে তার বাজার মূল্য তিন হাজার টাকা। স্ত্রী চাচ্ছেন পনেরশ' টাকা মূল্যের গয়না বিক্রি করে গ্রামের এক যুবতী মেয়ের বিয়ে দিতে। স্বামী চাচ্ছেন স্ত্রীর পনেরশ' টাকা তাকে ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য দিয়ে দিতে। স্ত্রী বলছেন, এটি আমার অধিকার, যাকে ইচ্ছে দেবো। মেহেরবানী করে জানাবেন, কাকে দান করলে স্ত্রী বেশী সাওয়াব পাবে?

উত্তর ঃ স্ত্রী যদি গয়নার মালিক হয়ে থাকেন, তার গয়না যেখানে খুশী দান করতে পারবেন। স্বামীর বাঁধা দেয়ার কোনো অধিকার নেই। তবে হাদীসে আছে, মহিলাদের সর্বোত্তম দান হচ্ছে স্বামী সন্তানের জন্য খরচ করা। তাই আমি সেই পুণ্যবতী মহিলাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তিনি যেন তার গয়নাগুলো স্বামীর ঋণমুক্তি বাবদ দান করে দেন। এতে আল্লাহ খুশী হয়ে তাকে জান্নাতে আরও উত্তম গয়নার ব্যবস্থা করে দেবেন।

শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে বউ এর ঝগড়া-বিবাদ

প্রশ্ন-১৯২৫ ঃ আমার বিয়ে হয়েছে মাত্র আড়াই বছর। অল্প সময় হলেও আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনের সাথে সামান্য বিষয় নিয়েও ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকে। আমার স্বামীর সাথেও তার বাপ মায়ের বনিবনা হয় না। তারা কখনও আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না। আমার একটি মেয়ে আছে তাকেও দেখতে পারেন না। আমার স্বামী তার পরিবারের সদস্যদের সাথে যৌথ ব্যবসা করেন। যদিও পুরা শ্রম আমার স্বামীর। আলহামদুলিল্লাহ! ব্যবসা খুবই ভালো চলছে। আড়াই বছরের মধ্যে ঝগড়ার কারণে কয়েকবার আমি আমার বাপের বাড়ি চলে আসি। লোকজন বলে কয়ে আমাকে নিয়ে যায়। কদিন ভালো থাকেন। আবার শুরু হয় সেই ঝগড়া। এবার আমি এবং আমার স্বামী মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ব্যবসা একসাথে থাকলেও পৃথক বাসা নেবো। যেন মুরুব্বীদের সাথে সম্পর্ক কিছুটা হলেও ভালো থাকে। আমাদের এ সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা, পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার চিঠিটা পড়লাম। শাশুড়ি-বউ এর ঝগড়া, এ তো নিত্য দিনের ঘটনা। তবে এ ঝগড়ায় কোনো একপক্ষ দোষী নয়। উভয়পক্ষের-ই কম বেশি দোষ থাকে। প্রত্যেকেরই উচিত খুটিনাটি ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা। একপক্ষ বাড়াবাড়ি করে ফেললে অন্যপক্ষ ধৈর্য ধরা।

আপনার চিঠির জবাব হচ্ছে– আপনি যদি শ্বশুর-শাশুড়ির সব কথা বরদাশ্‌ত করতে পারেন, সেই সাহস ও যোগ্যতা থাকে, তাদের কোনো কথারই প্রতিবাদ করতে না চান, তাহলে আপনি শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবতী হিসেবে পরিচিত হবেন। আপনার সাহস, ধৈর্য ও সহনশীলতার বদৌলতে স্বামীর বাপ মায়ের খেদমত করতে পারলে তার কল্যাণ আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। যদি সাহস, হিম্মত ও সেই যোগ্যতা আপনার না থাকে, আমিত্বকে বিসর্জন দিতে না পারেন, তাহলে আপনি ও

আপনার স্বামী আলাদা বাসা নিতে পারেন। তবে স্বামীর বাপ মায়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অভিপ্রায় যেন না থাকে, বরং মনে করতে হবে, এক সাথে থাকলে তাদের সাথে ঝগড়া হতো, তাদের মনে কষ্ট হতো, সেই অপরাধ থেকে তো অন্তত বেঁচে থাকা যাবে। মোটকথা আপনার অপরাধে আপনি পৃথক হচ্ছেন, তাদের দোষে নয়, এটিই আপনাকে ভাবতে হবে। পৃথক বাড়িতে যাওয়ার পরও তাদের আর্থিক ও শারীরিক খেদমতকে আপনারা সৌভাগ্য মনে করতে থাকবেন। স্বামীকে নিয়ে আপনার বাপের বাড়ি উঠে তাকে ছোট করে দেবেন না। অবশ্য চাইলে ব্যবসার ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন।

আপনার সমস্যা সমাধানের অনেকগুলো দিকই আমি তুলে ধরলাম। আপনি যেটি ভালো মনে করেন গ্রহণ করতে পারেন। মনে রাখবেন, আপনার কারণে যেন আপনার স্বামী তার বাপ মায়ের খেদমতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হন। আপনার চেষ্টা থাকবে যাতে আপনার স্বামী তার বাপ মায়ের খেদমত করার সুযোগ পান। কারণ বাপ মায়ের খেদমত ও আনুগত্যের উপরই নির্ভর করছে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য।

পুরুষ ও মহিলাদের মর্যাদা

প্রশ্ন-১৯২৬ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের কি পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্টি করেছেন? কতিপয় পুরুষের দাবী তো তা-ই। মহিলাদের কি কোনো মর্যাদা-ই নেই?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানবধারা অব্যাহত রাখার জন্যই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। উভয়ের অন্তরে একে অপরের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একজনকে আরেকজনের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বন্ধু, সাথী, সহযোগী ও সুখ দুঃখের অংশীদার। মহিলাদের চরিত্রে রয়েছে কোমলতা আর পুরুষের চরিত্রে কঠোরতা। কঠোরতা ও কোমলতার মিশ্রণে সৃষ্টি হয় সুখময় পৃথিবীর। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সুখ ও দুঃখের মুহূর্তগুলো সমানভাবে ভাগ করে নেয়। আখিরাতের পুঁজিও দু'জনে মিলেমিশে একসাথে সংগ্রহ করে। প্রকৃতি একজনের ক্ষতিকে অন্যজনের দ্বারা পুষিয়ে দেয়। মহিলা ছাড়া পুরুষের জীবন পূর্ণ হতে পারে না। তেমনিভাবে পুরুষ ছাড়া মহিলার জীবনও পরিপূর্ণ হয় না। তাই একতরফা এই কথা বলা ভুল– মহিলাদের পুরুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের আলাদা কোনো মর্যাদা নেই। অবশ্য একথা বলা ঠিক আছে– একজনকে আরেক জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১৯২৭ ঃ আমি অনেক জায়গায় পড়েছি একজন পুরুষ উত্তম একজন নারীকে খুঁজে নিতে পারে। নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করতে পারে। তাহলে একজন নারী কেন এমন পারবে না?

উত্তর ঃ ভালো একজন জীবন সঙ্গী উভয়েই চাইতে পারেন। নিজের পছন্দে বিয়েও করতে পারেন। তবে আমি অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ে হওয়ার পক্ষে।

প্রশ্ন-১৯২৮ ঃ একজন মেয়ে কি ভালো একজন স্বামী চাইতে পারে না? যদি কোনো মেয়ে এমন ছেলেকে পছন্দ করে, যে তাকে সম্মান দিতে চায়, বিয়ে করতে চায় তাহলে আপনার মতামত কী? আমাদের সমাজে মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্যই দেয়া হয় না।

উত্তর ঃ আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি বেশীরভাগ মেয়ে পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করে প্রতারিত হয়। নিজে নিজে বিয়ে করার ফলে আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আবার কিছুদিন পর দেখা যায় ভালোবাসার মোহ কেটে গেছে। তখন আর কোনো কুল-ই থাকে না। 'না ঘরকা না ঘাটকা।' এজন্য আমি সব ছেলে মেয়েকেই পরামর্শ দেই, অভিভাবকের সম্মতিতে বিয়ে করার জন্য।

প্রশ্ন-১৯২৯ ঃ আজ যদি একজন ঈমানদার মহিলা একজন সৎ ও দীনদার পুরুষকে পছন্দ করে তাতে দোষের তো কিছু নেই। এখন যদি সেই মহিলা তার পছন্দের কথা কাউকে না জানিয়ে মনে মনে রাখে, লজ্জায় বলতে না পারে, আবার অভিভাবকের কথা মত বিয়ে করলে অশান্তির দাবানলে জ্বলার আশংকা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সে কী করবে?

উত্তর ঃ লজ্জা না করে নিজে কিংবা বান্ধবী বা ভাবীর মাধ্যমে অভিভাবকের গোচরীভূত করা উচিত। সেই সাথে একথাও জানিয়ে দেয়া উচিত, একটা অসৎ লোককে বিয়ে করার চেয়ে সারাজীবন আইবুড়ো হয়ে থাকা অনেক ভালো। অবশ্য এজন্য আল্লাহর কাছে দু'আও করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৩০ ঃ রইস আমর ওয়াহাভী সাহেব দুটো লেখা লিখেছেন। একটির শিরোনাম– 'মাগার ইয়ে মাসালায়ে যন' (কিন্তু এটি স্ত্রী সংক্রান্ত মাসয়ালা) অপরটির শিরোনাম হচ্ছে– 'আহ্ বীচারু কে আ'সাব' (আহা! বেচারীর বন্ধন)। দৈনিক জং ১৭ এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। মহিলাদের আর্থ সামাজিক মর্যাদা নিয়ে লিখেছেন। মাওলানা উমার আহমাদ উছমানীর লিখা

'ফিকহুল কুরআন' গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতিও দিয়েছেন। তারপর বলেছেন উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ করা হয়েছে মহিলাদের বুদ্ধিবিবেক ও ঈমান কোনোটাই পুরুষের চেয়ে কম নয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য, পুরুষ ও মহিলাদের গঠন-প্রকৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। তাই বলে এ পার্থক্য থেকে একথা প্রমাণ করা যায়না যে, একজন মহিলা পুরুষের চেয়ে কোনো অংশে কম। কুরআনে বলা হয়েছে–

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء

"পুরুষ মহিলাদের নির্দেশদাতা কিংবা সংরক্ষক"। এরূপ অর্থ করা মোটেই সমীচীন নয়। আভিধানিক অর্থে 'কাওয়াম' বলা হয়– অর্থনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক যিনি তাকে। নিঃসন্দেহে পুরুষ মহিলাদের অর্থনৈতিক তত্ত্বাবধায়কই বটে। পুরুষ মহিলাদের মর্যাদার কোনো তারতম্য নেই, এটিই আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি।

লেখক তাত্ত্বিক আলোচনার পর (যে আলোচনা শুধু কুরআনী দলিল প্রমাণের উপর সীমাবদ্ধ) একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষের সমান মর্যাদাপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য।

আমর ওয়াহাবী সাহেব আরেকটু আগে বেড়ে লিখেছেন– 'আল কুরআন পুরুষ ও মহিলাদের সমানভাবে সম্বোধন করেছে। মহিলাদের ব্যাপারে শিশু সুলভ যুক্তি দাঁড় করানো হয়, বলা হয়- কুরআন মাজীদে ঈমানদার পুরুষের জন্য জান্নাতে হুর দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের জন্য এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি। মাওলানা উমার আহমাদ উছমানী সাহেব বলেছেন– এ দাবীর দুর্বল দিক হচ্ছে হুর শব্দের অর্থ নিয়ে। গৌর বর্ণের (পুরুষ মহিলা উভয়েই গৌর বর্ণের হয়ে থাকে) পুরুষ মহিলাকে হুর বলা হয়।'

২৪শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বলা হয়েছে, 'কুরআনুল কারীমে মানবগোষ্ঠীর উভয় শ্রেণীর (পুরুষ ও মহিলা) মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। উভয়কে একই সমতলে রাখা হয়েছে।' লেখক প্রত্যেক জায়গায়– কুরআনী দলিল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, মহিলারা বাড়িতে, রাষ্ট্রে এবং পার্লামেন্টে পুরুষদের মতই নেতৃত্ব দিতে পারেন। তারপর লিখেছেন–

আমিও মহিলাদের পরামর্শ (ভোট) ঠিক সেইভাবে চাই, যেভাবে পুরুষরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মাওলানা সাহেব প্রমাণ করে দিয়েছেন, মহিলারা সেইসব অনুষ্ঠানেও যেতে পারেন যেখানে পুরুষরা উপস্থিত থাকেন। তবে শর্ত হচ্ছে,

তারা তাদের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করবেন না। পার্লামেন্ট, এসেম্বলীসহ পুরুষদের যাবতীয় অনুষ্ঠানে মহিলারাও বক্তৃতা দিতে পারবেন। শর্ত হচ্ছে– সতর ও হিজাব বজায় রেখে এসব করতে হবে। তারা এককভাবে সফরও করতে পারবেন। লেখক কুরআনী দলিল প্রমাণের মাধ্যমে এটিও প্রমাণ করে দিয়েছেন, মহিলাদের দিয়াত (রক্তপণ) পুরুষের অর্ধেক একথা ভুল। মহিলারা বিচারক হতে পারবেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। দেশের রাষ্ট্রপ্রধানও হতে পারবেন।

পর্দা সম্পর্কে মাওলানা উমার আহমাদ উছমানী লিখেছেন– কুরআন মাজীদ সাধারণ মুসলিম নারীকে এ সম্পর্কে যে নির্দেশনা দিয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে।

২. নির্লজ্জ হওয়া যাবে না। রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না। অলংকার পরার পর এমনভাবে চলা যাবে না যাতে মনে হয় নূপুর বাজছে।

৩. বাড়ির বাইরে যেতে হলে জিলবাব (চাদর/ওড়না) পেঁচিয়ে বেরুতে হবে।

তবে সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় মহিলারা মুখমণ্ডল খোলা রেখে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হতেন। এতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেননি।'

মাওলানা সাহেব! মাওলানা উমার আহমদ উছমানীর লিখিত গ্রন্থের ভিত্তিতে লেখা দুটো লেখা হয়েছে। এই লেখা থেকে আমাদের মনে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উদয় হয়েছে। আশা করি কুরআন সুন্নাহর আলোকে এগুলোর উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

১. আল কুরআন কি পুরুষ মহিলাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখেনি?

২. জান্নাতী মহিলাদেরকেও কি পুরুষদের মত হুর প্রদান করা হবে?

৩. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় মহিলারা কি তাদের চেহারা খোলা রেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, আর তিনি কোনো আপত্তি করেন নি?

৪. পুরুষদের অনুষ্ঠানে মহিলারাও কি বক্তব্য রাখতে পারেন?

৫. মহিলারা কি বিচারক ও রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন?

উত্তর ঃ জনাব উমার আহমাদ উছমানী সাহেবের যেসব চিন্তাচেতনা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব তার মনগড়া চিন্তাচেতনা। আল কুরআন, হাদীসে নববী এবং ইসলামের সাথে সেসবের কোনো সম্পর্ক নেই।

কাওয়াম (قوام) অর্থ

উছমানী সাহেবের কাছে قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষ মহিলাদের নির্দেশদাতা', একথা সঠিক নয়। কিন্তু তাঁর দাদা হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) তাঁর 'বয়ানুল কুরআন' তাফসীরে الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ এ আয়াতের অর্থ লিখেছেন–

'পুরুষ মহিলাদের নির্দেশদাতা। (দু'কারণে, একটি হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলা অনেককে (অর্থাৎ পুরুষদের অনেকের উপর) (অর্থাৎ মহিলাদের উপর) মর্যাদা দিয়েছেন। (এ তো আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ দান) আর (দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে) পুরুষরা (স্ত্রীদের জন্য) নিজের সম্পদ (মোহরানা হিসেবে এবং ভরণ পোষণে) ব্যয় করে থাকেন। (যিনি খরচ করেন তার হাত যিনি গ্রহণ করেন তার চেয়ে উঁচু এবং উত্তম হয়ে থাকে। এটি তো অর্জিত মর্যাদা) তাই যারা পুণ্যবতী মহিলা (পুরুষের এ মর্যাদা ও অধিকারের কারণে) তারা আনুগত্য করে থাকেন।'

আর উমার আহমাদ উছমানী সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা শাইখুল ইসলাম মাওলানা যাফর আহমাদ উছমানী সাহেব 'আহকামুল কুরআন' নামক তাফসীরে-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

'কাওয়াম' বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যিনি অন্যের সংশোধন, শিষ্টাচার ও অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পুরুষের মহিলাদের 'কাওয়াম' হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুটো কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি অনুদান অপরটি অর্জন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– 'আল্লাহ তা'আলা কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।' অর্থাৎ পুরুষকে মহিলাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন– সৃষ্টিগতভাবে, বুদ্ধির পরিপূর্ণতায়, সুন্দর পরামর্শে, জ্ঞানের প্রশস্ততায়, কাজের অতিরিক্ত শক্তি এবং সামর্থ্য ও যোগ্যতার কারণে। এজন্য পুরুষকে এমন অনেক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যার সাথে মহিলাদের সংশ্লিষ্টতা নেই। যেমন– নবুওয়াত, ইমামত, বিচারক, হদূদ (দণ্ড) এবং কিসাস ইত্যাদি বিষয়ে সাক্ষ্য, জিহাদের বাধ্যবাধকতা, জুমু'আ, ঈদের নামায, আযান, জামায়াত, খুতবা (বক্তৃতা), উত্তরাধিকারের অংশ, বিয়েতে মালিক হওয়া, তালাক প্রদানের ক্ষমতা, বিরতি ছাড়া নামায রোযার ধারাবাহিকতা এবং অব্যাহত ছাওয়াবের অধিকারী হওয়া

ইত্যাদি। এসব ফায়সালা আল্লাহ্ প্রদত্ত। আরও বলা হয়েছে– 'এই কারণে যে, পুরুষ (স্ত্রীকে বিয়ের সময়) সম্পদ খরচ করে থাকে।' অর্থাৎ মোহ্‌রানা, ভরণ পোষণ ইত্যাদি। এটি অর্জিত মর্যাদা।' –আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ-১৭৬

এরপর শাইখুল ইসলাম (রহ্) এ আয়াতের শানে নযুল হিসেবে একাধিক রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। যার সার কথা হচ্ছে– এক সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে থাপ্পর মেরেছিলেন। স্ত্রী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি তার স্বামীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন এ আয়াতে কারীমা নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ফায়সালা তুলে নেন (উইথ ড্র করেন)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেছেন–

ويقومون عليهن قيام الولاة على الرعية مسلطون على تاديبهن.

পুরুষ মহিলাদের বন্ধনের যিম্মাদার। যেমন জমিদার প্রজাদের যিম্মাদার হয়ে থাকেন। তাদেরকে মহিলাদের উপদেশদাতা ও সংশোধনকারী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। (পূর্বোক্ত)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় নবী করীম (সা), সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং উম্মাতের আকাবিরগণ এ আয়াতের এই অর্থই বুঝে আসছেন যে, তারা তাদের স্ত্রীদের উপর নির্দেশদাতা। শুধু অর্থনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক নন। তাদের দীনী ও চারিত্রিক যিম্মাদারও বটে। তাদের সংশোধন ও সুশৃংখল রাখার দায়িত্বও পুরুষের।

মহিলাদের উপর পুরুষের মর্যাদা

সৃষ্টিকর্তা পুরুষ ও মহিলাদের শারীরিক গঠনে কিছু পার্থক্য রেখেছেন এবং সেই পার্থক্য অনুযায়ীই তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। পুরুষের বৈশিষ্ট্য মহিলাদের মধ্যে নেই। আবার মহিলাদের বৈশিষ্ট্যও পুরুষদের মধ্যে নেই। আল্লাহর কাছে উভয় গোষ্ঠীর মর্যাদাই নির্ণীত হয় তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে। তবে কিছু কাজ ও দায়িত্বের ব্যাপারে মহিলাদের চেয়ে পুরুষকেই বেছে নেয়া হয়েছে। যার বর্ণনা মাওলানা জাফর আহমদ উছমানী (রহ্)-এর উদ্ধৃতিতে এসেছে। মাত্র দু'জায়গায় মহিলাদের উপর পুরুষের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

যে আয়াত সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। আর অপর আয়াতটি হচ্ছে একই সূরার অর্থাৎ সূরা আন নিসার ৩২ নম্বর আয়াত।

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) এ আয়াতের তরজমায় লিখেছেন–

'আর তোমরা (পুরুষ কিংবা মহিলারা আল্লাহর দান ও মর্যাদার ব্যাপারে) এমন কোনো কিছুর আকাংখা করোনা যেখানে আল্লাহ তা'আলা কাউকে (যেমন পুরুষকে) কারো উপর (যেমন মহিলাদের চেয়ে) মর্যাদা দিয়েছেন। (যথা পুরুষ হওয়া, উত্তরাধিকারী হিসেবে পুরুষকে ২ অংশ প্রদান করা কিংবা সাক্ষী হিসেবে পূর্ণাঙ্গ হওয়া ইত্যাদি)।'

তিনি এ আয়াতের শানে নযুল হিসেবে নিম্নে বর্ণিত এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

'উম্মু সালমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেছিলেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে আমরা পাই এক অংশ আর অমুক অমুক ব্যাপারে পুরুষ ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একথা বলার উদ্দেশ্য প্রতিবাদ নয় বরং আকাংখা। অর্থাৎ আমরা যদি পুরুষ হতাম তাহলে এই এই উত্তম কাজগুলো করতে পারতাম। .....তখন এ আয়াত নাযিল হয়।'

এ থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে স্বভাবজাত কিছু মর্যাদা দিয়েছেন। মহিলাদেরকে অনেক শরঈ নির্দেশ থেকে পৃথক রেখেছেন। কিন্তু জনাব উমার আহমাদ উছমানী সাহেব এ মাসয়ালায় স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাথেই মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছেন।

পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য

প্রবন্ধকার আরও দাবী করেছেন, কুরআনুলকারীমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। পুরুষ ও মহিলা সবাইকে একই সমতলে রাখা হয়েছে। তার এ দাবী যে কত বড়ো ভুল তা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে মোটামোটি ধারণা রাখেন এরূপ সকলেই বুঝতে পারেন। উভয়ের পার্থক্যের ব্যাপারে নিচে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো।

১. কুরআনুল কারীম মহিলাদেরকে পুরুষদের কথামত চলতে নির্দেশ

দিয়েছে। যারা চলে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে– فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ 'তারা সৎ চরিত্রা এবং অনুগত' –সূরা আন নিসা। কিন্তু পুরুষকে মহিলাদের অনুগত নয় বরং তাদের সাথে ভালো আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 'তাদের সাথে সদাচারণ কর'– সূরা আন নিসা। এতে প্রমাণ হয় আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে নির্দেশদাতা এবং পরিবার নামক রাষ্ট্রের প্রধান বানিয়েছেন। আর মহিলাদেরকে তাদের অধীনস্থ বানিয়ে রেখেছেন।

২. কুরআন মাজীদে উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ পুরুষের অর্ধেক রাখা হয়েছে।

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

(পুরুষের অংশ মহিলাদের দ্বিগুণ)

অর্থাৎ ছেলে মেয়ের চেয়ে, বাপ মায়ের চেয়ে, স্বামী স্ত্রীর চেয়ে এবং ভাই বোনের চেয়ে দ্বিগুণ পাবে।

৩. কুরআনুল কারীমে মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক গণ্য করা হয়েছে।

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

(যদি সাক্ষ্য হিসেবে দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে।)

৪. কুরআনুল কারীম পুরুষকে তালাক দানের ক্ষমতা প্রদান করেছে। কোনো মহিলা যদি স্বেচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ চায় সেজন্য তাকে খুলা' করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হয় সে স্বামীকে রাজী করে এটি কার্যকর করবে কিংবা আদালতের মাধ্যমে।

৫. কুরআনুল কারীম একজন পুরুষকে একসাথে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। শর্ত দিয়েছে প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ ও ইনসাফ করতে হবে। কিন্তু এক সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণের অধিকার মহিলাদের দেয়া হয়নি।

কতিপয় উদাহরণ থেকেই প্রমাণিত হয়, কুরআনুল কারীম পুরুষ মহিলাদের পার্থক্য করেছে। এ সম্পর্কে আপত্তি করার অধিকার কোনো মুসলিমের নেই।

নারীদের দিয়াত (রক্তপণ)

ইসলামী শরীয়ায় নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক। এ ব্যাপারে সাহাবা কিরাম থেকে শুরু করে চার ইমাম সকলেই একমত। আলিমকুল শিরোমনি ইমাম আলাউদ্দিন আবু বাকর ইবনু মাসউদ আল কাসানী আল হানাফী বাদায়িউস সানায়ি গ্রন্থে লিখেছেন–

فدية المرأة على النصف من دية الرجل لا جماعى الصحابة رضى الله عنهم فانه. روى عن سيدنا عمر وسيدنا على وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم انهم قالوا فى دية المرأة اعها على النصف من دية الرجل و لم ينقل انه انكر عليهم احد- فيكون اجماعا ولان المرأة فى ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذالك فى ديتها.

'মোট কথা নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক। এ সম্পর্কে সাহাবা কিরাম (রা)-এর ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে। যেমন– হযরত উমার (রা), আলী (রা), ইবনু মাসউদ (রা) এবং যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই বলেছেন, নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক। কোনো সাহাবী থেকে এর বিপরীত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এ সম্পর্কে তাদের ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আকলি (যৌক্তিক) দলিল হচ্ছে, মহিলাদের উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য যেমন- পুরুষের অর্ধেক ঠিক তেমনিভাবে দিয়াতও অর্ধেক। –বাদায়িউস সানায়ি, ৭ম খণ্ড, পৃ-২৫৪

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ আল আনসারী আল কুরতুবী আল মালিকী তাঁর তাফসীর 'আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন'- এ লিখেছেন-

واجمع العلماء على ان دية المراة على النصف من دية الرجل. قال ابو عمر انما صارت ديتها (والله اعلم) على النصف من دية الرجل من اجل ان لها نصف ميراث الرجل. وشهادة امرأتين بشهادة رجل.

'উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য যে, নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক। আবু উমার (ইবনু আবদুল বার রহ.) বলেন– নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক হওয়ার

কারণ তারা উত্তরাধিকারে পুরুষের অর্ধেক পেয়ে থাকে। আর তাদের সাক্ষ্যও পুরুষের সাক্ষের অর্ধেক মর্যাদার। অর্থাৎ দু'জন স্ত্রীলোক একত্রে সাক্ষ্য দিলে তা একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বলে গণ্য হয়।' –আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ-৩২৫।

শারহু মুহাযযাব এর পরিশিষ্টে লিখা হয়েছে–

فدية المرأة على النصف من دية الرجل هذا قول العلماء كافة الا الا صم وابن علية فانتهما قالا ديتها مثل دية الرجل دليلنا ما سبقناه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن وفيه وان دية المرأة نصف دية الرجل وما حكاه المصنف عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت انهم قالوا دية المرأة نصف دية الرجل ولا مخالف لهم فى الصحابة فدل على انه اجماع

'নারীর দিয়াত (রক্তপণ) পুরুষের অর্ধেক। এ সম্পর্কে সকল উলামা কিরাম একমত। শুধু আসেম এবং ইবনু আলিয়া বলেছেন নারীর দিয়াত পুরুষের অনুরূপ। আমাদের দলিল হচ্ছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই ফরমানটি যা ইয়েমেনবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি লিখে দিয়েছিলেন। যা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। সেখানে তিনি লিখিয়েছিলেন– নারীরা পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক পাবে।

লেখক আরও লিখেছেন– হযরত উমার (রা), উছমান (রা), আলী (রা), ইবনু মাসউদ (রা), ইবনু উমার (রা), ইবনু আব্বাস (রা) এবং যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা) প্রমুখ বলেছেন– মহিলাদের দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। এসব মনীষীর বক্তব্যের প্রতিবাদ কোনো সাহাবীই (রা) করেননি। যা থেকে প্রমাণিত হয়– এ মাসয়ালায় সাহাবা কিরামদের (রা) ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। –শারহু মুহাযযাব ১৯শ খণ্ড, পৃ-৫৪

আমার নেতা এবং মুরশিদ শাইখ মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দলভী অতপর মাদানী (আল্লাহ যেন তাঁর কবরকে নূরে আলোকিত করে দেন) 'আওজাযুল মাসালিক'-এ বলেছেন–

قال ابن المنذر وابن عبد البر اجمع اهل العلم على ان دية المرأة نصف دية الرجل و حكى غير هما عن ابن علية والا صم انهما قالا ديتها كدية الرجل لقوله صلى الله عليه وصلم فى النفس المؤمنة مائة منت الابل وهذا قول شاذ يخالف اجماع الصحابة وسنة النبى صلى الله عليه وصلم فان فى كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على انصف من دية الرجل وهى اخص مما ذكروه فيكون مفسرا لما ذكروه مخصصا له ودية النساء كل اهل دين على النصف من دية رجالهم.

'হাফিয ইবনু মানযুর (রহ) ও হাফিয ইবনু আবদুল বার (রহ) বলেন– নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক, এ সম্পর্কে আহলে ইল্‌মগণ (জ্ঞানী) সবাই ঐকমত্য। কতিপয় ব্যক্তি ইবনু আলিয়া এবং আসেম থেকে বর্ণনা করেছেন– 'পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দিয়াত সমান। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মুমিন নারীর নাশকারীকে দিয়াতস্বরূপ একশ' উট (জরিমানা) প্রদান করতে হবে।'

এ বক্তব্যটি শায। যা সাহাবা কিরামের ইজমা এবং সুন্নাতে নববীর পরিপন্থী। আমর ইবনু হাযম (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে অধ্যাদেশ জানা যায় সেখানে বলা হয়েছে– 'নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক।' সেখানে নারীর দিয়াতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই এ হাদীসটি আসেম ও ইবনু আলিয়া বর্ণিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা বলে গণ্য হয়েছে। মোট কথা যারা দীনী বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাদের সকলের মতেই নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক।' –আওজাযুল মাসালিক, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-২৮

এসব উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়- 'নারীর দিয়াত পুরুষের অর্ধেক, এটি ভুল সিদ্ধান্ত নয়। বরং এটি ইসলামের সর্বসম্মত একটি মাসয়ালা। একে অস্বীকার করা মূলত দুপুরে কিরণদানরত সূর্যকেই অস্বীকার করা।

পুরুষ এবং মহিলার সাক্ষ্য

কেউ যদি বলেন, 'মহিলাদের সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের মতই নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য এবং শরঈ দৃষ্টিতে বৈধ' -তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি বলেন, 'পুরুষ ও মহিলার সাক্ষ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই'– তা ভুল।

আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে কয়েকটি কারণে পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষের

ব্যাপারে পার্থক্য করা হয়েছে–

১. একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক। অর্থাৎ দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান।

২. মহিলাদের সাক্ষ্যের সাথে পুরুষের সাক্ষ্য প্রদান শর্ত। শুধু মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১] যদি সেই সাথে কোনো পুরুষ সাক্ষ্য প্রদান না করে। এ দুটো মাসায়ালা সূরা আল বাকারার ২৮২ নাম্বার আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

"যদি সাক্ষী হিসাবে দু'জন পুরুষকে না পাওয়া যা তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী বানিয়ে নাও।'

৩. হাদ (শরীআহ নির্ধারিত শাস্তি) এবং কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণ) এর ব্যাপারে শুধু পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। শাইখুল ইসলাম মাওলানা যাফর আমহদ উছমানী (রহ) তাঁর আহকামুল কুরআনের ১ম খণ্ড ৫০২ পৃষ্ঠায় 'নাসাবুর রায়া ২য় খণ্ডের ২০৮ পৃষ্ঠার' রেফারেন্সে ইমাম যুহরী থেকে হাদীস উদ্ধৃতি করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে–

عن الزهری قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده ان لا تجوز شهادة النساء فى الحدود والقصاص.

'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরবর্তী দু'জন খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমার (রা) পর্যন্ত এ রীতি প্রচলিত ছিলো– হাদ এবং কিসাসের ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতো না। –মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা।

عن الحكم ان على بن ابى طالب قالا له يجوز شهادة النساء فى الحدود والدماء.

হাকাম থেকে বর্ণিত। আলী ইবনু আবী তালিব (রা) বলেছেন, হাদ এবং কিসাসের ব্যাপারে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। –মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক।

---

[১] তবে যেসব বিষয় মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কেবল সেইসব বিষয়ে মহিলাদের সাক্ষ্যের সাথে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণ শর্ত নয়। –লেখক

বাড়ি থেকে মহিলাদের বাইরে বেরুনো

মহিলাদের জন্য প্রকৃত নির্দেশ হচ্ছে- বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে পা না রাখা। সূরা আল আহযাবের ৩৩নং আয়াতে নবীবেগমদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। (একথা বলার উদ্দেশ্য-শুধু কাপড় উড়িয়ে পর্দা করাকে যথেষ্ট মনে না করো। বরং পর্দা সেইভাবে করো যেন শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ দৃষ্টির আড়ালে থাকে। যেমন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা পর্দা করে থাকেন। তারা ঘর থেকেই বের হন না।) অবশ্য প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি অন্য দলিলের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। সেই নির্দেশের বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে- পুরনো জাহেলী যুগের প্রথা অনুযায়ী চলো না (যে চলায় পর্দা রক্ষা হয় না)। আর পুরনো জাহেলী যুগ বলতে ইসলামপূর্ব সময়ের কথা বলা হয়েছে। পুরনো জাহেলী যুগের বিপরীত ইসলামউত্তর জাহেলিয়াত। ইসলামের দাওয়াত ও শিক্ষার পরও ইসলামের নির্দেশগুলো না মানা। মোট কথা যে 'তাবাররুজ' ইসলামের পর প্রদর্শন করা হবে তা 'তাবাররুজে উখরা বা আধুনিক জাহেলিয়াত।' -তাফসীর বয়ানুল কুরআন, থানভী।

অবশ্য এ নির্দেশের ক্ষেত্রে কারও মনে হতে পারে এটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র বেগমদের জন্য নির্দিষ্ট। এ ধারণা ঠিক নয়। মুফতি মুহাম্মাদ শফী সাহেব 'আহকামুল কুরআন'-এ লিখেছেন, এ আয়াতে কারীমায় পাঁচটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. অপরিচিত লোকদের সাথে কোমল স্বরে কথাবার্তা না বলা।

২. বাড়িতে স্থিরভাবে অবস্থান করা।

৩. নামাযের নিয়ামানুবর্তিতা রক্ষা করা।

৪. যাকাত প্রদান করা।

৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করা।

পরিষ্কার বুঝা যায় এ নির্দেশগুলো সাধারণ (আম)। শুধু নবীবেগমদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। তাফসীরের সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত। এই নির্দেশ সকল

মুসলিম মহিলাদের জন্য। হাফিজ ইবনু কাছীর (রহ) বলেছেন– নবীবেগমদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এক শিষ্টাচার (আদাব)। প্রথমে তাদেরকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দিয়েছেন তারপর সেই নির্দেশের আওতায় সকল মুসলিম মহিলাকে নিয়ে এসেছেন। –আহকামুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, পৃ-২০০।

একান্ত প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে ঘর থেকে বের হবার অনুমতি মহিলাদের দেয়া হয়েছে। মুফতি শফী সাহেব তাঁর আহকামুল কুরআনে এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা করে তারপর উপসংহারে শর্তগুলো লিখেছেন এভাবে–

১. বাইরে বের হওয়ার সময় সুন্দর কাপড়চোপড় পরে সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হওয়া যাবে না। সাধারণ কাপড় পরে বের হবে।

২. এমন অলংকার পরে বের হওয়া যাবে না, যেসব অলংকারে শব্দ হয়।

৩. এমন জোরে হাটা যাবেনা যাতে গোপন অলংকারাদির শব্দ পরপুরুষের কানে পৌঁছে যায়।

৪. চালচলন ও বেশভূষা যেন প্রদর্শনীমূলক না হয়।

৫. রাস্তার মাঝখান দিয়ে না চলে এক পাশ দিয়ে চলা।

৬. বাইরে বের হওয়ার সময় বড়ো চাদর (জিলবাব) দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে নেবে। যেন কেবল একটি চোখ খোলা থাকে।

৭. স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাইরে বের না হওয়া।

৮. স্বামীর অনুমতি ছাড়া পর পুরুষের সাথে কথাবার্তা না বলা।

৯. পর পুরুষের সাথে কথা বলতে বাধ্য হলে এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন কোমলতা ও দূর্বলতা প্রকাশ না পায়। যাদের অন্তরে কামনার অসুখ রয়েছে তারা যেন আকৃষ্ট না হয়।

১০. দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। পর পুরুষের উপর যেন সেই দৃষ্টি পতিত না হয়।

১১. পুরুষদের অনুষ্ঠানের ধারে কাছে না ঘেষা।

এ থেকে এটিও সুস্পষ্ট হয়ে যায়, পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া, পুরুষদের

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এগুলো নারীসুলভ স্বভাবের পরিপন্থী কাজ। কারণ এসব জায়গায় ইসলামী সতর ও হিজাব সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

একাকী সফর করা

মুহাররাম সাথী ছাড়া মহিলাদের একাকী সফর করা জায়েয নয়। হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। সিহাহ্ সিত্তাহ্, মুয়াত্তা-ইমাম মালিক, মুসনাদ-আহ্মাদসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে এমন কোনো মহিলার তিন দিনের দূরত্বের পথে মুহাররাম সাথী ছাড়া সফর করা বৈধ নয়।' এতে বুঝা যায় মুহাররাম সাথী ছাড়া সফর না করা নারীত্বেরই ঈমানী দাবী। যে মহিলা ঈমানের দাবীর বিপরীত কাজ করলো সে হারাম বা অবৈধ কাজ করলো।

বিচারক পদে মহিলাদের আসীন হওয়া

এমনসব পদ যে পদে আসীন হলে ভদ্র-অভদ্র সব ধরনের লোকের সাথে মেলামেশার প্রয়োজন হয়, ইসলামী শরীআহ সেসবের জন্য পুরুষের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বিচারকের পদ তার অন্যতম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা থাকা সত্ত্বেও কাউকে বিচারক হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। মহিলাদের বিচারক নিয়োগ না করার ব্যাপারে ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ চারজন ইমামই ঐকমত্য হয়েছেন। তিন ইমামের (ইমাম হাম্বল, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফী) দৃষ্টিতে মহিলাদের কোনো ফায়সালাই গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু হানিফা (রহ্)-এর মতে হাদ ও কিসাস ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে তাদের ফায়সালা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাদেরকে বিচারক নিয়োগ করা গুনাহ। হানাফী মাসলাকের বিখ্যাত গ্রন্থ দুররু মুখতার-এ বলা হয়েছে–

والمرأة تقضى فى غير حد وقود وان اثم المولى لها لخبر البخارى لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة.

মহিলারা হাদ ও কিসাস ছাড়া অন্য বিষয়ে বিচার ফায়সালা করতে পারে। তবে যিনি তাদেরকে বিচারক নিয়োগ করবেন তিনি গুনাহগার হবেন। কেনন সহীহ আল বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে– 'সেই জাতির কল্যাণ হতে পারে না,

যারা তাদের দায়-দায়িত্ব নারীদের হাতে ন্যস্ত করেছে।’ –শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ-৪৪০।

মহিলাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো

ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদেরকে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বানানোর চিন্তাও করা যায় না। হাদীসে আছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পারলেন, পারস্যের শাসক কিসরার কন্যাকে সেখানে শাসক মনোনয়ন করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন–

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

‘সেই জাতি কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারে না, যারা তাদের দায়-দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করে।’ –সহীহ আল বুখারী, সুনানু নাসাঈ, জামে আত তিরমিযী।

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

‘তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিরা যখন শাসক নিযুক্ত হবে, ধনীরা হবে দানশীল, পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে দৈনন্দিন কাজকর্ম করবে তখন পৃথিবীর পৃষ্ঠ তোমাদের জন্য উত্তম হবে তার অভ্যন্তরের চেয়ে। আর যখন তোমাদের শাসকরা নিকৃষ্ট চরিত্রের হবে, ধনীরা কৃপণতা প্রদর্শন করবে এবং আর্থসামাজিক লেনদেন তোমরা মহিলাদের হাতে ছেড়ে দেবে তখন ভূ-পৃষ্ঠের চেয়ে তার অভ্যন্তর ভাগ তোমাদের জন্য উত্তম হবে। (অর্থাৎ তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু উত্তম হবে)। –জামে আত তিরমিযী।

মোটকথা কোনো নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যাবেনা এ ব্যাপারে গোটা উম্মাহ ঐকমত্য। –বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪৯।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ) তাঁর ‘ইযালাতুল খিফা’ গ্রন্থে খিলাফাতের শর্তাবলী আলোচনা করার পর লিখেছেন–

وازان جمله أن است که ذکر باشرنه امراة زیرا که در حدیث
بخاری آمده ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، چون بسمع
مبارك آحضرت رسید که اهل فارس دختر کسری راببا
دشاهیں برداشته اند فرمود رستگار نشد قومی که والی
امر بادشاهی خود ساختندز نے را وزیرا که امرأة ناقصه
العقل والدین است ودر جنگ وپیکار بیکار وقابل حضور
محافل ومجالس نے پس ازوے کارهائے مطلوب نه برآید.

'আরও একটি শর্ত হচ্ছে- রাষ্ট্রপ্রধান পুরুষ হতে হবে, মহিলা নয়। কেননা সহীহ্ আল বুখারীতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة،

যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পারলেন, পারস্যের শাসক কিসরার কন্যাকে সেখানে শাসক মনোনয়ন করা হয়েছে। তখন তিনি বললেন- 'সেই জাতি কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হতে পারে না, যারা তাদের দায়-দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করে।' একথা তিনি এজন্য বলেছেন, প্রকৃতিগতভাবেই নারীরা দীনী বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এমনকি সভা সমাবেশেও তারা উপস্থিত হতে সক্ষম নয়। মোটকথা তাদের দ্বারা ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরা হতে পারে না। -ইযালাতুল খিফা, ১ম খণ্ড, পৃ-৪।

হুর বলত কী বুঝানো হয়েছে

প্রশ্নে আরও বলা হয়েছে- 'জান্নাতে একজন পুরুষ যেমন হুর পাবে ঠিক একজন মহিলাও তেমন হুর পাবে।' এটি স্রেফ অমোদপ্রদ একটি কথা। অবশ্য যেসব পুরুষ জান্নাতে যাবে অবশ্যই তাদেরকে সুদর্শন ও স্মার্ট করে সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু অভিধানসমূহ ও প্রচলিত রীতিতে 'হুর' (حور) শব্দের প্রয়োগ কেবল মহিলাদের বেলায়ই হয়েছে। পুরুষকে সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করা নিছক বাড়াবাড়ি। হুর শব্দটি আরবী 'হাওরা' (حوراً)শব্দের বহুবচন। আর হাওরা

শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গের। অর্থ- গৌরবর্ণ ও সুনয়না। তাছাড়া কুরআনুল কারীমে যেসব জায়গায় হুর-এর বর্ণনা এসেছে সেখানে স্ত্রীলিঙ্গের বৈশিষ্ট্যই বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে-

وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

'আমি তাদেকে সুনয়না হুরের সাথে বিয়ে দেব।
আরেক জায়গায় বলা হয়েছে-

وَحُورٌ عِينٌ- كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

'আর সুনয়না হুর, যেন ঝিনুকের ভেতর লুকায়িত মোতি।'
অন্য জায়গায় বলা হয়েছে-

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

'তাঁবুসমূহের মধ্যে সুরক্ষিত হুরও থাকবে।'

শেষের দুটো আয়াত থেকে বুঝা যায় নারীর আসল সৌন্দর্য তার রূপ যৌবনকে গোপন রাখা। তাঁবুর ভেতর অবস্থান করা। এ দুটো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতী হুরদের বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন। হাফিজ আবু নাঈম ইস্পাহানী 'হুলিয়াতুল আওলিয়া' (২য় খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠায়) এবং হাফিজ নূরুদ্দীন হাইছামী তাঁর 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' (পৃ-২০২, খণ্ড-৯) এ নিম্মোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

একবার নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কিরামকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'নারীদের সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য কী?' সাহাবা কিরাম (রা) কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। চিন্তা করতে লাগলেন। হযরত আলী (রা) চুপি চুপি উঠে গিয়ে ফাতিমা (রা)-এর কাছে এ প্রশ্নটির উত্তর জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনারা কেন বলতে পারলেন না, নারীদের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে বেগানা কোনো পুরুষ তাকে দেখবে না এবং তিনিও বেগানা কোনো পুরুষকে দেখবেন না। হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে এই উত্তরটিই দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 'এ উত্তরটি কে দিয়েছে? বললেন- ফাতিমা দিয়েছে বুঝি? কেননা ফাতিমা হচ্ছে আমার কলিজার টুকরা।'

বর্তমানে তথাকথিত প্রগতিবাদী চিন্তার যে প্রতিনিধিত্ব জনাব উমার আহ্‌মদ উছমানী সাহেব করছেন, আল্লাহ্‌ না করুন তিনি যদি জান্নাতে যেতে পারেন, দেখা যাবে সেখানেও জান্নাতী হুরদের স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়ে তাদেরকে তেমনি মাঠে নামানোর চেষ্টা করছেন। আজ যেমন তিনি মাওলানা বা আলেমে দীনদের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন সেদিন তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার বিরুদ্ধে লেগে যাবেন। বলবেন, তাঁবুর ভেতর তাদেরকে কেন সুরক্ষিত রাখা হয়েছে? তাদেরকে কেন স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না? তাদের স্বাধীনতা দেয়া হোক, যে পুরুষদের সাথে ইচ্ছে সেই পুরুষদের সাথে মিশতে দেয়া হোক।

পর্দা অধ্যায়

পর্দার সঠিক তাৎপর্য

প্রশ্ন-১৯৩১ ঃ অমি মাদ্রাসার ছাত্রী। শরঈ পর্দা করে থাকি। কোনো অনুষ্ঠানে গেলে বোরকা পরে যাই। সেখানে গিয়েও বোরকা খুলি না। বোরকা খুলতে অনেক পীড়াপীড়ি করা হয়। বলা হয় কুরআনে তো বোরকার কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ওড়নার কথা কিংবা চাদরের কথা। তোমরা যতটা কড়াকড়ি করো ইসলাম ততোটা কঠিন নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকাল ফিতনার (বিপর্যয়ের) এ যুগে পুরোপুরি পর্দা করা উচিত। হাত, পা, মুখমণ্ডলসহ। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন, শরঈ পর্দা বলতে কী বুঝায় এবং তার সীমা কতটুটু।

উত্তর ঃ আপনার বক্তব্য এবং চিন্তা-চেতনা সঠিক। মহিলাদের চেহারাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত। কেননা কামনার লোলুপ দৃষ্টি প্রথমে চেহারার উপরই পড়ে। তাছাড়া হাত (এর কব্জি), পা (এর গোড়ালীর নিচের অংশ) এবং চেহারা নামাযে ঢেকে রাখার বিধান না থাকলেও পর্দার মাধ্যমে এসব অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক।

প্রশ্ন-১৯৩২ ঃ 'মেয়েদের শ্বশুর বাড়ি যদি পর্দার পরিবেশ না থাকে তাহলে দেবরসহ অন্যান্য বেগানা পুরুষের সামনে যেতে বাধ্য হলে চাদর পরে ঘোমটা দিয়ে যাওয়া যাবে। ইসলাম খুব কঠিন নয়, সহজ।' এরূপ কথা কি আপনি পত্রিকায় লিখেছেন? আপনার এ মাসায়ালা আমার নজরে পড়েনি। আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি এ কথা কতটুকু সত্যি।

উত্তর ঃ আমি লিখেছিলাম এমন পরিবেশের কথা, যেখানে গাইরি মুহাররমের (পর পুরুষের) সাথে ঘরের দেয়াল বা বেড়াকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সেখানে পুরা শরীর ভালোভাবে ঢেকে তারপর ঘোমটা দিয়ে লজ্জাবনত বদনে তাদের সামনে যাওয়া যাবে। (যদি তাদের সামনে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন হয়।)

প্রশ্ন-১৯৩৩ ঃ মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ কী? শুধু বোরকা পরলেই পর্দা মানা হয়ে যায়? আমার বান্ধবীরা এ নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে। তাদের কথা বোরকার নির্দেশ কোথায় দেয়া হয়েছে? আসলে লজ্জাশীলতার

নামই পর্দা। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

উত্তর ঃ আপনার বান্ধবীদের বক্তব্য- 'লজ্জাশীলতার নামই পর্দা' কথাটি তার জায়গায় ঠিকই আছে। কিন্তু তাদের এ চিন্তা পূর্ণাঙ্গ নয়। অপূর্ণাঙ্গ। সাথে তাদের একথাও বলা উচিত। লজ্জার কাঠামো নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে বুদ্ধিবিবেক এবং আসমানী ওহীর মুখাপেক্ষী হতে হবে।

একথা তো সত্যি লজ্জা-শরম মানুষের অন্তর্গত একটি অবস্থার নাম। এর প্রকাশ কোনো না কোনো অবয়বে হয়ে থাকে। আর সেই অবয়ব ভর করে বুদ্ধি-বিবেকের উপর। এখন বুদ্ধি বিবেক যদি সঠিকভাবে কাজ করে তাহলে লজ্জা শরমের প্রতিফলনও সঠিকভাবেই ঘটবে। আর যদি বুদ্ধি বিবেক সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে লজ্জা শরমের প্রকাশও ঘটবে হাস্যকর ভাবে।

ধরন একব্যক্তি স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী। সে মনে করলো, আমি গায়ের জামা খুলে আমার লজ্জা শরমের প্রকাশ ঘটাবো। বাস্তবে করলোও তাই। সম্ভবত আপনার বান্ধবীরা এ ধরনের লজ্জা শরমকে শ্রদ্ধা করতে অপারগ হবে। বরং তাকে উপদেশ দেবেন সেই ভাবে চলতে, যেভাবে লজ্জা শরম প্রকাশ সুস্থ বিবেক বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন হতে পারে স্বাভাবিক জ্ঞান বুদ্ধির মাপকাঠি কী? আর একথা কি করে বুঝা যাবে যে, লজ্জা শরম প্রকাশের অমুক ভঙ্গিটি স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক?

এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো জাতি বা ধর্মের লোকদের অস্বস্তি হতে পারে কিন্তু মুসলিমদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তাদের কাছে স্রষ্টার দেয়া জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতিটি সংরক্ষিত রয়েছে। যাকে স্বভাবজাত প্রকৃতি (ফিতরাত) বলা হয়। যা দিয়ে তারা বুদ্ধিবিবেকের সকল দিক ও প্রকৃতি যাচাই বাছাই করে বাস্তব জীবনে চলতে সক্ষম হয়। তাদের জীবন যাপনের সঠিক পদ্ধতিটির নাম ইসলাম। তাই আলস্নাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লজ্জা-শরম প্রকাশের যে প্রস্তাবনা করেছেন তা স্বভাবজাত প্রকৃতিরই দাবী। আর সুস্থ বিবেক বুদ্ধিও তার সত্যতা প্রমাণ করে।

এবার আসুন, দেখুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে আমাদের কী হিদায়াত দিয়েছেন।

১. স্পর্শকাতর ও দূর্বল গঠন প্রকৃতির কারণে মেয়েদের সারা শরীরকে সতরের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই বিনা প্রয়োজনে তাদের বাইরে যাওয়াকে অনুমোদন করেননি। যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হীরের টুকরোগুলো শকুনী-দৃষ্টিতে মলিন ও কলুষিত হয়ে না যায়।

আল কুরআনে বলা হয়েছে:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى

"স্বপ্রকৃতিতে তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। প্রথম জাহেলিয়াতের মত সাজ সজ্জা করে বের হয়ো না। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৩)

প্রথম জাহেলিয়াত বলতে- ইসলাম পূর্ব সময়কে বুঝানো হয়েছে। যখন মেয়েরা বেপর্দাভাবে হাট বাজারে যাতায়াত করতো। নিজেদের রূপ সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়াতো। 'প্রথম জাহেলিয়াত' শব্দটি প্রয়োগ করে যেন একথাই বুঝানো হয়েছে, মানবতা আরেকটি জাহেলিয়াতের মুখোমুখি হবে। যেখানে নারীরা তাদের নারীত্বের দাবীকে উপেক্ষা করে নতুন জাহেলিয়াতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে।

আল কুরআনের মত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও এ অবলাদের আপদামস্তক সতর নির্দিষ্ট করে দিয়ে বিনা প্রয়োজনে বাইরে বেরুতে নিষেধ করেছেন।

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নারীর উচিত গোপন থাকা। সে যখন বাইরে বের হয় শয়তান তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (জামে আত তিরমিযী)

২. তারপরও যদি একান্ত কোনো প্রয়োজনে মহিলারা বাইরে পা রাখতে বাধ্য হয়, তখন নির্দেশ দেয়া হয়েছে বড়ো চাদর দিয়ে এমনভাবে শরীরকে ঢেকে নেবে যেন আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ

"হে নবী! আপনার স্ত্রী, কন্যা, ও মুসলিম মহিলাদের বলে দিন (যখন বাইরে বেরুবে) তখন যেন তারা বড়ো চাদর দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করে নেয়। (সূরা আল-আহযাব ঃ ৬৯)

উদ্দেশ্য হচ্ছে– বড়ো চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে নেবে এবং ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে দেবে। পর্দার নির্দেশ কার্যকরী হওয়ার পর রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে মুসলিম মহিলারা এভাবেই পর্দা করতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দিকা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পেছনে নামায পড়ার জন্য মহিলারা মাসজিদে আসতেন। তবে এমনভাবে তারা চাদর মুড়ি দিয়ে আসতেন, তাদেরকে চেনাই যেত না।

মাসজিদে আসা, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামতে নামায পড়া এবং তাঁর কথা শোনার জন্য আসার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিলো না। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের একথাও বলেছেন, তাদের নিজেদের বাড়িতে নামায পড়া উত্তম। –আবু দাউদ, মিশকাত।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, নারীদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে একটু ভাবুন তো। মাসজিদে নববী, যেখানে আদায় করা নামায পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের সেখানে নামায পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত না করে বাড়িতে নামায পড়াকে উত্তম বললেন কেন? রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমামতে এক ওয়াক্ত নামাযের সমান কি তামাম উম্মাতের সমস্ত নামায হতে পারে? তবু তিনি তাদেরকে বাড়িতে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। এটি নি:সন্দেহে মহিলাদের সেই সম্মান ও মর্যাদাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ারই প্রচেষ্টা, ইসলাম তাদেরকে যা দিয়েছে। দুর্ভাগ্য আজ জাতির! আধুনিক সভ্যতার নামে তাদেরকে আজ বাজারে নামিয়ে আনা হয়েছে। মাসজিদের সাথে বাড়ির নামাযকে যেমন পৃথক করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বাড়ির বিভিন্ন অংশের নামাযেও এক অংশের চেয়ে আরেক অংশের মর্যাদা বেশি দেয়া হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.

আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উঠানে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আবার ঘরের নির্জন কোনায় নামায পড়া ঘরের সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (আবূ দাউদ, হাদীস-৫৭০)।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মহিলারা যেন বাড়ির বাইরে না যায়। যদি যেতেই হয়, তাহলে বড়ো চাদর দিয়ে এমনভাবে ঢেকে বেরুতে হবে যেন তাদের চেনা না যায়। অবশ্য বড়ো চাদর সব সময়তো সামলানো মুশকিল। তাই সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা বড়ো চাদরের বিকল্প হিসেবে বোরকার রেওয়াজ চালু করেছেন। বেশ কিছুদিন সেই উদ্দেশ্য পূরণও হয়েছে। কিন্তু শয়তান সেই বোরকাকেই সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছে। অনেক বোন বোরকা পরেন ঠিকই কিন্তু তা পর্দা করার চেয়ে সৌন্দর্য প্রকাশই বেশি হয়ে থাকে।

৩. নারী ঘর থেকে বেরুলে বড়ো চাদর কিংবা বোরকা পরে বেরুবে, শুধু একথা বলা হয়নি। বরং অলংকারের আওয়াজ এবং শরম লজ্জার দিকে খেয়াল রাখারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.

"হে নবী! আপনি মুমিনদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি নিচু করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। এটি তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার বিষয়। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ খোঁজখবর রাখেন। (সূরা আন-নূর ঃ ৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"এবং মুমিন স্ত্রীলোকদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর তাদের সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না করে। তবে যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ভিন্ন কথা। (সূরা আন-নূর ঃ ৩১)

আরেকটি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, মহিলারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। যা বেগানা পুরুষের মনে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

"আর তাদের পা যেন এমনভাবে না ফেলে, যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।" (সূরা আন-নূর ঃ ৩১)

আরেকটি হিদায়াত দেয়া হয়েছে, হঠাৎ কোনো গাইরি মুহাররাম এর উপর দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। ইচ্ছেকৃতভাবে দ্বিতীয়বার দেখার চেষ্টা করা যাবে না। হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, হযরত আলী (রা)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– হে আলী! হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে পুনরায় আর তাকিয়ে দেখো না। প্রথমবারতো (বেখেয়ালের কারণে) মাফ কিন্তু দ্বিতীয়বারের জন্য গুনাহ্ হবে।

–মুসনাদ আহমাদ, জামে আত তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ।

বেপর্দা হয়ে খোলা মাথায় নারীদের চলাফেরা

প্রশ্ন-১৯৩৪ ঃ বেপর্দা হয়ে বিশেষ করে খোলা মাথায় মুসলিম নারীদের চলাফেরা করা কতটুকু বৈধ? মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ আজকাল রাস্তাঘাট, মার্কেট, স্কুল-কলেজ ও অফিস আদালতে মেয়েরা যেভাবে বেপর্দা চলাফেরা করছে তা মূলত ইহুদী খৃস্টানদেরই অনুসরণ অনুকরণ। কুরআনুল কারীম একে জাহেলিয়াতের সাজসজ্জা (تبرج الجاهليه) বলে অখ্যায়িত করেছে। এ যেন সভ্যতা, ভদ্রতা ও ইজ্জত সম্মানের গালে অসভ্যতার চপেটাঘাত।

জামে আত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু ইবনু মাজাহ্ এবং মুস্তাদরাক হাকিমে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

لا تخلعَ امْرَأَةٍ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاْ هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا.

"যে মহিলা নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য জায়গায় কাপড় খুললো সে যেন তার ও আল্লাহ্‌র মাঝখানে যে পর্দা রয়েছে তা ছিড়ে ফেললো।"

মহিলাদের মাথার একটি চুলও সতরের অন্তর্ভূক্ত। পরপুরুষের সামনে সতর খোলা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম। তাছাড়া এটি আত্মমর্যাদারও পরিপন্থী।

বেগানা পুরুষের সামনে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৩৫ ঃ চাচী, জেঠী, মামী তারা দেবর বা ভাসুর-পুত্রদের সাথে কিভাবে পর্দা করবে? যদি একই বাড়ীতে সবাই মিলে বসবাস করেন তাহলে কতটুকু পর্দা করা প্রয়োজন?

উত্তর ঃ চাচী, জেঠী, মামী তারাও গাইরি মুহাররাম পুরুষদের থেকে পর্দা করে চলবেন। যদি দেয়াল বা বেড়ার মাধ্যমে পর্দা করা সম্ভব না হয় তাহলে চাদর দিয়ে পর্দা করলেও চলবে।

প্রশ্ন-১৯৩৬ ঃ চাচা শ্বশুর ও মামা শ্বশুর থেকে পর্দা করা প্রয়োজন কিনা?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ, তাদের সাথেও পর্দা করা প্রয়োজন।

পর্দা করতে হলে মহিলাদের কোন্ কোন্ অঙ্গ ঢেকে রাখা প্রয়োজন

প্রশ্ন-১৯৩৭ ঃ আমার স্বামীর বক্তব্য-

১. নারী মানেই পর্দা। সারাক্ষণই তাদের পর্দা করা উচিত। নইলে সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি পিতা ও ভাই থেকেও তার পর্দা করা উচিত। কারণ নফস্ তো সবার সাথেই রয়েছে। চাহিদার কারণে তাদের সাথে পর্দা করা ইসলাম বাধ্যতামূলক করেনি তবে করা উচিত।

২. মহিলাদের মার্কেটসহ অন্যান্য জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে ইসলাম পুরুষের চেয়ে মহিলাদের বেশি প্রাধান্য দেয়নি। কিন্তু ইংরেজী এক প্রবাদে রয়েছে- 'লেডিস ফার্স্ট', দেখা যায়- পুরুষরা রুটির জন্য লাইনে দাঁড়ানো রয়েছে আর মহিলারা এসেই রুটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আমার স্বামীর বক্তব্য হচ্চে- এটি পুরুষদের অধিকার হরণ। আমার বক্তব্য হচ্ছে- প্রবাদটি ইংরেজদের হলেও সেখানে মহিলাদের সম্মান দেখানো হয়েছে। এরূপ হওয়া উচিত। এতে দোষের কিছু নেই।

৩. তিনি আরও বলেন, পিতা ও দুধ ভাইয়ের সাথেও মহিলাদের দীর্ঘক্ষণ বসে গল্প গুজব ও হাসি তামাশা করা ঠিক নয়। তাদের সাথে দেখা হলে কেবল সালাম ও কুশল বিনিময় করাই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটিও আমার স্বামীর বাড়াবাড়ি।

৪. তার মতে– মহিলাদের মার্কেটে যাওয়া হারাম। আমি শুনেছি– 'শরঈ কোনো সফরে মুহাররাম সঙ্গী ছাড়া যাওয়া মহিলাদের জন্য হারাম। কোনো কাপড়-চোপড় কেনার প্রয়োজন হলেও কি মহিলারা মার্কেটে যেতে পারবেন না? কেননা পুরুষ ও মহিলাদের পছন্দের মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে যায়। এখন মহিলারা যদি পর্দার সাথে কেনাকাটা করতে যায় তাহলে ক্ষতি কি? মুখ ঢাকাতো আর ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) নয়, মুস্তাহাব।

৫. অপরিচিত গাইরি মুহাররাম পুরুষের সাথে পর্দা করা যেমন আবশ্যক তেমনিভাবে পরিচিতি গাইরি মুহাররাম (যেমন- চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই)– তাদের সাথেও কি পর্দা করা আবশ্যক? এতে কি কোনো পার্থক্য নেই? তাদের সাথে পর্দা করা বেশ সমস্যার ব্যাপার।

উত্তর ঃ পর্দার মাসয়ালার ব্যাপারে আপনি এবং আপনার স্বামী উভয়েই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছেন।

১. নারীর লজ্জাশীলতার দাবীই হচ্ছে সে কখনো তার মাথা খোলা রাখবেনা। কিন্তু পিতা, ভাই, ছেলে, ভাইপো প্রমুখ যারা মুহাররাম তাদের সামনে মাথা, ঘাড়, বাহু এবং পায়ের গোড়লির নিচের অংশ খোলার অনুমতি শরীয়াতে রয়েছে। আল্লাহ যে কাজের অনুমতি দিয়েছেন সেই কাজের ব্যাপারে স্বামীর অসন্তোষ প্রকাশ করা জায়েয নয়। হারাম। অবশ্য কোনো মুহাররাম যদি নির্লজ্জ, বেহায়া হয়, ইজ্জত সম্মানের ব্যাপারে খেয়াল না রাখে তাহলে সেই ব্যক্তিও গাইরি মুহাররামের নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত হবে। তার থেকেও পর্দা করা উচিত।

২. মা, বোন, মেয়ে এবং স্ত্রী, নারীদের সাথে এ চারটি সম্পর্কই পবিত্র ও মর্যাদার। এজন্য ইসলাম নারীদের অমর্যাদা শিক্ষা দেয়না বরং তাদের ইজ্জত ও মর্যাদার শিক্ষা-ই দেয়। হাতিম তাই-এর মেয়েকে কয়েদী হিসেবে খালি মাথায় যখন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

কাছে নেয়া হয়েছিল তিনি নিজের চাদর তাকে দিয়েছিলেন। ওড়না হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তেমনিভাবে কোনো মহিলার প্রয়োজনে কোনো পুরুষ যদি তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু দেয় দিতে পারে। ইসলামের যুদ্ধনীতিতেও বলা হয়েছে মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না। 'লেডিস ফার্স্ট' বলে ইংরেজ মুলুকে সব ব্যাপারে মহিলাদের যে অগ্রাধিকার দেয়া হয় ইসলাম তার প্রবক্তা নয়। যেমন নামাযের জামায়াতে মহিলাদের কাতার পুরুষদের পেছনে নির্ধারণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় 'লেডিস ফার্স্ট' দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম কিভাবে গ্রহণ করবে। সেই সাথে আপনার স্বামী মহিলাদের মর্যাদা প্রদানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন তাও সঠিক নয়। ভুল।

৩. যেসব পুরুষ থেকে পর্দা করার প্রয়োজন নেই তাদের সাথে নির্দ্বিধায় কথা বলা যাবে। 'তাদের সাথে বেশি কথা বলা উচিত নয়'– আপনার স্বামীর একথা ঠিক নয়। বাড়াবাড়ি। তবে মুহাররাম পুরুষদের সাথেও ঠাট্টা মশকরা করা ঠিক নয়।

৪. মহিলারা বিনা প্রয়োজনে মার্কেটে-বাজারে যাবে, জায়েয নয়। বেগানা পুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখবে তাও জায়েয নয়। এ মাসয়ালা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য ভুল। বাড়াবাড়ি। যদি মহিলাদের মার্কেটে যাবার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় থেকে বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত পর্দা করা অপরিহার্য। চেহারা ঢেকে রাখাও তার অন্তর্ভূক্ত।

৫. অপরিচিত বেগানা পুরুষ হলে তাদের সামনে যাওয়াটাই ঠিক নয়। দেয়াল বা বেড়ার আড়ালে থাকা উচিত। পরিচিত, আত্মীয় গাইরি মুহাররাম পুরুষ হলে এবং তাদের সামনে যেতে বাধ্য হলে চাদর দিয়ে ঢেকে পর্দা করে যাওয়া আবশ্যক। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মাওলানা থানবী (রহ) এর তা'লীমুত তা-লিব' গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে–

'যে আত্মীয় শরঈ দৃষ্টিতে মুহাররাম নয়, যেমন– খালাতো, মামাতো এবং ফুফাতো ভাই বোন কিংবা দেবর প্রমুখের সাথে দেখা দেয়া, কথাবার্তা বলা কোনো ক্রমেই উচিত নয়। যদি একই বাড়িতে থাকার কারণে তাদের সামনে

দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হয় তাহলে সাধারণ চাদর দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালোভাবে ঢেকে লজ্জাবনত বদনে চলাফেরা করতে হবে। গলা, হাত, মাথার চুল, পায়ের গোড়ালি খোলা রাখা হারাম। তদ্রূপ সুগন্ধি (প্রসাধনী) ব্যবহার করে এবং আওয়াজ হয় এমন অলংকার পরে তাদের সামনে দিয়ে চলাফেরা করা জায়েয নয়।' তা'লীমুত তা-লিব, পৃ-৫।

ভগ্নিপতি প্রমুখের সাথে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৩৮ ঃ গাইরি মুহাররাম কিন্তু আত্মীয় যেমন ভগ্নিপতি প্রমুখ এদের সাথে কিভাবে পর্দা করা উচিত? শুধু দৃষ্টি নিচু রাখলেই হবে, নাকি ঘোমটা দিতে হবে?

উত্তর ঃ গাইরি মুহাররাম আত্মীয়ের সামনে ঘোমটা দিয়ে যেতে হবে এবং ভগ্নিপতির সামনে ঘোমটা দিয়ে গেলেও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা নিষেধ।

প্রশ্ন-১৯৩৯ ঃ আমাদের এখানে এক হাফিজ সাহেব বলেছেন, যতদিন বোন জীবিত থাকবে ততদিন ভগ্নিপতির সাথে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। হাফিয সাহেবের কথা কতটুকু সত্যি, মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ ভগ্নিপতির সাথে অবশ্যই পর্দা করতে হবে। হাফিয সাহেব ভুল বলেছেন।

পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা

প্রশ্ন-১৯৪০ ঃ আজকাল পুরুষ মহিলা মিলেমিশে যেভাবে কাজ করছে, এভাবে কাজ করা মহিলাদের জন্য জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক কর্মস্থল বানিয়েছেন। মহিলাদের কাজের ক্ষেত্র বাড়ি। আর পুরুষদের কাজের ক্ষেত্র বাড়ির বাইরে। পুরুষ যে কাজ করতে সক্ষম মহিলারা তা করতে অপারগ। আবার যে কাজ মহিলারা করতে পারে পুরুষ সেই কাজ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকেরই উচিত স্ব স্ব ক্ষেত্রের ভেতর থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়া। যারা পুরুষদের বোঝা মহিলাদের দুর্বল কাঁধে চাপিয়ে দেয় তারা মূলত তাদের সাথে যুলম করে থাকে।

পর্দা করা জরুরী নাকি শুধু দৃষ্টি নিচু করে রাখা যথেষ্ট

প্রশ্ন-১৯৪১ ঃ পর্দার ব্যাপারে বলা হয় চেহারা খোলা রেখে দৃষ্টি নিচু করে রাখলেই হয়। নাকি চেহারা ঢেকে রাখা জরুরী? এক ডিআইজির (যিনি এক সময় মিসর ছিলেন) বক্তব্য হচ্ছে- সূরা নূরে শুধু দৃষ্টি নিচু রাখার ব্যাপারে বলা

হয়েছে। এ নির্দেশ পুরুষ মহিলা উভয়কে দেয়া হয়েছে। এজন্য যদি মহিলাদের বোরকা পরতে হয় তাহলে পুরুষদের বোরকা পরা উচিত।

উত্তর ঃ চেহারা ঢেকে রাখা শরঈ দৃষ্টিতেই আবশ্যক। সূরা নূরে শুধু দৃষ্টি নিচু রাখার কথা বলা হয়েছে এবং পুরুষ ও মহিলা উভয়কে একই নির্দেশ দেয়া হয়েছে কথাটি ঠিক নয়। মহিলাদের সাজ-সজ্জা ও রূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ না করে বেড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে এ আয়াত নাযিলের পর মহিলা সাহাবীগণ সমস্ত চেহারা ঢেকে শুধু একটি চোখ খোলা রেখে বাইরে বেরুতেন। তাছাড়া সূরা আল আহ্যাব-এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে – বড়ো চাদর পরে ঘোমটা দিয়ে চেহারা ও বুক ভালোমত ঢেকে তারপর বেরুতে হবে।

চেহারা ঢেকে রাখা জরুরী কিনা

প্রশ্ন-১৯৪২ ঃ মহিলাদের পর্দা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে তারা চেহারা খোলা রাখতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কি চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়?

উত্তর ঃ শরঈ দৃষ্টিতে চেহারা ঢেকে রাখা অপরিহার্য। বিশেষ করে যে সমাজ ও যুগে মন ও দৃষ্টি অপবিত্র, সেই সমাজ ও যুগে অপবিত্র দৃষ্টি থেকে চেহারাকে আড়ালে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

মুখ ঢেকে রাখা যদি পর্দা হয় তাহলে হজের সময় কেন তা খোলা রাখা হয়

প্রশ্ন-১৯৪৩ ঃ চেহারা ঢেকে রাখা যদি পর্দা হয় তাহলে হজের সময় মুখ খোলা রাখা হয় কেন? এক হাদীসে দেখেছি, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে এসে বললেন, আমি অমুককে বিয়ে করতে চাই। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- তুমি কি তাকে দেখেছো? তিনি বললেন– না দেখিনি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যাও আগে দেখে নাও। এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় মুখ খোলা রাখায় কোনো দোষ নেই।

উত্তর ঃ ইহরাম অবস্থায় মুখ ঢেকে রাখা মহিলাদের জন্য জায়েয নয়। তবু নির্দেশ দেয়া হয়েছে পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে যতটুকু সম্ভব নিজেকে আড়ালে

রাখা। আর যাকে বিয়ে করার ইচ্ছে করা হয় তাকে এক নজর দেখে নেয়া জায়েয আছে। কিন্তু এ দুটো বিষয় থেকে এই সিদ্ধান্তে যাওয়া মোটেই সমীচীন নয় যে, ইসলামে চেহারার কোনো পর্দাই নেই।

পর্দার জন্য মোটা চাদর উত্তম নাকি বোরকা

প্রশ্ন-১৯৪৪ ঃ পর্দার জন্য মোটা চাদর উত্তম, নাকি বোরকা? আর পুরনো দিনের টুপিওয়ালা বোরকা উত্তম নাকি বর্তমানের বোরকা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ মূল কথা হচ্ছে মহিলাদের পুরো শরীর (চেহারাসহ) অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরী। এজন্য এমন চাদর ব্যবহার করা উচিত যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে যায়। কিন্তু এত বড়ো চাদর সামলানো মহিলাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়, তাই সম্রান্ত লোকেরা একে বোরকার রূপ দিয়েছেন। আগের দিনে টুপিওয়ালা বোরকার প্রচলন ছিলো। এখন নেকাব ওয়ালা বোরকা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। (বস্তুত যেটিই ব্যবহার করা হোক পর্দা হয়ে যাবে)।

অঁজ পাড়া গাঁয়ে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৪৫ ঃ আমরা একেবারে অঁজ পাড়া গাঁয়ের বাসিন্দা। এখানে পর্দার কোনো প্রচলন নেই। আমরা সকলেই কৃষিজীবী। এখানে মহিলারাও পুরুষের সাথে ক্ষেতে খামারে কাজ করে। তারা শুধু একটি ওড়না ব্যবহার করে মাত্র। এই জনপদে পর্দার ব্যাপারে শরঈ নির্দেশ কি? জানতে চাই।

উত্তর ঃ শরঈ নির্দেশ সবার জন্যই প্রযোজ্য। তাই সকলকেই পর্দা মেনে চলতে হবে। যদি কোথাও পর্দার প্রচলন না থাকে সেখানে শরীয়াতের নির্দেশের লংঘন হচ্ছে।

অমুসলিম মহিলা থেকে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৪৬ ঃ এক অমুসলিম চাকরানী মুসলিম পরিবারে কাজ করে। তার থেকে মুসলিম মহিলাদের পর্দা করতে হবে কিনা? জানাবেন।

উত্তর ঃ অমুসলিম মহিলারা গাইরি মুহাররাম পুরুষেরই মত। তাদের সামনে মুসলিম মহিলাদের চেহারা, হাত এবং পা খোলা রাখা যেতে পারে। বাকী শরীর ঢেকে রাখতে হবে।

বাড়িতে মহিলাদের খালি মাথায় থাকা

প্রশ্ন-১৯৪৭ ঃ মহিলারা কি বাড়িতে খালি মাথায় থাকতে পারে? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যদি কোনো গাইরি মুহাররাম সেখানে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে মহিলারা ঘোমটা না দিয়ে খালি মাথায়ও থাকতে পারেন।

ভাইবোন একে অপরের গলা ধরে হাঁটা

প্রশ্ন-১৯৪৮ ঃ আপন ভাইবোন একে অপরের গলা ধরে হাঁটা-হাঁটি করতে পারে কিনা?

উত্তর ঃ ফিতনার (বিপর্যয়ের) আশংকা না থাকলে পারে।

মহিলাদের কণ্ঠস্বর

প্রশ্ন-১৯৪৯ ঃ অনেক বিয়েতে দেখা যায় মহিলাদের পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে। সেখানে তারা জমায়েত হয়ে লাউড স্পীকার দিয়ে ওয়াজ নসীহত করে এবং সুরেলাকণ্ঠে হামদ না'ত গায়। যা পুরুষের কানেও আসে। এরূপ করা জায়েয কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ মহিলাদের কণ্ঠস্বরও পর্দার অন্তর্ভূক্ত। অপ্রয়োজনে পর পুরুষদের সেই কণ্ঠস্বর শোনানো জায়েয নয়। বিশেষ করে যখন ফিতনা ও বিপর্যয়ের আশংকা থাকে।

গাইরি মুহাররাম মহিলার লাশ দেখা ও লাশের ছবি তোলা

প্রশ্ন-১৯৫০ ঃ মহিলাদের লাশ পরপুরুষদের দেখানো, ছবি তোলা বৈধ কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ লাশের ছবি তোলা কিংবা গাইরি মুহাররাম পুরুষকে লাশ দেখানো জায়েয নয়।

মহিলা ডাক্তার দিয়ে খাতনা করানো

প্রশ্ন-১৯৫১ ঃ আমাদের এখানে সরকারী হাসপাতালে মহিলা ডাক্তাররা খাতনা করিয়ে থাকেন। অনেকে বলেন, এটি ঠিক নয়। এ সম্পর্কে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর ঃ শরঈ দৃষ্টিতে এটি কোনো দোষের নয়।

খালাতো বা চাচাতো ভাইয়ের সাথে হাত মেলানো

প্রশ্ন-১৯৫২ ঃ খালাতো বা চাচাতো ভাই বোনের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? একজন আরেক জনের সাথে হাত মেলাতে পারে কি? বোন যদি ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে মুবারকবাদ জানায়?

উত্তর ঃ খালাতো বা চাচাতো ভাই গাইরি মুহাররাম (বেগানা পুরুষ) এর অন্তর্ভুক্ত। চিঠিতে যেসব আচরণের কথা বলা হয়েছে তার একটিও বৈধ নয়।

দুধ-চাচীর সাথে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৫৩ ঃ দুধ-চাচার স্ত্রীর সাথে পর্দা করা প্রয়োজন কিনা, জানাবেন।

উত্তর ঃ দুধ-চাচা যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেন কিংবা তিনি মারা যান তাহলে সেই চাচার স্ত্রীকে বিয়ে করায় কোনো বাধা নেই। তাই দুধ-চাচীর সাথেও পর্দা করা আবশ্যক।

শরীরের গোপন অংশ চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসককে দেখানো

প্রশ্ন-১৯৫৪ ঃ আমি মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করছি। অধ্যয়নের প্রয়োজনে মরদেহের বিভিন্ন গোপন অংশ দেখতে হয়। সেখানে কি কি সমস্যা হতে পারে তা শেখানো হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মরদেহের গোপন অংশ দেখা জায়েয কিনা? তাছাড়া চিকিৎসক হিসেবে সার্ভিস দিতে গেলে অনেক সময় মহিলাদের শরীরের গোপনীয় অংশ দেখে এবং সেখানে হাত লাগিয়ে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হয়। কিংবা অপারেশনের প্রয়োজনে স্পর্শ করতে হয়। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে কেমন? মেহেরবানী করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ ফিক্‌হের কিতাব রুদ্দুল মুহতারে শরহুত তানভীরের রেফারেন্সে বলা হয়েছে ঃ

ومداواها ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة- اذا الضرورات تتقدر بقدرها- وكذا نظر قابلة وختان- وينبغى ان يعلم امرأة تدا ويها- لان نظر الجنس الى الجنس اخف وفى الشامية: قال فى الجوهرة: اذا كان المرض فى سائربدنها غير الفرج يجوز النظر اليه عند الدوا لانه موضع ضرورة — وان كان

في موضع الفرج فينبغى ان يعلم امرأة تداويها- فان لم توجد وخافوا عليها ان تهلك او يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيئ الا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع الا عن موضع الجرح-

একান্ত প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর রোগের জায়গা দেখতে পারেন। তবে প্রয়োজনের মাত্রাকে প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। নার্স, ধাত্রী এবং খাতনাকারীর ব্যাপারেও একই নির্দেশ। প্রয়োজনের আপেক্ষিকতা দেখতে হবে। মহিলাদের চিকিৎসার ব্যাপারে মহিলা চিকিৎসক তৈরি করা উচিত। কারণ একজন মহিলা আরেকজন মহিলার গোপন অংশ দেখা অপেক্ষাকৃত কম আপত্তিকর। ফাতওয়া শামীতে জাওহারীর রেফারেন্সে বলা হয়েছে- মহিলাদের লজ্জাস্থান ছাড়া শরীরের অন্য জায়গায় যদি কোনো অসুখ হয় তাহলে প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার দেখতে পারেন। লজ্জাস্থানে অসুখ হলে কোনো মহিলাকে চিকিৎসার নির্দেশনা দিয়ে তার মাধ্যমে চিকিৎসা করানো যেতে পারে। যদি এমন মহিলা না পাওয়া যায়। রোগ যন্ত্রণা মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। প্রাণ নাশের আশংকা সৃষ্টি হয় কিংবা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। এমতাবস্থায় পুরুষ ডাক্তার মহিলার সারা শরীর ঢেকে নিয়ে শুধু অসুখের জায়গার চিকিৎসা করবেন। শরীরের বাকী অংশের দিকে তাকাবেন না। চোখ নিচু রাখবেন।

রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৬, পৃ-৩৭১।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়-

১. একান্ত প্রয়োজনে পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন।

২. মহিলা ডাক্তার পাওয়া গেলে তাকে দিয়েই চিকিৎসা করাতে হবে।

৩. মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে মহিলারোগীর গোপন অঙ্গ বিশেষভাবে লজ্জাস্থানের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে কোনো মহিলাকে নির্দেশনা দিয়ে তাকে দিয়ে চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করা উচিত।

৪. যদি কোনো মহিলাকে নির্দেশনা দিয়ে কাজ করানো সম্ভম না হয় এবং রোগীর প্রাণ নাশের আশংকা হয় কিংবা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় তাহলে সারা শরীর ঢেকে শুধু নির্দিষ্ট জায়গা খোলা রেখে চিকিৎসা করতে হবে। যথা সম্ভব দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ডেলিভারী সাধারণত মহিলারাই

করিয়ে থাকেন। যদি কোনো সমস্যা তাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যায় (যেমন- অপারেশনের প্রয়োজন হয় এবং মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যায়) তাহলে পুরুষ ডাক্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলাকে কি এমন ছেলের কাছ থেকে পর্দা করতে হবে যে তার সামনেই বড়ো হয়েছে

প্রশ্ন-১৯৫৫ ঃ ধরুন পঁচিশ বছর বয়সী এক মহিলার সামনে মহল্লার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করলো। তারপর সেই ছেলে বেড়ে উঠে যুবক হলো। সেই মহিলার বয়স এখন ৪৫/৫০ বছর হবে। মহিলা এই ভেবে পর্দা করেন না, 'এতো আমার ছেলের বয়সী, আমি তো তার মায়ের মতো। এতে কি তার গুনাহ্ হবে?

উত্তর ঃ কুরআনুলকারীমের আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এমন বৃদ্ধা বিয়ে করার বয়স যার পার হয়ে গেছে তিনি যদি পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল খোলা রাখেন, সৌন্দর্য প্রকাশের মানসিকতা না থাকে, তাহলে কোনো দোষ নেই। তবে তিনিও যদি পর্দা মেনে চলেন সেটি আরও উত্তম। 'এতো আমার ছেলের বয়সী, আমি তার মায়ের মতো'-এরূপ কথা বলে পর্দা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। গুনাহ্র কাজ।

বোরকার রঙ

প্রশ্ন-১৯৫৬ ঃ কি রঙের বোরকা ব্যবহার করা উচিত, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে কোনো রঙের কাপড় দিয়ে বোরকা তৈরি করা যেতে পারে। বোরকার রঙটি মুখ্য নয়, শরীরের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখাটাই মুখ্য।

দেবর ভাসুর থেকে পর্দা করতে যদি বাপ মা নিষেধ করেন

প্রশ্ন-১৯৫৭ ঃ দেবর ভাসুরের ব্যাপারে আজকাল স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। আমি এক হাদীসে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'যদি দেবর ভাবী থেকে পর্দা না করে তার জন্য ধ্বংস আর যদি ভাবী তাদের থেকে পর্দা না করে তার জন্যও ধ্বংস।' আমি যখন একথা আমার বাড়িতে বলেছি এবং আমার স্ত্রীকে দেবর ভাসুর থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছি তখন আমার বাড়ির অন্যান্য সদস্য আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবার হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে বাপ মায়ের না ফরমানীর জন্য জাহান্নামের কথা বলা

হয়েছে। এখন দেখছি এক সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে আরেক সুন্নাত লংঘন হচ্ছে। মেহেরবানী করে বলবেন এখন আমি কী করবো।

উত্তর ঃ মহিলারা দেবর কিংবা ভাসুরের সাথে একাকী বসবেন না। চেহারা ঢেকে রাখবেন। সীমাতিরিক্ত কথা বলবেন না। ঠাট্টা মশকরা পরিহার করবেন। ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। আপনার স্ত্রীকে বলে দেবেন। আজকাল পর্দার রেওয়াজ উঠে গেছে বিধায় এইটুকু পর্দাকেও দোষের মনে করা হয়। বাপ মায়ের সাথে বেয়াদপী করা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশকে অমান্য করতে বললে সেই কথা শোনা যাবে না।

বিয়ের আগে পাত্রী দেখা এবং তার সাথে কথাবার্তা বলা

প্রশ্ন-১৯৫৮ ঃ বিয়ের আগে পাত্রী দেখা, তার সাথে কথাবার্তা বলা ইসলাম অনুমোদন করে কিনা? কারণ যখন তাকে দেখা হয়, কথাবার্তা বলা হয় তখন তো সে গাইরি মুহাররামই থাকে। এ সম্পর্কে ইসলামের সঠিক নির্দেশ কী জানতে চাই।

উত্তর ঃ যে মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে বিয়ের আগে একনজর দেখে নেয়ার অনুমতি রয়েছে। প্রয়োজনের কারণে একে পর্দার নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে।

স্বামী যদি তার ভাই ও ভগ্নিপতিদের সাথে দেখা করতে বাধ্য করে

প্রশ্ন-১৯৫৯ ঃ বিয়ের আগে দীন সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা ছিলো না। বিয়ের পর দীনি বই পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়েছে। আমার স্বামী নিয়মিত নামায রোযা করেন। তার কালেকশনে অনেক কিতাবাদি আছে। এক সময় আমি পর্দা করা শুরু করি। পর্দার কথা শ্বশুরবাড়ির লোকজন শোনে তো আমাকে মহা মুস্কিলে ফেলে দিয়েছে। ননদ, শ্বশুর তারা আমাকে তিরস্কার করে খুব মুছুল্লী হয়েছে, ভালো মানুষ সেজেছে ইত্যাদি বলছেন। স্বামীকেও উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে আমার সম্পর্কে তার ধারণা খারাপ করে দিয়েছেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, আমার স্বামী দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে চাইছেন। স্বামী চাচ্ছেন তাঁর ভাই ও ভগ্নিপতিদের সাথে আমি যেন পর্দা না করি। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবেই পর্দা করতে চাই। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ বেটি! শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই তোমার

সমস্যার মূল কারণ। যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করতে থাক। চেহারা, হাতের পাঞ্জা, পায়ের পাতা এগুলো খোলা রেখে বাকী শরীর ভালোভাবে ঢেকে রাখার চেষ্টা করবে। প্রয়োজনের মুহূর্তে এটুকু করার অনুমতি রয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ করতে থাক। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই তোমার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

সহোদর ভাইয়ের সাথে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৬০ ঃ আমি শুনেছি সহোদর ভাইয়ের সাথেও নাকি পর্দা করা ফরয। না করলে গুনাহ হবে। একথা শুনে আমি খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছি। তাহলে তো পিতার সাথেও পর্দা করা জরুরী?

উত্তর ঃ যেসব আত্মীয়ের সাথে বিয়ে চিরদিনের জন্য হারাম, যেমন- পিতা, দাদা, ভাই, ভাইপো, ভাগ্নে (বোন পো) তাদের সাথে পর্দা নেই। এ ধরনের লোককে মুহাররাম বলা হয়। অবশ্য যদি কারও মুহাররাম আত্মীয় উগ্র হয়, দীন সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে, লাজশরমের ধার না ধারে তাহলে এমন আত্মীয়ের সাথে পর্দা করা প্রয়োজন।

মুখে ডাকা ভাই বা ছেলে

প্রশ্ন-১৯৬১ ঃ মুখে ডাকা ভাই সম্পর্কে পর্দার নির্দেশ কী? তার থেকে পর্দা করতে হবে কিনা জানতে চাই।

উত্তর ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মুখে ডাকা ভাই গাইরি মুহাররাম এর অন্তর্ভুক্ত। তার থেকে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৬২ ঃ শামীম এক যুবককে ছেলে বানিয়ে বাড়িতে রেখেছে। শামীমের স্ত্রীও যুবতি। তার থেকে পর্দা করে না। বলে তাকে তো আমি ছেলে বানিয়ে রেখেছি। এমতাবস্থায় শরঈ নির্দেশ কি?

উত্তর ঃ কাউকে ছেলে বানানোর সুযোগ ইসলামে নেই। আল কুরআন স্পষ্টভাবে একে নিষেধ করেছে। মুখে ডাকা ছেলে শরঈ দৃষ্টিতে গাইরি মুহাররাম। তার থেকে পর্দা করা ফরয।

ছোটবেলা থেকে একই সাথে রয়েছে এখন যুবক হয়েছে এমন গাইরি মুহাররাম

প্রশ্ন-১৯৬৩ ঃ ছোট বেলা থেকে পরিবারের সদস্য হিসেবেই বড়ো হয়েছে কিন্তু গাইরি মুহাররাম অর্থাৎ তার সাথে রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই, এমন ব্যক্তির সাথে পর্দা করা জরুরী কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ যুবক হওয়ার পর আল কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলের অকাট্য দলিল অনুসারে তার সাথে পর্দা করা ফরয।

বাগদানের পর পর্দা

প্রশ্ন-১৯৬৪ ঃ বাগদানের পর কি বাগদত্তা তার হবু স্বামীর সাথে পর্দা করবে?

উত্তর ঃ বাগদান বিয়ের প্রতিশ্রুতিমাত্র, বিয়ে নয়। যতক্ষণ বিয়ে না হবে ততক্ষণ একজন আরেকজনের থেকে পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৬৫ ঃ বাগদানের পর বাগদত্তার সাথে কি কথাও বলা যাবে না?

উত্তর ঃ যার সাথে বিয়ে হবে বিয়ের আগে তাকে একনজর দেখে নেবার অনুমতি শরীআহ্ দিয়েছে। যেন পছন্দ অপছন্দের ফায়সালা করা সহজ হয়। এছাড়া যতদিন বিয়ে না হবে ততদিন বাগদত্তা অপরিচিত হিসেবেই গণ্য হবে। তার সাথে পর্দা করা আবশ্যক।

মহিলাদের কোন কোন অঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক

প্রশ্ন-১৯৬৬ ঃ ইসলাম মহিলাদের জন্য পর্দা কি বাধ্যতামূলক করেছে?

উত্তর ঃ হাঁ, বাধ্যতামূলক করেছে।

প্রশ্ন-১৯৬৭ ঃ পর্দা যদি বাধ্যতামূলক হয় তবে তা শরীরের কোন অংশের? মুখমন্ডলও কি পর্দার অন্তর্ভুক্ত?

উত্তর ঃ স্রষ্টা মহিলাদের পুরো শরীরই আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন করে বানিয়েছেন। তাই পরপুরুষের কুৎসিত দৃষ্টি থেকে পুরো শরীরই ঢেকে রাখা আবশ্যক। যেসব অঙ্গ সবসময় ঢেকে রাখা খুবই কষ্টকর শুধু সেসব বাদে। যেমন- হাত, পায়ের পাতা।

প্রশ্ন-১৯৬৮ ঃ বর্তমানে চাদর ও বোরকা উভয়টির ব্যবহারই রয়েছে। কেউ যদি শুধু চাদর ব্যবহার করে তাহলে কি পর্দা হবে?

উত্তর ঃ হাঁ, হবে। কিন্তু চাদর এতটুকু বড়ো হতে হবে যেন সারা শরীর ঢেকে যায়।

পুরুষ রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় মহিলা নার্স

প্রশ্ন-১৯৬৯ ঃ আমি এক হাসপাতালে নার্সের চাকুরী করি। জীবিকা নির্বাহের এটিই আমার একমাত্র পথ। সংসারের দায়িত্বভার নেবার মত আর কেউ নেই।

মেহেরবানী করে জানাবেন, আমার মত মুসলিম মেয়ের জন্য এ পেশা গ্রহণযোগ্য কিনা। মানবতার সেবাই হচ্ছে এ পেশার মূলকথা। তবে অনেক সময় পুরুষ রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে হয়। দেখা যায় এমন রোগী যার কেউ নেই যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তাদের খেদমতেও আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হয়। সর্বদা মনে একটিই প্রশ্ন, আমরা কি সত্যিই মানবতার কল্যাণে রয়েছি নাকি অন্য কিছু? ইসলামের দৃষ্টিতে নার্সের পেশা কেমন, জানাবেন।

উত্তর ঃ রোগীর সেবা শুশ্রূষাতো খুবই ভালো কথা। কিন্তু পরপুরুষের সামনে পর্দা না করা কোনো মতেই ঠিক নয়। মহিলা নার্সরা মহিলা রোগীর সেবা করতে পারে, পুরুষদের জন্য পুরুষ নার্স হওয়া উচিত। মহিলা নার্সের কাধে পুরুষদের সেবার ভার চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়।

মহিলা ডাক্তার কর্তব্যরত অবস্থায় কতটুকু পর্দা করবে

প্রশ্ন-১৯৭০ ঃ আমি একজন ডাক্তার। বাড়ি থেকে যখন হাসপাতালে যাই তখনতো বড়ো চাদর দিয়ে সারা শরীর ভালোভাবে ঢেকে যাই। হাসপাতালে পৌছে রোগী দেখার সময় স্কার্ফ দিয়ে চুল ভালোভাবে ঢেকে শুধু মুখটা খোলা রাখি। এতে কি আমার পর্দা লংঘন হচ্ছে?

উত্তর ঃ আপনার এমন নিকাব পরা উচিত, যেন গাইরি মুহাররাম রোগী আপনার মুখ দেখতে না পারে।

গাইরি মুহাররাম মহিলাকে ইচ্ছেকৃত দেখা

প্রশ্ন-১৯৭১ ঃ গাইরি মুহাররাম কোনো মহিলাকে যদি কামনার দৃষ্টি ছাড়া ইচ্ছেকৃত দেখা হয়, তা কি চোখের ব্যভিচারের মধ্যে পড়বে?

উত্তর ঃ বিনা প্রয়োজনে পর মহিলাকে দেখা তাও ইচ্ছেকৃত, এটিকে কামনার দৃষ্টি বলা যাবে না তো কি বলা যাবে? 'কামনার দৃষ্টি নয়' এরকম ছাপাই গাওয়ার কী প্রয়োজন আছে। এটি আত্ম প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন-১৯৭২ ঃ কম বয়সী কিংবা যুবা মহিলাদের খোলা চুল অথবা বাহুর দিকে (ইচ্ছেকৃত) দৃষ্টি দিলে গুনাহ হবে কি না?

উত্তর ঃ গাইরি মুহাররাম যুবামহিলা অথবা এমন কিশোরী যে যৌবনের দোর গোড়ায় পৌছে গেছে তাদের শরীরের কোনো অঙ্গ দেখা গুনাহ।

মুহাররাম আত্মীয়ের সামনে মহিলারা কতটুকু খোলা রাখতে পারে

প্রশ্ন-১৯৭৩ ঃ মুহাররাম আত্মীয়ের সামনে মহিলারা তাদের শরীরের কতটুকু অংশ খোলা রাখতে পারে?

উত্তর ঃ হাত, পায়ের গোড়ালির নিচের অংশ এবং কাঁধের উপরের অংশ যেমন মাথা, মুখ, কান, ইত্যাদি মুহাররাম আত্মীয়ের সামনে খোলা রাখা জায়েয।

গ্রামে যেখানে পর্দা চালু নেই সেখানে স্ত্রীকে কিভাবে পর্দার গুরুত্ব বুঝানো যাবে?

প্রশ্ন-১৯৭৪ ঃ গ্রামে যেখানে পর্দা-প্রথা চালু নেই সেখানে বিয়ে করে স্ত্রীকে কিভাবে পর্দার গুরুত্ব বুঝানো যাবে? বিয়ের আগে সে কখনও পর্দা করে চলেনি। স্বামী নামাযী এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করেন। স্ত্রীকে পর্দার কথা বললে সে সাথে সাথে জাবাব দেয়, অবশ্যই আমি আপনার কথা মানবো, তার আগে আপনার মা, বোন, ভাবীকে পর্দা করতে বলুন। সে তো ভালোভাবেই জানে স্বামীর মায়ের যিম্মাদার বাবা, আর ভাবীর যিম্মাদার ভাই, বোনের যিম্মাদার ভগ্নিপতি। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে তিনি কী আচরণ করবেন? কঠোর ব্যবহার করবেন, নাকি তালাক দেবেন নাকি অন্য কোনো ব্যবস্থা রয়েছে?

উত্তর ঃ পর্দা করা আবশ্যক। অমুকে পর্দা করে না আমি কেন করবো একথা বলে স্ত্রীর পাশ কাটানো ঠিক নয়। সাধারণভাবে যেখানে পর্দার রেওয়াজ নেই সেখানে পর্দার জন্য প্রথমেই কড়াকড়ি করা উচিত নয়। তাকে আদর করে ভালোবাসা দিয়ে বুঝাতে হবে। তার ভেতরে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে তাকে তালাক দিলে স্বামী অবশ্যই তার চেয়ে ভালো ও পর্দানশীন মেয়ে স্ত্রী হিসেবে পাবেন। তখন হয়তো সেও স্বামীর মন যোগিয়ে চলার চেষ্টা করবে।

ছেলেদের কলেজে মহিলা শিক্ষক

প্রশ্ন-১৯৭৫ ঃ ইসলাম তো মহিলাদের পর্দা করতে বলেছে। এখন বেপর্দা ভাবে কোনো মহিলা শিক্ষক যদি ছেলেদের কলেজে অধ্যাপনা করতে আসেন তাহলে গুনাহগার হবেন কে, ছেলেরা নাকি অধ্যাপিকা? এখানে ছেলেরা তো নিরূপায়।

উত্তর ঃ বেপর্দা হয়ে মহিলাদের বাইরে বেরুনো আধুনিক জাহেলিয়াতের ফসল। সম্ভবত সেই সময় খুবই নিকটে যার কথা হাদীসে বলা হয়েছে। এমন একটি

সময় আসবে যখন নারী পুরুষ প্রকাশ্যস্থানে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে। তখন তাদেরকেই সবচেয়ে ভদ্র বলা হবে, যারা বলবে মিয়া! একটু আড়ালে গিয়ে নাওনা। আপনারা বলছেন ছাত্ররা নিরুপায়। কিন্তু কেন? আপনারা তো সরকারের কাছে দাবী করতে পারেন ছেলেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য পুরুষ শিক্ষক চাই। মহিলা কলেজে মহিলা শিক্ষিকা দেয়া হোক।

অফিসে পুরুষের সাথে মহিলাদের চাকুরী

প্রশ্ন-১৯৭৬ ঃ মহিলারা বর্তমানে ব্যাংক, অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পুরুষের সাথে মিলেমিশে চাকুরী করছেন, শরঈ দৃষ্টিতে এটি কেমন?

উত্তর ঃ বেপর্দা হয়ে পুরুষের সাথে মহিলাদের কাজ করা এটি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। ইসলাম এর অনুমোদন করে না।

প্রশ্ন-১৯৭৭ ঃ ইসলাম যদি একে অনুমোদন না করে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের কি চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া হবে না?

উত্তর ঃ কেন হবে না? কল্যাণমূলক ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের সঠিক মর্যাদা দেয়া হবে। (কারও চাকুরীর প্রয়োজন হলে মহিলাদের স্বার্থে মহিলা শাখায় তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হবে। সেখানে পুরুষ সহকর্মীর দ্বারা অপমাণিত হওয়ার কোনো আশংকাই থাকবে না- অনুবাদক।)

হজের সময় মহিলাদের পর্দা

প্রশ্ন-১৯৭৮ ঃ দেখা যায় হজের সময় চল্লিশ জন করে গ্রুপ তৈরি করা হয়। সেখানে পুরুষ মহিলা উভয়ই থাকেন। বেপর্দা মহিলা তো থাকেনই, যারা পর্দানশীন তাদেরও পর্দা করার কোনো পরিবেশ থাকে না। পর্দার কথা বললে বলা হয় এ পবিত্র সফরে পর্দার প্রয়োজন নেই। এমনও দেখা গেছে হারাম শরীফের ভেতর মহিলারা নামাযের ও তাওয়াফের সময় পাতলা কাপড় পরে আসেন। এত মানুষের ভীড়েও তারা চেষ্টা করেন হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করতে। প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ অবস্থায় পর্দার ব্যাপারে কোনো ছাড় আছে কিনা? এমন পাতলা কাপড় পরে হজ ও নামায জায়েয কি না? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ ইহরামের অবস্থায় মহিলাদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে তাদের চেহারায় যেন কোনো কাপড়ের স্পর্শ না লাগে। কিন্তু এই অবস্থায়ও গাইরি মুহাররাম থেকে

পর্দা করা আবশ্যক। ইহরাম মুক্ত অবস্থায় চেহারা ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক। মক্কা মোকাররমায় কিংবা হজের সফরে পর্দার কোনো প্রয়োজন নেই এই ধারণা ভুল। এমন পাতলা কাপড় পরে তাওয়াফ করা বা নামায পড়া হারাম, যাতে মহিলাদের চুল দেখা যায়। এমন কাপড়ে নামায ও তাওয়াফ কিছুই হবে না। তাওয়াফের সময় মহিলাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন পুরুষের ভীড় এড়িয়ে চলা যায়। হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্য কাছে যাওয়ার চেষ্টা না করা উচিত। এরূপ করলে সওয়াবের চেয়ে গুনাহর সম্ভাবনাই বেশি। হজের সময়ও মহিলাদের ঘরে নামায় পড়া উচিত। ঘরে নামায পড়লেও পুরো সাওয়াব পাবেন। ঘরে নামায পড়া হারাম শরীফে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। তাওয়াফের জন্য মহিলাদের রাতে বের হওয়া ভালো।

বয়স্ক মহিলাদের পর্দা

প্রশ্ন-১৯৭৯ ঃ মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী (রহ) এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, যেসব মহিলার বয়স ৪০/৪৫ বছরে পৌঁছে যায় পর্দার নির্দেশ তাদের জন্য কিছুটা শিথীল হয়ে যায়। এ কথার উপর আমার প্রশ্ন হচ্ছে- সেই মহিলারা কি অফিসে পুরুষের সাথে চাকুরী করতে পারবে? কোন মন্ত্রণালয়ে কিংবা হাইকমিশনার হিসেবে তাদের নিয়োগ দেয়া যাবে? মোটকথা আমি জানতে চাচ্ছি তাদের সেই শিথিলতার সীমাটা কী?

উত্তর ঃ পর্দার শিথিলতা মানে এই নয়, তারা মেয়েলী নির্দেশের বাইরে চলে যাবে। তাদের উপর আর মেয়েলী নির্দেশ প্রয়োগ করা যাবে না। পর পুরুষের সাথে এই বয়সী মহিলাদেরও মিলেমিশে কাজ করা জায়েয নেই।

বিয়ের অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য পর্দা কি শিথিল

প্রশ্ন-১৯৮০ ঃ অনেক মহিলা পর্দা করেন। কিন্তু বিয়েশাদীর অনুষ্ঠানে গেলে পর্দার প্রয়োজন মনে করেন না। সেসব অনুষ্ঠানে পুরুষলোক তো থাকেই আর যদি মহিলাদের জন্য পৃথক আয়োজন হয় তবু সেখানে ভিডিও করা হয়। ফলে একজন দীনদার মহিলার ছবিও পরপুরুষরা দেখার সুযোগ পেয়ে যায়। আমার মনে হয় যারা পর্দানশীন বিয়ের অনুষ্ঠানেও তাদের পর্দা বহাল রাখা উচিত? আপনি বলুন তো এদের কি পর্দানশীন বলা যায়?

উত্তর ঃ আপনার বক্তব্য ঠিক। সত্যিকার অর্থে এদের পর্দানশীন না বলে সুবিধাবাদী বলাই সমীচীন।

বাইরে পর্দা না করে ঘরে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৮১ ঃ অনেক মহিলা আছেন যারা শপিং করতে গেলে কিংবা বেড়াতে গেলে সেজেগুজে যায়। কত তৃষ্ণার্ত চোখ যে তাদের রূপ সৌন্দর্য দেখে তাদের কামপিপাসা মেটায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি এই মহিলারাই যখন বাড়িতে থাকেন তখন তাদের পর্দা-জ্ঞানটা খুব টনটনে থাকে। কেউ যদি হঠাৎ বাড়িতে ঢুকে পড়েন, সে যত ভালো মানুষই হোক তার আর রক্ষা নেই। কেন আন্দরমহলে বিনা অনুমতিতে ঢুকলেন সেই কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করা হয়। এভাবে কোনো মেহমানও যদি ঢুকে পড়েন তাদেরকে বেশ অপ্রতিভ মনে হয়। আমি জানতে চাচ্ছি তারা এ 'আধুনিক পর্দা'র ধারণা কোথায় পেলেন?

উত্তর ঃ আপত্তি তো সঠিক জিনিসের ব্যাপারে হতে পারে না। আপত্তি উত্থাপিত হয় বেঠিক জিনিসের উপর। আপনার আপত্তি হওয়া উচিত ছিলো আধুনিকতার নামে পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে। যা নির্লজ্জতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। পর্দা যতটুকুই হোক না কেন সে সম্পর্কে আপত্তি করা ঠিক নয়। তবে কথা হচ্ছে, পর্দা করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ একথা মনে করে যেভাবে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে ঠিক সেইভাবে করা। যারা আল্লাহর নির্দেশ মনে করে পর্দা করবেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবেন। আর যারা পর্দাকে ফ্যাশন মনে করে করবেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবেন।

ভাবীর সাথে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৮২ ঃ আমার নয় ছেলে। তিনজন বিয়ে করেছে। আমার সব ছেলেই তাদের ভাবীর সাথে পর্দা করে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাবীর সাথে পর্দার ধরনটা কেমন হওয়া উচিত? প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা, খানা পরিবেশন করা কিংবা সামনাসামনি হতে পারে কিনা? ভাবীর সাথে যদি অপরিচিত মহিলার মত পর্দা করতে হয় তাহলে তো কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উত্তর ঃ ভাবীর সাথে পর্দা তো অপরিচিত মহিলাদের সাথে পর্দার মতই। তবে যেহেতু সারাক্ষণ বাড়ির সদস্যদের সামনেই কাজকর্ম করতে হয় সেজন্য চাদর (কিংবা মোটা কাপড়ের বড়ো ওড়না) শরীরে ভালোভাবে জড়িয়ে নিলেই হবে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবে, প্রয়োজনে খানা পরিবেশনও করতে পারবে।

ভাই ঝি ও বোন ঝি জামাই থেকে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৮৩ ঃ আমাকে একজন বলেছেন, বাড়ির যেকোনো জামাই হোক না কেন তাদের সাথে পর্দা নেই। যেমন- ভাই ঝি জামাই, বোন ঝি জামাই প্রমুখ। একথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ ভাই ঝি ও বোন ঝি জামাইয়ের সাথে পর্দা করতে হবে। শরঈ দৃষ্টিতে তারা জামাই নয়। (অর্থাৎ কোনো এক পর্যায়ে তাদের সাথেও বিয়ে বৈধ)।

ভাসুর-ঝি জামাই থেকে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৮৪ ঃ ভাসুর-ঝি জামাই থেকে আমি পর্দা করি। অনেকে বলেন- ভাসুর ঝি-জামাই নিজের মেয়ের জামাইয়ের মত তার থেকে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। আমি জানতে চাচ্ছি কোনটি সঠিক?

উত্তর ঃ হাঁ, ভাসুর-ঝি জামাই থেকেও পর্দা করতে হবে।

প্রশ্ন-১৯৮৫ ঃ ভাসুর, ননদে-জামাই, দেবর, ভগ্নিপতি তাদের সাথে পর্দা করা শরঈ দৃষ্টিতে ফরয। তাহলে আমাদের বুজুর্গ ব্যক্তিগণ, স্বামী এবং ভাইয়েরা আমাদেরকে তাদের থেকে পর্দা করতে বলেন না কেন? তাদের সামনে যেতে বাধ্য করেন কেন?

উত্তর ঃ তারা ঠিক করেন না, ভুল করেন।

'দেবর মৃত্যুতুল্য' একথার তাৎপর্য

প্রশ্ন-১৯৮৬ ঃ আমি আমার ছেলের কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছি। যার মর্মার্থ দেবরকে মৃত্যু বলা হয়েছে। এটি কি হাদীস? যদি হাদীস হয় তাহলে এর তাৎপর্য কি?

উত্তর ঃ এ হাদীসের তাৎপর্য হচ্ছে- মৃত্যুকে যেমন মানুষ ভয় পায় এবং তার থেকে পালাতে চায়, দেবরকেও তেমনি ভয় করে তার থেকে দুরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তার সাথে হাসিঠাট্টা না করা, একাকী তার সাথে না বসা ইত্যাদি।

শরঈ পর্দা পছন্দ করে না এমন ছেলের বিয়ের প্রস্তাব

প্রশ্ন-১৯৮৭ ঃ এক মেয়ে শরঈ পর্দা করে থাকে। এক ছেলের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। মেয়ে জানতে পেরেছে ছেলে পর্দার ব্যাপারে রাজী হবে না। এখন মেয়ে কী করবে? বিয়ে ভেঙ্গে দেবে?

উত্তর ঃ পর্দার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। আল্লাহর নির্দেশ বাদ দিয়ে অন্য কারও নির্দেশ মানা জায়েয নয়। এরূপ ছেলেকে বিয়ে না করাই ভালো।

পীরের সাথে পর্দা ছাড়া মহিলা মুরিদের সাক্ষাৎ

প্রশ্ন-১৯৮৮ ঃ আমার মা এক পীরের মুরিদ হয়েছেন। পর্দা ছাড়া পীরের কাছে যাওয়া, তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা, কথাবার্তা বলা জায়েয কি না?

উত্তর ঃ পীরের সাথে পর্দা করা ফরয। যে পীর অপরিচিত মহিলার (মুরিদের) সাথে মেলামেশা করে সে নিজেই ভ্রষ্ট। তার কাছে যাওয়াই বৈধ নয়।

মেয়ের মৃত্যুর পর জামাইয়ের সাথে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৮৯ ঃ আমাদের মা যার বয়স প্রায় ৩৫/৪০ বছর। ১২ বছর আগে আমাদের সাত ভাইবোন রেখে আব্বা মারা যান। আমাদের অনেক কষ্টে-শিষ্টে মানুষ করেছেন। দু'বছর আগে আম্মা এক ব্যক্তিকে (যিনি তাঁরই বয়সী) ছেলে বানিয়েছেন। আমাদের সব ভাইবোনদের আপত্তি সত্ত্বেও আমার ছোট বোনকে তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার বোন প্রায় তার মেয়ের বয়সী। আম্মা অবাধে তার সাথে মেলা মেশা করতেন। বাধা দিলে বলতেন, সে আমার (মেয়ের) জামাই, কোনো আইনেই আমাকে বাধা দিতে পারবে না। বিয়ের পাঁচ মাস পর আমার বোন মারা যায়। আম্মা এখনও তার সাথে অবাধে মেলামেশা করছেন। কিছু বললে বলেন, মেয়ে মরেছে বলে জামাইয়ের সম্পর্ক কি নষ্ট হয়ে গেছে? এ সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ কী জানতে চাই।

উত্তর ঃ জামাইয়ের কাছ থেকে পর্দা করা জরুরী নয়। কিন্তু জামাই শাশুড়ি উভয়েই যদি জোয়ান হয় তাহলে পর্দা করা আবশ্যক। নইলে শয়তান তাদের সর্বনাশ করতে পারে। আপনার মায়ের জন্য জামাইয়ের সাথে মেলামেশা করা জায়েয নয়। অবশ্যই তাকে এটি পরিহার করতে হবে।

প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে মহিলাদের নিয়োগ দান

প্রশ্ন-১৯৯০ ঃ বর্তমানে পুরুষ মহিলারা একই সাথে একই অফিসে চাকুরী করছেন। অনেক অফিসে মহিলা সেক্রেটারী রাখা হয়। মালিক অবসর সময়ে তার সাথে খোশগল্পে মত্ত হয়। দয়া করে বলবেন কি শরঈ দৃষ্টিতে এরূপ করা কেমন?

উত্তর ঃ বেগানা মহিলাদের কাছে বসা, তাদের সাথে খোশগল্প করা শরঈ দৃষ্টিতে হারাম। একই কারণে প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে গাইরি মুহাররাম মহিলাদের নিয়োগ দান জায়েয নয়।

মহিলা কলেজে পুরুষ শিক্ষক

প্রশ্ন- ১৯৯১ ঃ আমি মহিলা কলেজে পড়ছি। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হওয়ার কারণে আমাকে নিয়মিত ক্লাশে যেতে হয়। যেখানে ওড়না ব্যবহারের অনুমতি নেই। শুধু স্কার্ফ। মহিলা কলেজ হলেও এখানে বেশ কজন শিক্ষক পুরুষ। তারা যখন ক্লাশ নেন তখন মূলত পর্দা লংঘন হয়। আমার বাড়িতে পুরোপুরি পর্দা রয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর ঃ সেয়ানা মেয়েদের পুরুষ শিক্ষকের কাছে বেপর্দা অবস্থায় পড়া ঠিক নয়। এতে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। হয় পর্দার সাথে পড়তে হবে, নয় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পর্দা পালন করা যাবে না এমন জায়গায় যেতে স্ত্রীকে নিষেধ করা

প্রশ্ন- ১৯৯২ ঃ বশীর তার স্ত্রীকে ভাইয়ের বাড়ি যেতে নিষেধ করেছে। কারণ সেই বাড়িতে এক যুবক পরিচারক রয়েছে। যার বিচরণ বাড়ির সর্বত্র। এ সম্পর্কে আমি শরঈ নির্দেশ জানতে চাই।

উত্তর ঃ পর্দার ব্যাঘাত ঘটে এমন জায়গায় যেতে স্ত্রীকে স্বামী নিষেধ করতে পারেন। এ অধিকার স্বামীর রয়েছে। হাঁ, যদি স্ত্রীর ভাইয়ের বাড়ি পর্দার ব্যবস্থা থাকে এবং পুরুষ পরিচারকের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকে তাহলে ভাইয়ের বাড়ি যেতে কোনো দোষ নেই। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো অবস্থায়ই যেন পর্দা লংঘন না হয়।

ঘরের দরোজা জানালা বন্ধ রাখা কি পর্দা

প্রশ্ন-১৯৯৩ ঃ কেউ দেখে ফেলতে পারে, পর্দা লংঘন হয়ে যাবে শুধু এই ধারণার উপর ভিত্তি করে সারাক্ষণ ঘরের দরোজা জানালা বন্ধ করে রাখা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ পর্দার দিকে তো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তাই বলে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে সন্দেহমূলক ঘরের দরোজা জানালা সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখা ঠিক নয়। কারণ ধারণা বা সন্দেহ একটি রোগ, এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। সারাক্ষণ ঘরের দরোজা জানালা বন্ধ রাখলে সেখানে বাতাস চলাচল করতে পারে না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দরোজা ও জানালায় পর্দা লাগিয়ে নিলেই তো হলো।

দুধ ভাই থেকে পর্দা

প্রশ্ন-১৯৯৪ ঃ দুধ ভাই থেকে কি বোনকে পর্দা করতে হবে?

উত্তর ঃ দুধ ভাই সহোদর ভাইয়ের মতই মুহাররাম। তার থেকে পর্দা করতে হবে না। অবশ্য যদি সে চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ হয় তবে তার থেকেও পর্দা করতে হবে।

চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা অধ্যায়

নসীহতের পদ্ধতি

প্রশ্ন-১৯৯৫ ঃ আমার সাথে কাজ করেন এমন কাউকে অথবা আমার কোনো আত্মীয় স্বজনকে নরমভাবে বুঝানোর পরও যদি সে ইসলামের দিকে না আসে, তার সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত?

উত্তর ঃ প্রতিটি মুসলিম ভাইকে গুনাহ্‌র পথ থেকে ফিরে নেকীর পথে চলার জন্য দাওয়াত দেয়া ফরয। এজন্য নিজেকেও নম্রস্বভাব ও সচ্চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। ভর্ৎসনা ও ধমকের সুর পরিহার করতে হবে। দাওয়াত দেয়ার সময়ও যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতে হবে। দরদ ও আন্তরিকতার সাথে দাওয়াত দেয়ার পরও যদি তিনি তা প্রত্যাখান করেন তাহলে পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য দু'আ করতে থাকা উচিত। যদি কখনও উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায় তখন আবার হিকমাতের সাথে তাকে দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে আমরা পাপকে ঘৃণা করবো, পাপীকে নয়। যেসব মুসলিম নামায রোযা করেন না তাদেরকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করা যাবে না। দরদ, ভালোবাসা ও সচ্চরিত্রের মাধ্যমে সর্বদা দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

কাউকে গালি দেয়া

প্রশ্ন-১৯৯৬ ঃ আমার দাদা। বয়স প্রায় ষাট বছর। এখনও তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো। সুন্নাত হিসেবে তিনি দাঁড়িও রেখেছেন। কিন্তু একটু রাগ হয়ে গেলেই গালি-গালাজ শুরু করে দেন। ইন্ডিয়ান ছবিও দেখেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন কিন্তু বেশীরভাগ সময় বাড়িতে। মাঝে মাঝে জুমআর নামাযও বাড়িতেই পড়েন। অনেক সময় তিনি নামায ছেড়ে দেন। নামাযের কথা বললে বিভিন্ন কাজের অজুহাত দেখান। এরূপ করা কি তার ঠিক হচ্ছে?

উত্তর ঃ বার্ধক্যের কারণে তিনি হঠাৎ করেই রেগে যেতে পারেন, তাই বলে গালি-গালাজ করা খুবই খারাপ কথা। নামাযের ব্যাপারে অলসতা করা মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়। বার্ধক্যের পর তো কেবল কবরে যাওয়া বাকী,

এখনও যদি তিনি সতর্ক না হন তাহলে আর কবে হবেন। হাদীসে বলা হয়েছে, যাকে আল্লাহ ষাট বছর জীবিত রাখেন তার আর কোনো অজুহাত থাকে না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُنَادي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اَيْنَ ابْنَا السِّتِّيْنَ؟ وَهُوَ الْعُمَرَ الَّذِىْ قَالَ الله تَعَالىٰ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন ঘোষক ঘোষণা করবেন ষাট বছর বয়সীরা কোথায়? এটি সেই বয়স, যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যে বয়স জানা বুঝার জন্য যথেষ্ট এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও পৌছেছিল। (সূরা ফাতির : ৩৭)

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আসল বাড়ির প্রস্তুতি নেয়ার তাওফীক দেন।

'শূয়োর' বলে গালি দেয়া

প্রশ্ন-১৯৯৭ ঃ অনেকে বলেন শূয়োর বলে গালি দিলে চল্লিশ দিনের রিযিক নষ্ট হয়ে যায়। এটি সঠিক কিনা?

উত্তর ঃ কাউকে এ নোংরা গালি দেয়া উচিত নয়। তবে এ গালি দিলে চল্লিশ দিনের রিযিক নষ্ট হয়ে যায় এমন কথা আমি কোথাও পাইনি।

মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম

প্রশ্ন-১৯৯৮ ঃ মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিয়ম কেমন হওয়া উচিত? মেহেরবানী করে জানাবেন। আমরা বলে থাকি 'আপনার দয়া' 'আপনাকে ধন্যবাদ' এরূপ বলা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ কেউ কাউকে ইহসান (কোনো উপকার) করলে 'জাযাকাল্লাহ' বলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। হাদীসে বর্ণিত-

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ

'কাউকে উপকার করা হলে উপকারকারীকে 'জাযাকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার যথাযথ প্রতিদান দিন) বললে তার কৃতজ্ঞতা পূর্ণতায় পৌঁছে গেল।' -জামে আত তিরমিযী।

দুশ্চরিত্র নামাযী ও চরিত্রবান বেনামাযীর মধ্যে কে উত্তম

প্রশ্ন-১৯৯৯ ঃ এক ব্যক্তি নিয়মিত নামায পড়েন। অন্যান্য নেক কাজও করে থাকেন। কিন্তু চরিত্র ভালো নয়। আরেক ব্যক্তি নামায পড়েন না। কিন্তু উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এ দুজনের মধ্যে শরঈ দৃষ্টিতে উত্তম কে?

উত্তর ঃ আপনার এ বক্তব্য আমার বুঝে আসছেনা। কারণ ইবাদাতের প্রভাবেই মানুষ শালীন, ভদ্র ও চরিত্রবান হয়। তার দিল নরম হয়। অহমিকা দূর হয়ে যায়। নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে– নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষ যখন নামাযে তার মাথা ঝুঁকিয়ে দেয় তখনই তো তার সমস্ত দম্ভ-অহংকার বিচূর্ণ হয়ে যায়। প্রতিদিন নামাযের মাধ্যমে তো আল্লাহ তায়ালার কাছে এই দু'আ করা হয়– আমাকে সৎলোকদের পথে চালাও। আর সৎ লোকেরা তো উত্তম ও উন্নত চরিত্রেরই হয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা গেল ইবাদাতের প্রভাবই চরিত্রকে উত্তম বানিয়ে দেয়। যদি কারও ইবাদাতে তার চরিত্রের উন্নতি না হয়, বুঝতে হবে তার ইবাদাতে ত্রুটি রয়ে গেছে। অবশ্যই সেই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। তবে সে (ত্রুটিপূর্ণ হলেও) ইবাদাতের জন্য সওয়াব পাবে এবং দুশ্চরিত্রের জন্য গুনাহগার হবে। প্রতিটির বিনিময় সে পৃথক পৃথকভাবে পাবে। তেমনিভাবে একজন চরিত্রবান ব্যক্তি নামায না পড়লে কিংবা ফরয ইবাদাত না করলেও মনে হয় আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম স্বভাবজাত প্রকৃতি (ফিতায়াভে সালীম) দান করেছেন। কিন্তু অলসতা বা শয়তানের ফাঁদে পড়ে ফরয ইবাদাত না করলে শাস্তি অবশ্যই সে পাবে। এই দু'প্রকার লোকের কেউই সঠিক পথে নেই। দু'পক্ষই দীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছেড়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকেরই উচিত তার দীনের দাবীকে পরিপূর্ণ করা।

মুনাফিকের পরিচয়

প্রশ্ন-২০০০ ঃ আমি এখানে সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসের তরজমা তুলে ধরছি– আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য তিনটি– কথায় কথায় মিথ্যে বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করেনা, তার কাছে কোনো আমানাত রাখলে খেয়ানাত করে। সে নামায পড়ুক, রোযা রাখুক কিংবা নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করুক।' এ হাদীসের আলোকে যার আচার-আচরণ মিলে যাবে তাকে আপনি কী বলবেন?

উত্তর ঃ মুনাফিক দু'প্রকার। এক. আকীদা-বিশ্বাসে মুনাফিক। অর্থাৎ মুখে মুসলিম দাবী করবে কিন্তু আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর সে ঈমান আনবে না। দুই. কাজে-কর্মে মুনাফিক। এরা ঐসব ব্যক্তি যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান ঠিকই রাখে কিন্তু আচার-আচরণে মুনাফিকী অবলম্বন করে। যেমন মিথ্যে বলে, ওয়াদা দিয়ে তা রাখে না, কিছু আমানাত (গচ্ছিত) রাখলে তা খেয়ানাত (আত্মসাৎ) করে বসে থাকে। উল্লেখিত হাদীসে দ্বিতীয় প্রকার মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে- যারা মুসলিম, নামায রোযা করে কিন্তু আচরণগত দিকে মুনাফিকী করে। আপনি জানতে চেয়েছেন, কারও আচরণে এগুলো দেখতে পাওয়া গেলে তাকে কী বলা উচিত, হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সে আচরণগত মুনাফিক। তবে তাকে মুনাফিক বলে ডাকা ঠিক হবেনা। যেমন কেউ যদি কুফরীতে লিপ্ত হয় তাকে কাফির বলে ডাকা ঠিক নয়।

সন্দেহ ও কুধারণা

প্রশ্ন-২০০১ ঃ এক হাদীসে বলা হয়েছে- 'কাউকে সন্দেহ করোনা,' আরেক হাদীসে বলা হয়েছে 'যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় তা ছেড়ে দাও,' এ দুটো হাদীসের পার্থক্য কী? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ কারও সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা জায়েয নয়। এই হচ্ছে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা। আর দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে- কোনো কাজের ব্যাপারে সেটি জায়েয নাকি না জায়েয এরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে সেই কাজ না করা।

গীবত (পরচর্চা)-এর পরিণাম

প্রশ্ন-২০০২ ঃ কারও গীবত করলে তার গুনাহ্ কি মাফ হয়ে যায়? আমি শুনেছি যিনি গীবত করেন তিনি গুনাহ্গার হন আর যার গীবত করা হয় তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। একথা কি ঠিক?

উত্তর ঃ গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকী নিয়ে যার গীবত করা হয় তাকে দিয়ে দেয়া হবে। যদি তার কাছে নেকী না থাকে তাহলে যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে গুনাহ নিয়ে গীবতকারীর আমলনামায় যোগ করা হবে। বান্দার যে কোনো ধরনের অধিকার নষ্ট করা হলে এভাবেই তার ক্ষতিপূরণ করা হবে।

গীবত করা, কাউকে অবজ্ঞা করা, কাউকে উপহাস করা

প্রশ্ন-২০০৩ ঃ আমি সরকারী অফিসে চাকুরী করি। এখানে কতিপয় যুবক রয়েছে যারা সারাক্ষণ অন্যের গীবত চর্চা, কাউকে উপহাস করা, কাউকে অবজ্ঞা করা, কারও মাথায় খামাকা থাপ্পর মারা, মিথ্যে শপথ করা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকে। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কেমন?

উত্তর ঃ আপনি যা কিছু বলেছেন তার সবগুলোই কবীরা গুনাহ্। কাউকে ঠাট্টা করা, কাউকে অবজ্ঞা করা, কারও গীবত করা, মিথ্যে বলা, মিথ্যে শপথ করা ইত্যাদি সবগুলো কাজ-ই গর্হিত এবং সামাজিক শান্তি-সম্প্রীতি বিনষ্টকারী। এসব লোকদের সাথে সম্পর্ক না রাখাই উত্তম।

কাউকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে গিয়ে গীবত করা

প্রশ্ন-২০০৪ ঃ এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললো, মহল্লার অমুক ছেলের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাই, আমাকে সেই ছেলের স্বভাব-প্রকৃতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে মেহেরবানী করে বলুন। ঐ ব্যক্তিকে সব কিছু জানানো যাবে কি? যদি এমন কিছু কথা থাকে যা কাউকে না বলার জন্য ওয়াদা করে থাকি?

উত্তর ঃ আসলে এক্ষেত্রে গীবত করা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপনকারীকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। তার সব কিছুই বলে দেয়া জায়েয। কোনো কথা না বলার ওয়াদা থাকলে সেই কথা নিজে না বলে অন্য যে জানে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া উচিত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গীবত করে ফেললে

প্রশ্ন-২০০৫ ঃ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কারও গীবত করবো না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুবার গীবত করে ফেলেছি। বর্তমান সময়টা এমন চলছে, গুনাহ্কে গুনাহ্ই মনে করা হয় না। গীবত না করলেও শুনতে হবে। না শুনলে তিরস্কার করা হবে। আপনি মেহেরবানী করে বলবেন এ বদঅভ্যাস থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হতে পারি। আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য কাফফারা প্রদান করতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফফারা শপথ ভঙ্গের কাফফারার মত। অর্থাৎ দশজন মিসকীনকে দুবেলা খাওয়ানো। অপারগতায় তিনদিন রোযা রাখা। শরঈ দৃষ্টিতে গীবত মারাত্মক অপরাধ। হাদীসে গীবতকে ব্যাভিচারের চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে। এ বদঅভ্যাসের চিকিৎসাটা খুব গুরুত্বের সাথেই করতে হবে। কারও তিরস্কারের পরওয়া করলে চলবেনা। চিকিৎসাটা হচ্ছে, প্রথমে মনে করতে হবে– আমি গীবত করে মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাচ্ছি। সেই সাথে আমার

নেকগুলো তাকে দিয়ে দিচ্ছি। এ-তো নিরেট বোকামী। দ্বিতীয়ত- কারও গীবত হয়ে গেলে সাথে সাথে তার কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেয়া। সম্ভব না হলে তার কল্যাণের জন্য দু'আ করতে থাকা। আল্লাহ্ চান তো এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারলে এ রোগ দূর হয়ে যাবে।

অহংকার

প্রশ্ন-২০০৬ ঃ পত্রিকার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন মাসয়ালার সমাধান দিয়ে আসছেন, এটি আমার ভীষণ পছন্দ। আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি যদি অহংকার সম্পর্কে কিছু বলতেন, উপকৃত হতাম।

উত্তর ঃ অহংকার হচ্ছে দীনী কিংবা পার্থিব বিষয়ে কোনো ভালো অবস্থানে থাকলে নিজেকে উত্তম, অন্যদের তুচ্ছ মনে করা। অহংকারের দুটো দিক রয়েছে। এক. নিজেকে উত্তম মনে করা। দুই. অন্যকে অবজ্ঞা করা।

অহংকার কঠিন এক মানসিক ব্যাধি। কুরআন হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এ ব্যাধি মানুষের সমস্ত পুণ্যকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। আজ আমরা অনেকেই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছেন আধ্যাত্মিক ডাক্তারগণ (অর্থাৎ উলামায়ে কিরাম), তাদের শরণাপন্ন হয়ে এর চিকিৎসা করাতে হবে।

কিবলার দিকে পা দিয়ে শোয়া কিংবা বসা

প্রশ্ন-২০০৭ ঃ আমার মধ্যে একটি বিষয়ে অস্বস্তি কাজ করছে। আশা করি আপনি পারবেন সেই অস্বস্তিটা দূর করতে। অনেকে বলেন, কিবলার দিকে পা দিয়ে শোয়া কিংবা বসা যাবে না। এ কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর ঃ কিবলার দিকে পা দেয়া বেয়াদবী, তাই এরূপ করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন-২০০৮ ঃ অনেক বুজুর্গ বলে থাকেন, যারা কিবলার দিকে পা দিয়ে ঘুমায় তাদেরকে হত্যা করা উচিত। তাহলে যারা কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করে তাদেরও কি হত্যা করা উচিত?

উত্তর ঃ কিবলার দিকে পা দিয়ে বসা বা ঘুমানো বেয়াদবী। আর কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করা গুনাহ। তবে এজন্য কাউকে হত্যা করা জায়েয নয়। যদি এসব কাজ কাবা শরীফকে অবজ্ঞা করার জন্য করা হয় তাহলে সেটি কুফরী।

প্রশ্ন-২০০৯ ঃ হত্যাকারীর তাওবা কবুল হয় কিনা, মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ তাওবা তো প্রত্যেক গুনাহর জন্যই করা যায়। আর খাঁটি তাওবা আল্লাহ কবুল করার ওয়াদাও দিয়েছেন। কিন্তু হত্যার অপরাধে কৃত তাওবার ব্যাখ্যাসহ আলোচনা বুঝে নেয়া দরকার।

হত্যা অনেক বড়ো কবীরাগুনাহ। এর সম্পর্ক বান্দার (হক্‌কুল ইবাদ) এবং আল্লাহর অধিকার (হক্‌কুল্লাহ) এর সাথে। আল্লাহর অধিকারের ধরন হচ্ছে– দেহ ও প্রাণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। কাজেই যে ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটায় সে মূলত আল্লাহর কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকে। তাছাড়া অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, একজন হত্যাকারী সেই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা ও অমান্য করেই হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

বান্দার অধিকার নষ্টের দিকগুলো হচ্ছে– নিহত ব্যক্তিকে যুলমের টার্গেট বানিয়ে তার অধিকার হরণ করা হয়। তার আত্মীয় স্বজনের অধিকার নষ্ট করা হয়। স্ত্রীকে স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। বোনকে করা হয় ভাই হারা। আত্মীয় স্বজনকে ভাসানো হয় দুঃখের সাগরে।

মূলতঃ হত্যার সাথে আল্লাহর অধিকার, নিহত ব্যক্তির অধিকার এবং তার ওয়ারিশদের অধিকার জড়িয়ে রয়েছে। তাই তাওবা তখনই কবুল হবে যখন হত্যাকারী তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং হত্যার কারণে যাদের অধিকার নষ্ট হয়েছে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে তাদের কাছে মাফ চেয়ে নেবে। আল্লাহর কাছে খাঁটি দিলে মাফ চাওয়া হলে আরহামুর রাহিমীনের কাছ থেকে মাফ পেয়ে যাবে। নিহত ব্যক্তি যিনি পরজগতের বাসিন্দা হয়ে গেছেন তার থেকে মাফ পাওয়ার উপায় হচ্ছে আল্লাহকে রাজী করতে পারলে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর পক্ষ থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাজী করিয়ে দেবেন। নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের যেসব অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে সেজন্য তাদের বিনিময়[১] দিয়ে তাদের থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। যদি বিনিময় ছাড়া এমনিই মাফ করে দেয় সে ভিন্ন কথা। যদি উল্লেখিত তিন পক্ষের কাছ থেকে মাফ পাওয়া যায় তাহলে আশা করা যায় তার তাওবা আক্ষরিক অর্থে কবুল হয়েছে। অন্যথায় আখিরাতে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার। দুনিয়ায় যদি হত্যাকারীকে শাস্তি দেয়া হয় তবু আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তাকে তাওবা করতে হবে।

---

[১] বিনিময়কে ফিকহী পরিভাষায় দিয়াত (রক্তপণ বা রক্তমূল্য) বলা হয়। যার পরিমাণ একশত উট বা তার সমমূল্য। -অনুবাদক

ঘুমানোর আগে দু'আ দরূদ পড়া

প্রশ্ন-২০১০ ঃ আমি রাতে ঘুমানোর আগে নিয়মিত বিছানায় বসে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', 'আয়াতুল কুরসী', দরূদ শরীফ পড়ে থাকি। তারপর নিজের গুনাহর জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাই। এরূপ করা কি ঠিক হচ্ছে জানাবেন।

উত্তর ঃ আপনার আমল ঠিক আছে। এটি উত্তম ও কল্যাণকর।

শৈশবে কৃত চুরির অপরাধ থেকে কিভাবে দায়মুক্ত হওয়া যাবে

প্রশ্ন-২০১১ ঃ আমি আপনার কলামের নিয়মিত পাঠক। আপনার জবাবগুলো খুবই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। আজ আপনার কাছে একটি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার বর্তমান বয়স উনিশ। কলেজে পড়ছি। যখন স্কুলে পড়তাম (১১/১২ বছর বয়সের সময়) তখন বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে কিছু অন্যায় করে ফেলেছি। যেমন কয়েকজন মিলে বাজারে গিয়ে ফল বিক্রেতার ফল চুরি কিংবা কিছু কিনে টাকা না দিয়ে চলে আসতাম। মাসজিদের বাক্সে সেন্ডেল রেখে নামায পড়ার সময় আমরা সেসব সেন্ডেলের ফিতা কেটে রাখতাম। কোথাও দাওয়াত না দিলেও গিয়ে সবাই মিলে খেয়ে আসতাম।

রাস্তায় কোনো হারানো জিনিস পেলে আত্মসাৎ করতাম। এসব কাজ করে আমরা খুব মজা পেতাম। এখন আমি অনুতপ্ত, কী করলে সেসব অপরাধের দায়মুক্ত হওয়া যাবে, মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর ঃ হওয়া তো উচিত এরকম, আপনি যাদের ক্ষতি করেছেন, পৃথকভাবে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নেয়া। যদি সবার কাছে পৌঁছা সম্ভব না হয় কিংবা কারও নাম ধাম মনে না থাকে তাহলে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে ও মাফ চাইতে থাকুন। আপনার দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কাছে পৌঁছে গেলে তারাও আপনাকে মাফ করে দেবেন।

গুনাহগারের সাথে সম্পর্ক রাখা

প্রশ্ন-২০১২ ঃ এক ব্যক্তি ব্যভিচারী, চোর, ডাকাত, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারী, ধনী হওয়ার পরও যাকাত ফিতরা গ্রহণকারী, মিথ্যাবাদী, ওয়াদা খেলাপকারী, তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কিনা? তার সাথে চলাফেরা করা, তার পেছনে নামায পড়া জায়েয কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ এ ব্যক্তি গুনাহগার মুসলমান। তার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখা যাবে না। তবে একজন মুসলমানের যেসব হক রয়েছে [যেমন– অসুখ হলে সেবা-

শুশ্রূষা, মৃত্যু হলে কাফন-দাফন করা ইত্যাদি] পালন করা; তাকে গুনাহর পথ থেকে ফিরিয়ে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। এমন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী।

প্রশ্ন-২০১৩ ঃ আমার এক বন্ধু আছে। বংশাবলী ভালো। বলতে গেলে সারাক্ষণ আমি তাকে সঙ্গ দেই। এতদিন তাকে সৎ পথে রাখার চেষ্টা করেছি। সেও সৎ পথে ছিলো। কিন্তু এখন সে ভুল পথে চলে গেছে। ইতোমধ্যে বেশ দুর্নামও ছড়িয়ে পড়েছে তার। আমি এখন কী করতে পারি, তার সাথে থাকবো নাকি তাকে ত্যাগ করবো?

উত্তর ঃ যদি তাকে সংশোধন করার জন্য সঙ্গ দিতে চান তাহলে ঠিক আছে। আর যদি তেমন আশা ও সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তার সঙ্গ ছেড়ে দেয়াই ভালো। তার সাথে থাকলে আপনারও দুর্নাম হবে। গুনাহর অংশীদার আপনিও হবেন।

আচার-আচরণ

অফিসের জিনিস বাসায় নিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন-২০১৪ ঃ সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে অফিসে ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী অনেক জিনিস দেয়া হয়। অনেক সময় যেসব জিনিস অফিসে ব্যবহার হয় না। সেগুলো এনে বাসায় নিজে ব্যবহার করা কিংবা ছেলে মেয়েকে ব্যবহারের জন্য দেয়া বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ সরকারী জিনিস বাড়িতে নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলে ভিন্ন কথা।

সরকারী কয়লা ব্যবহারের পরিবর্তে তার মূল্যের টাকা ভোগ করা

প্রশ্ন-২০১৫ ঃ আমি একজন সরকারী চাকুরীজীবী। শীতের সময় সরকারী কর্মচারীদের কয়লা সরবরাহের জন্য বাজেট রাখা হয়। এ কয়লা শুধু শীতের এলাকাসমূহের জন্য দেয়া হয়। আমি যেখানে চাকুরী করি সেখানে তীব্রশীত বিদ্যমান থাকে। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতের ভীষণ দাপট। তখন ঘরে অবস্থানের জন্য সারাক্ষণ কয়লার চুলা জ্বালিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু তখন কর্তৃপক্ষ আমাদের কয়লা কিংবা কয়লার মূল্য সরবরাহ করে না। সিস্টেম হচ্ছে এজন্য কর্তৃপক্ষ একজন ঠিকাদার নিয়োগ করে। কয়লা সরবরাহ করা তার দায়িত্ব।

কিন্তু সে কয়লা সরবরাহ করে না। না করেই বিলে লিখে দেয় কয়লা সরবরাহ করেছে। জুনে যখন বাজেট হয় তখন ঠিকাদার তার কমিশন নিয়ে যায়। অবশিষ্ট টাকা আমরা সবাই ভাগ করে নিয়ে নেই। অনেকে বলেন এ টাকা নেয়ায় কোনো দোষ নেই। আবার অনেকের মন্তব্য এ টাকা নেয়া আমাদের জন্য জায়েয নয়। এবার আপনি ফায়সালা করুন কোনটি আমাদের জন্য সঠিক।

উত্তর ঃ যেহেতু বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় এবং কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে টেন্ডারও দেয়া হয় এবং যেহেতু ঠিকাদার এ খাত থেকে বাজেটের টাকাও উত্তোলন করে তাই যারা সেই টাকার প্রাপক তাদের তা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নেই। জায়েয আছে। সময় মত কয়লা সরবরাহ কেন করতে পারেনা তার উত্তরে বলা যেতে পারে, এটি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা এবং ঠিকাদারের অযোগ্যতা। সেজন্য আপনাদের প্রতিবাদ করা উচিত। যাতে সময়মত আপনারা সরবরাহ পেতে পারেন। যতদিন সময়মত কয়লা না পান ততদিন সেই কয়লা বাবদ টাকা নেয়া আপনাদের জন্য জায়েয।

সরকারী গাড়ী ব্যবহার

প্রশ্ন-২০১৬ ঃ আমি একজন সরকারী কর্মকর্তা। পদমর্যাদা ও বেতন কাঠামো অনুযায়ী আমি গাড়ী ব্যবহারের অধিকার রাখি। কর্তৃপক্ষ আমাকে গাড়ী-ভাতা হিসেবে প্রতিমাসে ২৮৫ টাকা প্রদান করে থাকে।[১] কিন্তু আমি নিজের গাড়ী নিয়ে অফিসে যাইনা। অফিসে যাতায়াতের জন্য সরকারী গাড়ী ব্যবহার করি। আমার যুক্তি হচ্ছে সরকারী বিভিন্ন ফাইলপত্র নিয়ে যাই এজন্য আমি সরকারী গাড়ী ব্যবহার করি। তবে সরকারী গাড়ী ব্যবহারের পেছনে মাসে প্রায় দু'হাজার টাকার মত খচর হয়ে থাকে। জানতে চাচ্ছি এমতাবস্থায় গাড়ী-ভাতা নেয়া আমার জন্য বৈধ হবে কিনা?

উত্তর ঃ মূলনীতি হচ্ছে সরকারী গাড়ী সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা যাবে যেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। এবার আপনি দেখুন সেই উদ্দেশ্যের সাথে আপনার ব্যবহারের মিল রয়েছে কিনা। সরকারী গাড়ীও ব্যবহার করছেন আবার গাড়ী-ভাতাও নিচ্ছেন এদুটো সুযোগ বোধ হয় একসাথে নেয়া ঠিক হচ্ছে না। আপনিই সিদ্ধান্ত নিন কোনটা বলবত রাখবেন আর কোনটি পরিহার করবেন।

---

[১] লেখককে এ প্রশ্নটি করা হয়েছিলো আশির দশকের প্রথম দিকে। যখন পাকিস্তানের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার সর্বসাকুল্যে বেতন ছিলো দুই-আড়াই হাজার টাকা। -অনুবাদক

সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ওষুধ নিয়ে বিক্রি করা

প্রশ্ন-২০১৭ ঃ অনেক সরকারী কর্মচারীকে দেখা যায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে ডাক্তারকে মিথ্যে অসুখের কথা বলে ওষুধ এনে, কিংবা ডাক্তারদের যোগ সাজসে ওষুধ নিয়ে বাইরে বিক্রি করে দেয়। তাদের কথাবার্তায় এমন মনে হয় এটি তাদের অধিকার। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের জবাব লিখতে গিয়ে তো আমারই লজ্জা হচ্ছে। সত্যি বলতে কি সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে যেসব ওষুধপত্র সরবরাহ করা হয় তা রোগীদের জন্য। কাজেই যিনি অসুস্থ বা রোগী নন সেসবে তার কোনো অধিকার নেই। তবু কেউ যদি মিথ্যে রোগী সেজে সেই সুযোগ ভোগ করতে চায় তাহলে তিনি কয়েকটি কবীরাগুনায় লিপ্ত হয়ে যান। এক. মিথ্যা এবং প্রতারণা। দুই. সরকার বা কর্তৃপক্ষকে ধোকা দেয়া। তিন. ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে সেই অপকর্মে শরীক করা। চার. অবৈধভাবে সরকারী সম্পদ ভোগ করা। এ চারটি কাজ যে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কবীরা গুনাহর সাথে জড়িত হয়ে যে উপার্জন তা অবৈধ, অপবিত্র এবং বরকত শূন্য। আল্লাহ তাআলা যেন মুসলিম ভাইদের ঈমান ও সঠিক বুঝ দিয়ে দেন, যাতে তারা হালালভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।

গাড়ী আমদানির ফরম বিক্রি করা

প্রশ্ন-২০১৮ ঃ কিছুদিন হলো আমি সাউদি আরব থেকে এসেছি। পাকিস্তান সরকার একটি আইন করেছে, যেসব পাকিস্তানী কমপক্ষে দুই বছর সেখানে থাকবে তারা গিফ্‌ট স্কীমের আওতাভুক্ত হবে। স্কীমটা হচ্ছে তারা নিজের জন্য কিংবা পরিবারের সদস্যের জন্য স্বল্পমূল্যে একটি গাড়ি আমদানির অনুমতিপত্র পাবে। শর্ত হচ্ছে যে দেশে থাকবে সেই দেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূতের একটি প্রত্যয়নপত্র লাগবে। অনেকে গাড়ী বুকিং দিয়ে ডেলিভারী পাওয়ার পর তা বিক্রি করে দেয়। আবার অনেকে ফরমই বিক্রি করে দেয়। আমিও আমার ফরমটি বিক্রি করে দিতে চাই। মেহেরবানী করে জানাবেন এটি জায়েয হবে কিনা? যদি না হয় তাহলে আমার ফরমটি কী করবো?

উত্তর ঃ এ ফরমের মর্যাদা স্রেফ অনুমতি-পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুমতিপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ ফরম বিক্রি করা জায়েয নয়।

চুড়ির ব্যবসা

প্রশ্ন-২০১৯ ঃ বর্তমানে চুড়ি মহিলাদের ফ্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। মহিলা কাস্টমার দোকানে এসে চুড়ি কেনেন এবং পরে যান। পুরুষ হয়ে মহিলাদের চুড়ি পরিয়ে দেয়া তো ঠিক নয় কিন্তু সেই সময় মন অত্যন্ত পবিত্র থাকে, তার একমাত্র কারণ ব্যবসা চালানো এবং হালাল উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ করা। এই মন মানসিকতা নিয়ে এ ব্যবসা করা ঠিক কিনা? যদি মহিলারা চুড়ির সাইজ নিয়ে আসেন এবং সেই সাইজ অনুযায়ী তাদের কাছে চুড়ি সরবরাহ করা হয় তাহলে? আশা করি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করবেন। আমার চুড়ির দোকান রয়েছে। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি। এ ব্যবসা আমার জন্য হালাল হবে কি?

উত্তর ঃ চুড়ি বিক্রি করা তো জায়েয। কিন্তু বেগানা মহিলাদের চুড়ি পরিয়ে দেয়া জায়েয নয়। দেহ-মন যতই পবিত্র হোক না কেন এ কাজ হারাম। যদি মহিলারা চুড়ির সাইজ নিয়ে আসেন আর আপনি সেই সাইজ অনুযায়ী সরবরাহ করেন তো জায়েয আছে।

পুরুষের জন্য সোনার আংটি তৈরিকারী স্বর্ণকার

প্রশ্ন-২০২০ ঃ সোনার চেইন, লকেট, আংটি পুরুষের ব্যবহার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি অর্ডার নিয়ে সেগুলো বানিয়ে দেয়া হয় তাতে কি গুনাহগার হবে?

উত্তর ঃ সোনার আংটি বানানো জায়েয। পুরুষের জন্য ব্যবহার হারাম। সেজন্য স্বর্ণকার গুনাহগার হবেন না। তবে পুরুষের ব্যবহারের জন্য বানানো হবে একথা শুনে তিনি যদি অর্ডার না রাখেন তো উত্তম।

শরীআহ্ অনুমোদন করেনা দর্জির এমন পোশাক তৈরি করা

প্রশ্ন-২০২১ ঃ বশির দর্জি কাজ করে। পুরুষ মহিলা উভয়ে তার কাছে এসে পোশাকের অর্ডার দিয়ে থাকে। খরিদ্দারের এমন কিছু পোশাকের অর্ডার থাকে যা শরী'আহ্ অনুমোদন করে না। এরূপ পোশাক তৈরি করা দর্জির জন্য জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ পুরুষ বা মহিলার গোপন অঙ্গের (উঁচু নিচু) আকার আকৃতি বুঝা যায় এমন পোশাক তৈরি করে দেয়া জায়েয নয়। পোশাক তৈরি করায় মূলত গুনাহ নেই, গুনাহ হচ্ছে শরীআহ অনুমোদন করেনা এমন পোশাক তৈরিতে খরিদ্দারকে সহযোগিতা করা। তাই খরিদ্দারের এ ধরনের অর্ডার না নেয়া উচিত। ঝগড়া

এড়ানোর জন্য দোকানে একথা লিখে রাখা যেতে পারে– 'এখানে শরীআহ অনুমোদন করেনা এমন পোশাক সেলাই করা হয়না।'

প্রশ্ন-২০২২ ঃ যায়িদ একজন টেইলার মাস্টার। ব্যস্ততার মাঝেও নিয়মিত নামায আদায় করেন। অন্যান্য শরঈ বিধানও মেনে চলার চেষ্টা করেন। পেশাগত কারণে অনেক সময় পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক তৈরি করতে বাধ্য হন। যদিও রেশমী কাপড় পরা পুরুষের জন্য হারাম। একথা জেনেও তিনি বাধ্য হয়ে করছেন। এতে তার উপার্জন হারাম হয়ে যাবে কিনা?

উত্তর ঃ খাঁটি রেশম পুরুষের জন্য হারাম। কৃত্রিম রেশম হারাম নয়। আজকাল যেসব রেশম কাপড় পাওয়া যায় তা মূলত কৃত্রিম বা ভেজাল। খাঁটি রেশম কাপড় তো কেবল বিত্তশালী বিলাসীরাই পরে থাকেন। (যার মূল্য সাধারণের নাগালের বাইরে)। খাঁটি রেশম কাপড় পুরুষের জন্য তৈরি করা অবশ্যই মাকরূহ (অপছন্দনীয় কাজ)। কিন্তু উপার্জনকে হারাম বলা যাবে না।

অফিসে কাজ ফাঁকি দেয়া

প্রশ্ন-২০২৩ ঃ অফিসে যে কর্মকর্তার অধীনে আমরা চাকুরী করি তার থেকে অনুমতি নিয়ে আমরা অফিস ছুটির প্রায় দু'ঘন্টা আগে চলে আসি। অফিসে কাজ তেমন একটা নেই। আমরা বাকী সময় অন্যকিছু করার চেষ্টা করি। অনুমতি নেয়ার পর যে সময়ের টাকা আমরা বেতনের সাথে আনি তা জায়েয কিনা? কারণ অনুমতি তো কর্মকর্তা দেন কিন্তু বেতন দেন সরকার।

উত্তর ঃ এ মাসয়ালার মূলনীতি হচ্ছে অফিস শুরু এবং শেষের একটি সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে, সেই সময়টুকু অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ করার বিনিময়ে বেতনমালা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এজন্য নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে অনুপস্থিত থাকা জায়েয নয়। আর অনুপস্থিত সময়ের বেতন নেয়াও হারাম। অবশ্য বিশেষ কোনো কারণে দু'একদিন দু'এক ঘন্টা আগে কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে অফিস থেকে চলে আসা নাজায়েয নয়। একে নিয়মে পরিণত করা হারাম। কোনো কর্মকর্তা যদি নিয়মিত কোনো কর্মচারীকে অফিসের সময় শেষ হওয়ার আগেই চলে যেতে অনুমতি দেন এক্ষেত্রে তিনিও গুনাহগার হবেন। আরও প্রশ্ন করা হয়েছে সে সময় অফিসে কোনো কাজ থাকেনা। একথা কতটুকু ঠিক তা প্রত্যক্ষদর্শীই বলতে পারেন। অফিসে দেখা যায় বিভিন্ন কাজের জট লেগে যায়, তদবীর ছাড়া সেই জটই খুলে না। তবু যদি কেউ দাবী করেন তার কাজ

থাকেনা তাহলে তিনি সরকারী আইনের কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কাজ না থাকলেও কি অফিস সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? যদি আইন তাকে অনুমতি দেয় তাহলে বেতন তার জন্য হালাল হবে। আর যদি আইন তাকে অনুমতি না দেয় তাহলে হালাল হবেনা। অবশ্য কাজ যদি চুক্তিতে হয়- যেমন এই সময়ের মধ্যে তোমার এই পরিমাণ কাজ প্রতিদিন করতে হবে- এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে আগে চলে যাওয়ায় কোনো দোষ নেই।

প্রশ্ন-২০২৪ ঃ অফিস সময়ের আধাঘণ্টা বা একঘণ্টা পরে কেউ যদি অফিসে এসে অফিস ছুটির পর সেই আধাঘণ্টা বা একঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করে দেন তাহলে হবে কিনা?

উত্তর ঃ জী-না, অফিসের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই সময় অনুযায়ী অফিসে উপস্থিত না হয়ে পরে অতিরিক্ত সময় অফিসে থাকলেও বেতন হালাল হবে না।

মাসজিদের বিদ্যুতে চালিত মোটরের পানি সাধারণ লোকজন ব্যবহার করতে পারে কিনা

প্রশ্ন-২০২৫ ঃ আমাদের গ্রামে একটি কূয়া আছে, সেখান থেকে পানি নিয়ে সর্বসাধারণ বিভিন্ন কাজকর্ম করে থাকেন। সেই কূয়া থেকে সহজে পানি তোলার জন্য মোটর বসানো হয়েছে। সেই মোটর চলে মাসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে মাসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করে পানি তুলে সেই পানি সাধারণের ব্যবহার করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ যাদের চাঁদায় এ মেশিন লাগানো হয়েছে তারা যদি সাধারণ লোকজনকে সেই মেশিনে তোলা পানি ব্যবহারের অনুমতি (মৌখিকভাবে কিংবা অবস্থার প্রেক্ষিতে) দিয়ে থাকেন তাহলে জায়েয আছে।

প্রতিবেশী থেকে লাইন নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার

প্রশ্ন-২০২৬ ঃ বিদ্যুতের মিটার পাওয়া বেশ কষ্টকর। কেউ যদি তার প্রতিবেশী থেকে লাইন নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ এতে বিদ্যুৎ অফিসের কোনো আপত্তি না থাকলে জায়েয আছে।

পিতা ও ভাইয়ের উপার্জন থেকে তাদের খোরাকীর টাকা কেটে রাখা

প্রশ্ন-২০২৭ ঃ প্রায় সাত বছর আগে আমার আব্বা ও ছোট ভাইকে সাউদি

আরবে নিয়ে এসেছি। আব্বা চার বছর এবং ছোট ভাই দু'বছর এক স্টোরে কাজ করেছেন। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমার এখানেই হয়েছে। আমার স্ত্রী সন্তানও এখানে আমার সাথে থাকে। আব্বা ও ছোট ভাইয়ের উপার্জনের টাকা আমার কাছেই জমা রেখেছে। আব্বাকে চারবার হজ্জ করিয়েছি। আম্মাকে গয়না গড়িয়ে দিয়েছি। ছোট ভাইকে বিয়ে করিয়েছি। ছোট ভাইয়ের বউকে অলংকার দিয়েছি। তিন বছর হলো আব্বা ও ছোট ভাই ফিরে গেছেন। আজও তাদের দেখাশুনা আমাকেই করতে হয়। আমার বাড়িতেই তারা থাকেন। যদিও আব্বার পৃথক বাড়ি আছে সেখানে তিনি থাকেন না।

সাউদি আরব থাকতে আব্বা ও ছোট ভাই যে টাকা আমাকে দিতেন এখন সেগুলো ফেরত চাচ্ছেন। তারা লিখেছেন খোরাকী বাবদ যে খরচ হয়েছে সেই টাকা কেটে রেখে বাকী টাকা ফেরত দিতে। আমি মোটামোটি খরচের হিসাব পাঠিয়ে দিয়েছি। এতে তারা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমি বাড়াবাড়ি করেছি, আমি যালিম, জাহান্নামী ইত্যাদি লিখে জবাব দিয়েছেন। কেউ উপার্জন করলে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তার উপার্জন থেকে করার অধিকার রয়েছে কিনা? প্রথমে সব টাকা চেয়েছিলেন, আমি খোরাকীর টাকা কেটে রাখায় লিখেছেন, খোরাকী বাবদ যা কেটে রাখা হয়েছে তা ফেরত পাঠিয়ে দাও নইলে তুমি জাহান্নামে যাবে। যদি তারা আমার কাছে না থাকতেন অন্য কোথাও থাকতেন তাহলে কি তাদের থাকা খাওয়ার বিনিময়ে টাকা খরচ হতো না? এখন আমি কী করতে পারি? ভয় দেখানোর জন্য একটি হাদীসও উদ্ধৃতি করেছেন।

উত্তর ঃ তাদের এ দাবী শরীআহ্ মুতাবিক জায়েয নয়। হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়াও ঠিক হয়নি। হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে– পিতা যদি অক্ষম হন তখন সন্তানের সম্পদ থেকে তার প্রয়োজনমত গ্রহণ করতে পারেন। বাড়িতে যে খরচ হয়ে থাকে আপনি সেখান থেকে আপনার অংশ দাবী করতে পারেন। কিন্তু যদি সমস্ত খরচ আপনি বহন করেন, তাদের কাছ থেকে আদায় করতে না চান তাহলে তাদের অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যায়। আর এটি আপনার জন্য একটি সুযোগও বটে। মোটকথা আপনি আইনত তাদের থেকে খোরাকীর টাকা উসুল করতে পারবেন কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেই টাকা উসুল না করা ভালো।

ফেরত দেবার নিয়তে চুরি করা

প্রশ্ন-২০২৮ ঃ এক ব্যক্তি ধার নেবার নিয়তে কিছু টাকা চুরি করলো। ভাবলো পরে সময় সুযোগ হলে তা ফেরত দেয়া যাবে। নিজের প্রয়োজন শেষ হওয়ার

পর তা সেখানে রেখেও দেয়া হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে টাকা ফেরত দেয়ার পরও কি চুরির অপরাধে শাস্তি ভোগ করতে হবে?

উত্তর ঃ চুরির সাথে দুটো অপরাধ জড়িত; এক. আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা। দুই. বান্দার সম্পদ ক্ষতি করা। চুরির টাকা ফেরত দেয়ায় বান্দার অধিকার আদায় হলো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ অমান্যের গুনাহ্ তো রয়েই গেল। তাই সেই গুনাহ থেকে মাফের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইসতিগফার করতে হবে।

হারাম কাজে অংশগ্রহণ করতে হয় এমন চাকুরী

প্রশ্ন-২০২৯ ঃ আমি এক হোটেলে বেয়ারার চাকুরী করি। প্রতিদিন শূকুরের গোশ্ত ও মদ খরিদ্দারকে পরিবেশন করতে হয়। জানতে চাচ্ছি এ চাকুরী করা জায়েয হচ্ছে কিনা?

উত্তর ঃ মদ ও শূকুরের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম তেমনিভাবে অপরকে খাওয়ানোও হারাম। হারাম কাজে সহযোগিতা করতে হয় এমন চাকুরী করা মুসলিমদের জন্য জায়েয নয়।

মানুষকে কষ্ট দিয়ে শুধু আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেই কি যথেষ্ট

প্রশ্ন-২০৩০ ঃ কোনো মুসলিমকে কথা বা কাজের মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে তার প্রতিকারে শুধু আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেই হবে? নাকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেও চাইতে হবে? কতিপয় লোকের বক্তব্য মাফ শুধু আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। মানুষের কাছে মাফ চাওয়া যাবে না। চাইলে উল্টা গুনাহগার হতে হবে।

উত্তর ঃ ঐসব লোকের কথা ঠিক নয়। যার মনে কষ্ট দেয়া হয়েছে– তার কাছে মাফ চাওয়া কর্তব্য। নইলে অপরাধ মাফ হবে না। আর যদি তিনি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তো আর মাফ চাওয়ার সুযোগই থাকেনা। তখন কেবল আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির জন্য মাফ চাইতে হবে। আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে বান্দার অধিকার (হক্কুল ইবাদ) নষ্টের অপরাধ মাফ হয়না। হাঁ, যদি আল্লাহ তাআলা সেই অপরাধী ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে তিনি যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করে তার থেকে মাফ নিয়ে দিতে পারেন। মোটকথা অপরাধ বান্দার সাথে সংঘটিত হলে মাফ তার কাছেই চাইতে হবে।

হারানো বস্তু প্রাপ্তির পর তা নিজে রাখতে চাইলে

প্রশ্ন-২০৩১ ঃ ঈদুল আযহার ক'দিন আগে বাসে একটি ঘড়ি পেয়েছি, বেশ দামী। অনেক চেষ্টা করেও মালিকের খোঁজ পাইনি। রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত দৈনিক জং পত্রিকায় প্রাপ্তি বিজ্ঞপ্তিও ছাপানো হয়েছে। তবু মালিকের কোনো সন্ধান পাইনি। এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সেই ঘড়ি আমি কী করবো?

উত্তর ঃ যদি মালিকের খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আপনি সেটি মালিকের পক্ষ থেকে সাদকা করে দিতে পারেন। আপনি যদি নিজেই ঘড়িটি রাখতে চান, মূল্য নির্ধারণ করে সেই টাকা সাদকা করে দিন। সাদকা করার পর যদি মালিকের খোঁজ পেয়ে যান আর মালিক সেই সাদকা ঠিক রাখেন (অর্থাৎ মেনে নেন) তো ভালো, নইলে সাদকা আপনার পক্ষ থেকে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং মালিকের জিনিস কিংবা তার মূল্য ফেরত দিতে হবে।

মুরতাদ কিংবা অমুসলিমের অধীনে চাকুরী করা

প্রশ্ন-২০৩২ ঃ একজন মুসলিম চাকুরিজীবী কি মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) কিংবা অমুসলিমের অধীনে চাকুরী করতে পারে?

উত্তর ঃ মুরতাদের অধীনে চাকুরী করা জায়েয নয়। অমুসলিমের অধীনে চাকুরী করা জায়েয।

ধার নেয়ার পর তা পরিশোধের জন্য ধার-দাতার সন্ধান না পাওয়া গেলে

প্রশ্ন-২০৩৩ ঃ আমরা এক ব্যক্তি থেকে কিছু জিনিস ধার নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই। একদিন সেই জিনিস ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তার বাসায় যাই। জানতে পারলাম তিনি বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুজি করেও পাইনি। এখন আমরা কিভাবে তার ঋণ শোধ করবো?

উত্তর ঃ এর বিধান হারানো জিনিস প্রাপ্তির বিধানের অনুরূপ। মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে তার পক্ষ থেকে সেটি দান করে দিতে হবে।

'না দাবী নামা' দলিলে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করা

প্রশ্ন-২০৩৪ ঃ সব ভাইবোন আব্বার বাড়ি আমার নামে লিখে দিতে রাজী ছিলেন। যখন কাগজপত্র রেডি করা হয়েছে তখন এক ভাই বেঁকে বসেছেন।

তিনি তার অংশ নেবেনও না আবার না-দাবী করে লিখেও দেবেন না। বর্তমানে সেই বাড়িতে আমি ও আমার আম্মা থাকি। অন্য ভাইয়েরা পৃথক পৃথক বাড়িতে থাকেন। এমতাবস্থায় কী করবো?

উত্তর ঃ যে ভাই রাজী হচ্ছে না তার অংশের মূল্য পরিশোধ করে তাকে রাজী করাতে হবে।

নিরুপায় হয়ে চুরি করা

প্রশ্ন-২০৩৫ ঃ সেদিন আমরা ক'বন্ধু কথা বলছিলাম চুরি প্রসঙ্গে। একজন বললেন, নিরুপায় হয়ে চুরি করা জায়েয আছে। কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে এর প্রমাণ রয়েছে। আমার তো কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান কম থাকায় তাকে কিছু বলতে পারিনি। তাই আপনার শরণাপন্ন হলাম। জবাব দানে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ কেউ যদি এতটা ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে, মৃত জন্তুও তখন খাওয়া তার জন্য জায়েয, এরূপ অবস্থায় জীবন বাঁচানোর জন্য অপরের জিনিস এই ভেবে নেয়ার অবকাশ রয়েছে, পরে আল্লাহ্ তাওফিক দিলে ফেরৎ দেবে। কেবল বিবি-বাচ্চাকে প্রতিপালনের জন্য চুরিকে পেশা হিসেবে নেয়া জায়েয নয়।

জায়েয না জায়েয (বৈধ-অবৈধ)

'মদীনা মুনাওয়ারা' ছাড়া অন্য কোন শহরকে 'মুনাওয়ারা' বলা

প্রশ্ন-২০৩৬ ঃ আমি একটি পুস্তিকায় দেখলাম পাকিস্তানের একটি শহরকে 'আল মুনাওয়ারা' বলা হয়েছে। আমি এর আগে আর কোন শহরকে এরূপ বলতে শুনিনি। উল্লেখিত শহরে এক বিশেষ আকীদার অধিকারী লোকদের (কাদিয়ানী) বসবাস। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা জায়েয কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ 'আল মুনাওয়ারা' শব্দটি পবিত্র মদীনার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আল মদীনা মুনাওয়ারার বিকল্প হিসেবে বিশেষ গোষ্ঠীর (কাদিয়ানীদের) উল্লেখিত এলাকাকে 'রাবওয়াতুল মুনাওয়ারা' বলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কুফর ও ভ্রষ্টতার প্রমাণ।

টেলিফোনে আড়িপাতা ও কারো চিঠি পড়া

প্রশ্ন-২০৩৭ ঃ অনেক প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ম চালু রয়েছে, সেখানে চাকুরী করেন এমন কারও টেলিফোন এলে আড়িপাতা হয়। আবার কারও নামে চিঠি এলে

খুলে তা পড়া হয়। তারপর মনে চাইলে প্রাপককে দেয়া হয় আর না চাইলে গায়েব করে ফেলা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ করা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ কারও ব্যক্তিগত কথা এবং চিঠি আমানাত। আড়ি পেতে কথা শোনা কিংবা চিঠি খুলে পড়া আমানাতের খিয়ানাত। আর খিয়ানাত গুনাহে কবীরা (মহাপাপ)। তাই কারও চিঠি পড়া অথবা আড়ি পেতে কারও কথা শোনা জায়েয নয়। তবে যদি কারও কথা কিংবা চিঠির ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তা কারও বিরুদ্ধে অথবা রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে ধারণা হয় তাহলে আড়িপাতা বা চিঠি খোলা জায়েয আছে।

'নামায ছাড়াতে গিয়ে রোযা গলায় পড়লো'– এ কথাটিকে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন-২০৩৮ ঃ কোন দায় থেকে মুক্তির চেষ্টা করে আরও কঠিন দায়ে আবদ্ধ হলে এরূপ ক্ষেত্রে প্রবাদ হিসেবে বলা হয়– 'নামায ছাড়াতে গিয়ে রোযা গলায় পড়লো'। আমি জানতে চাচ্ছি একজন মুসলিম প্রবাদ হিসেবে এমন কথা বলতে পারেন কিনা?

উত্তর ঃ যারা এ প্রবাদটি ব্যবহার করেন, নামায রোযাকে অসম্মান করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তবু এ ধরনের প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

স্বপ্নের ভিত্তিতে কারও জায়গায় মাযার বসানো

প্রশ্ন-২০৩৯ ঃ আমাদের এখানে এক মহিলা স্বপ্নে দেখেছে, তার পীর সাহেব একটি জায়গা দেখিয়ে বলছেন– এখানে আমার মাযার তৈরি কর। ব্যস্ লোকজন সেখানে মাযার বানিয়ে দিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি সেখানে প্রতিদিন প্রায় ২০০ লোক আসেন দু'আ চাইতে। জায়গার মালিক অভাবী। তার দাবী আমার জায়গা থেকে নকল মাযার সরিয়ে নাও। কিন্তু কেউ-ই তার কথায় কর্ণপাত করছেনা। এ সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর ঃ একজন মহিলার কথায় মাযার বানানো বোকামী। আসলে মাযারের ছদ্মাবরণে শির্ক ও বিদআতের আড্ডা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জায়গার মালিকের উচিত তা ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া এবং লোকজনকে সেখানে আসতে বাধা দেয়া।

জ্যোতিষ বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা ইত্যাদি শেখা

প্রশ্ন-২০৪০ ঃ জোতিষ বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, ভবিষ্যত গণনা বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা করা জায়েয কিনা? অনেক সময় এরা মানুষের ভূতভবিষ্যত বলে দেয়, অনেক ক্ষেত্রে ১০০% ঠিকও হয়। তাদের কথার উপর আস্থা রাখা কতটুকু ঠিক?

উত্তর ঃ এসব বিদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেয়া জরুরী।

এক. ভবিষ্যত সম্পর্কে যেসব পদ্ধতিতে মন্তব্য করা হয় একমাত্র নবী রাসূলদের ওহী ছাড়া আর কোনটিই অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। অধিকাংশ মন্তব্যই অসত্য ও ভিত্তিহীন। গণকরা যে গণনা করে তা কদাচিৎ সত্য বলে প্রতিভাত হলেও অধিকাংশ সত্য হয় না। মোটকথা ওহী ছাড়া অন্য কোনভাবেই ভবিষ্যত সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। দেখা যায় ভবিষ্যত বাণী সত্য হয় আবার ভুলও হয়।

দুই. অবিশ্বাস্য কোন জিনিসকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা কিংবা অলংঘনীয় মনে করা, ঈমান (আল্লাহর উপর আস্থা)কে দুর্বল করে দেয়। এজন্য ওসব বিদ্যার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা নিষেধ।

তিন. ভবিষ্যত সম্পর্কে কথা বলার দুটো দিক রয়েছে। কিছু কথা সম্পর্কে মানুষ আগেই ধারণা লাভ করে থাকে। আবার কিছু কথা এবং ব্যাপার এমন রয়েছে যে সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই নেই। ভবিষ্যত বাণীর মাধ্যমে কেবল দুশ্চিন্তাই বাড়ে। কোন কল্যাণ লাভ হয় না।

চার. এসব বিদ্যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– যারা এর শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা শিক্ষা প্রদান করে এবং যারা এর চর্চায় মনোনিবেশ করে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের সঠিক সম্পর্ক থাকেনা। এজন্য আম্বিয়া কিরাম বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে এ ধরনের বিদ্যা শিক্ষা করতে নিষেধ করেছেন। যারা নবীর উত্তরসূরী তারাও এ ধরনের শিক্ষাকে সমর্থন করেন নি। মোটকথা শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে এগুলো শিক্ষা করা মুবাহ্ কিন্তু এর প্রয়োগ ও ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের শিক্ষা পরিত্যাজ্য।

অবিবাহিত মেয়েরা অন্যকে স্বামী পরিচয় দিয়ে জাল ভোট দেয়া

প্রশ্ন-২০৪১ ঃ আমাদের দেশে নৈতিক অবক্ষয়ের যে সয়লাব চলছে, জাল ভোট দেয়াটা তার মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এ

রোগটি কমন। একজন মহিলা অনর্থক অপর পুরুষকে স্বামী পরিচয় দিয়ে জাল ভোট দিয়ে থাকে। আমার জানার আগ্রহ দুটো বিষয়ে। এক. শরঈ দৃষ্টিতে এরূপ করা কেমন? আর যদি কোন ইসলামী ব্যক্তিত্বের জন্য এরূপ করেন তাহলেই বা কেমন? দুই. যদি কোন অবিবাহিত মেয়ে পোলিং অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে তাহলে সেই ব্যক্তি আদালতে এই মর্মে দাবী করতে পারবেন কিনা, অমুক মহিলা আমার স্ত্রী? পোলিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টগণ যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে? অবশ্য একথাও ঠিক জাল ভোট দেয়ার সময় যে নাম বলা হয় তাও ভুয়া।

উত্তর ঃ মুফতি মুহাম্মাদ শফী (রহ) এর মতে ভোটের মর্যাদা সাক্ষ্যের পর্যায়ের। সেই সাক্ষ্য যদি মিথ্যা হয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতে তা গুনাহে কবীরা। হাদীসে সাতটি অপরাধকে মারাত্মক অপরাধ (কবীরা গুনাহ্) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য অন্যতম। কবীরা গুনাহর কারণে মানুষের দীন-দুনিয়া বরবাদ হয়ে যায়। তাহলে চিন্তা করুন এটি কত মারাত্মক অপরাধ। যে ব্যক্তি এই অপরাধকে বৈধ মনে করে তার কাছে ইসলাম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের প্রতি ভালোবাসার মূল্য কতটুকু?

যে মহিলা জাল ভোট দেয়ার জন্য পর পুরুষকে স্বামী পরিচয় দেয় সে জঘণ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে। তাই বলে সত্যি সত্যি বিয়ে কার্যকর হয় না। আর যদি বিয়েই না হয় তাহলে আর বউ দাবী করে আদালত পর্যন্ত যাবার প্রয়োজন কী।

কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে বাধ্য হলে

প্রশ্ন-২০৪২ ঃ যদি এমন হয় একদিকে কিবলা আরেক দিকে বাইতুল মাকদাস আর অন্য দিকে লোকজন, পেশাব করার প্রয়োজন হলে কোন্ দিকে ফিরে করবে?

উত্তর ঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ দিয়ে বসা মাকরূহ (গর্হিত কাজ)। আর লোকজনের (পুরুষ হোক কিংবা মহিলা) দিকে মুখ করে বসা হারাম। অবশিষ্ট সব দিকে মুখ করে বসা জায়েয। এ নির্দেশ পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

দাঁড়িয়ে পেশাব করা

প্রশ্ন-২০৪৩ ঃ একজন মাওলানা সাহেব বলে বেড়ান, এক দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুন্নাত। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েকবার দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। তার এ দাবী কী ঠিক?

উত্তর ঃ সম্পূর্ণ ভুল। যে কাজ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ কারণে *ঠেকে* করেছেন তা সাধারণের জন্য সুন্নাত নয়।

প্রশ্ন-২০৪৪ ঃ যদি কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করতে বাধ্য হয়, বসে পেশাব করার মত কোন সুযোগ ও পরিবেশ না থাকে তাহলে?

উত্তর ঃ আধুনিক সভ্যতা মানুষকে পশুত্বের কাতারে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এরা পশুর মত দাঁড়িয়ে পানাহার করে, পেশাব-পায়খানা করে, পাক-পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। এদের সমাজ ও পরিবেশে নীতি নৈতিকতা বজায় রেখে চলা খুবই মুশকিল। তাই একান্ত বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলে দোষ হবে না।

গাছের নিচে পেশাব করা

প্রশ্ন-২০৪৫ ঃ কোন গাছ কিংবা গাছের চারার নিচে পেশাব করা যাবে কিনা? মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ যে গাছের ছায়ায় লোকজন বসে বিশ্রাম নেয়, আরাম করে সেই গাছের নিচে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। তেমনিভাবে মানুষের কষ্ট হয় এমন জায়গায় পেশাব-পায়খানা করাও নিষেধ।

আয়াতুল কুরসী পড়ে তালি বাজানো

প্রশ্ন-২০৪৬ ঃ আমার বাড়িতে প্রতিদিন শোয়ার আগে আয়াতুল কুরসী পড়ে জোরে হাত তালি দেয়া হয়। উদ্দেশ্য, তালির আওয়াজ যতদূর যাবে ততদূর কোন বালা মুসিবাত আসতে পারবে না। নিরাপদ থাকবে। আয়াতুল কুরসী আল্লাহর কালাম, এতে বরকত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে– তালি বাজানোর সাথে এর সম্পর্ক কী?

উত্তর ঃ এভাবে তালি বাজানো হারাম। তালি বাজালে তালির আওয়াজ যতদূর যাবে ততদূর নিরাপদ থাকবে, চুরি হবে না এরূপ বিশ্বাস জাহেলী চিন্তা-

চেতনারই ফসল। আয়াতুল কুরসী পড়া ঠিক আছে। আর আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে আল্লাহ্ তাকে হিফাযাত করবেন এটাও ঠিক আছে।

হাদীস অথবা ইসলামী বই পুস্তক ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করা

প্রশ্ন-২০৪৭ ঃ কেউ যদি ইসলামী বই পুস্তক কিংবা হাদীস-তাফসীর মানুষকে পড়ার জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করেন তাহলে তিনি কি কোন সাওয়াব পাবেন?

উত্তর ঃ এ ধরনের সৎকাজে সাওয়াব পাওয়া যাবে কিনা, এ সন্দেহ্ আপনার মধ্যে কী করে হলো? অবশ্যই সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে নাম বা খ্যাতির জন্য করা যাবে না। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

মাসজিদে কার্পেট এবং দামী জিনিস ব্যবহার করা

প্রশ্ন-২০৪৮ ঃ মাসজিদে কার্পেট এবং দামী জিনিসপত্র ব্যবহার করা জায়েয কিনা, জানতে চাই।

উত্তর ঃ হ্যাঁ, জায়েয আছে।[১]

উকালতিকে পেশা হিসেবে নেয়া

প্রশ্ন-২০৪৯ ঃ আমি দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। উকালতি পড়ার খুব ইচ্ছে আমার। কিন্তু লোকেরা বলাবলি করে উকিলদের উপার্জন হারাম। আমি জানতে চাচ্ছি সত্যিই কি উকিলদের উপার্জন হারাম? কোনভাবেই কি তা হালালের পর্যায়ে নেয়া যায় না?

উত্তর ঃ কোন মামলায় উকিল যদি সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করার উকালতি করেন তাহলে সেই কেইস থেকে যা আয় করবেন তার সবটুকুই হারাম। আর যদি কোন মামলায় সত্যের পক্ষ হয়ে লড়েন তাহলে সেই মামলায় প্রাপ্ত ফিস পুরোপুরি হালাল। তাই কোন কেইস নিতে হলে ভেবে চিন্তে সত্যের পক্ষে নিতে হবে। তাহলে আর উপার্জন হারামের পর্যায়ে পড়বে না।

---

[১] সাহাবা কিরাম মাসজিদ কারুকাজ করেছেন এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজিয়েছেন সে প্রমাণও রয়েছে। যেমন-হযরত উসমান (রা) ২৯ হিজরীতে মাসজিদে নববীর ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি মাসজিদের দেয়ালে কারুকাজ করা পাথর লাগিয়েছিলেন। খুঁটিগুলো কাঁচা ইটের পরিবর্তে পাথর দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছিলেন। মাসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তিনি ঝাড়বাতির মত অনেক সৌন্দর্য উপকরণও মাসজিদের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। (ফিকহে ওসমান (রা) পৃ. ২১২-২১৩, মাসজিদ শিরোনাম; লেখক ড. রাওয়াস কালা'জী, আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত।) -অনুবাদক।

কোম্পানী থেকে সফর খরচ নেয়া

প্রশ্ন-২০৫০ ঃ বশির এক কোম্পানীতে চাকুরী করে। অন্য কোন শহরে সেই কোম্পানীর মাল বিক্রি করতে গেলে কিংবা পাওনা টাকা উসুল করতে গেলে সেখানকার যাতায়াত ভাড়া, থাকা খাওয়া কোম্পানী বহন করে। অনেক শহরে বশিরের বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, সে তাদের কাছেই থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে– বশির বন্ধুর কাছে থেকে ও খেয়ে থাকা-খাওয়া বাবদ টাকা কোম্পানী থেকে নিতে পারবে কিনা?

উত্তর ঃ কোম্পানী থেকে যদি এমন কোন নিয়ম চালু থাকে, অমুক শহরে সফরে গেলে সফর খরচ বাবদ এত টাকা দেয়া হবে। বেশী লাগলে কোম্পানী দেবে না। কম খরচ হলেও কোম্পানী ফেরত নেবে না। এমতাবস্থায় বন্ধু-বান্ধবের কাছে থাকলেও কোম্পানী থেকে সফর খরচ নিতে পারবে। আর যদি নিয়ম এমন হয়, যেখানে যা খরচ হয় বিস্তারিত ভাউচার দিয়ে কোম্পানী থেকে টাকা নেবে; এমতাবস্থায় কোম্পানী থেকে ঠিক ততটুকুই আদায় করা যাবে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে। (তার বেশী নেয়া বৈধ হবে না।)

সম্ভ্রম বাঁচাতে গিয়ে হত্যা করা

প্রশ্ন-২০৫১ ঃ কোন মুসলিম কিংবা অমুসলিম যদি কোন মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করতে চায় আর সে নিরূপায় হয়ে আত্মরক্ষার্থে তাকে হত্যা করে, তাহলে জায়েয হবে কিনা?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে জায়েয।

চাবুক মারার শাস্তি ইসলামী শরীয়াতের খেলাপ (?)

প্রশ্ন-২০৫২ ঃ চাবুক মারার শাস্তি কি ইসলামী শরীয়াতের খেলাপ? যদি ইসলামে চাবুক দিয়ে মারার অনুমতি না থাকে তাহলে জালিলুল কাদর একজন সাহাবী কি করে তার ছেলেকে চাবুক মারলেন?

উত্তর ঃ ইসলামে তো কিছু অপরাধের শাস্তিস্বরূপ চাবুক মারার বিধান রয়েছে। কিন্তু সেই চাবুক বর্তমানে আর্মিদের হাতে কিংবা জল্লাদের হাতে থাকে তেমন চাবুক নয়। সেই চাবুক এমন হাল্কা-পাতলা ছিল যে, একজন লোককে একশ' ঘা চাবুক মারার পরও সে সুস্থ থাকতো। শরীরের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় মারা হতো না। এমনকি চাবুক মারার জন্য জল্লাদ রাখা হতো না। ইসলামে চাবুকের শাস্তির

কথা শুনে কেউ যেন এরকম ভুল না করেন, তা বর্তমানে জল্লাদের হাতের চাবুকের মত ছিল।

এক জালিলুল কাদর সাহাবী কর্তৃক তাঁর ছেলেকে চাবুক মারার যে গল্প চালু আছে তা হযরত উমার (রা) ও তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে প্রচারিত। অনেক ওয়ায মাহফিলেও এমন কথা বলে ওয়ায করা হয়ে থাকে। এ কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মনগড়া ও ভিত্তিহীন। এর কোন সত্যতা নেই।

ট্যাক্সি বা সিএনজি অটোরিক্সার মিটার টেম্পারিং করে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা

প্রশ্ন-২০৫৩ ঃ আমাদের দেশে ট্যাক্সি বা সিএনজি চালকরা সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশী আদায় করার জন্য মিটার টেম্পারিং করে থাকে। এরূপ করা শরঈ দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি ট্যাক্সি বা সিএনজিতে ওঠেন তিনি তো মনে করেন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায়ই তিনি ভ্রমণ করছেন। এক্ষেত্রে যদি ট্যাক্সি বা সিএনজি ড্রাইভার তার গাড়ীর মিটার টেম্পারিং করে বেশী ভাড়া আদায় করে তা ভ্রমণকারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। এটি সুস্পষ্ট প্রতারণা। তাই অতিরিক্ত ভাড়া তাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য যদি ভ্রমণকারীর সাথে এই মর্মে চুক্তি করা হয়, মিটারে যে ভাড়া উঠবে তার চেয়ে এতটাকা বেশী দিতে হবে, আর ভ্রমণকারী যদি রাজী হয় তাহলে অতিরিক্ত নেয়া জায়েয হবে।

পেনশন

প্রশ্ন-২০৫৪ ঃ সরকারী চাকুরীর মেয়াদকাল শেষ করার পর সরকারের পক্ষথেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যে পেনশন সিস্টেম রাখা হয়েছে এর শরঈ মর্যাদা কী।

উত্তর ঃ পেনশনের মর্যাদা ভাতা বা অনুদানের মতো। কাজেই তা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জন্য সম্পূর্ণ হালাল।

জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মৃত্যু কামনা করা

প্রশ্ন-২০৫৫ ঃ পৃথিবীতে বাঁচা আমার জন্য অর্থহীন হয়ে গেছে। আমি এখন মৃত্যু কামনা করছি। এভাবে মৃত্যু কামনা করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ যারা বিভিন্ন কষ্টে মুসিবতে পড়ে ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য অনেক বেশী সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। কষ্টে পড়ে মৃত্যু কামনা করা হারাম। তাছাড়া ধৈর্যের বিনিময়ে যে সাওয়াব পাওয়ার কথা মৃত্যু কামনা করলে সেই সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। কবি বলেছেন–

বাঁচার জন্য মরতে চাও তুমি
সেথায় শান্তি না পেলে কোথায় যাবে শুনি?

এক ইবাদাতের জন্য আরেক ইবাদাত ত্যাগ করা

প্রশ্ন-২০৫৬ ঃ এক ব্যক্তি বাবা মা, স্ত্রী সন্তানের চিন্তায়ই বেশী সময় কাটায়। তাদের ভরণ পোষণ, দেখা শোনা, তাদের জন্য রোজী রোজগার করা ইত্যাদি। বিশেষ করে রোজী রোজগারের পেছনে এত বেশী সময় যায়, অন্য ইবাদাত (যেমন নামায ইত্যাদি) এর সময়ই পায় না। এমতাবস্থায় হালাল জীবিকা অর্জন করাটাই কি তার ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না?

উত্তর ঃ এই ভদ্রলোক এ জন্যই হালাল জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন, এটি আল্লাহর নির্দেশ। বাবা মা, স্ত্রী সন্তানের জন্য হালাল রিযিকের চেষ্টা করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই কেউ যদি এ নির্দেশ অনুযায়ী জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন অবশ্যই তা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হাদীসে এসেছে– 'যদি কেউ বিবি বাচ্চাদের খাওয়াবে, কারও কাছে যেন তারা হাত পেতে না বেড়ায় এজন্য উপার্জন করে এবং তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করে তাহলে সেই জীবিকা সংগ্রহের পুরো সময়টাই ইবাদাতে গণ্য হবে। এর অর্থ এই নয় যে, অন্য সব ফরয থেকে সে গাফেল (অমনোযোগী) থাকবে। একটি উদাহরণ দেয়া যায়– এক ব্যক্তি এমন একটি চাকুরী করেন যার দায়িত্ব দুটো কাজ করা। এখন সে যদি একটি কাজ করে এবং আরেকটি না করে তাহলে বলা হবে অবশ্যই সে চাকরীর শর্ত মানছেনা। তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ ফরয করেছেন তার মধ্যে কিছু পালন করলে এবং কিছু পালন না করলে সেও দায়িত্ব পুরোপুরি পালন না করার জন্য অভিযুক্ত হবে। মোটকথা কোনো একটি ফরয পালন করলে তা অন্য ফরয পালনের স্থলাভিষিক্ত হবে না। পৃথক পৃথকভাবে সব ফরযই পালন করতে হবে।

পরীক্ষায় নকলে সাহায্যকারী শিক্ষক

প্রশ্ন-২০৫৭ ঃ বর্তমানে শিক্ষকগণ দুধরনের। একদল ছাত্রদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান, যে কারণে ছাত্রদের নকল করতে বাঁধা দিয়ে থাকেন। আরেকদল

নিজেরা ক্লাশে ফাঁকি দেন এবং পরীক্ষার সময় ছাত্র/ছাত্রীদের নকল করতে সাহায্য করেন। দেখা যায় যেসব শিক্ষক নকল করতে সাহায্য করেন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদেরকেই পছন্দ করে। আমার প্রশ্ন যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করে গুনাহ্ কি তাদের হবে, নাকি যেসব শিক্ষক তাদের সাহায্য করেন তাদেরও হবে?

উত্তর ঃ পরীক্ষায় নকল করা খিয়ানত। গুনাহর কাজ। যদি শিক্ষকের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় নকল করা হয়, এক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র উভয়েই খিয়ানতকারী এবং গুনাহগার হবে। আর যদি শিক্ষকদের সহযোগিতা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই নকল করে তাহলে এজন্য শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই দায়ী হবে।

একজন অমুসলিমের মৃত্যুতে সমবেদনা

প্রশ্ন-২০৫৮ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ঈসায়ী মুতাবিক ৩ জমাদিউল উখরা ১৪০৫ হিজরী রবিবার সন্ধ্যায় 'তুলূয়ে ইসলাম' এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব গোলাম আহমদ পারভেজ ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। ইন্তিকালের পূর্বে চার মাস যাবত বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহাম্মদ যিয়াউল হক তার স্ত্রীকে পাঠানো এক শোকবার্তায় বলেছেন– 'মরহুম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আল্লামা ইকবাল ও কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর চিন্তা-চেতনার যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। ইসলামের গবেষণা ও প্রচারে তিনি তার সারা জীবন ওয়াকফ করেছিলেন। এ উপমহাদেশে মরহুমের অগণিত ছাত্র রয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলন ও তাঁর চিন্তা-গবেষণার অবদানের জন্য জাতি চিরদিন তাকে স্মরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে রাহমাতের চাদর দিয়ে ঢেকে দেন।'

একজন হাদীস অস্বীকার কারীর জন্য একজন মুসলিমের এরূপ শোকবার্তা পাঠানো এবং তাকে মরহুম বলা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সমবেদনা জানানো, শোকবার্তা পাঠানো উত্তম কথা। কিন্তু মাননীয় প্রেসিডেন্ট, পারভেজ সাহেব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা দীনী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। পারভেজ সাহেবের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে কিছুই গোপন নেই। সব কিছুই সুস্পষ্ট। তিনি ইসলাম নিয়ে তামাশা করেছেন। কারণ যেভাবে তিনি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে অস্বীকার করেছেন, পুরো ইসলামকে 'অনারব স্টাইলের ইসলাম' বলে দাবী করেছেন তাকে 'ইসলামের গবেষণা বলা যায় না, ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা মশকরা' হয়েছে

বলা যায়। এজন্য আজ থেকে (অর্থাৎ ১৯৮৫ ঈসায়ী) প্রায় ২০ বছর আগে আরব ও অনারব দেশের ইসলাম বিশেষজ্ঞগণ ফাত্ওয়া দিয়েছেন পারভেজ সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাছাড়া যে ব্যক্তি তার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন তিনি ইসলামের সীমানার বাইরে চলে যাবেন। এমনকি 'আলিমদের ঐকমত্যের ফাত্ওয়া হচ্ছে– পারভেজ সাহেব কাফির', এই শিরোনামে একটি পুস্তিকাও প্রচার করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট সাহেব আরও বলেছেন– 'তিনি কায়েদে আযম ও আল্লামা ইকবালের চিন্তা-চেতনার যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন'। আসলে তাদের চিন্তা-চেতনাও ওনার কাছে হাস্যকর ছিলো। কাজেই এরকম হাস্যকর চিন্তা-চেতনার অধিকারীকে 'যোগ্য উত্তরসূরী' বলে অভিহিত করা সমীচীন হয়নি। যদি ঐ দু'জন মনীষী পারভেজ সাহেবের চিন্তার ধারকই হতেন তাহলে ইসলামের অনুসারীদের কাছে তাদের মর্যাদা কী হতো?

প্রেসিডেন্ট সাহেব পারভেজ সাহেবের জন্য এ দু'আও করেছেন, 'আল্লাহ যেন তাকে রাহমাতের চাদর দিয়ে ঢেকে দেন' রাহমাত বলতে মুসলিমগণ যা বুঝে থাকেন পারভেজ সাহেব তো তার প্রবক্তাই ছিলেন না। তিনি একে খৃস্টানদের চিন্তা-চেতনা বলতেন এবং ইকবালের এক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জান্নাতকে 'তুচ্ছ জিনিস' প্রমাণ করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত জান্নাতকে 'তুচ্ছ জিনিস' বলতে পারেন তার জন্য রাহমাত প্রার্থনা করার কী অর্থ থাকতে পারে? তিনি যাকে 'তুচ্ছ জিনিস' মনে করতেন সেই সম্পর্কে সাইয়্যিদুল মুরসালীন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য নিম্নরূপ :

لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ " . قَالَ رَجُلٌ وَلاَ إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ " وَلاَ إِيَّایَ إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَلَكِنْ سَدِّدُوا "

'তোমাদের কারও আমল তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও পারবে না? বললেন– আমাকেও না। যদি না আল্লাহ তাঁর রাহমাতে আমাকে ঢেকে নেন। তাই সোজা পথে চলতে থাকো।'

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

مَا مِنْ أَحَد يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيلَ وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ " وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ" (و فى رواية إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ)

'এমন কেউ নেই যার আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। প্রশ্ন করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার আমলও? বললেন- আমার আমলও নয়। যদি না আমার প্রতিপালক মাফ করে তাঁর রাহমাতে ঢেকে নেন।' -সহীহ্ মুসলিম, ২য় খণ্ড পৃ : ৩৭৬-৩৭৭।

পত্রিকান্তরে এটিও প্রকাশিত হয়েছে, ২৫ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টায় তার জানাযা নামায হবে নিজ বাসভবনের প্রাঙ্গনে।' পারভেজ সাহেব নামায যে ইবাদাত একথা তো মানতেই চাইতেন না। তিনি নামাযকে অগ্নি উপাসকদের পূজার সাথে তুলনা করতেন। বুঝতে পারছিনা তার জানাযার নামায কিভাবে পড়া হয়েছে এবং কে পড়িয়েছেন।

অবশ্য পারভেজ সাহেব তার কৃতকর্মের কাছে পৌঁছে গেছেন। যেসব বিষয়ে এতদিন তিনি উপহাস করেছেন অদেখা সবকিছুই এখন তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। মোট কথা তার মোকদ্দমা সবচেয়ে বড়ো আদালতে পৌঁছে গেছে। তার সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু বলতে চাই না। শুধু এতটুকু বলতে চাই, তিনি সারা জীবন যা চিন্তা করেছেন, যা প্রচার করেছেন তা কুফর ও ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ যেন উম্মাতে মুসলিমাকে সে ফিতনা থেকে হিফাযাতে রাখেন।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লটারী করা জায়েয

প্রশ্ন-২০৫৯ ঃ এক হাদীসে দেখলাম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে যেতেন তখন লটারী করে একজন স্ত্রীকে সাথে নিতেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে লটারী জায়েয?

উত্তর ঃ যেখানে একাধিক ব্যক্তির অধিকার সমান থাকে সেখানে একজনকে নির্বাচনের জন্য লটারী করা হয়। যেমন কোনো জমিতে সবার অংশ সমান কিন্তু সবাই একদিকে নিতে চায় এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। কিংবা একজনের দুই স্ত্রী, সফরে কাকে সঙ্গে নেবেন, ফায়সালা করার জন্য লটারী করা ইত্যাদি।

নাগরিকত্ব লাভের জন্য নিজেকে অমুসলিম পরিচয় দেয়া

প্রশ্ন-২০৬০ ঃ ইউরোপের কিছু দেশ অন্য দেশ থেকে রাজনৈতিকভাবে নির্যাতিত লোকদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে থাকে। কিছু পাকিস্তানী নাগরিক রুটি-রুজির উদ্দেশ্যে সেসব দেশে গিয়ে নিজেদেরকে কাদিয়ানী পরিচয় দেয় এবং বলে আমরা কাদিয়ানী বলে নির্যাতনের শিকার হয়েছি। তাদেরকে রাজনৈতিক আশ্রয়

দেয়া হয় এবং কিছুদিন পর তারা সেদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে। যদি তাদের বলা হয়, নিজেদেরকে কাদিয়ানী পরিচয় দিয়ে এরূপ সুযোগ নেয়ায় তারা ইসলামের বাইরে চলে গেছে। প্রতি উত্তরে তারা বলে– আমাদের ঈমান ঠিক আছে শুধু রুজি-রোজগারের জন্য এরূপ করছি। এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কী?

উত্তর ঃ কেউ যদি মিথ্যামিথ্যি বলে যে, 'আমি হিন্দু, আমি খৃস্টান, আমি কাদিয়ানী' তাহলে একথা বলার সাথে সাথে সে ইসলামের বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে যাবে।

এ ধরনের লোকের সাথে কোনো মুসলিম মেয়ের বিয়ে জায়েয নয়।

বেগানা পুরুষের হাতে হাত রেখে চুড়ি পরা

প্রশ্ন-২০৬১ ঃ আমাদের অনেক মা-বোন বোরকা পরেন ঠিকই কিন্তু ঈদের সময় চুড়ি কিনতে গেলে বেগানা পুরুষের হাতে হাত রেখে তাদের দিয়ে চুড়ি পরে থাকেন। এরূপ করা ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ বেগানা পুরুষের হাতে হাত রেখে চুড়ি পরা মহিলাদের জন্য হারাম। হাদীসে একে শূকরের গোশ্‌ত স্পর্শ করার চেয়েও জঘন্য বলা হয়েছে।

কাউকে কাফির বলা

প্রশ্ন-২০৬২ ঃ এক আলিম আরেক আলিমকে সামান্য মত পার্থক্যের কারণে কাফির বলে থাকেন। এরূপ বলা শরঈ দৃষ্টিতে ঠিক কিনা?

উত্তর ঃ হাদীসে এসেছে। কেউ যদি কাউকে কাফির বলে তাহলে তাদের একজন অবশ্যই কাফির বলে গণ্য হবে। যাকে বলা হলো সে যদি কুফরীতে লিপ্ত থাকে তাহলে ঠিক আছে। নইলে যে বলবে কথাটি তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। কাউকে কাফির বলা কবীরা গুনাহ।

বিবিধ অধ্যায়

স্বপ্নের তাৎপর্য

প্রশ্ন-২০৬৩ ঃ স্বপ্ন সম্পর্কে আমার মনে কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে আশা করি উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

ক. স্বপ্নের শরঈ মর্যাদা কী?

খ. কিছু স্বপ্ন সুসংবাদ এবং কিছু স্বপ্ন শয়তানের ধোকা একথা কি ঠিক?

গ. স্বপ্নের তাৎপর্য কি কেউ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম?

উত্তর ঃ স্বপ্ন শরীআতের কোনো দলিল নয়। ভালো স্বপ্ন মুমিনদের জন্য সুসংবাদের ইঙ্গিতবহ। অনেক জ্ঞানী ও সৎ লোক স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারেন।

স্বপ্নে নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখা

প্রশ্ন-২০৬৪ ঃ আমার এক বন্ধু একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কোনো সাহাবী কিংবা পবিত্র স্ত্রীগণ কেউ কখনও স্বপ্নে দেখেননি। কাজেই কেউ যদি দাবী করে, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেছি, তার এ দাবী ঠিক নয়। তাহলে যেসব বুজর্গ স্বপ্নে দেখেছেন বলে দাবী করেছেন তাদের দাবী কি মিথ্যা?

উত্তর ঃ আপনার বন্ধুর কথা ঠিক নয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনেক সাহাবী তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন, এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। স্বপ্নে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখা যে ঠিক আছে এ সম্পর্কে হাদীসেও বলা হয়েছে–

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي.

‘যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখলো, সে ঠিক আমাকেই দেখলো। কারণ শয়তান আমার অবয়ব ধারণ করতে পারে না।’[১] –সহীহ্ আল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম।

---

[১] শয়তান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবয়ব ধারণ করতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু অন্য কোনো অবয়ব ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে ধোকা দিতে পারবে না একথা বলা হয়নি। তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্য শামায়িলের কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে বৈশিষ্ট্যসমূহ বলা হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। –অনুবাদক।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দর্শনকে অস্বীকার করে, সে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত নয়।

দান সাদাকা মৃত্যুকে কি বিলম্ব করতে পারে

প্রশ্ন-২০৬৫ ঃ ইমাম জাফর সাদেক বর্ণিত এক হাদীসে দেখলাম 'দান সাদাকা মানুষের মৃত্যুকে ঠেকিয়ে দেয়।' এটি কতটুকু সত্যি? মানুষের মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্ট। কোনো ক্রমেই তো তা নড়চড় হওয়ার নয়। মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ আপনি যে রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন আমি আজ পর্যন্ত তা কোথাও পাইনি। অবশ্য তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে 'দান সাদাকা আল্লাহ তা'আলার রাগকে প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে'। তাবারানীর এক রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে- 'মুসলিমের দান সাদাকা তার হায়াতকে বাড়িয়ে দেয়, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ তা'আলা সাদাকার বরকতে তার থেকে অহংকার, দাম্ভিকতা ও দরিদ্রতা দূর করে দেন।' মৃত্যুর সময় যখন এসে যাবে তখনতো আর বিলম্বিত হবে না। অবশ্য কিছু আমলের কারণে হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ যদি সেসব কাজ করেন অবশ্যই তার হায়াত বেড়ে যাবে। কারণ আল্লাহর কাছে তার হায়াত সম্পর্কে লিখা আছে এসব কাজ করলে এতদিন আর না করলে এতদিন হায়াত নির্দিষ্ট করা হলো। মোট কথা মৃত্যুর সময় পূর্ব নির্ধারিত।

জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশে যাওয়া

প্রশ্ন-২০৬৬ ঃ অনেকে বলে থাকেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন- 'তোমরা ইল্‌ম শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও'। এটি আসলে হাদীস কিনা মেহেরবানী করে জানাবেন।

উত্তর ঃ এ হাদীসটি আল্লামা সুয়ূতী জামি সগীর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবদুল বার (রহ)-এর রেফারেন্সে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেক মনীষী একে জাল (মওদু) হাদীস বলে অভিহিত করেছেন। যা হোক এটি যদি হাদীস হিসেবে গণ্য হয় তাহলে ইল্‌ম বলতে দীনী ইল্‌মকেই বুঝানো হয়েছে এবং চীন বলতে দীনী ইল্‌ম অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ দূরত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তখন আরব থেকে চীন অনেক দূরের দেশ হিসেবে গণ্য ছিলো।

নবী করীম (সা)-এর জন্য দু'আ

প্রশ্ন-২০৬৭ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের দু'আর মুখাপেক্ষী নন তাহলে আমরা তাঁর জন্য কেন দু'আ করি?

উত্তর ঃ দুটো কারণে আমরা তাঁর জন্য দু'আ করে থাকি।

এক. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দু'আর মুখাপেক্ষী নন কিন্তু আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী। তাই বেশি বেশি করে তাঁর জন্য দু'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিকে তাঁর রাহমাতের ধারা অব্যাহত রাখেন। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আমাদের মহব্বত আরও গভীর হয়। তাঁর জন্য দু'আ করা মূলত তাঁর প্রতি ভালোবাসার গভীরতারই প্রমাণ বহন করে।

দুই. আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ স্তর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্দিষ্ট। তবে সেই স্তর স্থিতিশীল নয়, ক্রমবর্ধমান। উম্মাতের খাঁটি ও একনিষ্ঠ বান্দাদের দু'আ ও দরূদের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর সেই মর্যাদার স্তরকে আরও বাড়িয়ে দেন। যা প্রকারান্তরে উম্মাতের দিকেই প্রতিফলিত হয়।

আমাদের দু'আ কবুল হয়না কেন

প্রশ্ন-২০৬৮ ঃ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আমাদের দু'আ কবুল হয় না কেন? অথচ দেখা যায় যারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না তারা যা চায় তাই দেয়া হয়। তাদের কোনো দুশ্চিন্তা নেই, দুঃখ-কষ্ট নেই। এমনকি অসুখ-বিসুখও নেই। পক্ষান্তরে যারা নামায পড়েন, আল্লাহর পথে চলেন, তাদের সমস্যার অন্ত নেই। আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তাও কবুল হয় না। কেন এমন হয় বলতে পারেন?

উত্তর ঃ এখানে কয়েকটি কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার—

১. কারো দু'আ আল্লাহর কাছে বাহ্যত কবুল হওয়ায় একথা প্রমাণিত হয়না সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। আর কারো দু'আ আল্লাহর কাছে বাহ্যত কবুল না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি আল্লাহর কাছে

গ্রহণযোগ্য নন। বরং অনেক সময় এর বিপরীতও হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা দু'আ করলেন, দেখা গেল তিনি যা চাইলেন তেমন কিছু তাকে দেয়া হলোনা। আবার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এমন এক নাফরমান দু'আ করলো সাথে সাথে সে যা চাইলো তাই তাকে দেয়া হলো। শাইখ তাজুদ্দীন ইবনু আতাউল্লাহ্ ইস্কান্দারী (রহ)-এর এক কিতাবে আমি একটি হাদীস দেখেছি, সেখানে বলা হয়েছে- একজন আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আল্লাহ্ ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, সে যা বলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। কারণ সে আমার কাছে হাত পেতে বসে থাক তা আমি চাইনা। আরেক ব্যক্তি দু'আ করে, আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বলতে থাকেন তার কাজ কিছুটা বিলম্বে সমাধান কর। কারণ সে আমার কাছে হাত পেতে চাইবে, কাকুতি-মিনতি করবে এটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে।

২. কারও দু'আ করার তাওফিক হওয়া এক বিরাট নিয়ামাত। যে আল্লাহর কাছে হাত ওঠাবে তার এরকম ধারণা করা মোটেও ঠিক নয়, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করবেন কিনা? বরং দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে- অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এ দু'আ কবুল করবেন। সুনানু আবী দাউদ, জামি আত তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজা এবং মুসতাদরাক-হাকিম এ বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত সম্মানী ও লজ্জাশীল। যখন বান্দা তাঁর পবিত্র দরবারে হাত তুলেন তখন সেই হাত খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি খুবই লজ্জা বোধ করেন।

৩. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ত্রুটিপূর্ণ। আমরা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে যদি হুবহু তা পেয়ে যাই মনে করি দু'আ কবুল হয়েছে। আর যদি প্রার্থিত বস্তু না পাই, মনে করি দু'আ কবুল হয়নি। অথচ দু'আ কবুলের অবস্থা শুধু একটি নয়। মুসনাদ আহমদ-এর হাদীসে আছে- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, 'যখন কোনো মুসলিম বান্দা দু'আ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই দু'আর বরকতে তিন জিনিসের যে কোনো একটি জিনিস তাকে দেন। হয় সে যা চায় তাকে হুবহু তাই দেয়া হয় কিংবা তা আখিরাতের সম্পদ হিসেবে জমা করে রাখা হয় অথবা সেই দু'আর বরকতে তার উপর পতিত কোনো বিপদ মুসিবতকে সরিয়ে দেয়া হয়।'

মোটকথা দু'আ অবশ্যই কবুল হয় কিন্তু কবুলের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন। তাই বান্দার উচিত আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকা। সেই সাথে এই বিশ্বাস রাখা, আল্লাহ অবশ্যই এই দু'আর বদৌলতে সর্বোত্তম বিনিময় দেবেন। দু'আ কবুল হলোনা বলে মন খারাপ করা, আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারানো মানুষের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাদীস শরীফে আরও বলা হয়েছে, অবশ্যই বান্দার দু'আ কবুল করা হয়- যদি সে তাড়াহুড়া না করে। প্রশ্ন করা হয়েছিল- তাড়াহুড়া মানে কী? তিনি বললেন তাড়াহুড়া মানে হচ্ছে- এই রকম ধারণা পোষণ করা, আমি তো আল্লাহর কাছে কত দু'আ করলাম কই কবুল তো হলো না। তারপর দু'আ করা ছেড়ে দেয়া।

যেহেতু তাকদীর নির্দিষ্ট তাহলে দু'আ করে লাভ কী

প্রশ্ন-২০৬৯ ঃ শুনেছি তাকদীর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেমন- বিয়ে, মৃত্যু, জন্ম ইত্যাদি। আমি বিশ্বাসও করি। তবু আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যদি সবকিছু নির্দিষ্টই করা থাকে তাহলে দু'আ করে লাভ কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে দারুল আসবাব (উপায়-উপকরণের জায়গা) বানিয়েছেন। দু'আও তার অন্যতম উপকরণ। আসলে দু'আ তাকদীরের পরিপন্থী নয়, অনুগামী। যেমন অসুখ হলে আমরা চিকিৎসা করি, ওষুধ খাই এটিও তাকদীরের অনুগামী। আল্লাহর ইচ্ছে হলে এবং তাকদীরে থাকলে সুস্থ হই আর তাকদীরে না থাকলে হাজারো চিকিৎসায়ও কেউ কখনও সুস্থ হয় না। দু'আর অবস্থাটাও ঠিক তেমনি। আল্লাহর মনজুর (বরাদ্দ) থাকলে চাওয়া মাত্র দেয়া হয় আর মনজুর না থাকলে দেয়া হয় না। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে দু'আ হচ্ছে নিজেকে হেয় ও মুখাপেক্ষী করা, আল্লাহর কাছে নিজেকে তুচ্ছভাবে উপস্থাপন করা। কাজেই বান্দার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহ্ দেন আর না দেন তার কাছে বিনয়ের সাথে আবেদন-নিবেদন করতে থাকা।

পৃথিবীর সকল দেশে একই সময় তো রাত হয় না তাহলে নির্দিষ্ট কোনো রাতে শবে কদর হয় কি করে

প্রশ্ন-২০৭০ ঃ শুনেছি কোনো একটি নির্দিষ্ট রাতে শবে কদর হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- পৃথিবীর সকল দেশে একই সময় তো রাত হয় না তাহলে নির্দিষ্ট কোনো রাতে শবে কদর হয় কি করে?

উত্তর ঃ শবে কদর খুঁজতে হবে সেই দেশের রাতের হিসেবে যে দেশে সে অবস্থান করে। যদি কেউ সৌদি আরব অবস্থান করে তাহলে সেখানকার হিসেবে শবে কদর তালাশ করতে হবে। অন্য দেশে থাকলে সেই দেশের রাতের হিসেবে করতে হবে।

খারাপ কাজের উদ্যোক্তার শাস্তি

প্রশ্ন-২০৭১ ঃ কেউ যদি ভালো কাজের সূচনা করেন এবং পরবর্তীতে লোকজন সেই কাজ করতে থাকেন তাহলে সূচনাকারী অবশ্যই সেসব ছাওয়াব পাবেন। কিন্তু কেউ যদি খারাপ কাজের সূচনা করে এবং পরবর্তীতে লোকজন সেই খারাপ কাজ অব্যাহত রাখে তাহলে সূচনাকারী সেসব গুনাহর অংশীদার হবে কিনা জানাবেন।

উত্তর ঃ হাদীসে এসেছে, কেউ যদি কোনো ভালো কাজের সূচনা করেন তাহলে তিনি ছাওয়াব পাবেন। পরবর্তীতে যেসব লোক সেই ভালো কাজটি করতে থাকবেন তারা প্রত্যেকেই ছাওয়াব পাবেন। সেই সাথে প্রত্যেকের ছাওয়াবের সমপরিমাণ ছাওয়াব সূচনাকারীর আমলনামায়ও যোগ হবে। এতে কারও ছাওয়াবই কম করা হবে না। আবার কেউ যদি কোনো খারাপ কাজের সূচনা করে সে তো গুনাহগার হবেই। পরবর্তীতে যারা সেই কাজ করবে তারা প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে এবং প্রত্যেকের গুনাহর সমপরিমাণ গুনাহ সেই কাজের সূচনাকারীর আমলনামায় জমা হবে। এতে অন্যান্য আমলকারীর গুনাহ লাঘব হবে না।

আরেক হাদীসে আছে পৃথিবীতে যত অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটে প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের সমপরিমাণ গুনাহ আদম (আ)-এর ছেলে কাবিলের আমল নামায় লেখা হয়। কারণ পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলো সে-ই।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আবু লাহাবের ছেলেকে বদ দু'আ করা

প্রশ্ন-২০৭২ ঃ আমাদের এখানে এক মাওলানা সাহেব বলেছেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনে একবার কষ্ট পেয়েছেন। কষ্ট পেয়ে বদদু'আ করেছিলেন। আবু লাহাবের ছেলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়েকে তালাক দেয়ায় তিনি তাকে বদদু'আ করেছিলেন।

বলেছিলেন 'আল্লাহ তাকে হিংস্র জানোয়ারের খাদ্য বানিয়ে দিন'। আল্লাহর নির্দেশে এক হিংস্র বাঘের শিকারে পরিণত হয়েছিলো সে।

একদলের মতে তিনি তো রাহমাতুল্লিল আলামীন তাই জীবনে কাউকে অভিশাপ বা বদদু'আ করেন নি। আরেক দলের মতে উপরিউক্ত ঘটনাটি ঠিক। আমরা কাদের কথা বিশ্বাস করবো। মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ আবু লাহাবের ছেলেকে বদদু'আ করেছিলেন– এ ঘটনা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে এসেছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশ কিছু লোকের জন্য বদদু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তাই একথা মনে করা ঠিক হবে না, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও কারও জন্য বদদু'আ করেননি। কারও জন্য বদদু'আ করা রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার পরিপন্থী নয়। যেমন সাপ মানুষকে কষ্ট দিলে তা মারা রহমত বা কল্যাণের কাজ। তেমনিভাবে কোনো দুষ্ট লোক যে মানুষকে কষ্ট দেয় তার জন্য বদদু'আ করাও রহমতের পরিপন্থী নয়। কারণ যার জন্য বদদু'আ করা হলো সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো ঠিকই কিন্তু তার কারণে যারা কষ্ট পেত তারা তো ঠিকই কল্যাণ লাভ করলো।

সাপ্তাহিক ছুটি কোন দিন হওয়া উচিত

প্রশ্ন-২০৭৩ ঃ শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির সাথে ইসলামের সম্পর্ক কী? যদি জুমআর দিন সাপ্তাহিক ছুটি বরকত ও কল্যাণকর হতো তাহলে সূরা জুমআর ৯, ১০ ও ১১ নাম্বার আয়াতের তাৎপর্য কী? জুমআর দিন নামাযের আগে ও পরে কি কি কাজ করার অনুমতি রয়েছে বলবেন কি?

উত্তর ঃ যারা শুক্রবারের পরিবর্তে শনি কিংবা রবিবার সরকারি ছুটি চান তারা হয়তো বুঝতে চাননা শনিবার ইহুদীদের ও রবিবার খৃস্টানদের কাছে পবিত্র দিন। এরকম একটি দিন মুসলিমদের জন্য দেয়া হয়েছে শুক্রবারকে। ইসলামে সাপ্তাহিক ছুটি বলে কিছু নেই। সেজন্য জুমআর দিন আযানের পর থেকে নামায শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন ইত্যাদি সবকিছু নিষিদ্ধ। নামায শেষ হওয়ার পর সব ধরনের কাজ কারবারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করতে চাইলে সাপ্তাহিক ছুটি চাওয়ার আর কোনো অবকাশ থাকে না। নিষিদ্ধ সময় ছাড়া সপ্তাহের সাত দিনই কাজ কারবার চালিয়ে যাওয়া উচিত। আর যদি সপ্তাহে একদিন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে শনি ও রবিবার বাদ দিয়ে অন্য কোনোদিন হওয়া উচিত। কারণ ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য করা হারাম।

কবরে লাশ রাখার পর তিন মুঠো মাটি দেয়া কি বিদআত

প্রশ্ন-২০৭৪ ঃ 'বিদআতের শরঈ পোস্টমর্টেম' নামক এক পুস্তকে দেখলাম কবরে লাশ রাখার পর তিন মুঠো মাটি দেয়ার সময় প্রথম মুঠো রাখতে 'মিনহা খালাকনাকুম'; দ্বিতীয় মুঠো রাখতে 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম' এবং তৃতীয় মুঠো রাখতে 'ওয়া মিনহা নুখরিযুকুম তারাতান উখরা' বলা বিদআত। (পৃ-৫০৬) এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

উত্তর ঃ এ কাজ বিদআত কিভাবে হয় তা আমার বুদ্ধিতে আসে না। হাফিয ইবনু কাছীর তাঁর তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যার নিম্নোক্ত হাদীসটি এনেছেন।

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم حَضَرَ جنازة فلما دفن الميت اخذ قبضة من الترب فالقاها فى القبر وقال : مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ثم اخذ اخرى وقال : وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ثم اخذ اخرى وقال: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে জানাযা এলে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হতো তখন তিনি এক মুঠো মাটি হাতে নিতেন তারপর কবরে রাখতেন, বলতেন– 'মিনহা খালাকনাকুম'। তারপর আরেক মুঠো মাটি কবরে রাখতেন, বলতেন– 'ওয়া ফীহা নুঈদুকুম'। তারপর আরেক মুঠো মাটি কবরে রাখতেন, বলতেন– 'ওয়া মিনহা নুখরিযুকুম তারাতান উখরা'। তাফসীর-ইবনু কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ-১৫৬।

আমাদের ফকীহগণ একে মুস্তাহাব বলেছেন। 'আদ দুররুল মুনতাকা শরহু মুনতাকাল আবহার' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন ঃ ১ম খণ্ড, পৃ-১৮৭।

গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করা

প্রশ্ন-২০৭৫ ঃ গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করা মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তাহলে 'গর্ভে কী আছে তাও তিনি জানেন' সূরা লুকমানে একথা বলার তাৎপর্য কী? মেহেরবানী করে বলবেন কি?

উত্তর ঃ মাতৃগর্ভের সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান কেবল আল্লাহর রয়েছে। কোনো আলামত বা নিদর্শন ছাড়া মানুষ তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। তবে মানুষ আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে অনেকাংশে বলতে

সক্ষম। মানবশিশু যখন মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব লাভ করে তখন অনেক ওলী এবং অনেক গণকও বলে থাকে গর্ভস্থ সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে। অনেক সময় দেখা যায় তাদের কথা সঠিক হয়ে গেছে। মোট কথা অবস্থা ও আলামত দেখে গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মন্তব্য করা وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 'আল্লাহ্ আরও জানেন গর্ভে কী আছে' সূরা লুকমানের ৩৪নং আয়াতের পরিপন্থী নয়। এতে অদৃশ্যের (গায়েবের) প্রতি মানুষের অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হয় না। ডাক্তাররা গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করেন একটি উপকরণের মাধ্যমে। বিনা উপকরণে কিংবা বিনা আলামতে কোনো মানুষের পক্ষে গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষমতা ও জ্ঞান কেবল আল্লাহর ইখতিয়ারে। উপকরণের মাধ্যমেও মানুষ যতটা জানতে পারে তা অকাট্য ও নির্ভুল, এমন দাবী সে করতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– مَا فِي الْأَرْحَامِ 'মা ফিল্ আর্হাম' বলে বুঝানো হয়েছে, গর্ভে যা কিছু আছে তার সমস্ত অবস্থা ও খবর কেবলমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে। অর্থাৎ সন্তান ছেলে না মেয়ে, সুস্থ না রোগা, নরমাল ডেলিভারী হবে না এ্যাবনরমাল, নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ডেলিভারী হবে না মেয়াদ শেষে ডেলিভারী হবে, সন্তান সৌভাগ্যশালী হবে না দুর্ভাগা এসব কিছু শুধু আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যেই থাকে। এসব বিষয়ে জানার কোনো উপায়-উপকরণ মানুষের হাতে নেই। তাই গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করাই গর্ভের সব খবর জানার পর্যায়ে পড়ে না। গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ছাড়াও আরও অনেক বিষয় রয়েছে যা জানা মানুষের সম্ভব নয়।

তৃতীয় কথা হচ্ছে– আয়াতে কারীমায় مَا فِي الْأَرْحَامِ 'মা ফিল্ আর্হাম' এর পরিবর্তে مَن فِي الْأَرْحَامِ 'মান্ ফিল্ আর্হাম' বলা হয়নি। مَن 'মান্' শব্দটি আরবী ভাষায় বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর 'মা' শব্দটি ব্যবহৃত হয় জড়বস্তু ও বুদ্ধি বিবেক ছাড়া প্রাণীর ক্ষেত্রে। শুক্রকীট ও ডিম্ব নিষিক্ত হওয়ার পর গর্ভে যখন জমাট রক্তের আকার ধারণ করে তখনও আল্লাহ জানেন সেই শিশুর ভূত-ভবিষ্যত। তখন তাকে জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুই মনে করা হয় না। তখন কোনো বিজ্ঞানী বা চিকিৎসাবিদের বলার উপায় নেই, সেই শিশু ছেলে না মেয়ে, জীবিত ভূমিষ্ঠ হবে না মৃত। এসব কিছুই আল্লাহ নিশ্চিতভাবে জানেন। এমনকি মানুষ যদি প্রযুক্তির বদৌলতে গর্ভস্থ আরও অনেক বিষয় জেনে ফেলেন তবু তা আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কারণ এরপরও অনেক কিছু মানুষের অজানা থেকে যাবে, যা আল্লাহর অজানা নয়।

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য

প্রশ্ন-২০৭৬ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোনো বান্দাকে পছন্দ করেন তখন তাকে মুসিবাতে ফেলে দেন। যদি সে ধৈর্য ধরে তাকে প্রিয় বানিয়ে নেন। আর যদি সে তার তাকদীরকে মেনে নেয় তাকেও প্রিয়ভাজন করে নেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– মুসিবাতে ধৈর্য ধারণ করা এবং তাকদীরকে মেনে নেয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার ব্যাপারে মনে কষ্ট না নেয়া, কোনো অভিযোগ না করা। বরং মনকে এই বলে বুঝ দেয়া আল্লাহ্ যা করেছেন তা আমার কল্যাণের জন্যই করেছেন। মুসিবাত থেকে পরিত্রাণের জন্য বৈধ পদক্ষেপ নেয়া, আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা তাকদীরের পরিপন্থী নয়।

বারবার তাওবা ভঙ্গ করা

প্রশ্ন-২০৭৭ ঃ আমি একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকবার তাওবা করে আবার তা ভঙ্গ করে ফেলেছি। বারবার তাওবা ভঙ্গের পর এখন কি আর তাওবা করার সুযোগ আমার রয়েছে?

উত্তর ঃ আন্তরিকভাবে তাওবা করুন। আল্লাহ্ তো আমাদের গুনাহ্ মাফ করেন। একশ' বছর আল্লাহ্র নাফরমানী করে কোনো কাফির তাওবা করলে আল্লাহ্ সেই তাওবাও কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এজন্য নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

শহীদ হিসেবে গণ্য হবার শর্তাবলী

প্রশ্ন-২০৭৮ ঃ রাজনৈতিক গোলযোগ কিংবা সন্ত্রাসের শিকার হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে শহীদ বলা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ শহীদদের ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ হচ্ছে তাকে গোসল দেয়া যাবে না, যে কাপড় পরে সে মৃত্যুবরণ করে সেই রক্তমাখা কাপড়েই তাঁকে দাফন করতে হবে। অবশ্য জানাযা নামায পড়তে হবে। শাহাদাতের এই নির্দেশ তাদের জন্য, যারা– ১. মুসলিম, ২. প্রাপ্ত বয়স্ক, ৩. বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন। ৪. অমুসলিমের হাতে মারা যাবে কিংবা যুদ্ধের ময়দানে তাকে মৃত পাওয়া যাবে এবং তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকবে। অথবা চোর ডাকাতের হাতে নিহত হবে কিংবা আত্মরক্ষার্থে মারা যাবে অথবা কোনো মুসলিম তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে,

৫. উপরিউক্ত কারণে সে হঠাৎ মারা যাবে। পানাহার, চিকিৎসা, শোয়া কিংবা ওসিয়াতের কোনো সুযোগ পাবে না। এমনকি জ্ঞান থাকাবস্থায় তার উপর দিয়ে কোনো নামাযের ওয়াকত অতিবাহিত হবে না, ৬. এ ধরনের মৃতকে গোসল দেয়া আবশ্যক নয়। যদি কোনো মুসলিম নিহত হয় কিন্তু উপরিউক্ত পাঁচ শর্তের কোনো এক শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে তাকে গোসল দিতে হবে এবং পার্থিব দৃষ্টিতে তাকে শহীদ বলা যাবে না। অবশ্য আখিরাতে তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় কেন স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি

প্রশ্ন-২০৭৯ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরাত করেছিলেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তিনি কেন মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করলেন না?

উত্তর ঃ যারা মুহাজির তাদের জন্য হিজরাতপূর্ব স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা জায়েয নয়। স্থায়ীভাবে বসবাস করলে হিজরাত বাতিল হয়ে যায়।

পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দেয়া

প্রশ্ন-২০৮০ ঃ আমি একটি পুস্তকে এক হাদীস দেখলাম। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেছেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানীয় দ্রব্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

আমার প্রশ্ন হচ্ছে– কোনো আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি পান করানো বৈধ কিনা?

উত্তর ঃ পানিতে ফুঁক দেয়া নিষিদ্ধ নয়। শ্বাস ফেলা নিষিদ্ধ।

জুতা-সেন্ডেল ব্যবহার না করার মানত করা

প্রশ্ন-২০৮১ ঃ আমার এক বন্ধু মানত করেছে, আল্লাহ যদি আমার অমুক কাজ সফল করেন তাহলে বাকী জীবন মুহাররম মাসের নয় ও দশ তারিখে খালি পায়ে থাকবো। কোনো জুতা-সেন্ডেল পায়ে দেবো না। এরূপ মানত করা কি ঠিক হয়েছে?

উত্তর ঃ এরূপ মানত করা জায়েয নয় এবং তা পুরা করাও আবশ্যক নয়।

মৃত ছেলের সরকারী অফিস থেকে প্রাপ্ত-টাকার বণ্টন

প্রশ্ন-২০৮২ ঃ আমার ছেলে সরকারী অফিসে চাকুরী করতো। মারা গেছে। সরকারী অফিস থেকে প্রাপ্ত টাকা কিভাবে ভাগ হবে? আমি, আমার তিন মেয়ে, মৃতের এক বড় ভাই রয়েছে।

উত্তর ঃ সেই টাকাসহ মৃত ব্যক্তির নামে যেসব সম্পদ রয়েছে তার এক ষষ্ঠাংশ $(\frac{১}{৬})$ আপনার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মা)। ছেলের স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ $(\frac{১}{৮})$। অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি পাবে মৃত ব্যক্তির ছেলে-মেয়েরা। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ভাইবোন কিছুই পাবে না।

কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে ওযু-গোসল

প্রশ্ন-২০৮৩ ঃ আজকাল অনেকেই চশমার পরিবর্তে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে থাকেন। কন্টাক্ট লেন্স লাগানো হয় চোখের ভেতর গোল কালো অংশের উপর। লেন্সও গোল। বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে- কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে ওযু-গোসল করলে তা হবে কিনা? রোযার উপর তার কোনো প্রভাব পড়বে কি না?

উত্তর ঃ কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করে ওযু-গোসল হবে। রোযার উপরও এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

জীবিত থাকাবস্থায় সম্পত্তি বণ্টন করে দেয়া

প্রশ্ন-২০৮৪ ঃ আমি জীবিত থাকাবস্থায় আমার সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়ে যেতে চাই। আমার শুধু এক মেয়ে। আর কোনো সন্তান নেই। আমরা চার ভাই, বোন পাঁচজন। সবাই বিবাহিত। প্রত্যেক ভাইয়ের সংসার আলাদা। আমার মরহুম আব্বার কিছু ধানের জমি রয়েছে তা আজ পর্যন্ত আমরা কোনো ভাগ বাটোয়ারা করিনি। আমরা প্রত্যেকেই উপার্জন করে পৃথকভাবে বাড়ি-দোকান করে নিয়েছি পৃথক পৃথক নামে। আমার নামে বাড়ি ছাড়া দুটো দোকানও রয়েছে। আমি এক বাড়িতে থাকি অন্যটি ভাড়া দিয়েছি। একটি আটার মিল রয়েছে যার আনুমানিক মূল্য দেড় লাখ টাকা। আমার ইচ্ছে একটি দোকান মেয়ে ও স্ত্রীর নামে লিখে দেবো। দ্বিতীয় দোকান, ভাড়া বাড়ি এবং আটার মিল আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো মাসজিদ কিংবা মাদ্রাসার নামে দানপত্র করে দেবো। অবশিষ্ট সম্পত্তি আমার ভাই-বোনদের নামে দেবো। আমি আগেই বলেছি আমার কোনো ছেলে নেই যে

আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য দু'আ করবে। আমি যদি মৃত্যুর সময় ওসিয়াত করে যাই, আমার আশংকা হয় তা বাস্তবায়িত হবে না। তাই আমি নিজ থেকে এরূপ করে যেতে চাই। আপনি মেহেরবানী করে আমাকে সুপরামর্শ দানে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনার চিঠির জবাবে কয়েকটি জরুরী মাসয়ালা বর্ণনা করছি।

১. আপনি জীবিত থাকাবস্থায় কোনো দোকান বা বাড়ি আপনার স্ত্রী-কন্যার নামে লিখে দিতে চাইলে তা জায়েয আছে। শরয়ী পরিভাষায় একে হিবা (দান) বলে।

২. 'আমি মরার পর এই পরিমাণ সম্পদ মাসজিদ বা মাদ্রাসায় দিয়ে দেবে'– এরূপ ওসিয়াত করা জায়েয।

৩. সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওসিয়াত করা যাবে। তারচেয়ে বেশি ওসিয়াত করতে চাইলে ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়া ঠিক হবে না। কেউ এক-তৃতীয়াংশের বেশি ওসিয়াত করলেও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কার্যকর হবে। অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশরা পাবে।

৪. কেউ যদি মনে করে ওয়ারিশরা ওসিয়াত পূর্ণ করবে না, তার উচিত এমন দু'জন লোককে ওসিয়াত পুরা করার দায়িত্ব দেয়া যারা পরহেজগার এবং ওসিয়াত সংক্রান্ত মাসয়ালা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিংবা ওসিয়াত লিখে দু'জন সাক্ষী ঠিক করে তাদের হাতে ওসিয়াত নামা দিয়ে যাওয়া।

৫. মৃত্যুর সময় আপনি যে পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকবেন তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত কার্যকর হবে। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ নিম্নোক্তভাবে বণ্টিত হবে।

ক. স্ত্রী পাবেন $\frac{১}{৮}$ (এক-অষ্টমাংশ)

খ. মা পাবেন $\frac{১}{৬}$ (এক ষষ্ঠাংশ)

গ. মেয়ে পাবে $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক)

ঘ. অবশিষ্ট যা থাকবে তা ভাই-বোন পাবেন। প্রত্যেক ভাই বোনের দ্বিগুণ করে পাবেন।

খৃস্টান মেয়েকে বিয়ের শর্তাবলী

প্রশ্ন-২০৮৫ ঃ কোনো মুসলিম ব্যক্তি মুসলিম স্ত্রী রেখে বিদেশে চাকুরি করতে গেলে সেখানে কি খৃস্টান মহিলা বিয়ে করতে পারে? যদি এরূপ করে তাহলে তার প্রথম বিয়ে ঠিক থাকবে কি? সে কি মুসলিম থাকবে? তার উপার্জিত টাকা মাসজিদের উন্নয়নে ব্যয় করা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর ঃ মুসলিম স্ত্রী থাকাবস্থায় খৃস্টান স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়। তবে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এরূপ বিয়ে করা জায়েয নয়।

১. আহলে কিতাব যেসব মহিলার সাথে বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের অবশ্যই দারুল ইসলামের (ইসলামী রাষ্ট্রের) নাগরিক হতে হবে, যাদের যিম্মী বলা হয়ে থাকে। দারুল কুফরে (অমুসলিম রাষ্ট্রে) বসবাসরত খৃস্টানদের বুঝানো হয়নি। যেসব আহলে কিতাব মহিলা দারুল হরবে (শত্রুরাষ্ট্রে) বসবাস করে তাদের বিয়ে করা মাকরূহ্ তাহ্রীমী। (মাকরূহ্ তাহ্রীমী হারামের কাছাকাছি হওয়ার কারণে না জায়েয বলা হয়) তাই বিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ্ তাহ্রীমী হওয়ার কারণে তা না জায়েয হিসেবে গণ্য হবে।

২. আহলে কিতাব মহিলার সাথে বিয়ে বৈধ হওয়ার শর্ত হচ্ছে তাকে অবশ্যই খাঁটি আহলে কিতাব হতে হবে। শুধু নামে খৃস্টান কিংবা ইহুদী হলে চলবে না। আজকাল বেশিরভাগ খৃস্টান ও ইহুদী নামেমাত্র দাবী করে আহলে কিতাব। তারা না নবী মানে, আর না নবীর কিতাব মানে। জাতীয় পরিচয়ের জন্য শুধু নিজেদেরকে ইহুদী বা খৃস্টান বলে। আসলে তারা স্বাধীন চেতা, কোনো ধর্মের ধার ধারে না। এরূপ মহিলাদের আহলে কিতাব মনে করে বিয়ে করা যাবে না। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিয়ে বৈধ হবে না।

৩. কোনো মুসলিম আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করলে তাদের ঔরশজাত সন্তান মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করলে সেই ঘরে যে সন্তান হবে সে মায়ের ধর্মেরই অনুসারী হবে। অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের আগেই কনটাক্ট করে নেয়া হয় যেসব সন্তান হবে তাদের অর্ধেক পিতার ধর্মের অনুসারী হবে এবং অর্ধেক মায়ের ধর্মের অনুসারী। যদি এ ধরনের শর্তে

রাজী হয়ে কোনো মুসলিম বিয়ে করতে চায় তাহলে বিয়ে করামাত্র সেও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। কারণ নিজের সন্তানকে অমুসলিম বা কাফির বানানোর সিদ্ধান্ত নেয়া কুফরী।

৪. মুসলিম যুবকরা রুটি-রুজির জন্য আমেরিকা-ইউরোপ যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে নাগরিকত্ব লাভের মোহে খৃস্টান মেয়েদের বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। সেই দেশের আইন অনুযায়ী- তালাক দেয়ার ক্ষমতা, সন্তানের উপর প্রভাব সবকিছুই মেয়েদের হাতে। স্বামী-নামক ভদ্রলোক সেই স্ত্রীর হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলা প্রবচনে যাকে বলে সাক্ষী গোপাল। সত্যি কথা বলতে কি তার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই নষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ফিক্‌হী পরিভাষায় একটি কথা আছে–

المعروف كالمشروط (আল মারূফ কাল মাশরূত) অর্থাৎ যেখানকার যে রীতি নীতি তা শর্তের আওতায় না আনলেও শর্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই অমুসলিম দেশে বিয়ে করলে বিয়ের শর্তের মধ্যে সেই প্রচলিত রীতিগুলো না আনলেও তা শর্ত হিসেবে গণ্য হবে।

এসব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অমুসলিম দেশে বসবাসরত কোনো আহ্‌লে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ নয়। দ্বিতীয় কথা বিবেচনা করলে বলা যায় বিয়ে কার্যকরই হয় না। তৃতীয় কথা সামনে রাখলে বলা যায় এতে কুফরীর পথই প্রশস্ত হয়। ইসলামের নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। চতুর্থ কথা অনুযায়ী অমুসলিম দেশে বিয়ে করা কুফরীতে নিমজ্জিত হওয়ারই নামান্তর। আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে হিফাযাত করুন।

আল কুরআনের অনুবাদ পড়া

প্রশ্ন-২০৮৬ ঃ বিভিন্ন ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদ বেরিয়েছে। কেউ যদি আরবী ভাষায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত না করে অন্য ভাষায় অনূদিত তরজমা পড়েন তাহলে তিনি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের ছাওয়াব পাবেন কিনা?

উত্তর ঃ আল কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। প্রতিটি অক্ষর তিলাওয়াতের বিনিময়ে দশ নেকীর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি শুধু আরবী ভাষার জন্য। কেবল আরবী ভাষায় তিলাওয়াত করলেই এই ছাওয়াব পাওয়া যাবে। তরজমা পড়লে কুরআন বুঝা যাবে, তাই কেবল কুরআন বুঝার ছাওয়াব পাওয়া যাবে। তিলাওয়াতের ছাওয়াব পাওয়া যাবে না।

বিমানের স্টাফদের সাহরী-ইফতার

প্রশ্ন-২০৮৭ ঃ যারা বিমানে চাকুরি করেন তাদের সাহরী-ইফতারের ব্যাপারে কয়েকটি জরুরী প্রশ্ন আছে।

বিমানের কিছু স্টাফ রয়েছেন যাদের সারাক্ষণ ডিউটির প্রস্তুতি নিয়ে (Stand by duty) থাকতে হয়। কেউ কোনো কারণে ডিউটিতে না আসতে পারলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে সেই ডিউটি চালিয়ে নিতে হয়। এমতাবস্থায় সেই স্টাফ যদি রোযা রাখতে চান তাহলে সর্বশেষ কখন রোযার নিয়ত করতে পারবেন?

উত্তর ঃ শরঈ অর্ধদিনের পূর্ব পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়ত করলে রোযা হয়ে যাবে। সুবহে সাদিকের শুরু থকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে মধ্যবর্তী সময়কে শরঈ অর্ধদিন (নিসফুন নাহার শরঈ) বলা হয়। এই সময়টা শুরু হয় যাওয়ালের (সূর্য হেলে পড়ার) পৌনে এক ঘণ্টা আগে। কাজেই কেউ যদি রোযা রাখতে চায় তাকে উক্ত সময়ের আগেই নিয়ত করতে হবে।

প্রশ্ন-২০৮৮ ঃ রোযার নিয়ত করার পর যদি ফ্লাইটে যেতে হয় এবং চাকুরির কারণে রোযা ভাংতে বাধ্য হন তাহলে সেজন্য কাফফারা দিতে হবে কিনা?

উত্তর ঃ কেবল সেই রোযা ভাংলে কাফফারা ওয়াজিব হয় যেই রোযার নিয়ত সুবহে সাদিকের আগেই করা হয়। যদি সুবহে সাদিকের পর অথবা শরঈ অর্ধদিবসের মধ্যে নিয়ত করা হয় আর সংগত কারণে সেই রোযা ভঙ্গ করা হয় তাহলে সেজন্য কাফফারা আদায় করতে হবে না। (দুররুল মুখতার, শামী)

প্রশ্ন- ২০৮৯ ঃ যারা আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ডিউটি করেন তারা না হয় রোযা ভঙ্গ করলেন কিন্তু যারা অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ডিউটি করেন তারা তো সকালে গেলে দুপুরে এবং দুপুরে গেলে রাতে ফিরে আসেন। তাদের রোযা না রাখাটা কেমন?

উত্তর ঃ যদি কষ্ট না হয় তাহলে সফরে থাকা অবস্থায় রোযা রাখা মুসাফিরের জন্য উত্তম। আর যদি নিজের কিংবা সঙ্গী সাথীর কষ্ট হয় তাহলে সফরে থাকাবস্থায় রোযা না রাখা উত্তম।

প্রশ্ন-২০৯০ ঃ ফ্লাইটে সফর দু'রকম হয়ে থাকে। এক. পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা। এ রকম যাত্রায় দিন অনেক ছোট হয়ে আসে। দুই. পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে সফর করা। এ রকম সফরে দিন অনেক লম্বা হয়ে যায়। সূর্য বলতে গেলে প্লেনের সাথে সাথেই থাকে। রোযা প্রায় ২০/২২ ঘণ্টা দীর্ঘ হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে যেখান থেকে সফর শুরু করলেন

সেখানকার স্থানীয় সময় অনুযায়ী ইফতার করে ফেলেন। অথচ তখনও সূর্য অনেক উপরে অবস্থান করছে। দেখা গেল যেখানে প্লেন উড়ছে সেখানকার স্থানীয় সময় যোহরের ওয়াক্ত। এরূপ করা জায়েয কিনা?

উত্তর ঃ ঘন্টার হিসেবে ইফতার করার যে উদাহরণ আপনি দিয়েছেন তা ঠিক নয়। রোযাদার যেখানে অবস্থান করবেন সেখানকার সময় অনুযায়ী তিনি ইফতার করবেন। যদি সময় শুরু করার জায়গার স্থানীয় সময় অনুযায়ী কেউ ইফতার করেন তার রোযা হবে না। সেই রোযার কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন-২০৯১ ঃ স্থানীয় সময় অনুযায়ী ইফতারের সময় হয়ে গেল কিন্তু তখন যদি কোনো বিমান সেই এলাকার উপর অবস্থান করে তাহলে বিমান যাত্রীরা তখন ইফতার করতে পারবে কিনা? উল্লেখ থাকে যে, তখনও বিমান থেকে সূর্য দেখা যাবে।

উত্তর ঃ সাহরী ও ইফতারের শর্ত হচ্ছে- যে যেখানে অবস্থান করবেন সেই জায়গার সময় অনুযায়ী সাহরী ও ইফতারীর সময় হতে হবে। যারা ভূপৃষ্ঠের যেখানে অবস্থান করেন এবং যেখান থেকে সুবহে সাদিক উদিত হতে এবং সূর্যাস্ত হতে দেখেন তাহলে সেই সময় অনুযায়ী তারা সাহরী খাওয়া বন্ধ করবেন এবং ইফতার করবেন। দেখা গেল কোনো স্থানে সূর্যাস্ত হয়েছে কিন্তু সেই স্থান বরাবর উপরে বিমান আরোহীরা তখনও সূর্য দেখছেন এমতাবস্থায় বিমান আরোহীরা ইফতার করতে পারবেন না এবং মাগরিবের নামাযও পড়তে পারবেন না। যখন বিমান থেকে সূর্যাস্ত দেখা যাবে তাদের জন্য তখন ইফতার ও মাগরিবের সময় হবে।

প্রশ্ন-২০৯২ ঃ কেউ যথারীতি ভূমি থেকে ইফতার করে বিমানে উঠলেন। বিমান আকাশে উড়ার পর তিনি দেখলেন তখনও সূর্য অস্ত যায়নি এমতাবস্থায় তিনি কি করবেন?

উত্তর ঃ ভূমিতে অবস্থানকালীন সূর্যাস্তের পর ইফতার করে কেউ যদি বিমানে ভ্রমণ করেন এবং বিমান উপরে উঠার পর তিনি সূর্য দেখতে পান তবু কোনো ক্ষতি নেই। তার রোযা হয়ে যাবে। এর উদাহরণ হচ্ছে কেউ যদি রমযানের ত্রিশ রোযা পুরা করে ঈদের নামায পড়ে বিমানে অন্য দেশে গিয়ে দেখেন সেখানে এখনও রমযান মাস শেষ হয়নি তাহলে সেখানে রোযা রাখা তার জন্য ফরয হবে না।

হাদীস অস্বীকার করা

প্রশ্ন-২০৯৩ ঃ এখানে এক ব্যক্তি বলে বেড়ান, হাদীসের কারণেই মুসলিমগণ নানা ফিরকায় (দলে-উপদলে) বিভক্ত। তাই প্রত্যেকের উচিত হাদীসের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমকে হিফাযাত করার যিম্মা নিয়েছেন কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে তিনি কোনো যিম্মা নেন নি। এজন্য হাদীসে অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। সেজন্য হাদীস পরিহার করা উচিত।

উত্তর ঃ হাদীস হচ্ছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী। কাজেই যে ব্যক্তি তাঁর ওপর ঈমান আনবেন সে তো তাঁর বাণীকে শিরোধার্য বলে মনে করবেন। আর যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণীকে অস্বীকার করবে সে ঈমানের গন্ডি থেকে ছিটকে পড়ে যাবে।

সেই ভদ্রলোক যে মন্তব্য করেছেন– 'হাদীসের কারণে মুসলিমগণ আজ বহু দলে-উপদলে বিভক্ত'– তা ঠিক নয়, ভুল। সত্যি কথা হচ্ছে, কুরআনুল কারীম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈদের ভাষ্যমতে বুঝার চেষ্টা না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত বুঝার চেষ্টা করেই তারা নানা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। খারিজী, মু'তাযিলা, জাহ্‌মিয়া, রাওয়াফেযী এবং বর্তমানে হাদীস অস্বীকারকারীরা তার প্রমাণ। উক্ত ভদ্রলোক আরও বলেছেন– 'আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীম হিফাযাতের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীসের হিফাযাতের দায়িত্ব নেননি' একথাও ভুল। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষ্য তখনকার লোকদের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, তেমনি সকল যুগের উম্মাতের জন্যই তা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। নবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিদায়াত ও ব্যাখ্যা ছাড়া যদি উম্মাতগণ দীন বুঝতে না পারেন তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তা হিফাযাত করবেন না কেন? তাছাড়া পরবর্তী যুগের উম্মাতগণ যদি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিদায়াত ও ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআনুল কারীম বুঝতে সক্ষম হন তাহলে সাহাবায়ে কিরাম কেন সক্ষম হলেন না? তাছাড়া নবীর হিদায়াত ও ভাষ্যের যদি প্রয়োজনই না হতো তাহলে নবী পাঠানোর কোনো প্রয়োজন ছিলো কি?

تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ (আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও)-এর তাৎপর্য

প্রশ্ন-২০৯৪ ঃ বলা হয়ে থাকে تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللهِ (আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও)। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে জাব্বার (মহা প্রতাপশালী), কাহ্হার (কঠোর), মুনতাকিম (কর্মফল প্রদানকারী), মুতাকাব্বির (অহংবোধসম্পন্ন) ইত্যাদি রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর গুণ ধারণ করা মানে তো তাঁর সাথে শির্ক (অংশীদার) করা। তাহলে এটি কী করে সম্ভব?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ দু'প্রকার। এক ধরনের নাম রয়েছে যেসব নামের গুনাবলী সামান্য পরিমাণ হলেও সৃষ্টির ওপর প্রতিফলিত হয়, সেই সব গুণাবলীকে মানুষ নিজ চরিত্রে ধারণের প্রচেষ্টাকেই বলা হয়েছে– আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া। যেমন– রাউফুন (মহানুভব), রাহীম (অনুগ্রহকারী), গাফুর (মার্জনাকারী) প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকার কিছু নাম রয়েছে যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য। সেসব নামের বিপরীত আচরণমূলক গুণ অর্জন করাই মানুষের কর্তব্য। যেমন– কাহ্হার এর বিপরীত নম্রতা, আযীয (পরাক্রমশালী) এর বিপরীতে নিচুতা বা হেয়তা প্রকাশ করা, গানিয়্যু (স্বয়ংসম্পূর্ণ) এর বিপরীতে মুখাপেক্ষিতা ইত্যাদি। উপরিউক্ত দু'প্রকারে চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টাকেই বলা হয়েছে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া।

আল কুরআনে উদ্ধৃত অন্যদের বক্তব্য তাও কি কুরআন

প্রশ্ন-২০৯৫ ঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যদের কথার উদ্ধৃতিও পেশ করেছেন। যেমন- মিশর অধিপতি (আযীয মিছির) এর বক্তব্য– اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ কিংবা সাবার রাণীর বক্তব্য اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এসব বক্তব্যের মর্যাদাও কি তাই যা আল্লাহ্ তা'আলার কুরআনী বক্তব্যের মর্যাদা? প্রশ্নের কারণ অনেক সময় ওয়ায়েজীনরা এভাবে বলে থাকেন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ অথচ এটি আল্লাহর কথা নয় শুধু একজনের কথার উদ্ধৃতি।

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন এসব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন তখনই তা আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাই এসব উদ্ধৃতির তিলাওয়াতেও সেই রকম ছাওয়াব পাওয়া যাবে যেরকম ছাওয়াব পাওয়া যায় আল্লাহর বাণীর তিলাওয়াতে। (আমি আরও বলতে চাই, কুরআনুল কারীমে ফিরআউন, হামান,

কারূন এবং ইবলিসের নাম এসেছে, এসব নাম তিলাওয়াত করলেও প্রতিটি নামের বিপরীতে পঞ্চাশটি করে ছাওয়াব পাওয়া যাবে)। তাছাড়া আল কুরআনে যেসব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তার মধ্যে কাফিরদের অনেক বক্তব্যও রয়েছে যা পরিহার করে চলা মুমিনের কর্তব্য তবু তা আমাদের জন্য দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আযীয মিছির, সাবার রাণীসহ অন্যান্যদের যেসব বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে সেসব সম্পর্কে এরূপ বলায় কোনো দোষ নেই যে, এটি আল্লাহর কথা।

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ (সাহাবাগণ প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ)– এ কথার তাৎপর্য

প্রশ্ন-২০৯৬ ঃ اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ এবং اَلصَّحَابِى كَالنُّجوم এ বক্তব্য দুটো কি হাদীস? কিন্তু সহীহ হাদীসে তো বলা হয়েছে– 'কিয়ামাতের দিন লোকেরা হাউজ কাওছারে আসবে। কিছু লোককে ফেরেশতারা আটকে রাখবে। আমি বলবো– এরাতো আমার সাহাবী। উত্তরে বলা হবে– আপনি তো জানেন না আপনার অবর্তমানে এরা কী করেছে।' এ হাদীস থেকে সকল সাহাবা আদল (ন্যায়নিষ্ঠ) হওয়া প্রমাণিত হয় না। তেমনি আরেক হাদীসের রেফারেন্সে বলা হয়েছে– 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– 'তোমরা যে কোনো সাহাবীর অনুসরণ করো না কেন হিদায়াত পাবে'। এখন কেউ যদি বলেন আমি আমর ইবনুল আস এবং মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) এর অনুসরণ করি তারপর তিনি ইনসাফ না করেন এবং সিফফিন যুদ্ধে আমর ইবনুল আস আবু মুসা আশআরীর সাথে যে আচরণ করেছিলেন সেই রেফারেন্স দেন তাহলে কেমন হবে?

উত্তর ঃ اَلصَّحَابِى كَالنُّجوم কথাটি ঠিক আছে কিন্তু এটি হাদীস নয়। সাহাবায়ে কিরামের কাজ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কাজের অনুসরণ করা হয় নস্ (অকাট্য দলিল) ভিত্তিক। আর কিছু কাজের অনুসরণ করা হয় তাঁদের ইজতিহাদ (গবেষণা) ভিত্তিক। ইজতিহাদী কাজকর্মকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক. যখন তাঁদের ইজতিহাদে মতানৈক্য দেখা যায় কিন্তু বুঝতে পারা যায় না কার ইজতিহাদ সঠিক, এমন অবস্থায় যার ইজতিহাদের প্রতি মন ঝুঁকে তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করাই জায়েয। দুই. কোনো এক পক্ষের ইজতিহাদ সঠিক নয় বলে যদি প্রবল ধারণা হয় তাহলে সেই পক্ষের মতামত গ্রহণ করা যাবে না। অবশ্য তাঁর ইজতিহাদ দুর্বল হলেও তিনি ঠিকই পুরস্কৃত হবেন। এজন্য শর্ত লাগানো হয়েছে– بايهم اقتد يتم اهتديتم। অতএব কারও গবেষণা যদি ভুল

হবার ধারণা প্রবল না হয় তবে তা সঠিক পথ নির্দেশ পাওয়ার যোগ্য। তিরস্কারের যোগ্য নয়।

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ এ কথাটিও হাদীস নয়। বরং আহলু সুন্নাত আল জামায়াতের স্বীকৃত বক্তব্য। كُلُّهُمْ عَدُوْلٌ (তাদের প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ) হতে হলে মাছুম (গুনাহ্‌মুক্ত) হতে হবে এটি অপরিহার্য নয়। যে হিদায়াতকে আমরা সাহাবায়ে কিরামের সাথে সংশ্লিষ্ট করি সেখানে দুটো কথা আছে। এক. তাঁরা কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতেন। কবীরা গুনাহ্ থেকে বাঁচার একটি মানসিকতাই তাঁদের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। দুই. মানবিক দূর্বলতার কারণে কেউ কবীরা গুনাহ্‌য় লিপ্ত হয়ে পড়লেও অনুধাবন করার সাথে সাথে তাঁরা তাওবা করে নিতেন। সেই গুনাহ্‌য় তাঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যেতেন না। ফলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ 'তাওবাকারীর গুনাহ্ এমনভাবে মাফ করে দেয়া হয় যেন তার কোনো গুনাহ্‌ই ছিলোনা'। এ কথার ভিত্তিতে তাঁরা আদল থেকে গেছেন। ফাসিক হননি। আল্লামা নানাতুভী ও অন্যান্য আকাবির (বড়ো আলিমগণ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। আমি তার সারকথা হিসেবে যা লিখলাম আশা করি প্রশ্নকর্তার জন্য যথেষ্ট।

মু'জিযা ঃ শাককুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিকরণ)

প্রশ্ন-২০৯৭ ঃ আমাদের এখানকার এক মৌলভী সাহেব যিনি মাসজিদের ইমাম। তাঁর আকীদা হচ্ছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক চাঁদ দু'টুকরো করা সংক্রান্ত যে মু'জিযার কথা বলা হয়ে থাকে তা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে কোন দলিল প্রমাণও নেই। আপনি মেহেরবানী করে এ সম্পর্কিত কিছু সহীহ হাদীস বর্ণনা করে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ শাককুল কামার (চন্দ্র দ্বিখণ্ডিকরণ) এর মু'জিযা সংক্রান্ত হাদীস সহীহ সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতঈম (রা), হুজাইফা (রা), আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم " اشْهَدُوا "

“রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পাহাড়ের ওপর এবং অপর খণ্ড নিচে পড়েছিলো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো।” –সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস নাম্বার-৪৫০৪ (ই ফা বা); সহীহ্ মুসলিম; জামি আত তিরমিযী, হাদীস নাম্বার-৩২৮৫ (ই ফা বা)।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

انْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

“নবী করীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছিলো।” –সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস নাম্বার-৪৫০৬ (ই ফা বা); সহীহ্ মুসলিম; জামি আত তিরমিযী।

আনাস ইবনু মালিক (রা)-এর বর্ণনায় আছে–

سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ.

“মক্কাবাসী একটি নিদর্শন দেখানোর দাবী জানালো। তখন তিনি তাদেরকে চাঁদ বিদীর্ণ হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।” –সহীহ্ আল বুখারী, হাদীস নাম্বার-৪৫০৭ (ই ফা বা); সহীহ্ মুসলিম; জামি আত তিরমিযী, হাদীস নাম্বার-৩২৮৬ (ই ফা বা)।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْهَدُوا "

“রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় চন্দ্র বিদীর্ণ হলে তিনি আমাদের বললেন– তোমরা দেখে রাখো।” –জামি আত তিরমিযী, হাদীস নাম্বার-৩২৮৮ (ই ফা বা); সহীহ্ মুসলিম।

জুবাইর ইবনু মুতঈম (রা)-এর বর্ণনায় আছে–

انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ عَلَى هَذَا

الْجَبَلِ وَعَلَى هَذَا الْجَبَلِ فَقَالُوا سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا مَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। এক টুকরে এই পাহাড়ে আরেক টুকরো ঐ পাহাড়ে। কাফিররা বললো– মুহাম্মাদ আমাদের যাদু করেছে। তাদের কেউ কেউ বললো– আমাদের যাদু করলেও পৃথিবীর সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না।" –জামি আত তিরমিযী, হাদীস নাম্বার-৩২৮৯ (ই ফা বা)।

হাফিয ইবনু কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে (খণ্ড-৩, পৃ-১১৯) হুযাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার ফাতহুল বারী (খণ্ড-৬, পৃ-৬৩২) গ্রন্থে আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নওবী মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থে লিখেছেন– কাযী ইয়ায বলেছেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়াটা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা। অনেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা এটি। তাছাড়া আয়াতে কারীমায়ও বলা হয়েছে–اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ 'কিয়ামাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।' যা এ ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে।

যুজায বলেছেন, কতিপয় বিদ'আতপন্থী যারা ভিন্ন ধর্মীদের সাথে সম্পর্ক রাখে অবশ্য তারা একে অস্বীকার করে থাকে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর অকেজো করে দিয়েছেন, নইলে বিবেকবান কেউ-ই একে অস্বীকার করতে পারে না। –নওবী : শরহে মুসলিম, খণ্ড-২, পৃ-৩৭৩।

ইচ্ছেকৃত নামায ছেড়ে দেয়া

প্রশ্ন-২০৯৮ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– 'যে ব্যক্তি ইচ্ছেকৃত নামায ছেড়ে দিল সে কুফরী করলো।' আপনি মেহেরবানী করে বলবেন এখানে কুফর শব্দ দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে? যদি কাফির হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী ওয়াক্তে নামায পড়ার আগে তাকে তাওবা করে নতুনভাবে কালিমা পড়ে নিতে হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তি ইসলামের সকল বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, দীনী

বিষয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফায়সালাসমূহ গ্রহণ করেছেন– আহলু সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে কোন গুনাহ্র কাজে তিনি লিপ্ত হয়ে গেলে তাকে কাফির বলা যাবে না। হাদীসে যে কুফরীর কথা বলা হয়েছে তা আকীদাগত নয়, কর্মগত। হাদীসের সঠিক তাৎপর্য হচ্ছে– তিনি কুফরী কাজে লিপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়া কোন মুমিনের কাজ নয়। কাফিরের কাজ। তাই যে মুসলিম নামায ছেড়ে দিলেন তিনি কাফিরদের মতই কাজ করলেন।

প্রশ্ন-২০৯৯ ঃ এক ব্যক্তি সারা বছর নামায পড়লেন না, এমনকি জুমআ ও ঈদের নামাযও পড়লেন না, তাকে পূর্ণ মুসলিম বলা যাবে কিনা?

উত্তর ঃ যদি সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান রাখেন, নামায ফরয একথাও স্বীকার করেন কিন্তু অলসতা কিংবা গাফলতির কারণে নামায না পড়েন, তিনি মুসলিম ঠিকই কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তাকে বলা যাবে না। নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক ইবাদাত, যা ইসলামের অন্যতম ভিত্তি, তা পরিত্যাগ করে তিনি কঠিন গুনাহে লিপ্ত তাকে, নিকৃষ্ট ফাসিক বলা যেতে পারে। আল কুরআন ও হাদীসে রাসূলে নামায পরিত্যাগ করার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

বেনামাযীর অন্যান্য ভালো কাজ

প্রশ্ন-২১০০ ঃ অনেকে আছেন নামায পড়েন না কিন্তু নিয়মিত যাকাত দেন, গরীবদের সাহায্য করেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন। যখন তাদের নামাযের কথা বলা হয়, তারা উত্তর দেন– ভাই নামায পড়িনা সত্যি, যেসব কাজ করছি এগুলোও তো ফরয ইবাদাত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে– বেনামাযীর অন্যান্য ভালো কাজ আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে কি?

উত্তর ঃ কালেমা শাহাদাতের পর ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে নামায। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ছাওয়াবের চেয়ে বড় কোন ছাওয়াব নেই। আবার নামায পরিত্যাগের গুনাহ্র চেয়েও বড় কোনো গুনাহ্ নেই। ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি কবীরা গুনাহ্ হলেও নামায পরিত্যাগ করার গুনাহ্র সমতুল্য নয়। কেউ যদি নামায না পড়ে অন্যান্য ভালো কাজ করেন তাহলে আমরা একথা বলতে পারি

না তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না। তবে একথা বলা যায়, নামায পরিত্যাগের গুনাহ্‌র মুকাবিলায় এ ধরনের সৎকাজ যথেষ্ট নয়।

মাসজিদে জানাযা নামায

প্রশ্ন-২১০১ ঃ আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে– মাসজিদে জানাযা নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। এই বক্তব্য তিনি কার্যকরও করেছেন। মেহরাবের সামনে ডানদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটি উঁচু চত্বর বানিয়েছেন।

মেহরাবের সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটি দরোজা রাখা হয়েছে। মৃতদেহ সেই চত্বরে রেখে তিনি ৫/৭ জন মুসল্লী নিয়ে সেখানে দাঁড়ান। অবশিষ্ট মুসল্লীগণ মাসজিদের ভেতর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান। তারপর জানাযা নামায পড়ান। এভাবে জানাযা নামায পড়া সঠিক কিনা জানাবেন।

মাওলানা সাহেব আরো বলেন, জানাযা নামায ফরযে কিফায়া। তাই ফরয নামায শেষ করে সুন্নাতের আগেই জানাযা নামায পড়তে হবে। তারপর সুন্নাত, নফল আদায় করতে হবে। তার এই কথা কতটুকু শরীআ' সম্মত?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর মতে একান্ত প্রয়োজন না হলে মাসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরূহ। মৃতদেহ যদি মাসজিদের বাইরে রাখা হয় তবু। মাসজিদের বাইরে জানাযা নামায পড়ার কোন ব্যবস্থা না থাকলে সে তো ভিন্ন কথা।

উত্তম হচ্ছে ফরয নামাযের পর এবং সুন্নাতের আগে জানাযা নামায শেষ করে তারপর সুন্নাত নামায পড়া। যদি সুন্নাত নামায শেষ করে তারপর জানাযা নামায পড়া হয় সেই সুযোগও রয়েছে। কারণ সুন্নাতের আগে জানাযা নামায পড়া হলে মুসল্লীরা টেনশানে থাকেন। সুন্নাত পড়বেন নাকি জানাযা নিয়ে কবরস্থানের দিকে যাবেন।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জানাযা নামায কে পড়িয়েছেন

প্রশ্ন-২১০২ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জানাযা নামাযে ইমামত করেছিলেন কে? কোন্ পদ্ধতিতে তাঁর জানাযা নামায সম্পন্ন হয়েছে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর ঃ হাকিম (৩য় খণ্ড, পৃ-৬০) আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন, আমরা নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জানাযা নামায কে পড়াবেন? তিনি বললেন, গোসল দিয়ে কাফন পরানোর পর আমাকে হুজরায় রেখে কিছু সময়ের জন্য তোমরা সবাই বাইরে বেরিয়ে যাবে। সর্বপ্রথম জিবরাঈল আমার জানাযা নামায পড়বেন। তারপর মিকাঈল, তারপর ইসরাফীল, তারপর মালাকুল মাওত অতপর সমস্ত ফেরেস্তারা নামায পড়বেন। এরপর আমার আহ্‌লু বাইত এর যারা পুরুষ সদস্য তারা জানাযা নামায পড়বে। তারপর আহ্‌লু বাইত এর মহিলারা পড়বে। তারপর তোমরা একে একে আমার ওপর সালাত ও সালাম পেশ করবে।

সেই ওসিয়াত অনুযায়ী তাঁর জানাযা নামায পড়া হয়েছে। সেই নামাযে কেউ ইমামত করেন নি। সাহাবায়ে কিরাম একজন একজন করে হুজরায় প্রবেশ করেছেন এবং তাঁর ওপর সালাত ও সালাম পড়েছেন। এটিই ছিলো তাঁর জানাযা নামায। ইবনু সা'দ-এর বর্ণনায় আছে– আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) একত্রে হুজরায় প্রবেশ করে তাঁর জানাযা নামায পড়েছেন। এভাবে ত্রিশ হাজার পুরুষ-মহিলা তাঁর জানাযা নামায পড়েছিলেন। মাওলানা ইদরীস কান্দালভী 'সীরাতুল মুস্তফা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (৩য় খণ্ড, পৃ-১৮৭)। আমি আমার 'আহাদে নবুওয়াত কে মাহ্ ওয়া সাল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

যাকাতের টাকা অল্প অল্প করে আদায় করা

প্রশ্ন-২১০৩ ঃ আমার কাছে একলাখ টাকা আছে। যার যাকাত হয়- ২৫০০ টাকা। আমি যাকাতের টাকা এক সাথে আদায় না করে বছরের প্রথম থেকেই ৫০ টাকা, ১০০ টাকা করে গরীব ও দুঃস্থদের দিতে থাকি। এমনিভাবে বছর শেষ হয়ে যায়। বছর শেষে দেখা যায় আমার যাকাত বাবদ দেয় টাকাও শেষ হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে- এভাবে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর ঃ অল্প অল্প করে যদি যাকাত আদায় করা হয় তবু আদায় হয়ে যায়।

ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন

প্রশ্ন-২১০৪ ঃ আমি কিতাবে পড়েছি ইহরাম অবস্থায় মৃত্যু হলে তাকে গোসল দিয়ে কাপড় পরাতে হবে। মাথাও ঢেকে দিতে হবে। কর্পূর ও সুগন্ধি লাগাতে হবে। কিন্তু আমাদের মাসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য– তাকে ইহরামের কাপড় দিয়েই কাফন পরাতে হবে। মুহরিম যদি মহিলা হোন তাকে কাফনের

কাপড় পরাতে হবে। মেহেরবানী করে জানাবেন এ সম্পর্কে হানাফী ফিকহ্ কী বলেছে।

উত্তর ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মৃত্যুর সাথে সাথে ইহ্রাম শেষ হয়ে যায়। তাই কোন ব্যক্তি যদি ইহ্রাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাকে সাধারণ মৃত ব্যক্তির মত কাফন পরাতে হবে। (মহিলা হলে) মাথা ঢেকে দিতে হবে এবং সুগন্ধি লাগাতে হবে। কিয়ামাতের দিন ইহ্রাম পরিহিত ব্যক্তি ইহ্রাম পরা অবস্থায় উঠবে সে কথা ভিন্ন।

মান্নত করা নিষেধ কেন

প্রশ্ন-২১০৫ ঃ অনেক আলিম বলে থাকেন মান্নত করা শরী'আতে নিষেধ। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ মান্নত করার ব্যাপারে হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সে সম্পর্কে আলিমগণ বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে মূর্খরা মনে করে কোন বিষয় মান্নত করলে সেই কাজ অবশ্যই হয়। হাদীসে এই চিন্তা-চেতনার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে মান্নত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরকে পরিবর্তন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বান্দার এ রকম বলা, যদি আল্লাহ্ আমাকে এই রোগ মুক্ত করেন তাহলে এতটি রোযা রাখবো কিংবা এত টাকা সাদাকা দেব, এ ব্যাপারটি দেখতে আল্লাহর সাথে দর কষাকষি করার মত মনে হয়, যা বান্দার জন্য শোভনীয় নয়।

মৃত ব্যক্তির কল্যাণের আশায় ভোজের আয়োজন

প্রশ্ন-২১০৬ ঃ আপনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, মৃত ব্যক্তির কল্যাণে যে ভোজের আয়োজন করা হয় সেখানে শুধু গরীব-দুঃস্থরা যেটুকু খায় তার ছাওয়াব কেবল ইসালে ছাওয়াব হিসেবে গণ্য হবে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যা খাবে তা ইসালে ছাওয়াব হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু আমি মনে করি প্রত্যেককে খাওয়ানোর বিনিময়েই ছাওয়াব হবে এবং তা ইসালে ছাওয়াব হিসেবে গণ্য হবে।

উত্তর ঃ গরীব-দুঃস্থদের খাওয়ানো 'সাদাকা'। নিকটাত্মীয়দের খাওয়ানো 'সিলায়ে রেহ্মী' (আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ), আর বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো 'মাকারিমে আখলাক' (উত্তম চরিত্রের প্রকাশ)। কোন বুজুর্গ ব্যক্তির ইসালে ছাওয়াবের জন্য ভোজ দেয়া সাদাকা। আর যদি বুজুর্গ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাউকে ভোজ দেয়া হয় তা যিয়াফত বা দাওয়াত।

নারীর প্রকৃত অলংকার

প্রশ্ন-২১০৭ ঃ মাওলানা সাহেব! বর্তমানে চতুর্দিকে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সয়লাব বয়ে চলছে। যাদের ব্যাপারটি স্পর্শকাতর সেই নারী সমাজেই আজ লজ্জা-শরমের বড়ো অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে কেউ কিছু বলছেও না। আপনার কাছে অনুরোধ আপনি কিছু বলুন।

উত্তর ঃ সকল যুগে সকল সমাজেই একটি কথা প্রচলিত ছিলো- 'লজ্জা হলো নারীর ভূষণ'। আভিজাত্য ও পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে কোনো সমাজকে মূল্যায়ন করতে সেই সমাজের নারীর লজ্জাশীলতাকে প্রাধান্য দেয়া হতো। ইসলাম লজ্জাশীলতাকে পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। প্রাচ্যে অতীতে এটিকে গৌরবের বিষয় মনে করা হতো। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লজ্জাকে ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১. চারটি জিনিস সকল রাসূলের সুন্নাত- লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিয়ে। -জামি আত তিরমিযী।

২. ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ কথার সাক্ষ্য দেয়া এবং সব চেয়ে ছোট হচ্ছে- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। -সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম

৩. লজ্জা আপাদমস্তক কল্যাণ। -সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

৪. লজ্জা ঈমানের অংশ। ঈমান জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর বেহায়াপনা অভদ্রতার নামান্তর, অভদ্রতা জাহান্নামের পথ দেখায়। -জামে আত তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ

৫. প্রত্যেক ধর্মেরই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীলতা। -মুওয়াত্তা মালিক, ইবনু মাজাহ, বাইহাকী।

৬. ঈমান ও লজ্জাশীলতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন একটিকে পৃথক করা হয় তখন অন্যটি এমনিই উঠে যায়। (অন্য বর্ণনায় আছে) যখন একটিকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন অন্যটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। -সুনান বাইহাকী।

মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি ও নবীর শিক্ষার প্রভাব এই ছিলো যে, মুসলিমগণ লজ্জাশীলতা ও পর্দাকে ঈমানের অংশ মনে করতেন। বেহায়াপনাকে গর্হিত কাজ

ও সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। পাশ্চাত্য সভ্যতার অব্যাহত প্রভাবে আজ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, মনে হয় লজ্জা-শরম বলতে কোন জিনিসই নেই। পুরুষের যে দৃষ্টি একদিন মহিলাদের ইজ্জত-আব্রুর হিফাযাত করতো আজ সেই দৃষ্টিই তাদের কাল হয়েছে। ভরা বাসে মহিলাদের চুল নিয়ে খেলা করার ন্যাক্কারজনক খবরও আমরা পত্রিকায় দেখতে পাই। মার্কেট, শপিং কমপ্লেক্স, হোটেল ও রেস্তোরায় মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা কারও দৃষ্টির অগোচরে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সিনেমা হল পর্যন্ত সবখানেই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। বিশেষ করে যুব শ্রেণীর মধ্যে এটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সবকিছু দেখে মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় এরাই কি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাত, যারা সমগ্র বিশ্বে নৈতিকতার নেতৃত্ব দেবে?

গৃহপালিত পশুকে খাসী করানো

প্রশ্ন-২১০৮ ঃ গৃহপালিত পশু খাসী করানো হয়। দেখতে ভালো দেখা যায়, গোশত বেশি হয় এবং কুরবানীর বাজারে দামও বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু যখন পশুকে খাসী করানো হয় তখন সে বুকফাঁটা আর্তনাদ করে থাকে। এটি কি পশুর ওপর যুল্‌ম নয়?

উত্তর ঃ পশু খাসী করানো জায়েয। সেই পশু দিয়ে কুরবানী করাও জায়েয। তবে খাসী করানোর সময় পশুর কষ্ট যাতে কম হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

সমাপ্ত

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN : 984-842-001-0 (set)